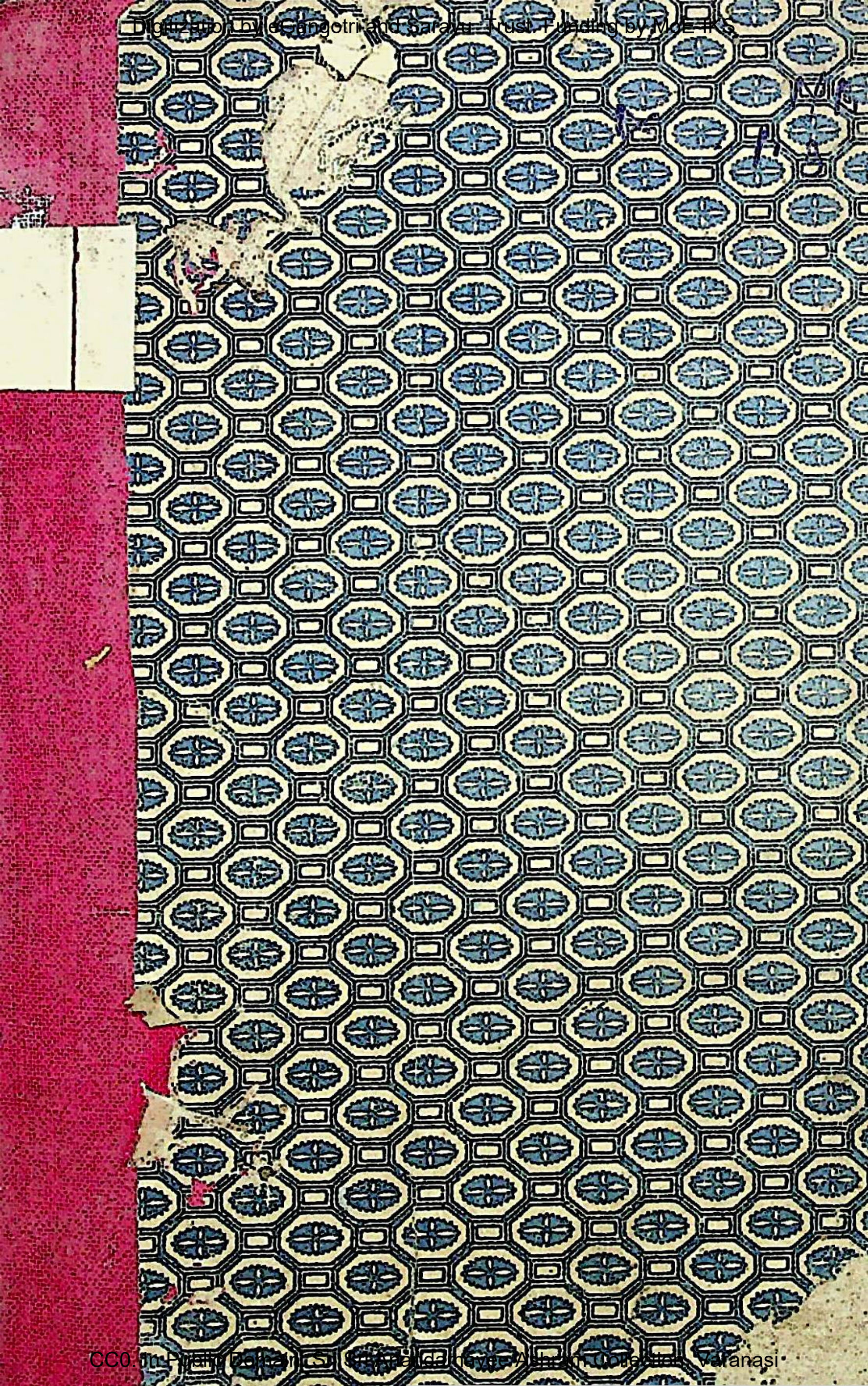
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I
3/49
No.........

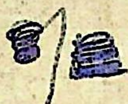
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

15-5-7[illegible]				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

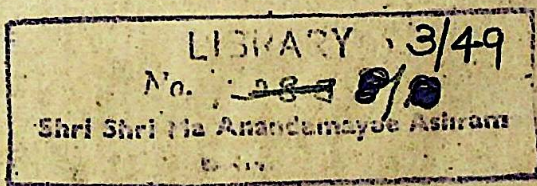
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

IN B-1.9



3/49

PRESENTED



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

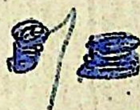
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/49



CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্য লীলামৃত।

উত্তর ভাগ।

(চৈতন্যের জীবন লীলার সন্ন্যাস হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্ত)

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত সঙ্কলিত।

"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"
ভাগবত।

কলিকাতা,

২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
দ্বারা প্রকাশিত।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

All rights reserved.

মূল্য ১।০ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

305

চৈতন্য লীলামৃত।



উত্তর ভাগ।

(চৈতন্যের জীবন লীলার সন্ন্যাস হইতে অন্তর্ধান পর্য্যন্ত)

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত সঙ্কলিত।

"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"
ভাগবত।

কলিকাতা.

২০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
দ্বারা প্রকাশিত।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

All rights reserved.

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/49
87

স্বর্গীয় ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত।

অতি দুঃখের সহিত, অসময়ে, ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্তের মৃত্যু-সম্বাদ আমাদিগকে ঘোষণা করিতে হইল। বিগত ২৫ শে আষাঢ়, শুক্রবার, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও ধর্ম্মকাহিনী বিবৃত করাই যেন তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বহু পূর্ব্বে সমাধা হইয়াছে, এবার চৈতন্যলীলামৃত গ্রন্থ সমাধা করিয়া আর তাঁহাকে দীর্ঘকাল মর্ত্ত্যলীলা করিতে হইল না! এই সংসার অসার, জীবন মায়া বিশেষ। যিনি এক মাস পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে! ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শিথিল হয়। তাঁহার বিয়োগে ব্রাহ্মসমাজ একটি অমূল্য রত্ন, বৈষ্ণবসমাজ একজন প্রকৃত বন্ধু এবং সাহিত্যসমাজ একজন নিষ্ঠাবান সেবক হারাইলেন। জগদীশ্বর বাবুর মর্ত্ত্যলীলায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য ধন্য হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এরূপ প্রকৃত চরিত্রবান সাধু ভক্তের জীবন সাধারণের সম্পত্তি। জগদীশ্বর বাবুর পুণ্যময় জীবনকাহিনী পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু এই ভক্তের জীবনলীলা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ নহে,—সামান্যভাবে আরম্ভ, সামান্য ভাবে সমাপ্ত। আমরা অতি সংক্ষেপে এস্থলে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিলাম।

১২৫২ সালের ভাদ্র মাসে মেহেরপুর মাতুলাশ্রমে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত কুলীন-বৈদ্যবংশজাত ৺গোপীকৃষ্ণ গুপ্ত ইঁহার পিতা, এবং মেহেরপুরের মল্লিক কুল-জাতা স্বর্গীয়া রাধা সুন্দরী দেবী ইঁহার মাতা। জগদীশ্বর গুপ্তের সহিত শ্রীখণ্ড এবং মেহেরপুরের বিশেষ সম্বন্ধ। শ্রীখণ্ড, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শিষ্য শ্রীমৎ নরহরি সরকারের লীলাস্থল; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুর্গ বিশেষ। মেহেরপুরের মল্লিকবংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মের চির উপাসক। পিতৃকুল শাক্ত, মাতৃকুল বৈষ্ণব। জগদীশ্বর বাবু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিশ্বাসের সুবিমল ছায়ায় আশ্রয় পাইলেন। জগদীশ্বর বিশ্বাস-ভক্তির অনুপ্রাণনে মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন।

বাল্যকালে ভক্ত জগদীশ্বর ১১। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় ... করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৬৩ সালে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। ইহার পূর্ব্বেই একটু একটু ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। এই সময়েই তাঁহার জীবনে মহা বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয়। মাতাকে কাটোয়ার গঙ্গাতীরে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া ভক্ত জগদীশ্বর নবজীবন লাভ করিলেন। ভক্তের স্বলিখিত কথা এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"১২৯৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মাবকাশে আমাদের কলেজ বন্ধ হইলে আমি কৃষ্ণনগর হইতে নপাড়া হইয়া শ্রীখণ্ডে মাতৃসদনে গেলাম। মা আমাকে পাইয়া বড় সুখী হইলেন। আমাদের দরিদ্র গৃহস্থালী তখন তিনি একপ্রকার গুছাইয়া লইয়াছেন, দরিদ্র হইলেও এখন তিনি স্বাধীন ভাবে শাকান্ন খাইয়া সুখে আছেন। আমি অপরাহ্নে পৌঁছিলাম। আমার পাল্কী দ্বারদেশে আসিলেই মা বাহিরে আসিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লইয়া গেলেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া আমাকে খাইতে দিলেন। স্নেহময়ীর স্নেহ পাইয়া আমি সুখী হইলাম। কে জানিত যে, সেই আনন্দই আমার জীবনের শেষ আনন্দ, কে জানিত যে সপ্তাহের মধ্যে মাতৃহীন হইয়া আমি সংসারবাজারে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইব?

তৃতীয় দিবস মাকে ওলাউঠা রোগ আক্রমণ করিল। মা ডাক্তারী ঔষধ খাইলেন না। আমি বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে ঘরে বিছানা করিয়া দিয়া একটু ঘুমাইতে বলিলাম, মা শুইলেন। হায়, সেই শয্যাই তাঁহার কাল-শয্যা হইল। মা মধ্যে মধ্যে দুই একবার বাহ্যে যাইতে লাগিলেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে লোক কত কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু তখন আমার কোন জ্ঞানই জন্মায় নাই। আমি খাইতে বসিলে মা আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। সেই বিষাদের ছবি, সেই স্নেহ-মূর্ত্তি যেন এখনও আমার চক্ষে চক্ষে রহিয়াছে। বেলা যতই অবসন্ন হইতে লাগিল, মায়ের উপসর্গ ততই বাড়িতে লাগিল। ভীষণ জল পিপাসা ও বমন আরম্ভ হইল, প্রস্রাব বন্ধ হইল ও হাত পায়ে খিল ধরিতে লাগিল, ২।১ জন কবিরাজ আনাইয়া ঔষধ দেওয়া গেল, কোন উপকার হইল না। রাত্রি-কালে কাটোয়ায় লোক পাঠান হইল না, কেননা ধন সম্বল নাই। আমি বুঝিলাম, মা এ যাত্রা বাঁচিবেন না। মাও তাহাই বুঝিয়া আমাকে বিছানার কাছে ডাকিলেন ও অনেক কথা বলিলেন। আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ১২ই জ্যৈষ্ঠ শেষ রাত্রে ডুলী করিয়া মাকে ইহজন্মের মত গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রের ক্ষীণালোকে শ্রীহরির পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই ভীষণ গঙ্গাযাত্রার দল বাড়ী হইতে বাহির হইল। মা সেই যন্ত্রণার অবস্থাতেও গঙ্গাদর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটু পরেই দেখিলাম, মা ঘুমাইতেছেন, সে যে কাল নিদ্রার পূর্ব্ব লক্ষণ, তাহা তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই। মায়ের জ্ঞান ক্রমে বিলুপ্ত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় মা একবার [illegible] করিয়া উঠিলেন, আমি চাহিয়া দেখিলাম, কণ্ঠ-শ্বাস হইয়াছে। তখন সকলে [illegible] উচ্চারণ করিয়া সেই প্রেমের ছবি গঙ্গাগর্ভে লইয়া গেলেন। আমি মুখে [illegible] ভীষণ শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

সূচীপত্র।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

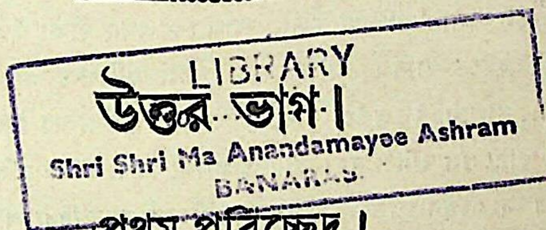
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্বাণ মঠ হইতে
আনন্দময়ী-আশ্রমে
প্রদত্ত হইল।

PRESENTED

চৈতন্যলীলামৃত।



উত্তর ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌর সন্ন্যাস।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন প্রদোষ সময়। সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে গৌর কুটীরের দৃশ্য যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন; তাঁহার গাত্র কণ্টকিত হইল। স্বপ্নের সেই ছবি;—পাদমূলে ভাগীরথী তর তর বেগে চলিয়া যাইতেছে, চারিদিকে বৃক্ষরাজি, বিহঙ্গগণ সমস্ত দিন দিগ্‌দিগন্ত হইতে চরিয়া আসিয়া প্রদোষ মুখে আপন আপন বাসা লইতেছে, রাখালগণ গাভীর পাল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, ক্ষুদ্র একটী পুষ্পোদ্যান মধ্যে ভারতীর কুটীর শোভা পাইতেছে। প্রাঙ্গনটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দ্বারে তুলসী বেদিকা। ভারতী গোঁসাই মানুষের পদ শব্দ পাইয়া বাহিরে আসিয়া সসঙ্গী নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া প্রেম-পুলকিত অন্তরে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গ যথারীতি ভারতীর পাদ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আজ [illegible], আগামী কল্য আমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতে হইবে।"

ভারতী উত্তর করিলেন, "তোমার সন্ন্যাস লইবার বয়স এখনও হয় নাই। এ নবীন যৌবনে কঠোর বৈরাগ্য কি সহিতে পারিবে? তোমাকে সন্ন্যাস দিতে আমার প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে; তোমার জননী ও ভার্য্যাকে বলিয়া আসিয়াছ [illegible] এখন [illegible] আমার [illegible] কিছু সময় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রে বিহিত আছে যে, গার্হস্থ্যে অপত্যোৎপাদনের পর সন্ন্যাসের প্রশস্ত কাল। তোমার তো সে অবস্থা হয় নাই; তবে কোন্ প্রাণে আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব? তোমার জননী ও ভার্য্যা আমাকে কি বলিবেন? সত্য সত্যই তোমাকে সন্ন্যাসী করিতে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বৈরাগ্য ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছেন? আপনি কত পতিতকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি অতি অকিঞ্চন, আমাকে এমন দীক্ষা দিন্, যা'তে আমি কৃষ্ণদাস হইতে পারি। আপনি তো পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত আছেন, তবে কেন প্রতিজ্ঞা পালনে ইতস্ততঃ করিতেছেন?" এই বলিয়া উদ্দণ্ড প্রেমাবেগে বিশ্বম্ভর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া মুকুন্দ সুমধুর স্বরে সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। গৌরের নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল; এবং মহাযোগে ও মহাভাবে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনের কোলাহলে চারিদিক্ হইতে লোক সমাগম হইতে লাগিল এবং অপরূপ আকৃতি গৌর-মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অবাক্ হইয়া গেল। কেশব ভারতী গৌরের অমানুষী ভাব বিলাস আর কখন নয়নগোচর করেন নাই। তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল যে, নবীন যৌবনে এ ব্যক্তি বৈরাগ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে কি না? তাহা এখন সম্পূর্ণ রূপে নিরসন হইল।—তিনি গৌরাঙ্গের ভাবতরঙ্গ দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ইনি কোন মহাপুরুষ, স্বীয় কারুণ্যে আমার নিকট দীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন, এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন। গৌরের ভাবাবসানে ভারতী বলিলেন, "নিমাই! আমার মহা অপরাধ হইয়াছে, তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, জগদ্গুরু, তোমাকে দীক্ষা দিতে পারে জগতে এমন কাহাকেও দেখি না। আমার ভাগ্যে আমার নিকট যে দীক্ষিত হইবে, সে কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, স্বতন্ত্র-মত হইব না। গৌরাঙ্গ এই [illegible] বাক্যে অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভারতীকে বলিলেন, "গুরুদেব! স্বপ্নযোগে এক মহাপুরুষ আমাকে সন্ন্যাসের এক দীক্ষা মন্ত্র বলিয়া দিয়াছেন, দেখুন দেখি সে মন্ত্র সিদ্ধ কি না?" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবী গুরুর কর্ণে মন্ত্র বলিলেন, এবং [illegible]র নিকট দীক্ষিত হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে প্রকারান্তরে তাঁহাকেই দীক্ষিত করিলেন। ভারতী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'এ মন্ত্র কোথায় শিখিলে?' এইরূপ নানা সৎপ্রসঙ্গে শীত-কালের দীর্ঘযামিনী পোহাইয়া গেল, কেহ আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। প্রভাত সময়ে বিশ্বম্ভর চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পিতঃ এ কর্ম্মের বিধিযোগ্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সকলই আপনি করুন। আপনাকে আমি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।'

আচার্য্যরত্ন যদিও গৌরের সংকল্প অবগত ছিলেন, তথাচ নিঃসংশয়-রূপে জানিবার জন্যই হউক, অথবা নিরাশ ব্যক্তি যেমন ভগ্নমনোরথকে ফিরাইতে চায়, সেইরূপেই হউক, অজ্ঞের ন্যায় উত্তর করিলেন, 'কিসের অনুষ্ঠান?'

গৌর দৃঢ়ভাব্যঞ্জকভাবে বলিলেন, 'আমি গার্হস্থ্য আশ্রম ছাড়িয়া আজ সন্ন্যাসাশ্রমে নবজীবন লাভ করিব, তাহারই অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি।' এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আচার্য্য-রত্ন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। শুভকর্ম্মের সহায় ভগবান্। আশ্চর্য্যের বিষয় কোথা হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্ভার আসিয়া জুটিয়া গেল, কেহ জানিতে পারিলেন না। ইতি পূর্ব্বেই গৌরের সন্ন্যাসের কথা নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাই পল্লিগ্রামের সরলমতি নরনারীগণ অল্পসময় মধ্যেই দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, তাম্বূল, বস্ত্র, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি সামগ্রী সম্ভার আয়োজন করিয়া ভারতী ঠাকুরের কুটীর দ্বারে আনিয়া সজ্জিত করিয়া দিল। এ দিকে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, নাচিতে মহাভাব ও মহাযোগের জীবন্ত প্রতিমারূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিক হইতে নরনারী, বালক বালিকা আসিয়া ভারতীর কুটীর ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে; লোকে লোকারণ্য হইয়া গঙ্গাতীরের প্রশস্ত প্রান্তর ভূমি শোভা পাইতেছে। গৌরের তৎকালের ভাব ও মুকুন্দের মধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া লোকসকল স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলি-কার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। গৌরের নবীন বয়স ও অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া এবং সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া কত লোক কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিধাতার নির্ব্বন্ধকে দোষ দিতেছে। কতলোক ব্যাকুলভাবে সেই অপূর্ব্ব যুবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাহার মাতা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুবতী ভার্য্যার কথা শুনিয়া রোদন করিতেছে, কেহ বলিতেছে; 'ধিক্ শাস্ত্রকারদিগকে, যাঁহারা এমন নিষ্ঠুর সন্ন্যাসের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন।' কেহ বলিতেছে, 'হায়! ইহার মাতার ও ভার্য্যার পক্ষে আজ কি কাল রজনীই পোহাইয়াছে, এ হেন ধনে সন্ন্যাসী করিয়া তাহারা কেমন করিয়াই বা বাঁচিবে?' বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সেই জনতা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে বেলাবসান হইতে চলিল, তথাচ গৌরের প্রেমাবেগ সম্বরণ হইল না, সংকীর্ত্তনও থামিল না। অবশেষে নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে গৌরচন্দ্র একটু স্থির হইয়া উপবেশন করিলে, মুণ্ডন করিতে নাপিত আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। পরম সুন্দর চাঁচরকেশের সহিত শ্রীশিখার অন্তর্ধান হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। তৎশ্রবণে দর্শকমণ্ডল মধ্যে ক্রন্দনের মহারোল পড়িয়া গেল। মধু নাপিত ক্ষুর তুলিবে কি, কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এদিকে গৌরচন্দ্রও প্রেমানুরাগে গর গর হইয়া ও ভাবী নবজীবনের নব ভাব স্মরণ করিয়া একবার উঠিতে, একবার বসিতে, একবার কাঁদিতে, একবার নাচিতে লাগিলেন। সুতরাং ক্ষৌর কর্ম্ম বড় একটা অগ্রসর হইতে পারিল না। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কাঁদিতেছিল, কিন্তু এক ব্যক্তির ভাবানুরাগ দেখিয়া আর সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে ব্যক্তি গৌরাঙ্গের মুণ্ডন দেখিতে দেখিতে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার চারিদিকে লোক সকল বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার পরিচয় জানিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, এ লোকটা কে?

অপর আগন্তুক উত্তর করিল; এ আমাদের গ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। প্রথম ব্যক্তি বলিল, আপনার নিবাস? উত্তর--চাকন্দী গ্রামে।

এইকথা হইতে হইতে মূর্চ্ছাপন্ন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। এদিকে বেলাবসান হইয়া আসিল, নাপিত কোনমতে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিলে গৌরচন্দ্র প্রায় সন্ধ্যাসময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে আসিয়া বসিলেন। ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণবর্ণের ডোর কৌপীন পরাইয়া দিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিয়া গলদেশ ও হস্ত কুসুমমালায় বিভূষিত করিলেন।

ভারতী গোস্বামী গৌরের হস্তে সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন, দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র স্বপ্নলব্ধ যে মন্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন। গৌরচন্দ্র তখন প্রেমানন্দে বোল হরিবোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, দেবগণ স্বর্গে আনন্দদুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন, ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে হরিবোল বলিয়া উঠিলেন, দর্শকমণ্ডলী গভীর নিনাদে হরিধ্বনি দিয়া গগণমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। আর মহা-ভারতীয় ব্যাসোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করিল, যথা—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"

এদিকে ভারতী গোঁসাই গৌরের সন্ন্যাসাশ্রমোপযোগী নাম রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কিছু বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে ভগবদাদেশের শুভ্র জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, বিধানালোকে তিনি ভবিষ্যতের ছবি দেখিতে পাইলেন এবং শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন তিনি নব সন্ন্যাসীর বক্ষে হস্ত দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "নিমাই পণ্ডিত! শ্রবণ কর। মধুর 'কৃষ্ণ' নাম দিয়া তুমি সংসারমুগ্ধ অচৈতন্য লোকদিগকে চেতনা দিয়াছ এবং ভাবী জীবনে কোটি কোটি নরনারী তোমা হইতে চেতনা লাভ করিবে, এজন্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নাম প্রকাশ হইল; এখন হইতে এই নামেই তুমি পরিচিত হইবে।" এই কথার শেষ শব্দ আকাশে বিলীন হইতে না হইতে চারিদিকে আনন্দ পূর্ণ হরিধ্বনি হইতে লাগিল, শ্রীগৌরাঙ্গও নিজ নাম লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। আমরাও এখন হইতে ইঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্য নামে সম্বোধন করিতে থাকিব।

সেই প্রদোষ সময়ে গৌরের ইঙ্গিতে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সমস্ত রজনীতে কীর্ত্তনের বিরাম হইল না। কখন একাকী, কখন গুরুশিষ্যে, কখন দলবদ্ধ হইয়া মহা নৃত্য হইতে লাগিল। প্রেমানন্দে কাটোয়া নগরী ভাসিয়া গেল; কত শত পাপী তাপী দেখিয়া শুনিয়া নবজীবন পাইল আমাদের পূর্ব্বকথিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য গৌরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়া 'চৈতন্য! চৈতন্য!' বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় গঙ্গাতীরে দৌড়িয়া চলিল; নৈশ আকাশ তাহার কণ্ঠ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং প্রভাত কালে কোন মতে সে চাকন্দী গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। তদবধি "চৈতন্য" ভিন্ন তাঁহার মুখে আর অন্য কথা উচ্চারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইত না। গ্রামবাসী লোক তাঁহার সমভিব্যাহারীর নিকট পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা শুনিয়া সে পাগল হইয়াছে মনে করিল এবং তদবধি তাঁহাকে ক্ষেপা চৈতন্য দাস নামে ডাকিতে লাগিল; তিনিও সেই নামে উত্তর দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব নাম লোপ হইয়া চৈতন্যদাস নামই প্রকাশ হইল। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ ব্যক্তি কে যে ইহার কথা এত করিয়া বলা হইল? খ্রীষ্টীয় বিধানে ঈশ্বার অন্তর্ধানের পর যেমন পলই খ্রীষ্টধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ছিলেন, তেমনি গৌরবিধানে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পর যে মহামতি বৈষ্ণবধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছায় তদীয় শক্তিসম্পন্ন হইয়া বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অতুল্য ক্ষমতায় বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র নূতন বিধানের নূতনালোক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এবং গোস্বামীদিগের গ্রন্থনিচয় প্রচারিত হইয়াছিল, যাঁহার অলৌকিক সাধুতায় বনবিষ্ণুপুরের দস্যুরাজ বীরহাম্বীর দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, আমাদের উল্লিখিত ক্ষেপা চৈতন্য দাস সেই পরমভাগবত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পিতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসান্তে।

এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণে বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। আমরা প্রথমোক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য বিষয় বলিয়া পরে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত ব্যক্ত করিব।

সন্ন্যাসের নিশা প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইল। গৌরের প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কঠোর বৈরাগী ভারতী গোসাঁইও নাকি কাঁদিয়া বিভোর হইলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় পড়িয়া রহিল; গুরু শিষ্যে হাত ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিয়া কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইলেন। শীতকালের দীর্ঘযামিনী কোন্ দিক দিয়া পোহাইয়া গেল, কেহ টের পাইলেন না। রজনীপ্রভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি নবদ্বীপে গমন করুন; আমার শোকবিহ্বলা জননী ও প্রাণের বন্ধুবর্গকে আমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়া বলিবেন, "যে যদিও কর্ত্তব্যপালন জন্য আমি বনগমন করিতেছি, তথাচ তাঁহাদের অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে পারিব না। আর আপনি আমার পিতা, যখন স্মরণ করিবেন, আমায় দেখা পাইবেন।" আচার্য্যরত্নাদি শোকবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দিবাবসান সময়ে শচীগৃহে উপনীত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সমক্ষে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। গৌরের গমন হইতে এই তিন দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ নগর বিষাদ ধাম হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী মৃতকল্প, শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া গৌরগুণকীর্ত্তন করিয়া কতই কাঁদিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন। প্রভাত সময়ে গৌর যাইবার কালে বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ছিল, সেইরূপ সকল বাসি পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ জল-বিন্দু স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নের কথায় তাঁহাদের শোকাবেগ শতগুণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইয়া জীবনান্ত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পরক্ষণেই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন 'আত্মহত্যারূপ পাপে নিমগ্ন হইও না, অল্পসময় মধ্যেই গৌরের সঙ্গে পুনর্মিলন হইবে।' তখন তাঁহারা আপনাদের ভীষণ প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বিষাদের কালিমায় নবদ্বীপের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দুঃখ বিষাদে মগ্ন হইয়া ভক্তমণ্ডলী কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

এ দিকে আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনগমনে উদ্যত হইলেন। ভারতী গোস্বামী গৌরের প্রেমমন্ত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গমনোদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এখানে একাকী থাকিয়া কি করিব? তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখে দিন কাটিয়া যাইবে। প্রেমানন্দের কণা পাইলে শুষ্ক জ্ঞানযোগ ভাল লাগে না।" গৌরচন্দ্র অনুমতি দিলে অগ্রে ভারতী, মধ্যে নূতন সন্ন্যাসী, পশ্চাতে নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গৌর তখন নবজীবনের নবভাবে বিভোর। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিলে প্রমুক্ত আকাশে পূর্ণ উৎসাহে বিচরণ করিতে থাকে, তেমনি সংসার পিঞ্জর কাটিয়া গৌর পাখী আজ ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রশস্ত আকাশে বাহির হইয়াছেন, সংকীর্ণতার নীচসীমা তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণে অসীম অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে, প্রেমের জ্বলন্ত অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং এত দিনে প্রাণনাথের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আনন্দধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে; গৌর আত্মহারা হইয়া ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব।"

পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত পরাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ চরণ সেবাদ্বারা আমি দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

ভ্রাতৃগণ! সংসার মোহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের অবলম্বিত পরাত্মনিষ্ঠাই সার। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপিত না হইলে তাঁহার চরণ সেবার অধিকার জন্মে না। অতএব তোমরা এখন অনুমতি কর, আমি নিভৃতে যাইয়া পরাত্মনিষ্ঠা অভ্যাস করি।" এই বলিয়া অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। এদিকে অপরূপ মূরতি নূতন সন্ন্যাসী দেখিয়া নগরের বহু সংখ্যক নর নারী তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গৌরের তৎকালের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেম অবলোকন করিয়া, তাঁহার মাতৃ পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া, কতরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদিগকে অতি মধুর ভাবে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন।

"ভাই সব! গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহ ধর্ম্মে মনোযোগ কর! কিন্তু দেখো যেন সংসারে আসক্ত হইও না। পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশে সকল ধর্ম্ম সমারম্ভ কর। অনুদিন হরিনাম সংকীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণগত প্রাণ হও। আমি প্রার্থনা করি, শুকাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম যেন তোমাদের লাভ হয়।" লোক সকল প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্ধুগণ সঙ্গে রাঢ় ভূমিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। রাঢ়দেশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, সুপ্রশস্ত প্রান্তরের চারিদিকে অশ্বথবৃক্ষরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে, গাভীগণ মহানন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া গৌরের বৃন্দাবন ভাবাবেশ হইল এবং মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে প্রভু বলিলেন, 'বক্রেশ্বর যে বনে তপস্যা করিতেছেন, আমি সেইখানে যাইয়া নিভৃতে কৃষ্ণনাম করিব।' এই বলিয়া নবসন্ন্যাসী উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেলা অবসান হইল দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, এবং কিছু জলযোগান্তে সকলে গৌরকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহরের সময় নিত্যানন্দ জাগরিত হইয়া দেখেন, গৌরচন্দ্র শয্যায় নাই। অত্যন্ত ব্যস্তমনা হইয়া তিনি আর আর সঙ্গীদিগকে জাগাইলেন এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। গ্রামখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা প্রান্তর ভূমিতে গমন করিলে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সুদূর হইতে বিলাপযুক্ত রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শব্দ তত সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহারা গৌরকণ্ঠবিনির্গত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং শব্দানুসারে গমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, নির্জ্জন প্রান্তর ভূমিতে বসিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসী [চ]ক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া "কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ!" বলিয়া [কাঁ]দিতেছেন, তাঁহার গভীর বিলাপধ্বনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত [হই]য়া দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে; এবং সাক্ষাৎ বৈরাগ্য প্রতিমূর্ত্তি [হই]য়া যেন তাঁহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাঁহার তদানীন্তন [তাঁহা]দের ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ অবসর [বুঝি]য়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। রসময় হরিনাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিবামাত্র গৌরের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে, এই অপূর্ব্ব ভক্তদল ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হরি সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে, তখন কেহ জানিত না। যে গ্রামের পথ দিয়া তাঁহারা যাইতে লাগিলেন, সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের কথা লইয়া গ্রামে গ্রামে কতই আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই রূপে রাঢ়দেশ ধন্য করিয়া বিশ্বম্ভর বক্রেশ্বরের আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চারিক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে, হঠাৎ তাঁহার গতি ফিরিল। যাইতেছিলেন পশ্চিমাভিমুখে, হঠাৎ পূর্ব্বাস্য হইলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে শীঘ্র নীলাচলে যাইতে।' ভক্তগণ তাহা শুনিয়া পরম সুখী হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যখন ইতি পূর্ব্বে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া শচী মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সন্ন্যাসান্তে তিনি কোথায় থাকিবেন? গৌর তখন জননীকে কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন 'যেখানেই থাকি না কেন, তোমারে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যাইব, বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইব না।' ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের এই এক বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে, তাঁহারা চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখের আজ্ঞার আজ্ঞাকারী। সেই আজ্ঞায় মরিতে হয়, সেও ভাল, তথাচ পৃথিবীর কথায় সহস্র লাভ হইলেও তাঁহারা তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। এক মাত্র ভগবদাদেশেই, ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ জীবনান্তকারী বিপদকেও গ্রাহ্য করেন নাই; মহর্ষি ঈশা বুক পাতিয়া ক্রুশের আঘাত লইয়াছিলেন; আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী করিল। যাহা হউক, প্রত্যাদেশের অভ্রান্তবাণী আজ তাঁহার ভবিষ্যতের বাসস্থান যেই নির্ণয় করিয়া দিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি ফিরিল। মেষ শিশুর ন্যায় আদেশের নির্দ্দেশানুসারে তিনি গঙ্গাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথমধ্যে গ্রামবাসীদিগের কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া গৌরের হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন, "এই কয়েক দিন ধরিয়া এই দেশে বেড়াইতেছি, কিন্তু হায়! কাহারও মুখে একবার "কৃষ্ণ হেন নাম" শুনিতে পাইলাম না, কি পরিতাপের বিষয়!" এই ভাবে যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিছু অগ্রগামী হইলেন এবং ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া এক স্থানে যাইয়া নিমীলিত নেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কয়েক জন গরুর রাখাল স্তিমিতনেত্র বিশ্বম্ভরকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে করতালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে; মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্য প্রভু নামানন্দে ভাসিতেছেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি মহাসুখী হইলেন এবং দেশবাসীদিগের মুখে হরিনাম না শুনিয়া প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল। সহাস্য মুখে গৌরচন্দ্র রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে গঙ্গা কত দূর?" বালকগণ উত্তর করিল, 'এক প্রহরের পথ।'

...গঙ্গা নিকটবর্ত্তী শুনিয়া গৌরচন্দ্র গঙ্গাবগাহনের জন্য দৌড়িতে লাগিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল নিত্যানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া কোনমতে তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন। প্রায় সন্ধ্যাসময়ে উভয়ে গঙ্গাতীরে পৌছিলে গৌরচন্দ্র মনের সাধে অবগাহন ও উদর পূরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গঙ্গা দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। 'ব্রহ্মরূপের দ্রবভাবরূপিণী গঙ্গে! তোমার জল প্রেমরস স্বরূপ, উহা পানে, স্নানে, অশেষ পাপ দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। জগতের মঙ্গলের জন্যই তোমার মর্ত্ত্যে আগমন।" ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া কে না গঙ্গার ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে? প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হইবেন না কেন? নিত্যানন্দের সহিত গৌর সেই নিশা সে গ্রামে যাপন করিলে প্রভাতে অনুবর্ত্তী ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিতাই! আমার বিরহে মা ও শ্রীবাসাদি ভক্তমণ্ডলী ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন; তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন সংবাদ দিয়া বলিও যে আমি তাঁহাদের দর্শনাপেক্ষায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এখান হইতে শান্তিপুর বেশী দূর নয়, আমি গঙ্গা পার হইয়া ফুলিয়া নগরে ভক্ত হরিদাসের আশ্রম দর্শন করিয়া শান্তিপুরে যাইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ইতিমধ্যে নবদ্বীপ হইতে মা ও বন্ধুদিগকে লইয়া আচার্য্যভবনে আগমন করিও।" এই বলিয়া সকলে একত্র গঙ্গা পার হইলেন এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া গৌরচন্দ্র ফুলিয়াভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই তো গেল চৈতন্তভাগবতপ্রমুখ গ্রন্থকারদিগের মত। ইহাদিগের মতে সন্ন্যাসযাত্রা হইতে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে চরিতামৃতে ও চন্দ্রোদয়নাটকে কিছু অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। চরিতামৃতের মতে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন; পশ্চাতে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ এই তিনজন মাত্র অনুগমন করিলেন। কবি কর্ণপূর বলেন যে, সঙ্গে কেবল মাত্র নিত্যানন্দই ছিলেন; আচর্য্যরত্নকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে আত্মহারা হইয়া তিন দিন দিবা রাত্রি রাঢ় দেশের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিলেন। গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দের শিক্ষামত তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। চরিতামৃতকার বলেন যে, এইখানে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, "শচীমাতা ও ভক্তগণকে লইয়া তিনি যেন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে যান। আমি কোনরূপে প্রভুকে লইয়া তথায় গমন করিব।" আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া নিত্যানন্দ প্রেমমুগ্ধ গৌরচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া দর্শন দিলেন। গৌর বিস্মিতের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদগোঁসাই! আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।"

জিজ্ঞাসা—বৃন্দাবন কত দূরে?

"এই যমুনা দর্শন কর" বলিয়া নিতাই গৌরকে গঙ্গাতীরে আনিলেন এবং কোন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের আগমনসংবাদ অদ্বৈতের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; এবং স্নান মার্জ্জন করিয়া আর্দ্র কৌপিনে নাম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সবান্ধবে নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লইয়া নৌকারোহণে আগমন করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর রূপ ও ভাবমধুরী দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য! আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

অদ্বৈত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভু! তুমি যেখানে, সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্যে, তুমি আমার দেশে গঙ্গাতীরে আসিয়াছ।" এই বলিয়া আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া যমুনাদর্শনচ্ছলে গঙ্গাতীরে আনিয়াছেন।"

অদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদের কথা মিথ্যা নয়। যুক্তবেণী প্রয়াগ হইতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিনে সম্মিলিত হইয়া এক ধারে প্রবাহিত হইতেছে; তন্মধ্যে, গঙ্গার মধ্যে সরস্বতী পূর্ব্বদিকে ও যমুনার ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি যখন সেই পশ্চিম পারে অবগাহন করিয়াছ, তখন যমুনায় স্নান করা হইয়াছে। চারি দিন উপবাসী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমার বাড়ীতে এক মুঠা রুকা শুকা ভাত খাইতে হইবে।"

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "রুকা শুকার কর্ম্ম নয়। চারি চারি দিন উপবাসী আছি, ভোজনের আয়োজন টা ভাল না হ'লে তোমার বাড়ী যাওয়া হইবে না।" অদ্বৈত পরিহাস করিয়া বলিলেন, "কেন তোমার আবার উপাস কিসের? যেখানে যাও, উদর পূজা না হ'লে কি ছাড়।"

নিতাই উত্তর করিলেন, "আর পেটপূজা! উনি না হয় হরিপ্রেমরস পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন; আমার তো আর সে রস নাই, আমি কি খেয়ে বাঁচি বল দেখি? উনি দণ্ড নিয়ে দিনরাত্রি মাঠে মাঠে ঘুরছেন, আমার এ কি দণ্ড যে আমি না খে'য়ে, না শু'য়ে পিছে পিছে ঘুরে মরি!"

অদ্বৈত মনে মনে নিত্যানন্দের অকৃত্রিম ও সরল সৌহার্দ্দের ভূয়সী প্রসংশা করিয়া বলিলেন, "এখন চল্ বামনা! পেটে পিটে যাহা হয় খে'তে পাইবি এখন।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সকলে গৌরকে লইয়া নৌকারোহণে পর পারে চলিয়া গেলেন। এ বৃত্তান্তে ফুলিয়া যাইবার কথা নাই। এবং সন্ন্যাস হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত চারি দিন মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরে।

বেলা অবসান হইয়াছে। শচীমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত। শচীদেবী ভূপতিতা, সংজ্ঞাহীনা। আজ বার দিন নিমাই সন্ন্যাসে গিয়াছেন, শচী দেবীর এই বার দিন উপবাস। গভীর পুত্রশোকে শচীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তিনি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছেন। রামকৃষ্ণকে অক্রূর মথুরায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শচীদেবী যশোদার ভাবে বিহ্বলা, এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হ্যাঁগো! তোমরা কি মথুরাবাসী? আমার রামকৃষ্ণ কেমন আছেন জান?" এমন সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীদেবী একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি অক্রূর এলে? ঐ শুন গোষ্ঠ মাঝে সিঙ্গা বেণু বাজিতেছে; আমি বলিয়া পাঠাইতেছি, আমার রাম-কৃষ্ণ যেন গহনবনে চলিয়া যান, তা'হলে তো অক্রূর! তুমি তাঁদের ধরিতে পারিবে না।' নিত্যানন্দ দেখিলেন, শচী প্রলাপ বকিতেছেন। আর কিছু না বলিয়া উচ্চরবে বলিয়া উঠিলেন, "গৌর আপনাকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনাদের লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" ভক্তগণ শুনিয়া বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন, আনন্দ উৎসাহে প্রফুল্ল হইলেন। কথা শচীর কাণে প্রবেশ করিয়া অমৃত সিঞ্চন করিল; মস্তিষ্কের জড়তা দূর হইল এবং অল্পে অল্পে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। অবিরল ধারায় নয়ন ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীর দ্বাদশ উপবাসের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মা! আমি কি জানি যে তোমাকে প্রবোধ দিব? তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বুঝিতেছ না? তোমার পুত্র অলোকসামান্য; কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি যখন তোমার বুকে হাত দিয়া বারবার বলিয়াছেন যে, ঐহিক পারমার্থিকের তোমার যত ভার, সকলই তাঁহার, তখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকা কি ভাল নয়? যাহাতে তোমার ভাল হইবে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সম্বরণ করিয়া স্নানাহ্নিক কর ও শ্রীকৃষ্ণের ভোগের আয়োজন কর; ইষ্টদেব উপবাসী থাকিলে প্রত্যবায় হয়।”

শচীদেবী নিত্যানন্দের কথায় আশ্বস্ত হইয়া স্নানাদি করিয়া পাক করিলেন; এবং ভক্তদিগকে আহার করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করিলেন এবং পর দিন শান্তিপুরে পুত্র দর্শনে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের মুখে গৌরের ফুলিয়া গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপের স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সাজিল। অতি প্রত্যুষ হইতে যাত্রীগণ দলে দলে চলিতে লাগিল। খেয়াঘাট লোকে লোকারণ্য; খেয়ারী পার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেহ বা নৌকায়, কেহ বা ভেলায়, কেহ কেহ ঘট বুকে দিয়া এবং কেহ বা সন্তরণ করিয়া নদী পার হইয়া ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়াছে। শান্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ তখন এক পারে; সুতরাং বর্ত্তমান খড়ে নদী পারের কথাই লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রীদল ফুলিয়া নগরে যাইয়া অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। গৌরচন্দ্র আগন্তুকদিগকে যথাযোগ্য মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু জনতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। যাত্রীদলও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শান্তিপুরে চলিল। চৈতন্যচরিতামৃতে ফুলিয়া গমনের কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্যভাগবতে যদিও উহা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন ও কোথায়ই বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত দেখা যায় না। ‘ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে যাই’ বলিয়া গৌর তথায় গিয়াছিলেন। ইহার পরে শান্তিপুরে অবস্থিতি সময়ে হরিদাসের উপস্থিতি দেখা যাইবে। মনে হয়, হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া যাওয়াই গৌরের ফুলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুকুন্দ হরিদাসের সহিত অদ্বৈত ভবনে উপনীত হইলে, আচার্য্য বিস্ময়ে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমনের কথা নগরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। তিনি আসিতে না আসিতে অদ্বৈতমন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন। আজ হইতে অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যের শিশুপুত্র অচ্যুতানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগম্বর হইয়া ধূলিধূসরিত অঙ্গে খেলা করিতেছিল; সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলে গৌরচন্দ্র শিশুকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "কেমন অচ্যুত! অদ্বৈতাচার্য্য আমার পিতা, তুমি আমার ভাই; এস ভাই! আমরা ভাই ভাই খেলা করি।" কথিত আছে, বালক অচ্যুতানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন, 'হাঁ দৈবযোগে তুমি কখন কখন জীবের সখা হও বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তুমি সকলের পিতা।' এমন সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপের ভক্তগণসঙ্গেও শচীদেবীকে দোলায় চড়াইয়া লইয়া উপনীত হইলেন। চরিতামৃতের মতে আচার্য্যরত্ন ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; নিত্যানন্দ গৌরের সঙ্গে ছিলেন। যাহা হউক, জননীকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। শচী পুত্রকে কোলে লইয়া পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক ও সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন; পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে ও অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা নিমাই! সন্ন্যাসী হয়েছিস্ হয়েছিস্, কিন্তু দেখিস্ বিশ্বরূপের মত আমাকে যেন ফেলে পালাস্ নে।" বিশ্বম্ভরও জননীর ব্যাকুলতা দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মা! এই শরীর, মন সকলই তোমার, আমি জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত মায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি বলিয়া তোমার প্রতি কখনও উদাসীন হইতে পারিব না। তুমি যে আজ্ঞা করিবে ও যেখানে থাকিতে বলিবে, তাহাই করিব।" শচীদেবী আশ্বস্তচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বন্ধুদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই মহানন্দে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের বিরহ দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অদ্বৈতাচার্য্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। যথাসময়ে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে ভোজন করিতে বসিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যপত্নী সীতাদেবী আজ মনের উল্লাসে কতই পাক করিয়াছেন। চৈ মরিচের ঝালে সুক্তা, নানাবিধ শাক, বার্ত্তাকু যোগে কোমল নিম্বপত্র ভাজা, মোচার ঘণ্ট, বড়ার অম্ল, মধুরাম্ল প্রভৃতি আর ছয় প্রকারের অম্ল, মুগের দাইল, নানাপ্রকার বড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিষ্টকাদি সঘৃত পায়সান্ন, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, চাঁপা কলা, নারিকেল শস্য, ছানা-শর্করাযোগে সুমিষ্ট পিষ্টক, সুবাসিত সূক্ষ্ম আতপের সঘৃতান্ন প্রভৃতি আহারের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক এক জনের অন্নস্তূপের চারিদিকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনপূর্ণ দোনা সজ্জিত। চৈতন্য প্রভু ভোজন করিবেন কি, অন্ন ব্যঞ্জনের পারিপাট্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বসিব? এত ভাত তরকারী খাইতে পারিব না।" অদ্বৈত বলিলেন, "খে'তে না পার, পাতে পড়িয়া থাকিবে।" চৈতন্য বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পাতে উচ্ছিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য নয়।" আচার্য্য পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি আমি সব জানি, আর গোলে কাজ নাই, এখন খে'তে বসো।" এই বলিয়া গৌরের হাত ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "পাঁচ পাঁচটা উপবাস ক'রে আছি, আজ দেখ্‌ছি এই কয়টা ভাতে পেটই ভরিবে না।" অদ্বৈত বলিলেন, "বেশ তো সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, যে যাহা দেয়, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই লইতে হয়; অসন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যে মুষ্টিকান্ন দিয়াছি, তা'তেই সন্তুষ্ট হও, লোভ ক'রো না।" নিতাই কৃত্রিম কোপভরে বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করিতে গিয়েছিলে কেন? যত চাইব, তত দিতে হ'বে।"

অদ্বৈত বলিলেন, "এটা কোথাকার ভ্রষ্ট অবধূত। এমনি করে দরিদ্র গৃহস্থকে জ্বালাতন করৃতে সন্ন্যাসী হয়েছো না কি? যা পেয়েছো, তা'তেই সন্তুষ্ট হও। আমার ঘরে আর ভাত নাই।"

এইরূপে হাস্য কৌতুকে ভোজন চলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য এক এক ব্যঞ্জনের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক খাইয়া রাখিতে লাগিলেন; অদ্বৈত পুনরায় তাহা পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, "আর খে'তে পারি না।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "তা হ'বে না, আগে যাহা দিয়াছি, তা' সব খে'তে হবে, এক্ষণে যাহা দিচ্ছি, তাহার অর্দ্ধেক খাইবে, অর্দ্ধেক রাখিবে।" নিতাই বলিলেন, "আজ যখন পেটই ভরিল না, তখন তো'র ভাত তুই নে" এই বলিয়া একমুষ্টি উচ্ছিষ্টান্ন লইয়া আচার্য্যের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। অদ্বৈত ভাত গায়ে লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, "ঢঙ্গটার এঁটু গায়ে ক'রে, আজ পবিত্র হলেম; "হাঁরে নিতাই! গায়ে এঁটু দিয়ে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতকুল নাশ করিলি ?" নিতাই বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদকে তুমি এঁটু ব'লে অপরাধ কর্‌লে, একশত সন্ন্যাসী ভোজন না করালে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" অদ্বৈত কৃত্রিম ক্রোধ ভরে বলিলেন, "যা! যা! তোর মত সন্ন্যাসীতে আমার কাজ নাই, সন্ন্যাসী গুলাই ত আমার স্মৃতিধর্ম্ম নাশ করিল।" ভোজন সমাধানান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন। অদ্বৈত মাল্য চন্দন লইয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে উপস্থিত হইলে, গৌর বলিলেন, "আমাকে অনেক নাচাইলে, আর কাজ নাই, এক্ষণে ভোজন করগে।"

সন্ধ্যা সমাগত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যের বাহির প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শান্তিপুরের লোক নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ক্ষণকালে প্রাঙ্গণ, গৃহ, লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৌরের অপরূপ লাবণ্য, মুণ্ডিত মস্তক, পরিধেয় অরুণ বর্ণের কৌপীন বহির্বাস, গলায় হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন মাল্যে সুশোভিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য গাইতে ও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, আনন্দ, উৎসাহ ও মত্ততায় লোকে প্রেমবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে লাগিল। তিনি এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

"কি কহিব রে আজ কি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

ক্রমে গৌর নিতাই যোগ দিলে মুকুন্দ দত্ত এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কিনা হৈল মোরে;
কানুপ্রেম বিষে মোর তনুমন জরে।
রাত্রিদিন পো'ড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাও;
যাঁহা গেলে কানু পাও, তাঁহা উড়ি যাও।"

ক্রমে গৌরের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি "বোল! বোল" বলিয়া এক প্রহর কাল উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম দেখিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন থামাইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র যখন ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন মাঝে আছাড় খাইতে লাগিলেন, তখন শচীদেবী ইষ্টদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব নারায়ণ! আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্যকাল হইতে তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, এখন এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন নিমাই পড়িলে তাঁর অঙ্গে ব্যথা না লাগে।"

পর দিন প্রাতঃকালে শচীদেবী আচার্য্যকে বলিলেন, 'আমি আর নিমায়ের দেখা কোথায় পাইব? যে কয় দিন এখানে থাকেন, আমি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে চাই।' আচার্য্য শচীর কথার মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সেই দিন হইতে শচীদেবী স্বহস্তে পাক করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রাতে বন্ধুদিগের সহিত প্রেমালাপ, মধ্যাহ্নে সকলে একত্র ভোজন এবং সায়াহ্নে বহুজনতার মধ্যে নৃত্যকীর্ত্তনে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শচীমাতার স্নেহে, অদ্বৈতের যত্ন ও অনুরোধে এবং ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রেমের খাতিরে এক দুই করিয়া ক্রমে দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। গৌরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে যেমন বিবেকের তাড়নায় আত্মগ্লানি হয়, তিনি তেমনি অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একাদশ দিনের প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র সমবেত আত্মীয় ও মাতৃসন্নিধানে বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার মত মা আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই, তোমার প্রেমে আমি চিরাবদ্ধ। প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা আমার চিরসঙ্গী, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়া যায় না। আমি যদিও সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি, কিন্তু তা'বলে কি তোমাদের ছাড়িতে পারি? এই দেখ, নীলাচলচন্দ্র দেখিতে যাইতেছিলাম, তোমাদের স্নেহই আমাকে নিবর্ত্তিত করিয়া এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু দেখ, সন্ন্যাস করিয়া আত্মীয় স্বজন লইয়া নিজ জন্মস্থানে থাকিলে কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? লোকে এই সব কথা ধ'লে কি নিন্দা কুৎসা রটাইতে ত্রুটি করিবে? তোমরা প্রাণের বন্ধু; যাহাতে দুই দিক্ বজায় থাকে, তাহা কর।"

কেহ কোন কথা না বলিতে শচীদেবী ধৈর্য্যসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "বাপ নিমাই! তুই যদি ঘরে থাকিস্, তবেই আমার সুখ। কিন্তু তো'র সন্ন্যাসধর্ম্মের হানি হইলে ও নিন্দা রটিলে আমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। বাপ রে! যাহাতে তোর সংবাদ মাঝে মাঝে পাই ও কখন কখন সাক্ষাৎ পাই, এমন কোন স্থানে থাকিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। নীলাচলে যাবি মনে করেছিস্, সেই বেশ যায়গা। লোক যাতায়াতে সংবাদ পাইব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা শ্রীবাসাদিও মাঝে মাঝে যাইতে পারিবেন; কিম্বা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তুইও কখন কখন আসিয়া দেখা দিয়ে যেতে পার্‌বি। আমি বলি, সেই খানেই তোর বাস নির্দ্দিষ্ট হউক।" এই বলিয়া শচীদেবী অবিরল অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র বুদ্ধিমতী মাতার সারগর্ভ কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "মা! তবে এখন বিদায় দিন, সময়ান্তে আবার দেখা হইবে।" অদ্বৈত প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তবে এখন বিদায় হই, তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া হরিসংকীর্ত্তন কর গে; আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা হইবে। কখন আমি গঙ্গাস্নানে আসিব, কখন বা তোমরা নীলাদ্রি যাইবে।"

ভক্তগণের মধ্যে হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো নীলাচলে যাইবে; আমার গতি কি হইবে? আমার তো নীলাচল-চন্দ্র দর্শনের অধিকার নাই। তোমার বিরহে আমি কিরূপে বাঁচিব?'

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, "হরিদাস! আর কেঁদো না। তোমার ক্রন্দনে আমি বড় ব্যাকুল হই। আমি তোমার জন্য জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব।"

অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে অভীপ্সিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আরও কিছুদিন রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "তোমার যখন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কাহার সাধ্য প্রতিনিবৃত্ত করিবে? কিন্তু সময় অতি দুর্ঘট। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে; পথে দস্যুগণ ফিরিতেছে; অরাজকতা উপস্থিত। সে জন্য বলি, যে পর্য্যন্ত এই উৎপাতটা মিটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে হয় না কি?"

পাঠক মহাশয় জানেন এই সময়ে গৌড়ের সুবাদারের সহিত উৎকলরাজের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। এ ১৪৩৩ শক অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যাহা হউক, অনুরাগী ভক্ত এ বাধায় কি পশ্চাৎপদ হন? শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "যতই কেন উৎপাৎ হউক না; আমি অবশ্যই যাইব।"

অদ্বৈত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তোমার বিঘ্ন কে করিতে পারে? যাঁহার নামে সকল বিঘ্ন দূর হয়, সেই শ্রীহরি যখন তোমার হৃদয়ে, তখন কাহার সাধ্য তোমার গতিরোধ করে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য আর কিছু না বলিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া একেবারে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, এই ছয় জন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে চারিজন মাত্র সঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত। অদ্বৈত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রীগণের অনুগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনি ব্যাকুল হইলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। কোথায় আপনি জননীকে প্রবোধ দিবেন ও ভক্তদিগের নেতা হইয়া রক্ষা করিবেন; না আপনি শোকে বিহ্বল হইলেন। প্রতিনিবৃত্ত হউন, ভক্তগোষ্ঠির ভার আপনার উপর।" এই বলিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সসঙ্গী গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অদ্বৈতগৃহে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। শচীদেবী বজ্রাহতের ন্যায় শায়িতা; ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল। অদ্বৈত কিছুদিন তাঁহাদের শান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নীলাচল পথে।

শ্রীচৈতন্য পথে আসিয়াই সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার সঙ্গে কি আছে বল? বন্ধুগণ কাহাকেও কি পথের সম্বল দিয়াছেন?" সকলেই উত্তর করিলেন, 'কাহারও সঙ্গে কিছু নাই। আপনার আদেশ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই, কোন দ্রব্য আনিতে।' উত্তর, "বেশ করিয়াছ, বৈরাগীর সঙ্গে কি কিছু রাখিতে আছে? আহারের ভাবনা কি? ভগবান্ দিলে বিজন বনেও আপনা হইতে আসিয়া উপনীত হয়; নির্ব্বান্ধব স্থানেও সুখ স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যায়। আর যদি তাঁহার ইচ্ছা না হয়; তবে নানা রত্নে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলেও এক মুষ্টি মিলে না; রাজপুত্র হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবাসে দিন যায়। মনে কর অন্ন ব্যঞ্জন সকলই প্রস্তুত, এমন সময়ে স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত কলহ লাগিল; রাগ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়া গেল। অথবা ভোজনে বসিয়া হঠাৎ জ্বর আসিল; আর মুখের ভাতে ছাই পড়িল। তাই বলিতেছি, ভগবান্ না দিলে কেহ খাইতে পায় না, আর তিনি দিলে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। দেখিতেছ না, সমস্ত সংসারে শ্রীকৃষ্ণ অন্নছত্র দিয়াছেন; কে কোথা হইতে আনিতেছে, কে কাহাকে দিতেছে, মনুষ্যের তো কথাই নাই; কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত অবাধে কতই খাইতেছে, কতই পাইতেছে। কেবলই 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' বই আর নাই। এমন অন্নছত্র থাকিতে খাওয়া পরার চিন্তা কি? যাঁহারা খাওয়া পরার সকল চিন্তা চিন্তামণিকে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী। বন্ধুগণ! আমরাও যেন সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি।" সমস্ত পথে এইরূপ তত্ত্ব কথা কহিতে কহিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যাত্রীদল সন্ধ্যাকালে আঠিসারা নামক গ্রামে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। সেই গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামে একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাত্রীদল তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত রজনী হরিসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাগীরথীর কূলে কূলে গমন করিয়া যথাকালে ছত্রভোগ নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব যখন ছত্রভোগ দেখিয়াছিলেন, তখন সেখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছিলেন; অম্বুলিঙ্গ নামে এক জলময় শিবলিঙ্গ ছিল, তাঁহার নামে অম্বুলিঙ্গ ঘাট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অম্বুলিঙ্গ শিব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধারের জন্য অবনীতে গঙ্গা আনয়ন করিলে, শিব, গঙ্গার বিরহে আকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন ও ছত্রভোগে আসিয়া জলময়ী গঙ্গা দর্শনে অনুরাগে বিহ্বল হইয়া আপনিও জলময় হইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়! এই আখ্যায়িকাটী পৌরাণিক হইলেও ইহার ভাবের মূলে একবার প্রবেশ করুন। জলময়ী গঙ্গা তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে; জলোচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল উচ্ছ্বসিত হইতেছে; ইহা দেখিলে কোন্ ভাবুকের হৃদয়োচ্ছ্বাস না জন্মে, নয়ন জলে সর্ব্বাঙ্গ জলময় হয় না? এই ভাব মূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়াই মহাযোগী শিবের জলময়ত্ব। সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য অম্বুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হইয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিয়া অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হুঙ্কার করিতে করিতে সবান্ধবে জলাবগাহন করিলেন। একদিকে গঙ্গার শতমুখী ধারা, অপরদিকে গৌরের নয়ন দিয়া শতমুখীধারা, উভয়ধারা মিশ্রণে প্রেমানন্দের মহাতুফান উঠিয়া গেল। হরিনাম কীর্ত্তনে, আলাপনে, ধ্যানে, মহাভাবে, গৌরের জলাভিষেক স্বর্গীয় শ্রীধারণ করিল। জুডিয়ার বিজনবনে পবিত্র জর্দ্দন ধারায় এক দিন দেবনন্দনও এমনি করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভক্তের স্নানেও ভাবের জমাট। কে বুঝে এ ভক্তি লীলা?

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার সবডিবিশনে মথুরাপুর নামে থানা আছে। ঐ থানার মধ্যে জয়নগর গ্রামের ৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ খাড়ী গ্রামই প্রাচীন ছত্রভোগ। এক্ষণে তথায় গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির ও চক্রতীর্থ পুষ্করিণী আছে। প্রাচীন অম্বুলিঙ্গঘাট যে সেইখানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত শিবগঙ্গার পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে চৈত্রকৃষ্ণাদ্বাদশীতে এক মেলা হইয়া থাকে। এই স্থান একটী তীর্থমধ্যে পরিগণিত। কালের কি বিচিত্র গতি! যেখানে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ছিল, ৪০০ বৎসর পরে সে স্থান শুষ্ক। সে যাহা হউক স্নানান্তে গৌরচন্দ্র আর্দ্র বসনে তীরে উঠিয়া কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিকের তেজঃপুঞ্জভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া আগন্তুক নরনারী চারিদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল; দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। এমন সময়ে দোলায় চড়িয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যান হইতে অবতরণ করিয়া লোকের ভিঁড় ঠেলিয়া গৌরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া ধনীর প্রাণ গলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' আগন্তুক উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার দাস।' তখন পার্শ্বস্থ লোকে বলিয়া দিল 'তিনি দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী; নাম রামচন্দ্র খান।' গৌর বলিলেন, "আপনি এ দেশের রাজা; বেশ হয়েছে, আমরা কিরূপে নীলাচলে গমন করি, বলুন দেখি?" রামচন্দ্র খান বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ্ঞা আমার পালনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময় বড় বিষম; উৎকল ও বঙ্গরাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে; সে দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ পাইতেছে না। রাজাজ্ঞায় স্থানে স্থানে ত্রিশূল পোঁতা হইয়াছে, আগন্তুক দেখিলে প্রাণবধ করিতেছে। তাইতে ভাবিতেছি কোন্ দিক্ দিয়া আপনাদের গোপনে পাঠাইয়া দি। আবার আমিই এদেশের শান্তি রক্ষক, কোন স্থানে কিছু গোলযোগ বাধিলে যবনরাজ আমাকে রাখিবেন না; ধন, প্রাণ, ইজ্জত, সব যাইবে। তাহাতে মনে বড় ভয়ও হয়। সে যাহা হউক, কপালে যাহা থাকে হইবে, আমি আজ রাত্রিতে নিশ্চয়ই আপনাদের পাঠাইয়া দিব। কোন চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রামচন্দ্র খান অতিথিদিগের সেবার আয়োজন করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র নীলাচলচন্দ্র দেখিবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। ভোজনান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গ করতাল যোগে মুকুন্দ দত্ত যখন সুস্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন এক মহাভাবের তরঙ্গ উঠিয়া গেল। গৌরচন্দ্র নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। ছত্রভোগবাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, রামচন্দ্র খান বলিলেন, “ঘাটে নৌকা প্রস্তুত, গমন করিলেই হয়।” তখন শ্রীচৈতন্য হরিনাম স্মরিয়া সশিষ্যে তরণী আরোহণ করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকায় উঠিয়া সেই গভীর নিশীথে মুকুন্দদত্ত প্রভৃতি হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নির্ব্বোধ নাবিকগণ তাহা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিল, “হায়! হায়! আজ বুঝি প্রাণ বাঁচিবে না। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, নৌকা ডুবিলে কিছুতেই রক্ষা নাই। বিশেষতঃ এদেশে জলদস্যুর ভয়ে নৌকা বাইচ করা মহাবিপদ জনক। যে পর্য্যন্ত উড়িয়ার দেশে না যাই, গোঁসাই মহাশয়েরা সে পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকুন।” তাহা শুনিয়া গায়কগণ নীরব হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কি? বৈষ্ণবের আবার ভয়? কাহাকে ভয় করিব? তোমরা কি দেখিতেছ না সম্মুখে সুদর্শন চক্র আমাদের রক্ষার জন্য নিয়ত ঘুরিতেছে। কাহার সাধ্য আমাদের অনিষ্ট করে? ভাই সব! বিশ্বাসচক্ষু উন্মীলন কর, ভয় ভাবনা ছাড়, নাম সংকীর্ত্তন ছাড়িও না।” তখন ভক্তগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্বস্ত হইলেন। নৈশগগনে আবার সঙ্কীর্ত্তনের মধুর নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুদর্শন লাভ না হইলে সুদর্শনের লীলা দর্শন করা অসম্ভব; সঙ্গীগণ তাই নাবিকের ভয়সূচক বাক্যে ভীত হইয়াছিলেন।

সমস্ত পথ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া ভক্তদল অবশেষে উৎকল রাজ্যের প্রয়াগঘাট নামক স্থানে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র উড্রদেশকে নমস্কার করিয়া গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে স্নান করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরস্থাপিত মহাদেব দর্শন করিয়া তটপন্থায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগ ঘাট কোন্ স্থানে অবস্থিত, জানি না। অনুমান করি, হিজলীকাঁথি প্রদেশের স্থানবিশেষ হইবে। মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি ভিক্ষায় চলিলাম।' এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেই সন্তোষের সহিত তণ্ডুল ও অন্যান্য উত্তম খাদ্য প্রদান করিল। সঙ্গীদিগের আহারের উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ হইলেই গৌরচন্দ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বন্ধুদিগের নিকটে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ ভিক্ষাদ্রব্য দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন 'হাঁ! বোধ হ'চ্চে আমাদের পুষিতে পারিবে।' জগদানন্দ এক বৃক্ষমূলে পাক করিলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে মহানন্দে ভোজন করিলেন ও হরিনামানন্দে সেই বৃক্ষমূলে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের মধ্যে এক দান ঘাট; দান না পাইলে দানী নদী পার করে না। সন্ন্যাসী দেখিয়া দানী বলিল, "আপনার সঙ্গে কয়জন লোক?" গৌরচন্দ্র তখন মহাভাবে নিমগ্ন; উত্তর করিলেন, "জগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহারও নই। আমি এক, দুই নই; কিন্তু সকলই আমার।" বলিতে বলিতে গৌরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দানী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, 'গোঁসাই! আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের কড়ি না পাইলে পার করিব না।'' গৌরচন্দ্র নিমগ্ন চিত্তে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নৌকায় উঠিয়া পরপারে যাইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। দানী এই স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া প্রথম পারে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দাদিকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে? কাহার লোক? আর ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরই বা কে? আমাকে ভাঙ্গিয়া বলুন"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "উনি জগদ্বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর; আমরা উঁহার কিঙ্কর।"

দানী। তবে উনি আপনাদের অস্বীকার করিলেন কেন?

নিতাই। তাঁর লীলা কে বুঝিবে? তখন দানী তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিয়া ব্যাকুল প্রাণে গৌরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ও অপরাধ ক্ষমা চাহিলে শ্রীচৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া চলিতে লাগিলেন। এবং কতকদূরে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া নদীজলে অবগাহন করিলেন ও অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ পাছে পড়িয়া রহিলেন। কতকদূরে যাইয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জন্য এক বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে জগদানন্দ নিত্যানন্দকে এক স্থানে বসিতে বলিয়া ভিক্ষান্বেষণে গ্রামে চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড গাছটী জগদানন্দ বহন করিয়া আসিতেছিলেন। ভিক্ষায় যাইবার সময়ে জগদানন্দ তাহা নিত্যানন্দের কাছে রাখিয়া গেলেন। নিতাই দণ্ড পাইয়া বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং দণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে দণ্ড! আমি যাঁহাকে সদা হৃদয়ে বহিয়া বেড়াইতেছি, তিনি যে তোমাকে বহিবেন, এতো ভাল নয়।" এই বলিয়া বিরক্তি সহকারে নিতাই দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হাসিতে লাগিলেন। জগদানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগ্ন দণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি এ! প্রভুর দণ্ড কে ভাঙ্গিল?" নিতাই উত্তর করিলেন, "যাঁহার দণ্ড, তিনিই ভাঙ্গিয়াছেন; আর কাহার সাধ্য তাহা ভাঙ্গিবে?" জগদানন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভাঙ্গা দণ্ড তিনখানি কুড়াইয়া লইয়া কিছু বিষণ্ণ অন্তরে যেখানে গৌর তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার অগ্রে খণ্ডগুলিকে ফেলিয়া দিলেন। গৌর বলিলেন, "আমার দণ্ড ভাঙ্গিল কে? তোমরা পথে কি কাহারও সহিত কলহ করিয়াছ?" জগদানন্দ উত্তর করিল, "নিত্যানন্দ বিহ্বল চিত্তে এই কুকার্য্য করিয়াছেন।" গৌর একটু ক্রুদ্ধভাবে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে?" নিতাই বলিলেন, "হাঁ! একখান বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি; যদি ক্ষমা করিতে না পার, যে শাস্তি উচিত মনে কর, দাও"। গৌর বলিলেন, "যাহাতে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার মতে বাঁশ হ'লো; আচ্ছা হ'লো, হ'লো; আমার একমাত্র সঙ্গী দণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানি ছিল, তাহা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমার আর কেহ সঙ্গী নাই; হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে যাইতে দাও"। মুকুন্দ গতিক বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমিই তবে আগে যাও, আমরা পাছে যাচ্ছি।' 'ভাল তাহাই হউক,' বলিয়া গৌরচন্দ্র আগে আগে ছুটিয়া চলিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন দণ্ড ভঙ্গ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আগা গোড়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মনে হয় যে, লৌকিক সন্ন্যাসের আড়ম্বরে ধর্ম্ম হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করা গৌর ও নিতায়ের মনের উদ্দেশ্য ছিল। নিত্যানন্দের উপর যে গৌরের কোপ, সে কৃত্রিম ক্রোধ মাত্র।

চৈতন্যচন্দ্র একাকী পদব্রজে যখন জলেশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন তখন দেবস্থানে জলেশ্বর মহাদেবের মহা ধূমধামে পূজা হইতেছিল। বহুবিধ বাদ্য কোলাহল শুনিয়া তিনি মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন, এবং পূজার ব্যাপার দেখিয়া বাদ্যের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ জলেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন যে, গৌরাঙ্গ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহানৃত্যে বিভোর। মুকুন্দ কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া গৌরের নৃত্য দ্বিগুণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে ভাবাবেগ শমিত হইলে গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের উপর ক্রোধ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নিতাইকে বলিলেন, "কোথায় তুমি আমাকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিবে ও আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম যাহাতে বজায় থাকে তাহা করিবে, না আরও আমাকে পাগল করিয়া তুলো। নিতাই! আর যদি তেমন কর, তবে আমার মাথা খাও।" সে রাত্রি জলেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া যাত্রীদল প্রাতে পথ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানে জলেশ্বর গ্রাম অতিবাহিত করিয়া সুবর্ণরেখা পার হইতে হয়; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রাম সুবর্ণ রেখার অপর পারে থাকা, এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে।

পথমধ্যে বাঁশদহ গ্রামে এক মদ্যপায়ী শাক্তকে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র রেমুণা নগরে আসিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা অবস্থিত। এখানে গোপীনাথ বিগ্রহের মহিমায় ফাল্গুনমাসে এক মেলা বসিয়া থাকে। পূর্ব্বে মাধবেন্দ্রপুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবর্দ্ধনে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আদেশে নীলাচলে মলয়জ চন্দন আনিতে যাইতেছিলেন; পথমধ্যে রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথের অমৃতকেলি নামক ক্ষীরপ্রসাদ দেখিয়া, তাহা নিজে আস্বাদ করিয়া গোপালকে ভোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অযাচিতবৃত্তি, কেহ স্নেহ করিয়া খাইতে দিলে ভোজন করিতেন, নতুবা উপবাসী থাকিতেন। ক্ষীর প্রসাদ খাইবার বাসনা জাগ্রত হওয়ায় পুরী মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অন্যত্র যাইয়া রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে গোপীনাথ পূজারীকে স্বপ্ন যোগে বলিলেন যে বার খানি ক্ষীরের মধ্যে তিনি এক খানি পুরীকে খাওয়াইবেন বলিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা লইয়া গিয়া পুরীকে দেওয়া হউক। পূজারী সেই নিশীথ সময়ে বাজারে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাহার নাম মাধবেন্দ্র পুরী? তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, আসিয়া ভোজন কর।" সেই হইতে গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইল। মাধবপুরীর এই প্রেম-কাহিনী পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র স্বীয়াভীষ্টদেব ঈশ্বর পুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন; সঙ্গীগণকে তাহাই বিস্তৃত আকারে বলিয়া প্রেমে গদ গদ হইলেন; এবং পূজারী প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ ভোজন করিয়া উষাকালে গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে যাত্রীদল যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত এবং অসংখ্য দেবালয় অবস্থিত। কিছু দূরে নাভিগয়া ও বিরজামন্দির। একে যাজপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, তাহাতে আবার অসংখ্য দেবালয়ে দেবার্চ্চনার সময় যুগপৎ শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর শব্দে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইলে আপনা হইতেই প্রাণে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে লইয়া প্রথমে দশাশ্বমেধঘাটে স্নানাবগাহন করিয়া আদি-বরাহমন্দিরে যাইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। যাজপুরের দৃশ্যে গৌর-চন্দ্র বড়ই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জন বিহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন বিষণ্ণ চিত্তে এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য যাজপুরের দ্রষ্টব্য সকল স্থান দেখিয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ধ্যান সমাধিতে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং যথা সময়ে কটক নগরে পুণ্যসলিলা মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষী গোপাল মন্দিরে আগমন করিলেন। এইখানে মহাপ্রভু নিত্যানন্দমুখে সাক্ষী গোপালের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেমে গদ গদ হইয়াছিলেন।*

এখান হইতে যাত্রীদল ভুবনেশ্বরতীর্থে গমন করিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম ও মহাতীর্থ; পুরীর ১০।১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের মন্দির এক আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের স্থল। কোটি শিবমন্দির দ্বারা উহা সুবেষ্টিত।

কথিত আছে, কেশরী বংশের সুবিখ্যাত রাজা যযাতি কেশরী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; আর ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে ইহা সম্পূর্ণ হয়। ক্রমাগত ১৫৭ বৎসর ধরিয়া এই বিশাল দেবমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছিল। ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবর নামে পূত সলিলা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। কথিত আছে, ভগবান্ মহেশ্বর সর্ব্বতীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই সরোবর সৃজন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর গুপ্ত বারাণসী। স্কন্দ পুরাণে ভুবনেশ্বর উৎপত্তি

---

* নিত্যানন্দ পূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া এই বৃত্তান্ত লোকমুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন; আজ সুযোগ পাইয়া তাহাই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিবৃত করিলেন।

বিদ্যানগরের দুইটী ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়া কোন সময়ে বৃন্দাবনে উপনীত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন বয়োবৃদ্ধ ও সৎকুলীন; অপর জন যুবক এবং জাত্যংশে হীন। যুবকের সেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবালয়ে গোপাল বিগ্রহের সম্মুখে তাঁহাকে স্বীয় কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হইলে স্বজন-দিগের প্রেরণায় ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা পালনে অসম্মত হইলেন এবং কবে কি বলিয়াছেন, স্মরণ নাই বলিয়া যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সেই যুবা বৃন্দাবনে যাইয়া গোপাল বিগ্রহকে প্রসন্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সাক্ষী দেওয়াইলে বৃদ্ধ বিপ্র তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। তদবধি দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল হইল ও বিদ্যানগরে তাঁহার সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেব ঐ দেশ জয় করিয়া গোপালকে কটকে আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া রাজসেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার মহিষীকে গোপাল স্বপ্নে বহুমূল্য মুক্তা নোলক চাহিয়া লইয়া নাসাতে পরিয়াছিলেন। এক্ষণে গোপালের মন্দির কটক হইতে প্রায় দিনমানের পথ ব্যবধানে পুরী যাইবার পথে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে লিখিত আছে যে কাশীরাজ নামে বারাণসীর রাজা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া তপস্তায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তল্লব্ধ বরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমরে আপনি নিহত হইলেন, ও তাঁহার রাজধানী বারাণসীও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র মহাবিক্রমে শিবের দিকে ধাবিত হইলে মহাদেব ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় বাসস্থান বারাণসী নগরী ভস্মীভূত হওয়ায় বাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান ভিক্ষা করিলেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া শ্রীক্ষেত্রের উত্তরে একাম্র নামক বনভূমিতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানই উত্তর কালে ভুবনেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই আখ্যায়িকার মূলে কি সত্য আছে, জানি না; কিন্তু ইহা যে শৈব ধর্ম্মের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় কালে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরের অন্নপ্রসাদ শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের ন্যায় জাতি নির্ব্বিশেষে স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে; কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ভুবনেশ্বর দর্শনে মহা সুখী হইলেন এবং বিন্দু সরোবরে অবগাহন করিয়া শিবভাবে বিভোর হইয়া কতই নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। সঙ্গীগণসঙ্গে প্রত্যেক শিবমন্দির পরিক্রমা করিয়া মহোল্লাসে নাচিতে নাচিতে তিনি কপিলেশ্বর শিবস্থানে উপনীত হইলেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব দক্ষিণকোণে কিঞ্চিৎ ন্যূন এক মাইল ব্যবধানে কপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এ মন্দির ভুবনেশ্বরের ন্যায় জমকাল না হইলেও, একটী বিখ্যাত তীর্থ।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে কপিলেশ্বরকে কপোতেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেন এইরূপ নামান্তর কথিত হইল, বলিতে পারা যায় না। কিন্তু উভয় নামই যে একস্থান নির্দ্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কপিলেশ্বর হইতে গৌরচন্দ্র কমলপুরে আসিয়া ভার্গবী নদীতে স্নান করিলেন। মহানদী হইতে কৈয়াকই নামে যে শাখা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই আবার কিছু দূরে আসিয়া দয়া ও ভার্গবী নামে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতের মতে কপিলেশ্বরের শিবদর্শনে অনুপস্থিতি সময়ে কমলপুরে নিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ভগ্ন খণ্ড ত্রয় ভার্গবীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথের দেউল ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। শ্রীচৈতন্য ধ্বজা দর্শনে অস্থির ও বিহ্বল হইয়া পশ্চাদুদ্ধৃত অর্দ্ধ-শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে পাগ্‌লের ন্যায় ছুটিতে লাগিলেন।

'প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ।
মামালোক্য সস্মিতবদনো বালগোপাল মূর্ত্তিঃ।'

অর্থ—প্রাসাদের অগ্রমূলে ভগবান্ বালগোপাল মূর্ত্তিতে আমাকে দেখিয়া কতই হাসিতেছেন।

গৌরের হৃদয় ভাবময়। মন্দির ধ্বজা দেখিয়া কত ভাবতরঙ্গই তাঁহার প্রাণে উঠিতে লাগিল? এইরূপে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, আছাড় খাইতে খাইতে তিনি চারি দণ্ডের পথ তিন প্রহরে অতি-বাহিত করিয়া আঠার নালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। চরিতামৃতের মতে এই স্থানে আসিয়া নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাহিলেন। উহা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে নিত্যানন্দাদির সহিত কলহ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতকার বলেন যে, আঠার নালায় আসিয়া শ্রীচৈতন্য বন্ধুদিগকে বলিলেন, "প্রিয় সুহৃদ্‌গণ! তোমরা আমাকে নীলাচলে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলে। এক্ষণে নিবেদন, আমি একাকী যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব; হয় তোমরা অগ্রগামী হও, না হয় আমাকে আগে যাইতে দাও।" মুকুন্দ বলিলেন "তুমি অগ্রগামী হও, আমরা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব।" তাহা শুনিয়া চৈতন্য গোঁসাই মহানন্দে একাকী অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং অচিরে জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া জগমোহনে দাঁড়াইয়া নীলাচলনাথকে দেখিলেন। তাঁহার প্রাণে কতই প্রেম, কতই ভাব, কতই উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সেই সময়ে উৎকলরাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যও জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত সন্ন্যাসীর দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। দর্শন করিতে করিতে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করিবার জন্য তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তিনি মন্দিরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া এক উল্লম্ফন প্রদান করিলেন। পরিহারি-গণ ছড়ি হাতে তাঁহাকে মারিবার জন্য চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা দেখিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত হইয়া 'হাঁ! হাঁ!' করিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত হইল। সার্ব্বভৌম অপরূপ মূরতি সন্ন্যাসী দেখিয়া, তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তখন তিনি নানা প্রকারে আগন্তুকের চৈতন্য সম্পাদনার্থে যত্ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ও ভোগের সময় উপস্থিত দেখিয়া, পরিহারিদিগের দ্বারা মূর্চ্ছিত গৌরচন্দ্রকে হাতাহাতি করিয়া বহাইয়া স্বভবনে আনাইলেন এবং এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। গৌরের মূর্চ্ছার ভাবগতিক দেখিয়া ভট্টাচার্য্য একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যখন নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া দেখিলেন যে তুলা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তখন ভয়ের কারণ নাই, জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য অচৈতন্যাবস্থায় সার্ব্বভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া লোকমুখে ঐ বৃত্তান্তের কথক কথক আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে ঐসব কথা বলিতেছিল। তাঁহারা সার্ব্বভৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দদত্ত সেই পথে গোপীনাথ আচার্য্যকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ; মুকুন্দের সহিত পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "বা! তুমি এখানে কবে এলে? প্রভু কোথায়"? মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদের লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এবং আমাদের পাছে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। লোকমুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। এখন অন্য কথা কহিবার অবসর নাই, শীঘ্র তুমি আমাদের ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দেখাইয়া দাও।" গোপীনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে চলিলেন, যাইতে যাইতে পথে মুকুন্দ, নিত্যানন্দাদির সহিত গোপীনাথের পরিচয় করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌমভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন। সার্ব্বভৌম আগন্তুক-দিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহরকাল পরে গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন বেলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে সমুদ্রস্নান করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাই-লেন। খাইতে খাইতে গৌরচন্দ্র আনন্দোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দিয়া, আর সকলকে তুমি যথেষ্ট পিঠাপানা ও ছানাবড়াদি দাও।' সার্ব্বভৌম সে কথা না শুনিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার প্রসাদ অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গৌর, নিতাইকে বলিলেন, "তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম; জগন্নাথ দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে রাখি; এই ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইয়াছে, জানি না।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে ছিলেন; তোমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন; তাই তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'আর আপনি একাকী দর্শনে যাইবেন না। গোপীনাথ! তুমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইব না; বাহিরে গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়া-ইয়া দেখিব।" আচমনান্তে গৌরকে বিশ্রামস্থানে উপবিষ্ট করাইয়া সার্ব্বভৌম গোপীনাথের সহিত নিকটে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। "গোঁসায়ের পূর্ব্বাশ্রম কোথায়?" সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র; নাম বিশ্বম্ভর।" ভট্টাচার্য্য গৌরকে বলিলেন, "নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাঁহার মান্য ছিলেন। সে সম্বন্ধে আপনি আমার গৌরবের পাত্র। বিশেষতঃ যখন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।" শ্রীচৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না; আপনি জগদ্গুরু, বেদান্তাধ্যাপক, পূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী, সদসৎ জ্ঞান হীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কত শিখিবার আছে। আজ হইতে আমি আপনাকে গুরুস্থানে বরণ করিলাম; আমাকে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন।"

সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

গৌর উত্তর করিলেন, 'বাহিরের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন। কিন্তু জগন্নাথ তো আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার আসিবার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে আছেন বলিয়া। আপনাতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অবস্থিত। আমি আপনার সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকিবে; আর সংসার মায়ায় না পড়িতে হয়; কি খাইব, কি অধ্যয়ন করিব; এই সব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে।'

সার্ব্বভৌম গৌরের মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া অধিক আত্মীয়তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে 'তুমি' সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু তথাচ তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীদিগের বন্দনীয়। ভয় হয় এরূপ করিলে পাছে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে।"

গৌর বলিলেন, তা' তো পারিবেনই। তাহা না করিলে মনে করিব আপনি আমাকে ভাল বাসিতেছেন না।

সার্ব্বভৌম। তোমার সকলই মিষ্ট লাগিতেছে। তোমাতে আজ যে ভক্তির উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। অচিরে যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি পরম সুবুদ্ধি হইয়া একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্য। কি বিষয়? নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্ব্বভৌম। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, মাথা মুড়াইয়া, স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ? লাভের মধ্যে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রথমেই অহঙ্কারটা বিলক্ষণ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী কাহারও নিকট মাথা হেঁট করে না, অথচ মহাসম্মানিত ভক্তগণেরও প্রণাম লইতে ভয় করে না। যদি বল মাধবেন্দ্রাদির ন্যায় মহা মহা ভক্তগণও তো সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তো কই অহঙ্কৃত হন নাই। তাহার উত্তর এই যে, তাঁহারা গ্রাম্যরস ভোগ করিয়া ও ঔদ্ধত্যকে বিনাশ করিয়া জীবনের শেষ ভাগে সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়াছিলেন। তোমার নবীন যৌবন; এ বয়সে তো সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে বলিলেন, 'মহাশয়! আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবেন না; বাস্তবিক আমি সেরূপ কোন অভিপ্রায় লইয়া সন্ন্যাসী হই নাই। কৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়া শিখা সূত্র ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়াছি। অহঙ্কার বিনাশের জন্যই আমার শিখা সূত্র ত্যাগ। এখন আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, যাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেরূপ উপদেশ দিবেন।'

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে। সন্ন্যাসীর বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আর আমার বাড়ীতে তোমাদের থাকিবার বড় সুবিধা হইবে না; আমার মাতৃস্বসার বাড়ী খুব নির্জ্জন স্থান; সেই খানে তোমাদের বাসা করিয়া দিব।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে গৌরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাজ্যের কিছুই জানিতেন না; তাই গৌরের প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন। তিনি কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের মাসীর বাড়ীতে গৌরের বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কালের গতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আসিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন; তাঁহার ছাত্রবৃন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডলাকারে বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছে। শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ভাল হইয়াছে, তুমি আসিয়াছ। সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তুমি সাবহিতে বেদান্ত শ্রবণ কর। আর প্রতি দিন এই সময়ে পারায়ণ হইয়া থাকে; আমার অনুরোধ, তুমি প্রত্যহ আসিবে।" শ্রীচৈতন্য অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বলিবেন, আমার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া মনোযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল; চৈতন্যদেব প্রত্যহ নীরবে বেদান্ত শুনিলেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, কই কিছুই তো জিজ্ঞাসা করিলে না? কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি না, জানিতে পারিলাম না।"

গৌর উত্তর করিলেন, 'আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শুনিতেছি। আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই; সুতরাং আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।'

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যে বুঝিতে পারে না, তাহার তো জিজ্ঞাসা করা উচিত। তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই করিলে না। কি জানি তোমার মনে কি আছে?"

গৌর এবারে লৌকিক বিনয় ছাড়িয়া কহিলেন, "ব্যাসসূত্রের অর্থ অতি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে; কিন্তু আপনার ব্যাখ্যায় সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সূত্রের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন; যদি সেই ভাষ্যে সূত্রার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে ভাষ্যের প্রয়োজন কি? আপনার ভাষ্যে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে।"

সার্ব্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে?" গৌর বলিতে লাগিলেন, "বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহদ্বস্তু। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা তাঁহার কৃপায় তাহারই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি, শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্ট্যতীত হইয়া আছে, তাহার নাম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম। তাঁহার আমরা কি বুঝি?" সার্ব্বভৌম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা দিয়া বলিলেন, "সৃষ্টি তো মিথ্যা; অবিদ্যা বা মায়া বিজৃম্ভিত। মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে?"

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য; কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি লীলা; এই হৃদয়নিহিত আত্মজ্ঞান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞান মূলক? সৃষ্টি কল্পনা নহে; তবে নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি সৃষ্টিজ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। কা'র কল্পনা? সকল কল্পনার অতীত যিনি, তাঁহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের আকর তুমি বলিবেন?

সা। কথনই নয়।

গৌর। তাহা যদি না হয়, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি,—এই কল্পনা জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং এই জীব সৃষ্টি রাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত। গৌরের এই সুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্মক, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই না হয় হইল; কিন্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টিলীলা বলিতেছ; কে বলিল, তাহা সত্য?"

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ এই ব্রহ্ম-লীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলারূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় দ্বৈতভাব ও দ্বৈতের মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জসীভূত একত্ব! বলুন দেখি, ইহাতে কা'র না প্রাণ মন গলিয়া যায়? এ হেন ঐশ্বর্য্যময়, পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান্?

সার্ব্বভৌম গৌরের ব্যাখ্যাতে মুগ্ধ হইলেন; কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ বাদ কেন শিক্ষা দিলেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না। শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিম্নোদ্ধৃত বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন।

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং, ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গে।"

"হে নাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকে না; তথাচ আমি তোমারই রচিত। তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র সম্ভবে না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রুতিতেও তো নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।'

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্ত্বের কথাও আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ধরিয়া বুঝিতে গেলে শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, হস্তপদাদি শূন্য, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; তিনি নাম, রূপ, উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণবিহীন, শুদ্ধ সত্ত্ব চৈতন্যময়; তেমনি অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমৃতময়, রসস্বরূপ, পরমসুন্দর, সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার হস্ত পদ, তিনি সর্ব্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন; সচ্চিদানন্দরূপ, ন্যায়বান্, বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্ট্যতীতে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ; আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জীব; সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম স্বরূপেই আমাদের বিশেষ অধিকার।

সার্ব্বভৌম গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে বালক সন্ন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে ভাব আর রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে? তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতিই তো সব করিতেছে; তবে আর তাঁহার বিধাতৃত্ব মানিবার প্রয়োজন কি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "বিধাতৃত্ব না মানিলে চলিবে কেন? সৃষ্টি লীলার মূলেই তো বিধাতৃত্ব। যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং অবশেষে যাঁহাতে লয় হইয়া যায়; এই যে ব্রহ্ম লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতেই তো তাঁহার বিধাতৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন, লয়, যিনি করিতেছেন; তাঁহাকে বিধাতা বলিবেন না কেন?

সার্ব্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্ব্বে আর কখন শুনেন নাই। তিনি আজন্ম মায়াবাদী ভাষ্য পড়িয়া মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; অন্যদিকে তাঁহার চিন্তাস্রোত কখন আকৃষ্ট হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে আর এক চিদ্রাজ্য খুলিয়া গেল ও নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে না হয় বিধাতা বলিয়া মানিলাম; কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্ ভাবে কি প্রকারে তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহার কি জানি? দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, ভৌতিক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি, সকলই ত তাঁহার শক্তি। ইহাদিগের আবার অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ। এ সব ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়; কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব? শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন?

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ; কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে আবার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই আসা গেল; প্রশ্নের মীমাংসা কিছুই হইল না। প্রথমে আপনি যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে না হয় সত্ত্বা নির্ব্বিশেষ; আর এখন বলিতেছেন শক্তি নির্ব্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসনা তত্ত্ব কি কর্ম্মের দায়িত্ব, ইহার কোনটীতেই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান বলিতে পারা যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখসাধ্য হয়। সূর্য্যের একটী একটী কিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, তাহা সূর্য্যের অত্যল্প প্রকাশ মাত্র; তেমনি ভগবানের এক একটী শক্তিকে ভগবান্ বলা অযৌক্তিক; সে সব শক্তিতে ভগবানের প্রকাশ মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্ব্বভৌম। তাঁহাতে কোন্ শক্তি কিরূপে লীলা করিতেছে, কেমন করিয়া বুঝিব?

চৈতন্য। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অনন্তের অনন্তশক্তি জীবের বোধাতীত। সৃষ্টি রাজ্যে তাঁহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে আত্মতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ। যাহার যেমন জ্ঞান ও অধিকার; শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে তত টুকুই জানিতে পারে। সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা চিচ্ছক্তির বিষয় আমরা জানিতে পারি। তিনি 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন। এই শক্তির নাম সন্ধিনী; ইহাতেই দিগ্‌দেশকাল সমস্ত সৃষ্টি আশ্রিত। তিনি কিছু অচৈতন্য জড় বস্তু নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ। এই শক্তিকে 'সম্বিত' শক্তি বলা যাইতে পারে। আর ভগবানের যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ, আশ্রিত; তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। উহা ভগবদ্রূপে চির প্রকাশিত। আর জীবশক্তি তটস্থা; উহা কেবল সৃষ্টি কালেই তাঁহাতে প্রকাশিতা হইয়া থাকে; সৃষ্ট্যন্তে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অবশেষে, মায়াশক্তি বহিরঙ্গা; তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মরূপকে স্পর্শ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিয়া দূরে থাকে। সৃষ্টি লীলার উপরই ইহার প্রভাব। ইহার অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ, শক্তি তাঁহার ইচ্ছায় অতি অপূর্ণ রূপে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ জ্ঞান; আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুদ্ধি। ইহারই নাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতেই পারে না। মায়াবাদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্তু বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে উহা অবস্তু নয়; অসম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক মাত্র। এমন যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবত্তত্ত্ব, ইহাকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহেন? যে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই; যাঁ'র চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত হৃদয়ে কত সুখতরঙ্গ তুলিয়া দেয়; যিনি মায়াকল্পনার অতীত; আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন?

সার্ব্বভৌম। তবে তাঁহার রূপ কি?

চৈতন্য। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিগ্রহ, কল্পনার বিষয় নয়; প্রত্যক্ষসাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। বুদ্ধ বেদ মানেন নাই বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন; আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে মানুষ যে ভীষণতর নাস্তিক হইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন না কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন যে, বিকার না হইলে সৃষ্টি হয় না; ঈশ্বর কি তবে বিকারী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? এ আপত্তি অতি অকর্ম্মণ্য। অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি যাঁহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই? স্বর্ণ প্রসব করিয়াও মণি পূর্ব্বের অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, তবে বিচিত্রকর্ম্মা ভগবান্ কি সৃষ্টি করিয়াও মায়াতীত থাকিতে পারেন না। ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক বিবর্ত্ত-বাদ মত কোন মতেই টিকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম অনেক বিচার বিতণ্ডা করিয়াও গৌরের সূক্ষ্ম যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য অবশেষে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবানের সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ। ভক্তি সেই সম্বন্ধ জ্ঞান বুঝাইয়া দেয়। আর প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবজীবনের লক্ষ্য। ধর্ম্মের যদি কিছু লক্ষ্য থাকে, তবে তাহা প্রেম। বেদবাক্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন দেখিয়া গৌর বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! বিস্মিত হইও না; ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিথংভূতগুণো হরিঃ।"

ভা, ১।৭।১০

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী; যাঁহাদের সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই শ্লোক শুনিয়া বলিলেন, "এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার বড় বাঞ্ছা হয়; কৃপা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করুন্।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্যা করুন শুনি, পরে আমি যা জানি, বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্ব্বভৌম তখন আপনার পাণ্ডিত্যবলে শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলে, চৈতন্য প্রভু "আপনার এ ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে" বলিয়া শ্লোকের একাদশ পদের সহিত 'আত্মারাম' শব্দ মিলাইয়া অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার একটীও ছুঁইলেন না। গৌরের ব্যাখ্যার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের শক্তি ও গুণের অচিন্ত্য প্রভাবে শুকসনকাদি সিদ্ধ-সাধকগণও মুগ্ধ হইয়া যান; অন্যের কি কথা? তখন ভট্টাচার্য্য পরম বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বে চৈতন্যপ্রভুকে বালক বলিয়া যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মর্ম্ম বেদনা পাইলেন এবং আপনার মূর্খতাকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্তুতি করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব তখন ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সার্ব্বভৌমের তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইল; এবং নাম, প্রেম, ভক্তিতত্ত্ব, প্রভৃতি সকল বুঝিতে পারিয়া এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোকে চৈতন্যস্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে শ্রীচৈতন্যের পদ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ধন্য তোমার শক্তি; তর্কশাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া আমার হৃদয় লৌহপিণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল; তাহাতেও যখন প্রেমভক্তি দিয়া গলাইয়া দিলে, তখন জগৎ উদ্ধার করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে।" গোপীনাথ আচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মহাপ্রভুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কি অবস্থা করিলে?" গৌর বলিলেন, "তুমি ভক্ত; তোমার সঙ্গগুণে জগন্নাথ দেব ইহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন।"

পরদিন অরুণোদয়কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও পূজ [illegible] প্রদত্ত মালা মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌমভবনে আসিলেন। ভট্টা[illegible] মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁ[illegible] বন্দনা করিয়া বসাইলে, গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের হাতে মহাপ্রসা[illegible] দিলেন। ভট্টাচার্য্যের তখন স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য [illegible] হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক, অথবা বহুদূর দেশ হইতে আনীতই হউক; মহাপ্র[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেই ভোজন করিবে, কালাকাল বিবেচনা করিবে না।" এই কথা শুনিয়া গৌরের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প; অশ্রুতে উভয়েই ভাসিতে লাগিলেন।

তখন প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম; আজ আমার নিকট বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল। ভট্টাচার্য্য বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ খাইলেন। ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে; আজ তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইল, মায়া বিদুরিত হইল। না হ'বে কেন? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" সেই হইতে ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরে গেল, শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইল। তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিনা অন্য শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাম সংকীর্ত্তনই পরম সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ বিবেচনা করিয়া ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নামসাধন করিতে হইবে; নইলে নাম গুণ স্ফুরিবে না। মান, অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, সম্পদ, সকলই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়া নাম সাধন করিতে হইবে।" সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটী শ্লোকের শেষপদে 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেন:—

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং;
হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥'

ভা ১০। ১৪। ৮

হে প্রভো! তোমার কৃপা কবে হইবে? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার ভক্তিপদে দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুক্তিপদ' পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ভক্তিপদ' বসাইলে কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "ভগবদ্ভক্তি বিমুখের মুক্তি তো পুরস্কার নয়; দণ্ড স্বরূপ। কারণ সে ঈশ্বরের সাযুজ্য পাইয়া লীন হইয়া যায়, সেবা সুখাদির অধিকার পায় না। ভক্ত, সেবা ব্যতীত মুক্তি চাহেন না; ব্রহ্ম-সাযুজ্য তাঁর নিকট ঘৃণার সামগ্রী। সুতরাং এমন হেয় মুক্তিকে দায়াধি-কার বলিলে ভক্তের প্রতি অন্যায় করা হয় কিনা?

চৈতন্য বলিলেন, "মুক্তিপদের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা ছাড়া উহার অবান্তর অর্থ আছে। 'মুক্তিপদ,' বলিতে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। বহুব্রীহি সমাস কর না কেন?"

সার্ব্বভৌম। তথাপি ও পাঠ লইতে পারি না। কারণ উহা দ্ব্যর্থ দোষযুক্ত। 'মুক্তি' শব্দটা শুনিতেই ভক্তের ঘৃণা ও ত্রাস জন্মে। 'ভক্তি' শব্দ বলিলে কেমন আনন্দ হয়।"

চৈতন্যদেব এই কথায় আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যকৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল "লোহাকে স্পর্শ না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের পাওয়া যায় না। যখন কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।" সেই হইতে উৎকলরাজের অভীষ্টদেব কাশীমিশ্র ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার যশে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ দিলেন এবং স্বরচিত দুইটী শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়া জগদানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে দিও"। দুই জনে প্রসাদ ও পত্রী লইয়া বাসায় প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন মুকুন্দ দত্ত দ্বারে দাঁড়া-ইয়া আছেন। তিনি জগদানন্দের হাত হইতে পত্রীখানি লইয়া পাঠান্তে বাহিরের ভিতের গায়ে শ্লোক দুইটী লিখিয়া রাখিলেন। পরে জগদানন্দ পত্রী লইয়া মহাপ্রভুকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাঁহারা ভিত্তিতে লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন, ও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। শ্লোক দুইটী এই:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ;
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে।"
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

'যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে দেহধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন; সেই কৃপানিধির আমি শরণাপন্ন হই।'

'কালদোষে নষ্ট নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী হইয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে অধিষ্ঠান করুক্।'

কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের অসামান্য প্রতিভা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানময়ী শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া পরাজিত ও মুগ্ধ হইয়া যিনি ষড়্ভুজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর জ্ঞানে শত শ্লোকে গৌরচন্দ্রের কতই স্তব করিলেন; তাঁহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক দুইটী পড়িয়া চৈতন্যদেব বিরক্তি সহকারে কেন ছিঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। পত্র ছিঁড়িয়া ফেলার যদি কিছু অর্থ থাকে, ত সে এই যে, উহাতে গৌরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র আপনাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা করেন। কিন্তু যদি তিনি ঘৃণা করিয়া পত্রই ছিঁড়িয়া থাকিবেন, তবে পূর্ব্বে শত শ্লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না। আর যিনি ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তিনি ঈশ্বর পরিচায়ক ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখাইবেন, ইহাও অসম্ভব কথা।

তাইতে মনে হয়, ষড়্ভুজ রূপ প্রদর্শন ও ঠিক সেই সময়ে সার্ব্বভৌম-কৃত শতক রচনা অতিরিক্ত বর্ণনা। পরবর্ত্তী কালে সার্ব্বভৌম শতক রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, চৈতন্য ভক্তগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী ভক্তের কণ্ঠমণিহার; ইহাতে সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঢক্কা বাদ্যের ন্যায় বিঘোষিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথে—বাসুদেবোদ্ধার।

মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন ও ফাল্গুনের শেষে জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখার পর চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে কৃপা করেন। বৈশাখের প্রথমে তাঁহার দক্ষিণ-দেশ পর্য্যটনের ইচ্ছা হইলে তিনি বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বিনীত ভাবে সকলের হাতে ধরিয়া বলিলেন;—"তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্ধু, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এখন তোমাদের নিকট আমি আর একটী ভিক্ষা চাহিতেছি। তোমরা অনুমতি কর, আমি দক্ষিণাপথে গমন করিব। জননীর নিকটে প্রতিশ্রুত আছি বিশ্বরূপের উদ্দেশে যাইতে; সে সত্য অবশ্যই পালন করিব। কিন্তু এবারে আমি একাকী যাইব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে লইব না। সেতুবন্ধ হইতে যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি, তোমরা সে পর্য্যন্ত এই স্থানে রহিবে।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহাদুঃখিত হইলেন এবং ম্লান মুখে নীরবে রহিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "এ কেমন করিয়া হইতে পারে? তুমি একাকী যাইবে, ইহা কা'র প্রাণে সহ্য হয়? দক্ষিণের তীর্থপথ আমার সকলই জানা আছে, আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি সঙ্গে যাইব। না হয়, আর দুই এক জন চলুক। বিপদ্‌সমাকুল পথে তোমার একাকী যাওয়া হইবে না। কি জানি কখন কি বিঘ্ন ঘটে?"

শ্রীচৈতন্য মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন, "নিতাই! তুমি সূত্রধার আর আমি নর্ত্তক। তুমি যেমন নাচাও, আমি তেমনি নাচি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি কোথায় বৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তুমি আমাকে অদ্বৈত ভবনে লইয়া গেলে। নীলাচলপথে আসিতে আসিতে আমার প্রিয়দণ্ড গাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। দেখিতেছি, তোমাদের গাঢ় প্রেমে আমার কার্য্য পণ্ড হইতেছে। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, জগদানন্দ আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ীর ন্যায় বিষয় ভোগ করাইতে চাহে। কি করি? সে যা' বলে, আমি ভয়ে তাই করি; না করিলে ক্রোধভরে আমার সঙ্গে তিন দিন কথা কয় না। আমি বৈরাগ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শীতকালেও ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি ও ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া মুকুন্দের দুঃখের সীমা নাই। সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার হৃদয়ের দুঃখে মুখ মলিন হয়। তাহার দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। দামোদর ব্রহ্মচারী, আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সদাই আমাকে শিক্ষাদণ্ড দিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দামোদরের লোকাপেক্ষা নাই; আমি লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না। সেজন্য সে আমার স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখিলেই ব্যবহার শিক্ষা দিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ! দিন কতক তোমরা নীলাচলে স্থির হইয়া থাক; আমি একেলা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।"

নিন্দাচ্ছলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তদিগের স্তুতি ও বাৎসল্যপূর্ণ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া চারিজনই তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, ইহাতে আমাদের সুখ, দুঃখ, যাহা হয় হইবে। কিন্তু আমার আর একটী নিবেদন আছে; কর্ত্তব্য কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখ। আর কিছু সঙ্গে না লইলেও কৌপীন, বহির্ব্বাস ও একটী জলপাত্র তো লইতে হইবে। তোমার দুই হাত নাম সংখ্যা গণনায় আবদ্ধ থাকিবে; এসব সামগ্রী কে বহিয়া যাইবে? বিশেষতঃ তুমি যখন প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে? তাইতে বলি কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণকুমার তোমার জলপাত্র বস্ত্র বহিয়া পাছে পাছে যাউক। তোমার যাহা ইচ্ছা করিবে, এ কোন বিষয়ে কিছু বলিবে না।" শ্রীচৈতন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বন্ধুদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌম সদনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ সঙ্কল্প বলিলে তিনি অতি কাতর ভাবে কতক দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে গৌরচন্দ্র কিছু দিনের জন্য যাওয়া স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় সার্ব্বভৌমগৃহে নিমন্ত্রণভোজনে ও হরি কথা নৃত্য কীর্ত্তনে গত হইল। পরে যাত্রার নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে, শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি তীর্থভ্রমণ ও বিশ্বরূপের উদ্দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিরাপদে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে পারি।” সার্ব্বভৌম ভাবি বিরহশোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং চারিখানি নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস ও কতকগুলি মহাপ্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা আলালনাথ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গৌরকে বলিলেন, “আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিও, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে উৎকল রাজ-প্রতিনিধি রামানন্দ রায় আছেন। তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি তোমার সঙ্গের যোগ্য পাত্র। তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখা যায় না। পাণ্ডিত্যের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা একাধারে, তাঁহাতেই সামঞ্জসী-ভূত হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক ভাবচেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বৈষ্ণব জ্ঞানে পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে। এখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি। তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিও না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবে।’ গৌরচন্দ্র এ কথা স্বীকার করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে যাইয়া আশীর্ব্বাদ অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমুদ্রকুলের পথ দিয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। সার্ব্বভৌম স্বীয় পরিকর সঙ্গে সমুদ্র তীর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নিত্যানন্দাদি চারিজন ও গোপীনাথ আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। পুরীর ৪ ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ দেবমন্দির। শ্রীচৈতন্য স্বশিষ্যে মন্দিরের পুরোভাগে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে দেশবাসীগণ সন্ন্যাসীর অপরূপ ভাব, পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখিয়া একপ্রাণে শুনিতে ও দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনতা গাঢ়তর হইল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে আসিল। নিত্যানন্দ ভক্তগণকে বলিলেন ;—“এইরূপে অগ্রে গ্রামে গ্রামে নৃত্য কীর্ত্তন হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস আরম্ভ হইল।” মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাচ ভিড় কমিল না দেখিয়া নিতাই গৌরকে মধ্যাহ্ন স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেলেন এবং স্নানান্তে সঙ্গী কয়জনের সহিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভোজনাদি সমাপন হইলে আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল; আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এবার জনতা আরও বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে লোক সব হরিনাম গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সকলেই গৌরের জীবন্ত ধর্ম্মভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল। রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্র স্নানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস পাছে পাছে বস্ত্র, জলপাত্র, বহিয়া চলিলেন। ভক্তগণ গৌরের বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরচন্দ্র তথাচ একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভক্তগণ সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতে দুঃখিতান্তঃকরণে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য মত্ত সিংহের ন্যায় নিম্নলিখিত নামোচ্চারণ করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্!
রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! পাহি মাম্!

এবারকার ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম খুব প্রচার হইতে লাগিল। বক্তৃতা সংকীর্ত্তন বা উপদেশে নহে, কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মজীবনের প্রতিভায়। যাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তদীয় ভাব দেখিল, ও তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকিয়া সদালাপ করিতে সুযোগ পাইল, তাহারা তাঁহার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই সকল লোক আবার স্ব স্ব গ্রামে যাইলে, তাহাদের দেখিয়া অন্য লোক সাধু হইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া অপরে। এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রামের দেখিয়া শ্যাম, শ্যামের দেখিয়া নবীন, নবভক্তি বিধানের ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন্। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে শচীনন্দন ভ্রমণ বিহার করিতে চলিলেন।

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া কূর্ম্ম বিগ্রহের বন্দনা প্রণাম করিলেন এবং সমাগত লোকমণ্ডলীকে নাম সংকীর্ত্তনের বন্যায় ভাসাইয়া কূর্ম্ম নামক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কূর্ম্ম তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন; এবং পরদিন প্রাতে প্রাতঃস্নান করিয়া গৌর গমনোদ্যত হইলে, বিনীত ভাবে তাঁহার অনুগমন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তাহা কখন হইতে পারে না, গৃহস্থাশ্রম পবিত্র সাধন ক্ষেত্র। গৃহে বসিয়া নাম সাধন কর, বিষয়তরঙ্গে কখন পড়িও না। ফিরিয়া আসিবার সময়ে আবার আমাকে এইখানে দেখিতে পাইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যাহার গৃহে শচীনন্দন অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সেই গৃহের গৃহস্বামীগণ তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই গৌর তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া ঘরে বসিয়া ভজন সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। কূর্ম্মকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য শুভ যাত্রা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাসুদেব নামে এক গলিত কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে কূর্ম্ম ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব পরম বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার অলৌকিক জীবে প্রেম শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ; ক্ষতস্থানে কীট সকল নিরন্তর অঙ্গের পুঁজ রক্ত পান করিতেছে। তাহাদিগকে দূরীভূত করা দূরে থাকুক, কোন কীট দৈবে খসিয়া পড়িলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আবার সযতনে সেই স্থানে রাখিয়া দিতেন। বাসুদেব কূর্ম্মালয়ে আসিয়া যখন শুনিলেন যে গৌর চলিয়া গিয়াছেন, তখন সাধু দর্শন হইল না বলিয়া বিষাদে কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কে জানে, কি অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গৌর সেই মুহূর্ত্তে সেখানে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাসুদেবকে সপ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সুখী করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বাসুদেব কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হইয়া সুন্দর সুস্থ দেহ লাভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কৃপা দেখিয়া তাঁহার মন প্রাণ গলিয়া গেল। তখন তিনি গৌরের চরণ ধরিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কত স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে রুক্মিণী প্রেরিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাগবতীয় উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, 'কোথায় পাপী, দরিদ্র, কৃপাপাত্র, আমি, কোথায় ঈশ্বরাবতার তুমি? আমার গলিত দেহে তুমি যে আলিঙ্গন করিলে, ইহা জীবে সম্ভবে না। আমার গায়ের দুর্গন্ধে, অতি জঘন্য লোকও পলাইয়া যায়, তাহা তুমি কেমন করিয়া স্পর্শ করিলে? কিন্তু প্রভো! আমি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া ভাল ছিলাম। এখন দেহগর্ব্বে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে।' গৌর বলিলেন, 'সাধুদেহে অহঙ্কার আসিবে কেন? তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজন কর, ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার কর। তোমা হইতে এদেশে জীব নিস্তার হইবে।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। কূর্ম্ম ও বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য তদীয় ভক্তসমাজে "বাসুদেবামৃতপদ" নাম পাইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ সঙ্গোৎসব।

কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে গৌরচন্দ্র জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে আসিয়া নৃসিংহ দেখিয়া স্তব বন্দনা করিলেন। এখানে ভূগর্ভে পাদমূল প্রোথিত নৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান। কথিত আছে, এক সরল বিশ্বাসী পুঁড়া গোয়ালের ঐ স্থানে শস্যক্ষেত্র ছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে যাইবার সময় ক্ষেত্রে অন্য রক্ষক না রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষেত্রগুলি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইত। কিন্তু দেখিতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রে কে তাহার শস্য নষ্ট করিয়া যায়। সে দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে তাহার শস্য নষ্ট করে, তাহাকে যেন সে দেখিতে পায়। এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে সে লুকাইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিল যে, ভীষণমূর্ত্তি এক বরাহ আসিয়া তাহার শস্য খাইতেছে। অমনি সে ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া শূকরকে বিদ্ধ করিল, এবং শুনিতে পাইল, শূকর রাম! রাম! শব্দ করিয়া নিকটস্থিত পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিল। তখন গোয়ালা বুঝিল যে, সে শূকর নহে; ভগবান্ তাহাকে ছলনা করিয়াছেন। ইহাতে সে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবাসী থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট আত্মদোষের ক্ষমা চাহিয়া প্রার্থনা করিল। দৈববাণী হইল, 'তোমার অপরাধ নাই, ঘরে যাও।' পুঁড়া ছাড়িবার পাত্র নয়; বলিল, 'আমার দোষ ক্ষমা করিলে কেমন করিয়া বুঝিব, যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না পাই?' দৈববাণী উত্তর করিল, 'পাইবে'। পুঁড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি তোমার ক্রীত দাস।' তখন রাজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে, দৈববাণী হইল, 'তুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়িয়া আমার ভক্তের সম্মান করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইখানে দুগ্ধ সেচন কর, সাক্ষাৎ দেখিবে।' তখন রাজাজ্ঞায় সেই স্থানে দুগ্ধ সিঞ্চন হইতে লাগিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং একটু একটু করিয়া ভূগর্ভ হইতে অপূর্ব্ব নৃসিংহ মুর্ত্তি উঠিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া গেল। জানু পর্য্যন্ত উঠিলে আজ্ঞাবাণী হইল, 'আর উঠিবে না; নিরস্ত হও।' রাজা তখন মহানন্দে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মহা মহোৎসব করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড় নামে এক সাধু মহাজন দুই পুরঙ্গনা সমভিব্যাহারে দেবমূর্ত্তি দেখিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গিনী দুই জনকে পাষাণময়ী হইয়া দেবচরণ লাভ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে রোদন করিতেছিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রোদন ছাড়; তোমার রমণীদ্বয় সদ্গতিলাভ করিয়াছেন। আজি হইতে তোমার নামে আমার নাম হইল।' সেই অবধি জিয়ড় নৃসিংহ নাম প্রকাশ হইল। চৈতন্যদেব নৃসিংহ মন্দিরে যাইয়া এই কিম্বদন্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

নৃসিংহ ক্ষেত্র ছাড়িয়া গৌরচন্দ্র কত দিন পরে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরী দেখিয়া যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় তিনি অনুরাগ ভরে বনমধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন; এবং নদী পার হইয়া পরপারে আসিয়া স্নানাবগাহন সাঙ্গ করিয়া ঘাটের কিছু দূরে জল সন্নিধানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই নগরের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রী। উহা উৎকল রাজ্যের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। অল্পক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে, বহুলোক সঙ্গে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে এক বিচিত্র দোলায় চড়িয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য আসিলেন। তাঁহার সঙ্গের স্তাবক এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ বিধিমত স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই কি রাজা রামানন্দ রায়, যাঁহার কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন? ইতিমধ্যে রাজপুরুষ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে, গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধমই বটে।" গৌর বলিলেন, "আমি নীলাচল হইতে আসিতেছি; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার গুণ বর্ণনা করিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমার এখানে আসা; ভাল হইল যে অনায়াসে দর্শন পাইলাম।" গৌরচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহু প্রসারিয়া রামানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রায়ও তাঁহাকে আলিঙ্গিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্যতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই আত্মবিস্মৃত হইলেন। কে জানে ভক্তদিগের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক তার আছে যে, পরিচয় না থাকিলেও দর্শন শ্রবণে পরস্পরকে চিনিতে বাকি থাকে না। দর্শক লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, "এই সন্ন্যাসীকে মহা তেজোময় দেখিতেছি; শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ইনি কাঁদিতেছেন কেন? আর আমাদের মহারাজ পরম গম্ভীর ও পণ্ডিত; ইনিই বা কেন সন্ন্যাসীস্পর্শে অস্থির হইলেন?" যাহা হউক, উভয়েই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কথার উত্তরে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন বলিয়া আমার উপকারের জন্য আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ আপনার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্র হইলাম। আমি অস্পৃশ্য রাজসেবী শূদ্রাধম; আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও আমাকে যে স্পর্শ করিলেন, সে আপনার কৃপার গুণ। মহৎদিগের স্বভাবই এই যে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও পামরদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনার প্রভাব সাক্ষাতেই দেখিতেছি আমার সঙ্গের এই সহস্রাধিক লোকও আপনাকে দেখিয়া হরিনাম পুলকাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়াছে। গৌর বলিলেন, "না, তা' নয়। আপনি ভাগবতোত্তম; আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে বলিয়াই সার্ব্বভৌম এখানে আসিতে বলিয়া দিয়াছেন।" এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্যে রাজার ইঙ্গিতে এক বৈদিক বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় সাধ আছে। আবার যেন দর্শন পাই।" রায় বলিলেন, "যদি অধমকে তারিতে এখানে আসিয়াছেন, তবে পাঁচ সাত দিন থাকিয়া আমার দুষ্ট মনকে সংশোধন করুন।" এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে মহা সমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তদীয় গৃহে যাইয়া মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন।

রামানন্দ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই:—ভবানন্দ রায় নামে উড়িষ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করণ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ পট্টনায়ক, বাণীনাথ পট্টনায়ক, রামানন্দ রায় এবং আর দুই জন; যাঁহাদের নাম জানা যায় না। সপুত্র ভবানন্দ চিরদিন উড়িষ্যার রাজসংসারে উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মালজেঠ্যা দণ্ডপাঠ নামক প্রদেশে গোপীনাথ শাসন-কর্ত্তা। রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা; তাঁহার উপাধি রাজা। ভবানন্দ ও বাণীনাথ নীলাচলে উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে থাকার সময়ে এই গোষ্ঠি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভবানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামানন্দ রায় পরম পণ্ডিত ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক; পরম ভক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ, তাঁহার জীবন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজা রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে উভয়ের পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যা উপনীত হইল। শ্রীচৈতন্য সায়াহ্ন স্নান সমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ রায় এক মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে ভৃত্যকে বাহিরে থাকিতে বলিয়া রহঃ স্থানে গিয়া নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাধ্য বস্তু কি? নির্ণয় করুন।”

রামানন্দ উত্তর কবিলেন, “স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ, এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম যেরূপ মন্বাদি ঋষিগণ নিরূপণ করিয়াছেন; স্ব স্ব অধিকার ভেদে তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করা উচিত।” শ্রীচৈতন্য বলিলেন, “এত বাহিরের কথা; নিগূঢ় কথা কি? বল।” রামানন্দ বলি-লেন, “ভগবানে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার। পান, ভোজন, দান, তপস্যাদি, যে কোন কর্ম্ম করা যায়; তাহার ফলাফলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদিচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই সার-ধর্ম্ম।”

শ্রীচৈতন্য। ‘এও বাহিরের ধর্ম্ম।’

রামানন্দ। তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ; বর্ণাশ্রম নিরূপিত ও বেদ-বিহিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে; যাঁহাতে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন ও যিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন; যাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া শুভ, অশুভ, রোগ, শোক, সম্পদ্, বিপদ্ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে; তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্মযোগরূপ পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম; ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। জ্ঞান শূন্যা ভক্তিই সাধ্যশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ কুটিল, তাহাতে সর্ব্বদাই সংশয় আসিয়া আত্মাকে কলুষিত করে। বিশেষতঃ সকলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়? কে কতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে পারে? মানবজ্ঞান তো অতি অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্ঞান বস্তুকে কি ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে? এই বিবেচনা করিয়া যিনি জ্ঞানানুসন্ধানে প্রয়াস না করিয়া সাধুমুখবিনিসৃত ভগবৎ কথা শ্রবণ ও তাহা কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া থাকেন; অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভগবান্ প্রায় এরূপ লোকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। এ এক রকম বটে। কিন্তু ইহার পর কি? শুনিতে চাই।

রামানন্দ। প্রেমভক্তিই সর্ব্ব সাধ্যসার। প্রেমবিহীন কৃষ্ণপূজা ভক্তের কখনই সুখকর হয় না। এক মাত্র প্রেমভক্তি রস লাভই তাঁহার লোভনীয়। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলেও ঐ লোভ পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য। এও বটে। তার পর?

রামানন্দ। দাস্য প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জগৎ পবিত্র হয়; সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চে'য়ে আর সৌভাগ্যবান্ কে?

শ্রীচৈতন্য। এও বেশ; তা'র পর কি?

রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। জ্ঞানীরা ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে ও ভক্তগণ আরাধ্যরূপে যাঁহাকে প্রতীতি করেন; যদি কেহ তাঁহার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখ্যতা করিয়া তাঁহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি ভুলিয়া গিয়া সুখ দুঃখ সম্পদে বিপদের বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের সম শ্রেষ্ঠ আর কে?

শ্রীচৈতন্য। এ উত্তম কথা। ইহার পর আর কিছু আছে?

রামানন্দ। আছে, বাৎসল্য প্রেমই সাধ্য সার। সকল ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা ভগবান্‌কে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন; তাঁহাদের তুল্য সাধক আর কে? নন্দ যশোদার তুল্য কাহার সৌভাগ্য?

শ্রীচৈতন্য। অতি উত্তম; তার পর?

রামানন্দ। তার পর কান্ত ভাব। ইহাই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। ভগবানে আত্ম সমর্পণের ন্যায় আর কি আছে? সতী স্ত্রী যেমন প্রিয়-পতিকে শরীর, আত্মা, প্রাণ, মন, সকলই সমর্পণ করেন; তেমনি কান্তভাবে ভক্ত সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম, পঞ্চ ভূতের স্থায়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পাঁচটী তন্মাত্রই থাকিয়া যায়; তেমনি শান্তের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আত্ম সমর্পণ, সকলই কান্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বহু-বিধ। যাহার যে পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে কান্তপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্য প্রেমে ভগবান্‌কে পাওয়া গেলেও পরিপূর্ণ রূপে এক কান্ত প্রেমেই যাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'যত দুর বলিলেন, ইহাই সাধ্যের সীমা বটে; কিন্তু ইহার পর আর কিছু যদি থাকে, তবে বলুন।'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক জগতে আছে বলিয়া জানিতাম না। যাহা হউক, ইহার পরেও আছে বই কি? শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য শিরোমণি। কেন, জানেন না কি? শত কোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভগবান্ রাধাপ্রেমে এমনই মুগ্ধ যে, রাস ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া বন মধ্যে লুকাইয়াছিলেন?

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে রাধাপ্রেমের গৌরব হইল কৈ? গোপীদিগের সঙ্কোচে যখন রাধিকাকে লইয়া ভগবান্‌কে লুকাইতে হইল, তখন সে প্রেমে অন্যাপেক্ষা হইল। তা'তে তো প্রেমের গৌরব হইল না। যদি জানিতাম, ভগবান শ্রীরাধিকার জন্য সর্ব্ব সমক্ষেই গোপীদিগকে ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিতেন ; তবে বুঝিতাম, শ্রীরাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ। আপনার মুখ দিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে ; বলুন এ কথার সামাধান কি ?

রামানন্দ বলিলেন, 'তা' নয়। রাধাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাসমণ্ডলে যত গোপী নাচিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পাশে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি নাচিতেছিল। রাধার পাশেও এইরূপ এক মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ প্রেমে সর্ব্বত্র সমভাব দেখিয়া শ্রীরাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে তিনি রাসমণ্ডল ছাড়িয়া অভিমানিনী হইয়া চলিয়া গেলেন। নিগূঢ় প্রেমেই অভিমান হয় ; সাধারণ প্রেমে হয় না। শ্রীরাধিকার অভিমান এই নিগূঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই হইয়াছিল। তাহাতেই সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অভিমানিনী রাধার অন্বেষণ জন্য ভগবান্‌ও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বেড়াইয়া তাঁহাকে পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। শত কোটি গোপীতেও যে কাম নির্ব্বাপণ হইল না, একা রাধিকাতেই তাহা হইল। ইহাতেও শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা বুঝুন।"

শ্রীচৈতন্য মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি ধন্য হইলাম ; যাহা শুনিতে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহা সকলই শুনিলাম। এখন আর কয়টী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন্। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ কি ? রস কোন্ তত্ত্ব ? প্রেমই বা কি ? এই যে 'কাম' শব্দ বলিলেন, তাহাই বা কি ?"

রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, 'আমি এ সব তত্ত্বের কি জানি ? তুমি যাহা বলাইতেছ, শুক পাখীর ন্যায় তাহাই বলিয়া যাইতেছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; হৃদয়ে প্রেরণা দিতেছ, জিহ্বায় তদুপযোগী কথাও ফুটাইতেছ। আর আমার মুখ, বীণা যন্ত্রের ন্যায় বাজিয়া যাইতেছে।'

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—'আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। সার্ব্বভৌমের সহবাসে আমার হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, রামানন্দ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি কেহ জানে না। তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি এখন আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া স্তুতি করিতেছ। এই কি তোমার উচিত ? সন্ন্যাসী পরম হংস হইলেই গুরু না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন, তিনিই গুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শূদ্রও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে পরম গুরুর পূজা পাইবার যোগ্য। আমাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানে বঞ্চনা করিও না। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।'

রামানন্দ রায় মহাভাগবত ও প্রেমিক হইয়াও গৌরের ব্যাকুলতা ও অনুরাগ দেখিয়া ভাবপ্রেমে টলমল করিতে লাগিলেন এবং অনুরাগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'বুঝিলাম তুমি সূত্রধার, আমি নট। তুমি যেমন নাচা'বে, আমাকে তেমনি নাচ্‌তে হ'বে। তুমি বীণাধারী, আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র; তুমি যেমন বাজাইবে, তাহাকে তেমনি বাজিতে হইবে। শুন! শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, পরম ঈশ্বর, সর্ব্ব অবতারী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বমাধুর্য্য, সর্ব্বরস, পরিপূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার অপ্রাকৃত নব যৌবন; তিনি চির নূতন, পরম সুন্দর। অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত অবতার, সকলের আশ্রয়। যত ভক্ত, যত সাধক, ও যত উপাসক, সকলের ভক্তি ও প্রীতির আশ্রয়ও বটেন ও বিষয়ও বটেন। যত রস, যত ভক্তি, যত তত্ত্ব, সব তাঁহাতেই পর্য্যবসিত। তিনি পরম পুরুষ, উজ্জ্বল শ্যাম রসময়। কি পুরুষ, কি যোষিৎ, কি স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই চিত্তাকর্ষক। এমন কি আপনার মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া আপনাকে, আপনি আলিঙ্গিতে চাহেন।'

শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে বলিলেন, 'বুঝাইয়া বল।'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আনন্দেই সৃষ্টিলীলা। শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দ রূপ ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ; আনন্দরূপেই স্থিতি এবং আনন্দরূপেই পর্য্যবসান। তিনি তো আপন আনন্দে আপনি মাতোয়ারা; তবে আবার লীলা কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবকে সেই আনন্দের মধুর রস আস্বাদন করাইতে। শ্রুতি তাঁহাকেই 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দরূপ, লীলাতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সহিত প্রকটিত হইলেই কৃষ্ণ-রূপ নিষ্পন্ন হয়। যাহা খাঁটি রস, তাহাই অমৃত; আর যাহা অমৃত, তাহাই চির নূতন; তাহাতে জরা, বার্দ্ধক্য, ক্ষয়, বিনাশ, কিছুই নাই। আবার যাহা লীলা; তাহাই পরমসুন্দর, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, পরম কল্যাণময়, অরূপ রূপমাধুরী পূর্ণ। এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তার্ষক, পরম সুন্দর, নবকিশোর, অপ্রাকৃত পুরুষ কিনা? আনন্দরূপ হইতে সৃষ্টিলীলা; ইহাতে বুঝা যায়, তিনিই সকল অবতারের অবতারী, সকল কার্য্যকারণের মূলকারণ, সকল বৈকুণ্ঠ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল ব্রহ্মাণ্ড ও সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। জড় জগতের অতীত ধামের নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ ; তাহার তিনটী প্রকোষ্ঠ ভেদ আছে। মথুরা, জ্ঞানরাজ্য ; দ্বারিকা, ঐশ্বর্য্য ধাম ; আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজধাম, মাধুর্য্য পরিপূর্ণ। সেই ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলার স্থান। সেখানে তিনি অপ্রাকৃত গোপবালক বা শ্রীনন্দনন্দন, পিতা মাতার অকপট বাৎসল্যে ক্রীড়মান। সেখানে তিনি পরম সুন্দর হৃদয় সখা ; বিপদ্ সম্পদ্, রোগ শোকের একমাত্র বন্ধু। সেখানে ঐশ্বর্য্য বা চিদ্‌বিভূতির লেশমাত্র নাই ; অথচ দাস্ত সেবার পরম পাত্র। আর সেখানে তিনি শৃঙ্গার রসময় নবনাগর। তাঁহাতে আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেও হৃদয়ের আবেগ যায় না ; সকল দিয়াও আর্ত্তি ফুরায় না। এই তো শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিলাম। সহস্র সহস্র জিহ্বা হইলেও কৃষ্ণের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে বলিতে রায় রামানন্দ অধৈর্য্য হইলেন। গৌরও অবহিত চিত্তে শুনিতে লাগিলেন।

রামানন্দ রায় বলিলেন, 'এখন শ্রীরাধিকার তত্ত্ব কিছু বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। যথা, চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, ও জীবশক্তি। প্রথমটী অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গা ও তৃতীয়টী তটস্থা। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপশক্তি। যে শক্তি ঈশ্বরস্বরূপে না থাকিলে, ঈশ্বরত্ব অসম্ভব হয় ; তাহারই নাম চিচ্ছক্তি। এই শক্তি ঈশ্বর-তত্ত্বে ওতপ্রোত রূপে চিরবিরাজিত। জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি কখন
ঈশ্বরতত্ত্বে প্রকটিত থাকে, কখন বা অপ্রকটিত ভাবে থাকে ; সেজন্য ই ক্ষুদ্র
তটস্থা। আর মায়া শক্তি, ভগবান্ হইতে প্রকটিত হইয়া ভগবৎ স্বরূপে আপনার ক্ষুদ্র
প্রভাব বিস্তার না করিয়া তাহার বাহিরে থাকে ; এ জন্য তাহা বহিরঙ্গা। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের পূর্ণ ও অনন্তশক্তি কিছু সমুদায় সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। উহার অত্যল্পাংশ মাত্র বিশ্বরচনায় লিপ্ত থাকায় সৃষ্ট পদার্থমাত্রে অপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই অপূর্ণতা নিবন্ধনই উহারা মোহ, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার অধীন হইয়াছে। এই অজ্ঞানতার নামই মায়াশক্তি। সে যাহা হউক, সমুদায় চিচ্ছক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের 'সৎ বা 'নিত্যত্ব' প্রকাশিকা শক্তির নাম সন্ধিনী। 'চিৎ' বা চৈতন্য প্রকাশিকা শক্তির নাম সম্বিৎ। আর আনন্দ বা আহ্লাদ প্রকাশিকা শক্তির নাম 'হ্লাদিনী'। শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্য ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ জানা যায় না। সুতরাং এই সকল শক্তি বা প্রকৃতিই আমাদিগকে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দরূপই লীলার মূল কারণ। আবার এই হ্লাদিনী শক্তিই কৃষ্ণকে আহ্লাদ দান করে; অথবা সুখরূপ কৃষ্ণ, হ্লাদিনী দ্বারা লীলা সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। ভক্তগণও এই হ্লাদিনী দ্বারা সুখরূপ কৃষ্ণের সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব জানা যাইতেছে, ভগবানের যাবতীয় শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হ্লাদিনীর সার অংশ অর্থাৎ হ্লাদিনী হইতে সুখাস্বাদন করিলে ভগবৎ হৃদয়ে বা ভক্ত হৃদয়ে যে স্থায়ীভাব অঙ্কিত হয়; তাহার নাম আনন্দ চিন্ময় রস; অপর নাম প্রেম। 'এই প্রেম আবার প্রগাঢ় হইলে যাহা স্থায়ী হয়; তাহার নাম মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মহাভাব স্বরূপিণী বই আর কিছু নন। এই মহাভাব সমস্ত চিন্তার সার চিন্তা বা চিন্তামণি। চিন্তামণিই শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ; আর ললিতাদি সখীনিচয় তাঁহার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধিকার প্রাকৃত কায়া নাই। আবর্ত্তিত কৃষ্ণস্নেহই তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য রসের তারল্যে বা চিরনবীন রসের ও লাবণ্যরসের অমৃত জলে রাধারূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত হইয়াছে। লজ্জারূপ শ্যামসাটী ও কৃষ্ণানুরাগ রূপ রক্তসাটী পর্য্যায়ক্রমে রাধাদেহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রণয় বা মানকঞ্চুলিকায় বক্ষ সমাচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্যকুঙ্কুমে, প্রণয়চন্দনে এবং স্মিত কান্তিকর্পূরে শ্রীঅঙ্গ বিলেপিত ও শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসমৃগমদে চর্চ্চিত। প্রচ্ছন্নমান তাঁহার বেণীবিন্যাস। আর রসশাস্ত্রে যাহাকে নায়িকার ধারাধীরাত্মক গুণ বলে, তাহা তাঁহার উত্তমাঙ্গের পট্টবাস। অনুরাগ, তাঁহার অধরের তাম্বূল রাগ। প্রেম কৌটিল্য, নয়নের কজ্জল। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারিভাব, ও কিল কিঞ্চিতাদি রসশাস্ত্রের বিংশতিভাব, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ। ত্রৈলোক্যে যত গুণশ্রেণি আছে, তাহা তাঁহার অঙ্গের পুষ্পমালা। সৌভাগ্য রূপ চারু তিলক ললাটে সমুজ্জ্বল; আর প্রেমবৈচিত্র্য রত্নাদিতে মণ্ডিত কলেবর। তিনি মধ্যবয়স্কা হইলেও কিশোরী। নিজাঙ্গ সৌরভ পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণলীলা বিভাসিনী মনোবৃত্তি সখীনিচয়ে পরিবৃতা হইয়া শ্রীরাধিকা সদা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করিতেছেন; কৃষ্ণনামগুণযশঃ শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল রসের মাধুর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদন করাইতে যত্নবতী। রাধার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী কে? তাঁহার ন্যায় সুন্দরী ও কলাবতীই বা কে আছে? শ্রীরাধিকার গুণ শ্রীকৃষ্ণই সংখ্যা করিতে পারেন না; তা' জীব ছার কি বলিবে?'

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, 'ইহাতে কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণলীলার গৌরবই অধিক বুঝা যাইতেছে। লীলাময়ী শ্রীরাধিকা হইতে আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, লীলা সম্বন্ধীয় মধুররস আস্বাদন করিয়া বিভোর হইতেছেন; তাহাতেই শ্রীরাধার এত গৌরব। আচ্ছা এই যে কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি রূপ সখীর কথা বলিলেন, ইহা কোন্ তত্ত্ব?'

রায় রামানন্দ বলিলেন যে, 'সৃষ্ট জীবকে স্বীয় আনন্দরস আস্বাদন করান, লীলাপ্রকাশের যেমন এক উদ্দেশ্য; তেমনি লীলার উজ্জ্বল মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিয়া স্বকীয় পূর্ণানন্দকে উচ্ছ্বসিত করা, অপর উদ্দেশ্য। বিন্দু, সিন্ধুসঙ্গমে যেমন সুখী হইবে, আবার সিন্ধুও বিন্দুর বিন্দু দান লইয়া ততোধিক সুখী হইবেন। জীবের প্রেম ভগবানে, ভগবানের প্রেম জীবে; এই বিনিময়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দলহরীই উঠিয়া থাকে? পরা প্রকৃতি ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা ভিন্ন এই সুখলহরী তুলিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় মহাভাবময়ীর বিকাশ তো সখীর সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। মহাভাবকে পরিপুষ্ট করে কে? লীলাময়ের আনন্দ চিন্ময় রসের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহারা। মঙ্গল, সৌন্দর্য্য, শোভা, সুচিত্র, সুভাব, সুহাস্য, প্রণয়, অনুকূলতা, প্রভৃতি যাহা কিছু লীলাময়ী সদ্বৃত্তি; তাহারাই নিরন্তর মহাভাবের পরিপোষিণী। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীমিলনে মহানদী পরিপুষ্টা হইয়া প্রধাবিতা হয়; তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ চিন্ময় ভাবলহরী মহাভাবে সঙ্গতা হইয়া উহাকে নিরন্তর সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আনন্দরসের এই সকল খণ্ডই ললিতাদি সখী প্রকৃতি। ইহারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার পরিবারবর্গ হইয়াও তাঁহা হইতে অভিন্নাত্মিকা। বলিতে কি ইঁহারই শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ রূপিণী। রাধা-কৃষ্ণের সুখবিভু স্বপ্রকাশ হইলেও চিদ্বিভূতিরূপিণী সখীদিগের সাহায্য ব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই সখীতত্ত্ব বা গোপীতত্ত্ব।'

শ্রীচৈতন্য প্রেমবিহ্বল বাক্যে বলিলেন, 'এ সকল তত্ত্ব ত শুনিলাম। এক্ষণে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিলাস বর্ণন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক ; তিনি নানা রসে রসিক, নিত্য নবীন, পরিহাস বিশারদ এবং সদানন্দ। যখন নবজলধর শ্যামসুন্দর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হৃদয়ে উদিত হইয়া ডাকিতে থাকেন ; তখন কি আর গৃহে মন ফিরিতে চায় ? রাধা সঙ্গে নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'উত্তম কথা ; কিন্তু ইহার পর আর যদি কিছু থাকে, বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।'

রায় উত্তর করিলেন, 'ইহার পর আর কি আছে জানি না ; তবে প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস নামে যে এক লীলা আছে, তাহা শ্রবণে তুমি সুখী হইবে কি না, বলিতে পারি না। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে লীলারূপী কামশিল্পী, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তজতুতে শ্রীরাধিকার মহাভাবময়ী প্রকৃতিজতু যখন উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঙ্গুল বর্ণ প্রেমাগ্নি দ্বারা গলাইয়া অভিন্ন রূপে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে ; তখনই প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস হয়। বর্ষাকালীন প্রগল্‌ভা নদীর গৌরবর্ণ জল, জলধির সুনীল জলে মিশিয়া একাকার হইয়াও ঈষৎ রেখায় প্রতীয়মান হইতে থাকে।' এই বলিয়া রামানন্দ রায় প্রেমভরে স্বরচিত এক গীত গাইলেন।

'পহিল হি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ; অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল। না সো রমণ, না হাম রমণী ; দুঁহু মনে মনোভব পেশল জানি। এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী ; কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি। না খোঁজলু দূতি, না খোঁজলু আন ; দুঁহুকো মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ। অবশই বিরাগ তুহু ভেলি দূতি ; সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি।'

এই গান শুনিতেই শ্রীচৈতন্য প্রেম বিহ্বলচিত্তে স্বহস্তে রাম রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং প্রেমাবেগ সংযত হইলে কহিলেন, 'এখন কামতত্ত্ব কি ? বলিলেই সাধ্যনির্ণয় সমাপ্ত হয়।' রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, 'লীলা সুখ আস্বাদন করিতে ভগবানের যে সুতীব্র কামনা, তাহারই নাম কাম। ইহা কেবল এক মহাভাবময়ী রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হয় ; অন্যত্র তাহা তৃপ্ত হইতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাকে কাম বলা যায় বটে ; কিন্তু তাহা আমাদের নরকের কারণ। ভগবৎসেবার জন্য যে সুতীব্র বাসনা বা লোভ ; তাহার নাম 'কাম' নহে, উহা নির্ম্মল প্রেম। জীবকে কামে মজায়, প্রেমে ভজায়। গোপীদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থানেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ। এই থানেই
সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত হন, এবং আমাদিগের অনুরেমনার গন্ধ নাই;
"চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। রাধিকার এই
সমূহই এই "লীলামৃত" পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেখনই তাঁহাকে
দূত বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন, এবং রামমোহন রায়
খানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ১লা সন্দেহ নাই।
বেতন হয়। ১৩ই এপ্রেল (১৮৮৭) কুষ্টিয়া বদলি হন। ১৮ অধ্যবস্ত লাভ
অক্টোবর কুষ্টিয়া হইতে নোয়াথালি গমন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯ার রলিয়া
যারি এক বৎসরের ফার্লো লইয়া কলিকাতা আসিয়া "লীলাশুক"
করেন। তৎপরে দেশে যান এবং সে স্থল হইতে বহুদিনের বাসাইতেছ,
করিতে ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। শ্রোতা।
দেখিতে তাঁহার বড় সাধ ছিল; এই যাত্রায় তাহা দেখিলেন, ও লীলা;
বোম্বে, পুনা, দিল্লি, আগ্রা, কাশী, বৃন্দাবন, ভারতের প্রধান প্র দাস্য
স্থান পরিদর্শন করিলেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে তাঁহার।
একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিধ ইহা
তার ইচ্ছা কে বুঝিবে, ভক্ত প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বস্থানে বিধাতার নাই।
প্রচার করিয়া বহুদিনের মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত খ
হইলেন। ভারতভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইল, কলিকাতায়
আসার পর উপর্য্যুপরি ৫ বার যকৃতের বেদনায় ও জ্বরে কাতর হইলেন।
এক বৎসরের পর পুনঃ দুই বারে ৫ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু
বিধাতা শেষ বারের ৩ মাস ছুটী তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে দিলেন না। পাছে
গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন, এই জন্যই বুঝি বা, ভক্ত ২৫শে আষাঢ়,
৮ই জুলাই ১৮৯২ খ্রীঃ জীবনলীলা শেষ করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন।

ভক্ত জগদীশ্বর যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, আজ সে সকল স্থানেই
হাহাকার উঠিয়াছে। কলিকাতা, শ্রীখণ্ড, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও নোয়াথালির
বন্ধুগণ আজ কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। শ্রীখণ্ডের অসমাপ্ত স্কুলগৃহ আজ
চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতেছে। কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ও স্কুলগৃহের ইষ্টকে
ইষ্টকে জগদীশ্বর বাবুর নাম খোদিত রহিয়াছে। আজ তাঁহার পত্নী, বাল্য-
সহচরী, যৌবনের সহায়, কাঁদিয়া ধরা সিক্ত করিতেছেন, আর আমাদের
দুঃখ কে বর্ণনা করিতে সক্ষম? এত বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়াও মহাযোগী
এই কথা ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া গেল। আমি সেই ভীষণ শ্মশানে মাতৃহীন হইয়া চাবিদি-
রামানন্দ উত্তর লাম। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সংসারের অনিত্যতা অনুভব করিতে লাগি-
রসিক, নিত্য নং সোণার প্রতিমা, মাতৃদেহ, আগুল্ফ লম্বিত কেশদাম, সেই লাবণ্যময়
শ্যামসুন্দর অপূর্ব বিনিন্দিত সেই দন্তপংক্তি, সেই শোভনীয় সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে
আর গৃহে মন স্থির হইয়া গেল। সেই মুরতিমোহন কত দিন হইল ধরাধাম পরিত্যাগ
শ্রীচৈতন্য বা কিন্তু আজও আমার অন্তরে উজ্জ্বল রূপে সেই চিত্র জাগিতেছে। সেই
বর্ণনা করিয়া মূর্তিই আমার হৃদয়ের দেবতা, জীবনাকাশে আশা-নক্ষত্র। আমি যখনই
রায় উত্ত ন্ময়ী মা আমার আত্মার নিভৃত স্থলে আসিয়া কত সান্ত্বনা দেন, কত মধুর
প্রেমের বিব স বাণী শুনান্। তাহা আর কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না। শ্মশানে
সুখী হইবে ভস্ম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ঘর বাড়ী
লীলারূপী আঁধার দেখিতে লাগিলাম। এই দিন হইতে সংসারটা আমার নিকট যে
য়া গেল।"

মহাভাবম এই থানে ধর্ম্মের আরম্ভ, এই থানেই বৈরাগ্যের অভ্যুদয়। কৃষ্ণনগর
দ্বারা গ জ হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি এণ্ট্রান্স, এল-এ, বি-এ, বি-এল, পরীক্ষায় উত্তী-
বিলাস লেন। কলেজে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মাতুল বুঝিয়াছিলেন, ভাগি-
জলে য় পৌত্তলিক ধর্ম্ম রক্ষা করিবে না। কলেজে থাকার সময় এ জন্য অ-
থাকে শ্বর বাবুকে অনেক সময়ে অনেক নির্য্যাতন ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়া-
গাই ছিল। একবার তাঁহাকে মাতুল বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছিল।
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৲ টাকা এবং এল-এ পরীক্ষায় তিনি ২৫৲ বৃত্তি পাইয়া-
না ছিলেন; নির্য্যাতনের সময় তাহা দ্বারাই চলিত। বি-এল পরীক্ষার পর
কিছু দিন কৃষ্ণনগর, তারপর দিনাজপুরে ওকালতি করেন। যে রোগে
তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়াছে, দিনাজপুরে সেই যকৃত রোগের সূত্রপাত।
দিনাজপুরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মেদিনীপুর গেলেন। সেখানে ৪ বৎসর
ওকালতি করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছিল
তাহার উত্তেজনায় তিনি দীর্ঘকাল ওকালতি করিতে পারিলেন না। এপর
পরিত্যাগ করিয়া মুন্সেফী লইলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ২৮ সে অক্টোবর কাঁথি
অস্থায়ী মুন্সেফ হন। কাঁথি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জাজপুর প্রভৃতি স্থলে
কয়েক বার অস্থায়ী মুন্সেফ হওয়ার পর, ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৲
বেতনে নেলফামারীর স্থায়ী মুন্সেফ হইলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ২৭ এ ফেব্রুয়ারি
কাটোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ হন। এই বৎসর ১লা জুলাই ২৫০৲ বেতনে উন্নীত
হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ৮ই জুন যশোহরের অধান বাগেরহাট বদলি হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃস্বার্থ প্রেম কেবল কৃষ্ণকে সুখ দিতে। তাহাতে কামনার গন্ধ নাই; সুতরাং উহা প্রেম। ভগবান্ যখন গোপীদিগের ও শ্রীরাধিকার এই সুনির্ম্মল প্রেম আস্বাদন জন্য সুতীব্র লালসাযুক্ত হয়েন; তখনই তাঁহাকে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি বলা যায়।'

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 'সাধ্যবস্তু এই পর্য্যন্তই, তাহাতে সন্দেহ নাই'। তোমার অনুগ্রহে এ সব বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা তো সাধ্যবস্তু লাভ হইতে পারে না; অতএব কৃপা করিয়া উহা পাইবার উপায় বলিয়া দাও?'

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার ক্রীড়ার পুতুল; যা' বলাইতেছ, তাই বলিতেছি। আমার মুখে তুমিই বক্তা; আবার তুমিই শ্রোতা। সাধনের রহস্য কথা বর্ণন করি, শুন। রাধাকৃষ্ণের এই গূঢ় লীলা; ঐশ্বর্য্য ভাবের তো কথাই নাই, মাধুর্য্য ভাবেও জানা যায় না। দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবেরও অগোচর। একমাত্র সখীদিগেরই ইহাতে অধিকার। সখীরাই এই লীলা পুষ্টি করিয়া বিস্তার করেন; আবার তাঁহারাই ইহা আস্বাদন করেন। সখীদিগের আনুগত্য ভিন্ন ইহা পাইবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সখীদিগের প্রেম, নিঃস্বার্থ। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার সুখ আস্বাদন করিতে চাহেন না; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার মিলন করাইয়াই অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কল্পলতা; আর সখীগণ সেই লতিকার পত্রপুষ্প। লীলামৃত জলে এই লতিকা অভিসিঞ্চিত হইলে, পল্লবাদি তাহাতেই সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; তাহাদের জন্য পৃথক্ সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। এই নিঃস্বার্থ গোপীপ্রেম লাভ করিতে না পারিলে, রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাব লাভের উপায়ান্তর নাই। বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, জাতি, কুল, ধন, মান, ভয়ভাবনা, যোগ তপস্যার আশা ছাড়িয়া দিয়া, সুতীব্র অনুরাগময়ী ভক্তিপথে সিদ্ধভাবময়ী কোন গোপীর ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া, তত্তৎ গোপীভাবামৃত লাভ করিতে হয়। সাধক দেহে গোপীর সিদ্ধদেহ আরোপ করিয়া গোপীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। তবে কালে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাব লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য রামরায়কে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং প্রেমাবেশে উভয়ে গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবের জমাটে কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি পোহাইয়া গেল, কেহ বুঝিতে পারিলেন না। বিদায়কালে রামরায় বলিলেন, "যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছ, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার পামর মনকে পরিশুদ্ধ কর।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "তোমার গুণ শ্রবণে যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসের তোমাতেই সীমা। দশদিন কি, আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে দুইজনে একত্র থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ কথায় কাল কাটাইব। ইহার পর সেদিনকার জন্য রাজা রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত হইলে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?' রামানন্দ উত্তর করিলেন,—'কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর বিদ্যাই নাই।" শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোন্ কীর্ত্তি বড়?'

উত্তর। কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যার খ্যাতি।

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি?

উত্তর। যা'র রাধাকৃষ্ণ প্রেম আছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।

প্রশ্ন। দুঃখের মধ্যে গুরুতর কি?

উত্তর। কৃষ্ণভক্তি বিরহের ন্যায় আর দুঃখ নাই।

প্রশ্ন। মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর। যাহার কৃষ্ণপ্রেম আছে।

প্রশ্ন। গানের শ্রেষ্ঠ কি?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি গীত।

প্রশ্ন। শ্রেয়ঃ কি?

উত্তর। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বিনা জীবের শ্রেয়ঃ নাই।

প্রশ্ন। স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উত্তর। কৃষ্ণনামগুণ লীলাই প্রধান স্মরণ।

প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কি ধ্যান কর্ত্তব্য?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান।

প্রশ্ন। কোন্ স্থানে বাস কর্ত্তব্য?

উত্তর। ব্রজলীলার স্থানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কি?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই কর্ণরসায়ন।

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণ—যুগল নাম।

প্রশ্ন। মুক্তিবাঞ্ছাকারী ও ভক্তিবাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর। যেমন স্থাবর দেহে ও দেবদেহে। অরসজ্ঞ কাক নিমের তিক্ত ফল খায়, আর রসজ্ঞ কোকিল আম্র মুকুলের মাধুর্য্য পান করে; এই প্রভেদ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর নৃত্য কীর্ত্তনে রজনী অবসান হইলে রামানন্দ রায় স্বস্থানে গমন করিলেন। আট দশ দিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেলে রামানন্দ রায় গৌরের প্রেমাবেগ ও অপূর্ব্ব ভাবলহরী যতই দেখিতে পাইলেন, ততই তাঁহার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে রামরায় গৌরচরণে নিবেদন করিলেন, "এই কয় দিনে কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কত তত্ত্বই আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। আমি জন্মেও এত তত্ত্ব কখন জানিতাম না। বুঝিলাম, ভগবান্ নারায়ণ যেমন ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি কৃপা করিয়া অলক্ষ্যেতে এত তত্ত্ব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করিয়া দিয়াছ। এ শক্তি অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন কাহারও নাই। তিনি বাহিরে কাহাকে কিছু না বলিয়া হৃদয়ে বস্তুতত্ত্ব উন্মীলিত করিয়া দেন। এখন আমার মনে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করিয়া দাও'।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি?' রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'বলিব? প্রথমে তোমাকে সন্ন্যাসীরূপ দেখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যেন শ্যাম-রূপ। আর যেন তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে; তাঁহার গৌরকান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আবার দেখিতেছি, যেন তুমি বংশীবদন শ্যামসুন্দররূপে ভাবময় সচঞ্চল আঁখিতে আমাকে দেখিতেছ। ইহার কারণ কি? আমাকে অকপট ভাবে বল। এ যে দেখি বড়ই চমৎকার!' গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'রাধাকৃষ্ণে তোমার কি না প্রগাঢ় প্রেম, সেই জন্য এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক মহাজনগণ প্রেমনেত্রে স্থাবরজঙ্গমেও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান। স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি তাঁহাদের নেত্রগোচর হয় না; সর্ব্বত্রই ইষ্টদেব স্ফুরণ হইয়া থাকে। শুন নাই কি

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রে লিখিত আছে ভাগবতোত্তম ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে সকলই পরিপূর্ণ দেখেন। তাঁহার নিকট তরুলতা, পত্রপুষ্প, সকলেই আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া যেন মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। তুমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমিক ভক্ত; সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণ দর্শন করা তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।'

যখন এই আলাপ হইতেছিল, তখন উভয়েই প্রেমে ভরপূর। রামানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু! আমার কাছে আর চালাকি করিও না। আমি সব বুঝিয়াছি। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গূঢ়রূপে নিজ রস আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া আনুসঙ্গে ত্রিভুবন প্রেমে ভাসাইলে। এখানে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া আবার কপট ব্যবহার করিতেছ কেন?'

গৌরচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, 'রামরায়! আমিও এক পাগল, আর তুমিও এক পাগল। আমরা উভয়েই সমান পাগল। আমার পাগ্‌লামি শুনিলে লোকে উপহাস করিবে, সে জন্য কোথায়ও কিছু বলি না। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার গৌরদেহ নয়; রাধাস্পর্শ জন্য গৌরাঙ্গ হইয়াছে। শ্রীরাধিকা তো ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি তাঁহার ভাবে স্বীয় আত্মা অনুভাবিত করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেছি। এ কথা অন্যের নিকট গোপ্য হইলেও তোমার কাছে লুকাইতে পারি না। কথা গোপনে রাখিও, লোকে শুনিলে উপহাস করিবে।' এই বলিয়া গৌরচন্দ্র নাকি রামানন্দকে রসরাজ, মহাভাব, দুই রূপে বিবর্ত্তিত অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়াছিলেন। রামানন্দ সেরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলে, গৌর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। মূর্চ্ছাবসানে রামানন্দ রায় গৌরের সন্ন্যাসী রূপ দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট রূপ স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় আশ্চর্য্য দর্শন ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

এইরূপ প্রেমালাপে, রসলীলা ও তত্ত্ব বিচারে, অপরূপ দর্শনে, কৃষ্ণকথারঙ্গে, শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগরে রাজা রামানন্দের সহিত দশরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, তামা, কাঁশা, রূপা, সোনা, রত্ন চিন্তামণি মিশ্রিত কোন খনি পাইয়া খুঁড়িতে থাকিলে লোকে, যেমন ক্রমে ক্রমে উত্তম বস্তু লাভ করে; তেমনি রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যে এ কথা, ও কথা হইতে হইতে কতই মূল্যবান তত্ত্বকথা আলোচিত হইয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল; তাহার সংখ্যা করা যায় না। দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে তিনি চরিতামৃতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই ছায়া লইয়া এই পরিচ্ছেদের বৃত্তান্ত লিখিত হইল। রসরাজ মহাভাব মূর্ত্তি দর্শনে রামানন্দের মূর্চ্ছা ও রাধাঙ্গ স্পর্শনে গৌরচন্দ্রের আত্ম প্রকাশ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা, কি ভাবে হইয়াছিল, তাহা সুরসিক পাঠক আপন আপন আলোকে বুঝিয়া লইবেন।

দশম রাত্রির শেষে গৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর; এদিকে আমিও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অচিরে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ আলাপনে সময় কাটাইব।' পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনের পর রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্দ্র শয়ন করিলেন এবং রজনী অবসানে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে বিদ্যানগর পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথে—তীর্থ দর্শন।

অতঃপর গৌরচন্দ্র যে সব তীর্থ দর্শন করিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহার আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই; সংক্ষিপ্ত রূপে ইতস্ততঃ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তৎকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ সম্প্রদায়, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্যমঠের তত্ত্ববাদী, প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই শ্রীচৈতন্য তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়নিশান উড্ডীন করিলেন। বিদ্যানগরের পর শ্রীচৈতন্য গৌতমীগঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গোদাবরীর নামান্তর গৌতমী। বোধ হয়, গোদাবরীর শাখান্তর বৈন্‌গঙ্গাই এখানে গৌতমীগঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আহোবালেম্ নগরে যাইয়া রামানুজ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থানে রামসীতা দেখিলেন। সিদ্ধবটে একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ নিরন্তর রামনাম জপ করিত। এখান হইতে গৌরচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে যাইয়া বামনমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে তিনি পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত রামজপী ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু এবারে এক আশ্চর্য্য দেখিলেন। ঐ বিপ্র তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত রামনাম ছাড়িয়া এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপিতেছে। আহারান্তে চৈতন্যদেব তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার প্রথম দর্শনপ্রভাবে আমার চিরদিনের অভ্যাস ঘুচিয়া এই নূতন অভ্যাস হইয়াছে। তোমাকে কৃষ্ণনাম করিতে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক একবার 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়াছিলাম। সেই হইতে রাম নামের পরিবর্ত্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্ণনামই স্ফুরিত হইতেছে ও আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম বাচক রামনামের ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণনামের গৌরবাধিক্য বর্ণন করিল এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, "আপনাকে কৃষ্ণ স্বরূপ মনে হইতেছে।" তখন শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বৃদ্ধ কাশীতে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী কোন এক সম্ভ্রান্ত গ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মণ সজ্জন বহুবিধ লোকের বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক, প্রভৃতি নানা পণ্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধদিগেরও এক আশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছিল; এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌরের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহা শুনিয়া বৌদ্ধাচার্য্য বিচারজিগীষু হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে গৌরের নিকট আসিয়া নব প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার নয় প্রশ্নের বিচার্য্য বিষয় এই :—

১। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু মাত্র। ২। জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিদ্যা সমুৎপন্ন। ৩। অহং তত্ত্ব কি? ৪। পরলোকের অস্তিত্ব সম্ভবে কি না? ৫। বুদ্ধ দৃষ্টি লাভের উপায় কি? ৬। নির্ব্বাণতত্ত্ব কি? ৭। বৌদ্ধ দর্শন। ৮। বেদাদি অপৌরুষেয় কি রূপে? ৯। সগুণ ও নির্গুণবাদের প্রকৃতি কি? লিখিত আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, শ্রীচৈতন্য স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৌদ্ধমতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। গৌরের বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া কতকগুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে নিভৃতে যুক্তি করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! হঠাৎ এক বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া সেই থালি উর্দ্ধে তুলিতে গেলে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। থালিখানি তেরছে পড়াতে আচার্য্যের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং শ্রীচৈতন্যের কোপে ঐরূপ হইয়াছে, মনে করিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ, হরিনাম, উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহারা ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই প্রস্তাবের মূলে কতটুকু সত্য আছে, জানি না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন; তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল।

মহাপ্রভু উপরোক্ত স্থান হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করিয়া ব্যঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদী নগরে রামসীতা দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ব্বত। ইহারই শৃঙ্গ বিশেষের নাম ব্যঙ্কটাদ্রি। ব্যঙ্কটগিরি মান্দ্রাজের ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে এখানে রামানুজাচার্য্য শিবমন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদীনগর ত্রিপতির পাহাড়ে অবস্থিত। এখানেও রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার পর গৌরচন্দ্র পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া শিবপার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান চিঙ্গলপট্টু জেলায় পেলার নদীর তীরে কঞ্জীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই বৈষ্ণবগ্রন্থে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ত্তমান চিঙ্গলপট্টু ও আর্কট জেলার স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন, যথা;— ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকাল, পীতাম্বর ও শিয়ালী ভৈরবী। তাঞ্জোরের উত্তরপূর্ব্বে শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়; এখানে ভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীর তীরে মহাবন, দেবস্থান, প্রভৃতি স্থানে মহাদেব দর্শন করিয়া শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুম্ভকর্ণ তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। মাদুরার পূর্ব্বদিকে শ্রীরঙ্গ দ্বীপ কাবেরী নদীর দুইটী শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক রঙ্গনাথ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গ-দ্বীপ রামানুজ বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থস্থান। রঙ্গনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন দেখিয়া বেঙ্কট ভট্টনামে সেই স্থানবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৌরের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন; এবং কীর্ত্তনাবসানে যত্নের সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। বেঙ্কটভট্ট শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক। তাঁহারা তিন সহোদর—ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট তৎকালে বালক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম-চেষ্টা দেখিয়া বেঙ্কট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ভোজনান্তে তাঁহাকে বলিলেন 'সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত। এই চাতুর্ম্মাস্যে তীর্থ পর্য্যটন অসম্ভব। অতএব আমি নিবেদন করি যে, এই চারিমাস আপনি এখানে থাকিয়া সুখে সময়াতিপাত করুন্।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে বেঙ্কট ভট্ট নিজগৃহে তাঁহার বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া অতিভক্তির সহিত গৌরের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভট্টগৃহে চারিমাস কাল সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কাবেরীতে স্নান করিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করা, দুই সন্ধ্যায় সেখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি বিলাস করা, ভট্টের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। বেঙ্কটভট্টের স্বগোষ্ঠিবর্গ গৌরের অলৌকিক চরিত যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদের তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসজ্জন ও অপরাপর লোক তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া কতই আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া গেল। শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বস্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে নিমন্ত্রণ সংখ্যা এতই অধিক হইয়া পড়িল যে, চারি মাসকাল এক এক দিন করিয়া খাইয়াও গৌরচন্দ্র সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বালক গোপাল ভট্ট সর্ব্বদা গৌরের সঙ্গে কালযাপন করিতেন ও তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপর থাকিতেন। থাকিতে থাকিতে গৌরের অপরূপ রূপমাধুরী, অলৌকিক প্রেমভক্তি এবং সুমধুর ব্যবহার তাঁহার শৈশব অন্তঃকরণে চিরমুদ্রিত হইয়া গেল, আর অপনীত হইল না। ইহার পর ইনি পিতা মাতার স্বর্গারোহণে গৃহ, পরিজন ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া রূপসনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিত। ব্রাহ্মণ মূর্খ, ব্যাকরণজ্ঞানে বঞ্চিত; যাহা উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত। তাহা শুনিয়া কত লোক তাহাকে পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত ও নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে সব গ্রাহ্য না করিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ পড়িতে ছাড়িত না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক বর্ণও সে যে বুঝিতে পারিত, তাহার পাঠ শুনিয়া ইহা কেহই মনে করিতে পারিত না। অথচ অধ্যয়নকালে তাহার নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভিজিয়া যাইত; পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত; কম্প, হুঙ্কার, স্বেদ, প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত। শ্রীচৈতন্য দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গীতা পাঠে এত সুখ হয়, ইহার কারণ কি? আপনি ইহার কি অর্থ আস্বাদন করিয়া থাকেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'আমি মূর্খ, শব্দার্থজ্ঞান আমার কিছুই নাই; অশুদ্ধ, শুদ্ধ কিছুই জানি না। কিন্তু যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি যেন অর্জ্জুনের রথে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া মৃদু মধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার আনন্দো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চ্ছ্বাস হয়। এই জন্য লোকের উপহাস সহিয়াও আমি গীতা পাঠ ছাড়িতে পারি না।"

শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃত্রিম বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "গীতাপাঠ আপনারই সার্থক! ইহাতে আপনিই শ্রেষ্ঠ অধিকারী"। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ব্রাহ্মণের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তাহার মন নির্ম্মল হইল এবং গৌরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া চারি মাস কাল ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

বেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে গৌরের সখ্যভাব দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। বেঙ্কট এক জন সোজা লোক; লক্ষ্মীনারায়ণে অগাধ বিশ্বাসী। গৌরচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিতেন। এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি হইয়াও গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে কেন ভজিতে চাহিয়াছিলেন? আর ইহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই বা কিরূপে রক্ষা হইল?" ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই তত্ত্ব। কেবল কৃষ্ণেতে লীলাধিক্য, এই মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের ভার্য্যা হইয়াও কৃষ্ণ ভজন করিতে চাহিলে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি হইতে পারে না। আমার মোটা বুদ্ধিতে তো এই বুঝি; ইহাতে পরিহাস করিতেছ কেন?"

শ্রীচৈতন্য ততোধিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গে রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া রাসে অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি?"

ভট্ট এবারে কিছু মুস্কিলে পড়িলেন; দিশা না পাইয়া উত্তর করিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; ভগবানের অগাধ লীলার কি বুঝি? তুমি যদি বুঝাইয়া দাও, তবে কৃতার্থ হই।"

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মাধুর্য্য পূর্ণ ও সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। অথচ মাধুর্য্যগুণে ব্রজবাসী জন, কখন পুত্র জ্ঞানে উদুখলে বাঁধে, কখন সখা জ্ঞানে খেলায় হারাইয়া কাঁধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চড়ে, আবার কখন সামান্য নায়ক জ্ঞানে তাঁহাতে আসক্ত হয়; অথচ কেহই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রজজন ভিন্ন এ লীলায় অন্যের অধিকার নাই। সেই জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীর শরীর লইয়া এই লীলা সুখের অধিকার লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা না করিয়া দেবীদেহে রাসবিলাস অভিলাষ করিয়াছিলেন; তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ আমার গোয়ালা; গোপীগণ তাঁহার প্রেয়সী। দেবী বা অন্য স্ত্রী, কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন বুঝিলে তো, তোমার লক্ষ্মী কেন রাস পান নাই।"

বেঙ্কট ভট্টের মনে এত দিন এই অভিমান ছিল যে, নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে গৌরের মুখে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবাধিক্য শুনিয়া তিনি ম্লানমুখে নীরব হইয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া পরিহাসটীকে আরও গভীর করিবার জন্য বলিলেন "ভট্টজি! সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্; নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ বিলাস বিগ্রহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই অসাধারণত্ব হেতু নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা। অথচ নারায়ণ গোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোপীদিগকে কৌতুক করিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীরা তাহা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন।

এই সব কথায় বেঙ্কট ভট্টের মুখ শুকাইয়া গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা স্বীয় অভীষ্ট নারায়ণের অপকর্ষতা শুনিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য তাঁহার দুঃখ নিবারণ জন্য পরিহাস রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বন্ধো! দুঃখ করিও না; আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছি। নারায়ণে তোমার যেরূপ অবিচলিত বিশ্বাস; তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক কথা এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ বুদ্ধি করা মহা অপরাধের কথা। যেমন একই মণি আধারাদি ভেদে নীল, লোহিত, পীত, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথক্‌রূপে শোভা ধারণ করিয়া থাকে; তেমনি উপাসনাভেদে একই ভগবান্ নানা ভক্তের চিত্তে বিশ্বাসানুরূপ নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া দেখা দেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও গোপী, কৃষ্ণ ও নারায়ণে ভেদ করিবার কোন কারণ নাই। পরিহাস করিয়া তোমার প্রাণে যে ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্ট হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গৌরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়া ও তাঁহার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "আমি অতি পামর জীব; ধন্য আমি যে লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় তোমার এখানে শুভাগমন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তা'ই কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে।" ভট্ট এই বলিয়া গৌরের চরণে পড়িলেন ও গৌরও তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে সুখী করিলেন।

এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কটভট্ট সগোষ্ঠিবর্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং নীলাদ্রির শৃঙ্গ বিশেষ ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাঁহার গুরু ঈশ্বরপুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা, পরমানন্দপুরী তথায় চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন। গৌর অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ-কথারঙ্গে তিন দিন যাপন করিলেন। পরমানন্দ পুরী বলিলেন, "আমি সম্প্রতি পুরুষোত্তম দেখিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গাস্নানে যাইব।" গৌর বলিলেন, "আপনার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে আমার ইচ্ছা; আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া বঙ্গদেশ হইতে যদি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তবে ভাল হয়। আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।" ইহার পর পুরী মহাশয় পুরুষোত্তমে চলিয়া গেলেন এবং গৌরচন্দ্র শ্রীশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কামকোষ্ঠি বা বর্ত্তমান কম্বুকোনম্ নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত এবং একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা প্রাচীন কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কামকোষ্ঠি হইতে গৌরচন্দ্র দক্ষিণ-মথুরা বা মাদুরা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর ভীগে নদীর তীরে। কিন্তু বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন যে, এখানে গৌরচন্দ্র কৃতমালা নামক নদীতে স্নানাবগাহন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীগের নামই কৃতমালা হইবে। সে যাহা হউক, এই নগরে একটী রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে লইয়া গিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাকা-দির কোনই আয়োজন করিলেন না। তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, 'পাক হইল না কেন ?' ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিলেন, উত্তর করিলেন, 'কি করিব মহাশয় ! আমার অরণ্যে বাস, বনের মধ্যে তো পাক সামগ্রী কিছু পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ বন্যশাক, ফল মূল, আনিতে গিয়াছেন ; আসিলে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিবেন।' গৌরচন্দ্র তাঁহার উপাসনার ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ আস্তেব্যস্তে পাক করিয়া অতিথিকে ভোজন করাইয়া নিজে উপবাসী থাকিলেন। গৌর সুধাইলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন যে, "জগন্মাতা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে ; এও কি প্রাণে সয় ? আমার জীবনে কাজ নাই, জলে প্রবেশিয়া মরিব ?" চৈতন্যদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে ; সীতার মূর্ত্তি প্রাকৃত নয় ; উহা চিদানন্দময়ী। তাহা স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে থাকুক, প্রাকৃত চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ নহে। রাবণের সাধ্য কি সীতাকে হরণ করিতে ? সে সীতাকে স্পর্শ করিতে গেলে সীতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। মায়াময়ী সীতাকৃতি রাবণ ছুঁইয়াছিল মাত্র। আমার এই ব্যাখ্যা ঠিক ; আপনি বিশ্বাস করিয়া দুঃখ দূর করুন।" ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে গৌরচন্দ্র দুর্ব্বেসন নগরীতে রঘুনাথ, মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়া সেতুবন্ধে যাইয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। কৃতমালার সাগরসঙ্গম স্থানে সেতুবন্ধ অবস্থিত। সেখানে নৌকায় উঠিয়া ধনুঃ প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়। গৌরচন্দ্র রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া বিশ্রামান্তে বিপ্রসভায় কূর্ম্ম পুরাণ শুনিতে গেলেন। সেখানে পতিব্রতার উপাখ্যান মধ্যে রাবণ কর্তৃক মায়া সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া ও নিজের ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ পাইয়া তাঁহার পরিচিত রামভক্ত ব্রাহ্মণের জন্য সেই পুথি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তদন্তর তিনি পুনর্ব্বার দক্ষিণ মথুরায় আসিয়া সেই পুস্তক রামদাসকে দিলে তিনি অতি আনন্দিত হইলেন এবং নানা প্রকারে গৌরচন্দ্রের স্তব করিয়া সেদিন অতিথি সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শ্রীচৈতন্য এখন তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তীরে পাণ্ড্য রাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রাজ্য বর্ত্তমান টীনিভেলী জেলার অন্তর্গত ; দক্ষিণমথুরা উহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে বহুতর হিন্দুকীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎপরে গৌরচন্দ্র এই সব স্থান দেখিলেন ;— নয় ত্রিপদী, চিয়ড় তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী এবং আমলীতলা। ইহার পরে শ্রীচৈতন্য মালাবর উপকূলে মল্লার বা মালাবর দেশে আগমন করিলেন। এই দেশ এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা; প্রধান নগর কালীকট। এখানে আসিলে গৌরের একটী বিপদ্ উপস্থিত হইল। তৎকালে এ দেশে ভট্টমারী বা ভর্ত্তৃহরি নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। উহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে এবং স্ত্রী, পুত্র, অশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ভট্টমারীগণ তাহাকে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ধন ঐশ্বর্য্য দিবে বলিয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য জানিতে পারিয়া ভট্টমারীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। তবে আমার ব্রাহ্মণকে তোমরা আট্‌কাইয়া রাখ; এ কি ভাল হয়?" এই কথা শুনিয়া দস্যু প্রকৃতি ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে আক্রমণ করিল। কিন্তু কে জানে কি আশ্চর্য্য! তাহাদের অস্ত্র সকল হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরের গায়ে আঘাত লাগিল। ইহাতে ভট্টমারীগণ কে কোন্ দিকে পলাইতে লাগিল। তাহাদের স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল; একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয়া চুলে ধরিয়া বলে টানিয়া লইয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং সেই দিনেই পয়স্বিনী বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে আদিকেশবমন্দিরে শ্রীচৈতন্য নৃত্যকীর্ত্তন করিলে তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া বহু লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এখানে তিনি "ব্রহ্মসংহিতা" নামক ভক্তিপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি যত্নের সহিত লেখাইয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই গ্রন্থ ও কৃষ্ণকর্ণামৃত তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে অমোঘাস্ত্র হইয়াছিল। ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দমহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্রহ্মসংহিতার। দুঃখের বিষয় যে, এমন মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ভিন্ন অবশিষ্টাংশ এখন পাওয়া যায় না। তৎপরে গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যের দীক্ষা স্থান অনন্তপদ্মনাভে আসিয়া অনন্তেশ্বর শিব দেখিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা হইতে শ্রীজনার্দ্দন দেখিয়া পয়োষ্ণি বা পুর্ত্তি নামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দেবস্থানে আসিলেন। ইহার পরে তিনি শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গপুরে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিংহারী মঠে আসিলেন। এই স্থান কোচিন দেশে তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত এবং এখানে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতীর পাদ-পীঠের নিকট ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ তুলব দেশে চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান উদিপী নগরে আসিয়া উড়ুপ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১॥ ক্রোশ দূরে। উড়ুপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোন বণিকের অর্ণবপোত দ্বারিকা হইতে আসিতে তুলব দেশের উপকূলে সমুদ্রমধ্যে জলমগ্ন হয়। এই পোতে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে বাল গোপাল মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল। মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি উহা আনিয়া উদিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্বাচার্য্যের অনুবর্ত্তীগণকে তত্ত্ববাদী বলা যায়। তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে বড় একটা গ্রাহ্য করে নাই; পরে তাঁহার প্রেমভক্তির প্রভাব দেখিয়া সম্মান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বাচার্য্য কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।" গৌর তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে কর্ম্ম ও মুক্তি দুইই পরিত্যাজ্য। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিযোগে প্রেম ও সেবা লাভই পরম সাধন। তত্ত্ববাদীগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র নিম্নলিখিত তীর্থগুলি দর্শন করিলেন;—ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়ণি, সুপারক, কোলাপুরের দেবালয়াদি এবং পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর। পাণ্ডারপুর বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভীম নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা বিঠল বা বিথুল ভক্তদিগের প্রধান স্থান। এখানে বিঠল বা বিথুল দেবের মন্দির আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ মন্দিরে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। বিঠল-ভক্তগণ বিঠলদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদিগকে এক প্রকার বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। পুণ্ডলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই শুভ বার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে পুরীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরঙ্গপুরী গৌরের প্রেম, পুলক, অশ্রু, কম্প, দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ; তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আমার ইষ্টদেবের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে; নইলে এরূপ প্রেম লক্ষণ তো অন্যত্র সম্ভবে না।" শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিলে উভয়ে প্রেমানন্দে গলাগলি নৃত্য কীর্ত্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন করিলেন। এক দিন শ্রীরঙ্গপুরী তাঁহার জন্মস্থান কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নবদ্বীপের নাম করিলেন। পুরী উত্তর করিলেন, "আমি আমার গোঁসায়ের সঙ্গে একবার নদীয়ায় গিয়াছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। জগন্নাথ পত্নী শচীদেবী রন্ধন কার্য্যে অদ্বিতীয়া। তিনি আমাদিগকে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, তাহার আস্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। আহা! তাঁহাদের এক যোগ্য পুত্র অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম লইয়া দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে এই তীর্থে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।" শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমার পিতা।" কৃষ্ণকথা আলাপনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেলে শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা তীর্থে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া পর্য্যটনার্থে বহির্গত হইলেন এবং বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্যে কৃষ্ণবিন্না নদীর তীরে তীরে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক গ্রামে আসিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মধুর গ্রন্থ অধীত হইতেছে, শুনিতে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন; এবং অনুসন্ধানে গ্রন্থকর্ত্তা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের কথা শুনিতে পাইয়া আবিষ্ট হইলেন। অতি যত্নের সহিত তিনি ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সিদ্ধান্ত বিষয়ক ব্রহ্ম সংহিতা এবং লীলা বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণামৃত, এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্যদেব মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে উপহার দিবেন বলিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি কৃষ্ণার তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে তাপী বা তাপ্তী নদীর তীরে মাহেশ্বতীপুর নামক গ্রামে আসিয়া নদীতে অবগাহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। কৃষ্ণা হইতে তাপ্তী বহুদূরে; মধ্যে নানা জনপদ অবস্থিত। মাহেশ্বতীপুরে আসিতে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভ্রমণ করিয়া বেরার ও নাগপুরের মধ্য দিয়া তাপ্তী তীরে আসিয়া থাকিবেন। ইহার পর নানা দেশ পরিদর্শন করিতে করিতে গৌরচন্দ্র নর্ম্মদা তীরে আগমন করিলেন এবং ধনুতীর্থ দর্শন করিয়া নির্ব্বিন্ধ্যা বা বর্ত্তমান কালী সিন্ধু নদীতে স্নানাবগাহন করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি পৌরাণিক ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দেখিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার বনমধ্যে অতিবৃদ্ধ, অতিস্থূল, ও অতিউচ্চ, সপ্ত তাল বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখান হইতে শ্রীচৈতন্য রামায়ণোল্লিখিত পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বর্ত্তমান আহম্মদনগরের উত্তর পশ্চিমে নাসিক ত্র্যম্বক বা নাসিক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। এখানে গোদাবরীর সপ্ত শাখা মিলিত হইয়া গোদাবরী নামে প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত গোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে চৈতন্য প্রভু পুনরায় বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া রাজা রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্ম্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্র রামানন্দকে স্বীয় তীর্থ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত উপঢৌকন দিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে আমাকে শুনাইয়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে।' রামানন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় দুই বন্ধুতে পাঁচ সাত দিন রাত্রিতে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। রামানন্দ বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছানুসারে আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম। মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'আমিও তোমাকে লইতে এখানে আসিয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'আমার এখনও সব কাজ সারা হয় নাই। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল থাকিবে। তোমার তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল লাগিবে না। তুমি আগে যাত্রা কর, আমি দিন দশেকের মধ্যে সকল সমাধান করিয়া তোমার অনুগমন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব পরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আলালনাথে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গী কৃষ্ণদাস দ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া নিজে পাছে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথমধ্যে দর্শন পাইয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকলরাজের ইষ্টদেব কাশীমিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্রতীরে আসিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথদর্শন করিলে শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্তান্ত বলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই তীর্থ ভ্রমণ এক মহাব্যাপার। যখন রেলওয়ে ছিল না, রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, বন্যজন্তু ও দস্যু তস্করে দেশ সমাকীর্ণ; সে সময়ে একাকী পদব্রজে দুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত সমাগম।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এক দিন কটক হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম গৌড়দেশ হইতে এক মহাত্মা নীলাচলে আসিয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে বহুকৃপা করিয়াছেন। আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি না?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন, সকলই সত্য। কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জন স্থানে থাকেন। রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাণান্তেও রাজসমীপে যান না। তথাচ কোন কৌশলে আপনাকে দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা বলিলেন, "জগন্নাথদর্শন ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইবার কারণ কি ?"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, 'তিনি সামান্য মহাপুরুষ নহেন; সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তীর্থ সকলকে পবিত্র করিতেই তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন।'

রাজা বলিলেন, 'আপনি মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি; আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আপনার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হুউক, তিনি আসিলে যেন একবার দর্শন পাই।'

ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তিনি অল্পকালেই প্রত্যাগত হইবেন; কিন্তু তাঁহার জন্য একটী বাসার প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের নিকট অথচ নির্জ্জনস্থান হইলে ভাল হয়। আপনাকে এরূপ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।"

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ইষ্টদেব কাশীমিশ্রের বাড়ীতে তাঁহার সুন্দর বাসা হইতে পারিবে। আপনি আমার নামে মিশ্র মহাশয়কে বলিয়া সেই স্থান ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভট্টাচার্য্য রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া রাজার ইচ্ছা কাশী-মিশ্রকে নিবেদন করিলে কাশী মিশ্র আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিয়া বাসার স্থান ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিলেন।

প্রতাপ রুদ্র গঙ্গাবংশের শেষ রাজা। ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে একবারে উৎকল হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রভাবে ইহার ধর্ম্মানুরাগ আরও সুদীপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য তীর্থযাত্রা হইতে আসিয়া প্রথম রজনী সশিষ্যে সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাপন করিলেন। রজনীপ্রভাতে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'এই বাড়ী তোমার জন্য বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। ইহা তোমার পছন্দ হয় তো?'

শ্রীচৈতন্য বাসস্থান দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ীটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি নির্জ্জন; অথচ জগন্নাথমন্দিরের সন্নিকট। ভট্টাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, 'প্রভু! এই বাসা অঙ্গীকার করিয়া কাশীমিশ্রের আশা পূর্ণ কর।' এই সময়ে কাশীমিশ্র সগোষ্ঠিবর্গে আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃপা করিলেন। এবং বলিলেন, 'আমার এই দেহ তোমাদেরই, তোমরা ইহাকে যেমন করিয়া রাখিতে চাও, রাখ; আমার তাহাতে মতামত কি?'

এই সময়ে নীলাদ্রির প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একে একে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় করিয়া দিলেন।

জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, স্বুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী শিখি মাহিতি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে বৈষ্ণব, জগন্নাথের মহাশোয়ার দাস নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি নামক ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র এবং পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি। এই সকল লোক এইক্ষণ হইতে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত হইয়া থাকিলেন। এই সময়ে রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্রসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ভবানন্দ প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিতে লাগিলেন "রামানন্দের ন্যায় রত্ন যাঁহার পুত্র, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার স্ত্রী কুন্তীদেবী ও তোমার পাঁচ পুত্র, পঞ্চপাণ্ডব।" ভবানন্দ বলিলেন, 'আমি শূদ্রাধম, তাহাতে আবার বিষয়ী; তবে যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিলে, সে কেবল তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। যাহা হউক, পঞ্চপুত্র সহ তোমায় আত্মসমর্পণ করিলাম। এই বাণীনাথ তোমার সমীপেই থাকিবে। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আপনার জন বিবেচনায় ইহাকে আদেশ করিও; সঙ্কোচ করিলে মহা দুঃখিত হইব।' মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমাদের কাছে আর সঙ্কোচ কি? তোমরা তো আমার পর নও। দিন পাঁচেকের মধ্যে রামানন্দ আসিবেন। তখন আমার আনন্দ বাজার পূর্ণ হইবে।" ইহার পর ভবানন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য বাণীনাথকে নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর সকল লোক বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দক্ষিণযাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইলেন এবং ভট্টমারীতে তাঁহাকে ছাড়িয়া কামিনী কাঞ্চনের লোভে যেরূপে যে প্রকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিল ও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন 'এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিয়া বিদায় দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার নিকট থাকিতে পাইবে না।' এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কাঁদিতে লাগিল। সে দিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দাদি কৃষ্ণদাসের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিকটে রাখিলেন এবং সময়ান্তরে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'তোমার দক্ষিণ গমন সংবাদে শচীমাতা ও অদ্বৈতাদি নবদ্বীপের ভক্তসকল উৎকণ্ঠিত আছেন। তোমার আগমন বার্ত্তা দিতে গৌড়দেশে একজন লোক পাঠাইতে চাই; ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়?' গৌরচন্দ্র বলিলেন 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর'। তখন প্রচুর মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ দিতে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে সংবাদ সহ মহাপ্রসাদ দিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যকে সমাচার প্রদান করিলেন। শুভ সংবাদ পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্য্য রত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য নিধি, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, বিজয় দাস, খোলাবেচা শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তমণ্ডলী এই আনন্দের সংবাদে আচার্য্য গৃহে উপনীত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য এতদুপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিলেন। তখন সকলে নীলাচলে যাইতে যুক্তি দৃঢ় করিয়া একত্র নবদ্বীপে শচীমাতার ভবনে যাইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ, প্রভৃতি ও শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন, এই কথা শুনিয়া নীলাচলে প্রভু দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইলেন। গৌরবিরহে মৃতপ্রায় নবদ্বীপ যেন আবার নবজীবন পাইয়া উঠিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে পরমানন্দপুরী দক্ষিণাপথ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচীগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে অতিযত্নের সহিত সেবা করিতেছিলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে গৌরের অনুগত ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া ভক্তমণ্ডলীর গমনোদ্যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হইতে হইতে অগ্রসূচি চলিয়া গেলেন এবং অচিরে নীলাচলে পৌঁছিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে পাইয়া মহানন্দে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, আমায় কৃপা-করিয়া নীলাদ্রি আশ্রয় করুন।' পুরী উত্তর করিলেন 'বঙ্গদেশে তোমার আগমন বার্ত্তা পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণ মহাসুখী হইয়াছেন। ভক্তগণ এখানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া আমি শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি।' তখন গৌরচন্দ্র পুরীর জন্য কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর ও সেবার জন্য একটী কিঙ্কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নানা ভক্তগণ গৌরাঙ্গ সভায় বসিয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। একদিন এমনি সময়ে স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার নিবাস নবদ্বীপে, পূর্ব্বাশ্রমে নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইলে ইনিও অনুরাগে বারাণসী নগরীতে যাইয়া শিখা সূত্র ফেলাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন; কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বিরক্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যে একান্ত অনুরাগী। সন্ন্যাসাশ্রমে ইহার নাম স্বরূপ হইল। বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে, রসশাস্ত্রে ও কাব্যশাস্ত্রেও ইনি অদ্বিতীয়। ইহার কণ্ঠ-স্বর অতি মধুর। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব সম। শ্রীগৌরের নীলাচল আগমন সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এই সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি চৈতন্যচন্দ্রের দল আলোকিত করিতে মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য, পদতলে পতিত স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করি-লেন এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কতকক্ষণ পরে গৌর বলিলেন, 'তুমি যে আসিবে, তাহা আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি। ভাল হ'ল। আমি অন্ধ ছিলাম, আজ চক্ষু-রত্ন লাভ করিলাম।'

স্বরূপ কাঁদিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমি তোমার চরণে ঘোর অপরাধী। তা'নইলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব কেন? আমি তোমাকে ছাড়িয়া-ছিলাম বটে, কিন্তু তুমিতো আমাকে ছাড়িলে না; তাই কৃপাপাশ গলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়াইয়া বাঁধিয়া আনিলে। এখন আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দাও।' তখন স্বরূপ দামোদর নিত্যানন্দাদির চরণ বন্দনা করিলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ও পরমানন্দপুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। স্বরূপ যথাযোগ্য সকলের পদবন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপের জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখানি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পরিচর্য্যার্থ একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ্ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দেখাইতে আনিলে, ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া না দিলে প্রভুর নিকটে যাইতে পাইত না। স্বরূপ সর্ব্বদা নির্জ্জন সাধনে রত থাকিতেন, বড় একটা কথা কহিতেন না। কেবল নিভৃতে বসিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের সুললিত পদ মহাপ্রভুকে শুনাইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। অল্পদিন মধ্যেই স্বরূপ সকল ভক্তগণের প্রিয়তম ও মহাপ্রভুর যেন দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

আর এক দিন গৌরচন্দ্র সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার নাম গোবিন্দ, ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। সিদ্ধি প্রাপ্তকালে পুরী গোঁসাই আমাকে কৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন; তাই আপনার নিকট আসিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্থদর্শন করিয়া শীঘ্র আসিবেন।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'পুরীশ্বর নাকি আমাকে বড় কৃপা করেন, তাই তোমাকে পাঠাইয়াছেন।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'পুরী গোঁসাই মহা-বিজ্ঞ হইয়া শূদ্রসেবক রাখিলেন কেন?' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎপরায়ণ মহানুভবদিগের চরিত্র সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহারা বেদধর্ম্ম হইতে প্রেমের ধর্ম্মই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন, ও স্নেহসেবা পাইলে বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না।' এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরি-চয় করিয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টাচার্য্য! বল দেখি এখন উপায় কি? গুরুর ভৃত্য আমার মান্য ব্যক্তি। তাঁহাকে কি প্রকারে আপন সেবায় নিযুক্ত করি? অথচ গুরুর আজ্ঞাই বা কিরূপে অবহেলা করি?' ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া গুরুর আজ্ঞাই পালনীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই হইতে গোবিন্দ গৌরের মহা প্রিয়পাত্র ও প্রধান সেবক হইয়া সকল ভক্তের সমাধান করিতে লাগিলেন। রামাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড় হরিদাস দুই কীর্ত্তনীয়া গোবিন্দের সাহায্যার্থে নিযুক্ত হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অপরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ দিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। গৌরচন্দ্র সম্ভ্রমে বলিলেন, 'কোথায়? তিনি গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব।' এই বলিয়া মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মানন্দের সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর মৃগচর্ম্ম পরিধেয় দেখিয়া গৌরচন্দ্র মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন এবং দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাবে মুকুন্দকে কহিলেন 'তিনি কোথায়?' মুকুন্দ বলিলেন, 'এই দেখ সম্মুখে বিদ্যমান।'

গৌর বলিলেন, 'মুকুন্দ! তোমার কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে যে এক জনকে অন্যব্যক্তি বলিতেছ? ভারতীগোঁসাই চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন? এই কথায় গৌরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভারতী মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, 'সত্যই তো আমি বড় সন্ন্যাসী, এই মনে করিয়াই কি কেবল দাম্ভিকতার জন্য চর্ম্মাম্বর পরি না। ইহাতে ধর্ম্মপথে কিছু সাহায্য হয় না। তবে আর ইহা পরিব না।' এই ভাবিয়া ব্রহ্মানন্দ ভারতী তখনই মৃগচর্ম্ম ছাড়িয়া বহির্ব্বাস পরিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পদবন্দনা করিলে তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিলেন। তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দ গৌরকে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিলে গৌরও তাঁহাকে সচল ব্রহ্ম বলিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কৌতুক তর্ক বাধিলে সার্ব্বভৌম ভারতীর দিক্ হইয়া গৌরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন। গৌর বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছ? অতিস্তুতি সর্ব্বনাশের কারণ। সাবধান এরূপ স্তব আর করিও না।' এখন হইতে ব্রহ্মানন্দ গৌর সন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন। ভগবান্ আচার্য্য ও রাম ভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তিও সর্ব্বকার্য্য ছাড়িয়া গৌরের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বরপুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বর ... উপনীত হইলেন। ইনি বলবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। লগুড় হস্তে লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরকে জগন্নাথ দর্শন করান তাঁহার সেবার কার্য্য নিরূপিত হইল।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'যদি অভয় দাও, তাহা হইলে একটী নিবেদন করিতে চাই।' গৌর উত্তর করিলেন, 'নির্ভয়ে বল, উপযুক্ত হইলে শুনিব, নচেৎ নয়।' সার্ব্বভৌম সঙ্কিতভাবে বলিলেন- 'রাজা প্রতাপ রুদ্র তোমায় দর্শন করিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ভট্টাচার্য্য! এরূপ অযোগ্য কথা বলিলে কেন? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রীদর্শনের ন্যায় অতীব গর্হিত।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'কিন্তু রাজা জগন্নাথ সেবক এবং পরমভক্ত।'

শ্রীচৈতন্য। তথাচ রাজা কালসর্পের ন্যায় পরিত্যাজ্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তি দেখিলে যেমন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তেমনি ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতিদর্শনে ধনতৃষ্ণা প্রবল হইয়া প্রলোভন জন্মিতে পারে। এরূপ ক আর যেন তোমার মুখে না আইসে। পুনরায় বলিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।' সার্ব্বভৌম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি সার্ব্বভৌমকে এক পত্রে লিখিলেন যে, ভট্টাচার্য্য যেন গৌরভক্তদিগকে তাঁহার নামে অনুনয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া মহাপ্রভুর সম্মতি করান্। এই পত্রে তিনি আরও লিখিলেন যে, যদি গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন না দেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। সার্ব্বভৌম ঐ পত্র নিত্যানন্দাদিকে দেখাইলে তাঁহারা প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে কোন কথা গৌরকে জানাইতে সাহসী হইলেন না। পরে সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরের নিকট কেবল এই কথা বলিবেন মাত্র, কোন অনুরোধ করিবেন না, বলিয়া নিত্যানন্দ অঙ্গীকার করিলেন। তদনুসারে ভক্তবৃন্দ ঐ পত্রের কথা গৌরের নিকট বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমাদের ইচ্ছা যে আমি রাজসেবী হইয়া বিষয় ভোগ করি?' নিতাই কহিলেন, 'তা' নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কিন্তু রাজা বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবারণ জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার একখানি বহির্ব্বাস পাঠাইতে চাই।' গৌর তাহাতে সম্মত হইলে একখানি বহির্ব্বাস রাজসমীপে পাঠান হইল। রাজা নাকি মহাপ্রভুর পরিধেয় বলিয়া সেখানিকে মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা রামানন্দ রায় দ্বারা পুনরায় অনুরোধ করিলে গৌর সেবার সম্মত হইয়া রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং রাজা সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দ রায়ও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৌরসমীপে যাইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার যথাযোগ্য মিলন করাইয়া দিলে রামানন্দ বলিলেন 'তোমার পরামর্শানুসারে বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে তোমার চরণে অবস্থিতি করিব। রাজাকে জানাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিবার অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণসেবা করিতে বলিয়াছেন। আর তিনি তোমার দর্শনলাভের জন্য কত মিনতি করিয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি ভক্ত; তোমাকে যে রাজা এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন।' ইহার পর শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রায়! কমল-নয়ন দেখিয়াছ তো?' রামানন্দ 'না' বলিলে গৌর বলিলেন, 'বড় অন্যায় করিয়াছ, আগে জগন্নাথ দেখিয়া এখানে আসা উচিত ছিল; যাও এখন দর্শন করগে।' রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'কি করিব, চরণরথ, হৃদয়সারথি; যেখানে লইয়া যায়, জীবরথী সেই থানেই যায়।' এখন হইতে রামানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার বিষয় প্রভুকে বলিয়াছিলে কি?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিবেন না। অধিকন্তু আবার যদি বলি, তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন; ইহাও বলিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খেদ করিয়া বলিতে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন, 'জগাই মাধাই প্রভৃতি পাপীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। কেবল প্রতাপরুদ্র ছাড়া আর সকলেই কি তাঁ'র দয়ার পাত্র? আচ্ছা, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমায় দর্শন দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়া ছাড়িব না।' সার্ব্বভৌম রাজার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 'দেব! বিষাদ ছাড়ুন; অবশ্যই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনার গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্যই পরাজিত হইবেন। আজও রামানন্দ রায় আপনার জন্য বলিয়াছিলেন; তাহাতে মন অনেক নরম হইয়াছে। তবে আপনি এক কাজ করিবেন, রথযাত্রার দিনে প্রভু জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে যখন বিহার করিবেন, তখন দীনভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভাগবত আবৃত্তি করিবেন।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'স্নানযাত্রা কবে?' ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, 'আর তিন দিন বাকি আছে।' রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়া আসিলেন।

স্নানযাত্রা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য, কে জানে কি ভাবিয়া ভক্তমণ্ডলী ছাড়িয়া বিরহ বিহ্বলচিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিয়া 'গৌড়ের ভক্তগণ আসিতেছেন' ইত্যাদি অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া রাজসমীপে উপনীত হইয়া গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ জানাইলেন। এই সময়ে গোপীনাথ আচার্য্য রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বঙ্গদেশ হইতে মহাপ্রভুর দুইশত ভক্তবৈষ্ণব আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের জন্য বাসার স্থান ও মহাপ্রসাদ চাই।' রাজা বলিলেন, 'পড়িছাকে আদেশ পাঠাইয়া দাও, সে যেন সব সরবরাহ করে।' এই বলিয়া প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, 'মহাপ্রভুর ভক্তদিগকে একে একে আমাকে চিনাইয়া দাও দেখি।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে আরোহণ করা যাউক। গোপীনাথ সকলকে চিনাইয়া দিবেন। আমি সকলকে চিনি না। ভক্তদল এই পথ দিয়াই যাইবেন।'

তখন প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ, তিনজনে অট্টালিকার উপর উঠিলেন। এমন সময়ে বৈষ্ণবদলও নিকটস্থ হইল। পথের অপর পার্শ্ব দিয়া স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাদিগকে আগ-

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়াইয়া লইতে আসিলেন। স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় মাল্য দিয়া প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিলেন। আচার্য্য গোবিন্দের দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত আদি সকলকেই মালা প্রসাদ দিয়া স্বরূপ গোঁসাই অগ্রসারি লইয়া চলিলেন। গোপীনাথ অট্টালিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে সকলের পরিচয় দিয়া দিলে রাজা বলিলেন, 'এরূপ তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণব আর কোথায়ও দেখি নাই। ইঁহাদের প্রেমচেষ্টা, নৃত্যকীর্ত্তন, সকলই অদ্ভুত।'

সার্ব্বভৌম উত্তর দিলেন, 'এই প্রেমিকদল ও প্রেমসংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি। কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রভু এবারে পাপী আর রাখিবেন না।'

রাজা। যদি চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাতে বিতৃষ্ণ কেন?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তো তাঁহাকে চেনা যায় না।

রাজা। আচ্ছা, এই সব বৈষ্ণব জগন্নাথ না দেখিয়া চৈতন্যের বাসার দিকে কেন চলিলেন?

ভট্টাচার্য্য। প্রেমের রীতিই এই। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। তাই আগে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। এইরূপ আলাপের পর রাজা অট্টালিকা হইতে নামি কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকাইয়া ভক্তগণের জন্য বাসা ও মহাপ্রসাদ বন্দোবরাহ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ভক্তদল কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার, গর্জ্জন ও উৎসাহ, দেখিলে মৃতপ্রাণেও উৎসাহ সঞ্চার হয়। গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া ভক্তদলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য পথমধ্যে ভক্তদিগকে দর্শন দিলেন। তখন একটা যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণকে একে একে প্রেমালিঙ্গন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সুখী করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার জন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত, দুই পুথি আনিয়াছি; উহা স্বরূপের নিকট আছে; চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও।' সকলের সঙ্গে প্রেমালাপ করি শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'আমার হরিদাস কোথায়?' কোন ভক্ত উত্তর করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদাস রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, 'আমি নীচ জাতি; মন্দিরের নিকটে যাইবার অধিকার নাই; কেমন করিয়া প্রভুর দর্শন পাইব?' এই সময়ে কাশীমিশ্র ও পড়িছা আসিয়া বলিলেন, 'ভক্তগণের বাসা ঠিক হইয়াছে ও মহাপ্রসাদান্ন প্রস্তুত।' শ্রীচৈতন্য গোপীনাথকে বলিলেন 'তুমি বৈষ্ণবদিগকে লইয়া বাসায় যাও। বাণীনাথ! তুমি মহাপ্রসাদ আনাইয়া আমার বাসায় রাখ; সকলে একত্র ভোজন করিব।' ভক্তদিগকে গৌর বলিলেন, 'এখন বাসায় গিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া সমুদ্র স্নানান্তে আমার এখানে ভোজন করিতে আসিবে।' এই বলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, 'ছি প্রভু! আমি নীচ জাতি,আমাকে ছুঁইও না।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'তোমাকে স্পর্শ করি পবিত্র হইতে।' এই বলিয়া কাশীমিশ্রকে বলিলেন, 'আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর আছে, আমাকে সেইখানি ভিক্ষা দিতে হইবে।' কাশীমিশ্র উত্তর করিলেন, 'তোমারই সব, যাহা ইচ্ছা লইবে। আমাকে জিজ্ঞাসা কেন?' তখন শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বাসা দিলেন ও বলিলেন, 'এইখানে থাকিয়া হরিনাম করিবে। গোবিন্দ তোমার জন্য প্রত্যহ প্রসাদ দিয়া যাইবেন; আমাকেও এখানে রোজ দেখিতে পাইবে।' নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহা সুখী হইলেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র সমুদ্রস্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণবদিগের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাদিও বাসা লইয়া স্নানান্তে ভোজনের জন্য গৌরের আবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে যোগ্যাক্রম করিয়া বসাইয়া স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি না বসিলে কেহ খাইতে চাহেন না। নিত্যানন্দ, পুরী, ভারতী, সকলে তোমার অপেক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন। তুমি ভোজনে ব'সো; আমি পরিবেশন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য তখন গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া ভোজনে বসিলে স্বরূপ, দামোদর, জগদানন্দ, পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি দিয়া মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহা-দিগকে মাল্য চন্দন দিয়া বিশ্রামার্থে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া আপনিও বিশ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। সায়াহ্নে সমস্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র রামানন্দের সহিত অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলে সকলে আনন্দে হরিকথায় ও প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্ত সঙ্গে জগন্নাথমন্দিরে গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যারতি অন্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আজ গৌরের উৎসাহ দেখে কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উৎকলের ভক্তগণের মিলনে যে আনন্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গে গৌর আজ মাতোয়ারা হইয়া উল্লাসে কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিশ জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের স্বর নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। নিলাদ্রিবাসী নরনারী ধাইয়া দেখিতে আসিল; রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের সম্প্রদায় মধ্যে গৌরচন্দ্র জগন্নাথমন্দির বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং অশ্রু, কম্প, পুলকে ভাসিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। লোক সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। নৃত্যাবসানে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও বক্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে বলিলেন। তাঁহাদের মহানৃত্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে সে দিনকার সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া স্ব স্ব বাসায় বিশ্রামার্থে বিদায় দিলেন। বৈষ্ণবেতিহাসে এই কীর্ত্তন বেড়াকীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের হাট বসিয়া গেল। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে অল্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া এত দিন যে লীলা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এখন বৃহদাকারে জগন্নাথক্ষেত্রে অভিনীত হইতে চলিল। চারিদিক্ হইতে নদীসকল প্রধাবিত হইয়া যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হয়, তেমনি ভারতের নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উৎকলের জগন্নাথক্ষেত্রে গৌরসাগরে মিলিতে লাগিলেন। বঙ্গের ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪।৫ মাস গৌরের সঙ্গে একত্র থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যাবৎ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎ তাঁহাদের ঐ ব্রতের ন্যায় হইয়া গেল।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পর তাঁহাদের স্ত্রী, বালকগণও আসিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন গদাধর, মুকুন্দ, হরিদাস, প্রভৃতি একেবারেই নীলাদ্রি আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। ইচ্ছা করে, এই লীলার হাটে মিশিয়া জনমের মত আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকি।

দশম পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রবিলাস।

জগন্নাথের রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীচৈতন্য কাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনা করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। রথযাত্রার সময়ে যে মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ অবস্থিতি করেন, তাহার নাম গুণ্ডিচা মন্দির। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত। ভট্টাচার্য্যাদি এই এক নূতন লীলা হইবে, মনে ভাবিয়া গৌরের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন ও তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে এক শত কলসী ও শত সম্মার্জ্জনী আনিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র দলের সমস্ত ভক্তগণকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলকে মাল্যচন্দনে সুশোভিত করিলেন ও প্রত্যেকের হস্তে কলসী ও সম্মার্জ্জনী দিয়া হরিধ্বনি করিয়া মহোৎসাহে গুণ্ডিচা মার্জ্জিতে চলিলেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ মহানন্দে মন্দির ঝাড়িয়া ও ধুইয়া নির্ম্মল করিলেন। ধুলা ঝাড়া, কাঁকর বাছা ও ঝুল ঝাড়ার ধুমই বা কত! ঘর ধুইবার সময়ে এক বঙ্গীয় যুবক জল আনিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণে ঢালিয়া কিঞ্চিৎ পান করিলে গৌর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ তো তোমার গৌড়িয়ার রীতি! সে আমার পাদোদক খাইয়া আমাকে পাতকী করিতে চাহে।' স্বরূপ সেই যুবককে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলে গৌর তাহাকে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। প্রক্ষালনের পর শ্রীচৈতন্যের ইঙ্গিতে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল ও গৌ... চিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে তিনি বেহুঁস হইয়া গেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দলের মধ্যে এক বিশাল ভাবতরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। নৃত্যান্তে দলবদ্ধ হইয়া গৌরচন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্নের জলে নামিয়া কতকক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া স্নানান্তে নিকটবর্ত্তী উপবনে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে বাণীনাথ পাঁচ শত জনের উপযুক্ত নানাবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সকলকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন। উদ্যান গৃহের পিঁড়ার উপর শ্রীচৈতন্য, পরমানন্দ পুরী, সার্ব্বভৌম, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, আচার্য্য রত্ন, প্রভৃতি সারি গাঁথিয়া ভোজনে বসিলেন। তাহার তলে, তাহার তলে, এইরূপ ক্রমে সেই বিশাল ভক্তগোষ্ঠি বসিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাস! হরিদাস! বলিয়া ডাকিলে হরিদাস দূর হইতে বলিলেন, 'আপনি ভক্তসঙ্গে ভোজন করুন; আমি নীচ অন্ত্যজ, আমি এ সঙ্গে বসিব না। গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দিবেন।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। তখন স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোপীনাথ আচার্য্য, বাণীনাথ, শঙ্কর ও দামোদর, এই কয়জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়া, প্রেমালাপ ও আমোদকৌতুক করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ভগিনীপতি, সার্ব্বভৌম শ্যালক। গোপীনাথ বলিলেন 'কি ভট্‌চায্! তোমার সাবেক চালচলন কোথায় গেল? আচ্ছা, বল দেখি, সে ভাল ছিল, কি, এ পরমানন্দ ভাল?' ভট্টাচার্য্য গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন 'আর আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার প্রসাদেই তো আমার এ সম্পদ্ লাভ হইয়াছে।' অদ্বৈত নিত্যানন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'আরে! এ অবধূতটার সঙ্গে খাইয়া আমার জাত গেল দেখ্‌ছি। প্রভুর কি! উনি তো সন্ন্যাসী; উঁহার অন্নস্পর্শে দোষ নাই।' এইরূপ মহানন্দে সে দিনকার বনভোজন সমাপ্ত হইল।

রথযাত্রার দিন গৌরচন্দ্র প্রাতঃস্নান করিয়া ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ জগন্নাথ, সুভদ্রা, ও বলরামকে হাতাহাতি করিয়া মন্দিরের বাহিরে আনিয়া বিগ্রহগুলির কটিদেশে পট্টডুরি বাঁধিয়া সুসজ্জিত অত্যুচ্চ তিনখানি রথোপরে আরোহণ করাইল। চারিদিকে বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। লোক সকল আনন্দোৎসাহে 'জয় জগন্নাথ! মহাপ্রভু! মণিমা!' বলিতে লাগিল। রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রে পরিবৃত থাকিয়া রথযাত্রার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন এবং আপনি স্বর্ণ সম্মার্জনী ও চন্দনাক্ত জলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাত্র হাতে লইয়া রথের আগে আগে পথ পরিষ্কার করিয়া চলিলেন। স্বয়ং ভূপতি হইয়া তুচ্ছ সেবায় রত হইলেন। গৌড়গণ রথ টানিতে লাগিল। মহা ধূমধামের সহিত রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিল। এদিকে শ্রীচৈতন্য, পুরী, ভারতী ও ভক্তবৃন্দকে স্বহস্তে মাল্য চন্দন পরাইয়া কীর্ত্তনের জন্য চারিটী দল বাঁধিয়া দিলেন। এক এক দলে একজন মূল গায়ক, পাঁচজন দোয়াড়, একজন প্রধান নর্ত্তক ও দুই খানি করিয়া মৃদঙ্গ নিযুক্ত থাকিল। প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ মূলগায়ক; দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ গায়ক; এবং অদ্বৈত, নর্ত্তক নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় দল শ্রীবাস প্রমুখ; গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ, ও শ্রীরাম পণ্ডিত গায়ক ও নিত্যানন্দ নর্ত্তক হইলেন। তৃতীয় দলে মুকুন্দ গায়ক; বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন গায়ক ও হরিদাস ঠাকুর নর্ত্তক হইলেন। চতুর্থ দলে গোবিন্দঘোষ মূল গায়ক; অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেবঘোষ গায়ক, এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্ত্তক। ইহা ছাড়া কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দের এক দল, অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দের আর এক দল এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের তৃতীয় দলও গাইতে লাগিল। রথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় ও রথের পশ্চাতে এক সম্প্রদায় মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এই সাত স্থানেই চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণই মনে করিতে লাগিলেন, 'প্রভু বুঝি আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন'। প্রতাপ-রুদ্র কীর্ত্তনে প্রেমোল্লাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কাশীমিশ্র ও সার্ব্বভৌম রাজাকে বলিলেন 'মহারাজ! আপনার ভাগ্যের সীমা নাই।' এইরূপে রথ কতকক্ষণ চলিলে শ্রীচৈতন্য, স্বরূপ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দশ-জন গায়ককে সম্প্রদায়সমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আপনি "সেই তো পরাণনাথকে পাইনু; যাঁর লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।' এই ধুয়া ধরিয়া গাইতে লাগিলেন; এবং উর্দ্ধমুখে প্রেমপূর্ণ নেত্রে 'জয়তি জননিবাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। নাচিতে, গাইতে, স্তবপাঠ করিতে করিতে গৌরের মহা-ভাবের উদয় হইল। স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রুতে তিনি বিবশ হইয়া পড়িলেন এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জড় গদ গদ গদগদভাবে কথা কহিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথ ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য নানা শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

গৌরের তাৎকালিকের রথাগ্রে নর্ত্তনের ভাব শ্রীরূপগোস্বামী এই কয়টী কথায় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। "যিনি প্রভূত প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িতেন; এবং যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিত; সেই চৈতন্যদেব আর কি আমার নয়নগোচর হইবেন ?"

এই সকল ভাবাবেশে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্য বারম্বার ভূমিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি তাঁহার দেহরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। একবার এইরূপে পড়িয়া গেলে ও নিত্যানন্দাদি কীর্ত্তনানন্দে একটু অন্যমনস্ক থাকিলে, রাজা প্রতাপরুদ্র সম্ভ্রমে যাইয়া দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া নিজের বহুদিনের মনের সাধ পরিপূর্ণ করিলেন। গৌরচন্দ্রও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া রাজাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছি! ছি! ধিক্ আমাকে! আমার আজ বিষয়ীর স্পর্শ হইল ?" রাজা ভয় পাইয়া দূরে গেলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "ভয় নাই, আপনি হাড়ীর ন্যায় হীনভাবে রথাগ্রে যে ঝাঁট দিতে দিতে যাইতেছেন, ইহাতে প্রভু আপনার উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ বিষয়ীসংস্পর্শে ভোগবিলাসী না হইয়া পড়ে, কেবল এই উদ্দেশে তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য ঐরূপ বলিলেন।" রাজা তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন। এই সব গোলযোগে রথ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। গৌড়গণ বিধিমত বল প্রয়োগ ও টানাটানি করিয়াও চালাইতে পারিল না। কথিত আছে, মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়া মাথা দিয়া ঠেলিবা মাত্র রথ হড় হড় করিয়া চলিতে লাগিল ও অবিলম্বে বলগণ্ডি নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। এইস্থান শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। ইহার একপার্শ্বে জগন্নাথবল্লভ নামক সুপ্রশস্ত রাজকীয় পুষ্পোদ্যান ও বামপার্শ্বে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের নিবাসভূমি। এই স্থানের নিকটে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী। মাসীর খুদের পিটা না খাইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচায় যান না। বলগণ্ডিতে রথ দাঁড়াইলে পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে বহুবিধ ভোগ প্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজার, রাণীর, অমাত্যবর্গের, উৎকলবাসীদিগের এবং সামান্য যাত্রিকদিগের অবস্থোচিত পৃথক্ পৃথক্ ভোগদ্রব্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উৎসর্গ করা হইতে লাগিল। গৌর মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতক্ষণ রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ভোগ দিবার জন্য লোকের অতিশয় ভিড় হওয়ায় উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানগৃহের পিঁড়ায় ভাবাবেশে শুইয়া পড়িলেন। পরিশ্রমজন্য শরীর দিয়া দর বিগলিতধারে ঘর্ম্ম পড়িতেছিল। পুষ্পোদ্যানের শীতলবায়ু সেবায় তিনি সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও কেহ বৃক্ষতলে, কেহ দুর্ব্বাদলের উপরে, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশানুসারে মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুযোগ বুঝিয়া দীনহীন বৈষ্ণবের বেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি লইয়া সাহসে ভর করিয়া শ্রীচৈতন্য যেখানে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন, সেইখানে যাইয়া তাঁহার পদযুগল ধরিয়া পাদসম্বাহন করিতে এবং সুমিষ্টস্বরে ভাগবতীয় রাসলীলার শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন ভাবে বিভোর; শ্লোক শুনিয়া বড়ই সুখানুভব করিতে লাগিলেন। রাজা 'তব কথামৃতং' শ্লোকটী আবৃত্তি করিবামাত্র তিনি মহানন্দে উঠিয়া বসিলেন এবং 'তুমি আমাকে যে অমূল্যধন দিলে, আমার কি আছে যে তাহার প্রতিদান দিব? এই আলিঙ্গন লও' বলিয়া নৃপতিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং;
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃনন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন 'হে প্রিয়! তোমার কথামৃত, সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রহ্মজ্ঞদিগের ভোগ্য, শ্রবণমঙ্গল, শান্তিপ্রদ এবং পাপনাশক। যাঁহারা উহা পান করাইতে পারেন, তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ প্রকৃত দাতা।'

প্রতাপরুদ্র বহুদিনের অভীপ্সিত আলিঙ্গন লাভ করিয়া হর্ষে প্রেমে গদ্‌গদ হইলেন; তাঁহার চক্ষুঃ দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। মহাপ্রভু ভাবোন্মত্ত; বারম্বার 'ভূরিদা! ভূরিদা!' বলিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতাপরুদ্রকে চিনিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে যে আচম্বিতে এখানে আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে?' ছদ্মবেশী রাজা উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার দাসের দাস হইতে চাই।' কথিত আছে, প্রভু ঐশ্বর্য্য দেখাইলে রাজা কৃতার্থ হইয়া বিদায় হইলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভক্তগণকে বন্দনা করিয়া উদ্যানের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে রাজাজ্ঞায় বাণীনাথ বলগণ্ডিভোগের নানাপ্রকার ফল মূল মিষ্টান্নাদি বহুতর প্রসাদ আনিয়া উদ্যান পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন সমাপনান্তে ভক্তগণ সহ আনন্দে প্রসাদ ভোজন করিলেন। তাঁহাদের ভোজন হইলে বহুতর প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল দেখিয়া শ্রীচৈতন্য গরিব, দুঃখী, অন্ধ, আতুরদিগকে ভোজন করাইতে অনুমতি দিলেন। প্রায় হাজার লোক হরিধ্বনি দিয়া ভোজন করিল দেখিয়া প্রভু বড় প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

অপরাহ্ন সময়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে রথ আসিলে বিগ্রহদিগকে পট্টডুরি দিয়া মন্দিরে অবতরণ করান হইল। শ্রীচৈতন্য দলসহ পূর্ব্ববৎ রথের আগে আগে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচায় আসিলেন; এবং যে নয় দিন জগন্নাথ গুণ্ডিচায় থাকিলেন, তিনিও সেই নয় দিন ভক্তগণসঙ্গে সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ নীলাচলের রাজা, রাজসেবায় থাকিতে ভাল না লাগিলে বৎসরান্তে একবার রথে চড়িয়া বনবিহারে বহির্গত হয়েন। ইহারই নাম রথমহোৎসব। এই বনবিহারের ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্মৃতিপথে উদিত হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল। এই নয়দিন তিনি কেবলই বৃন্দাবন ভাবে ডুবিয়া থাকিলেন। যাহা হউক, নৃত্য কীর্ত্তন সমাধান্তে সে দিনকার মত তিনি আইটোটায় যাইয়া সবান্ধবে বিশ্রাম করিলেন। এই নয়দিনে বৈষ্ণবদলের মধ্যে মহামহোৎসব লাগিয়া গেল। মুখ্য মুখ্য নয়জন ভক্ত প্রভুকে এক একদিন করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান ও জলকেলিতে, তৎপরে সবান্ধবে নানা উদ্যান ও বন ভ্রমণে, মধ্যাহ্নে আইটোটা পল্লীতে বন্ধুদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজনে, সায়াহ্নে গুণ্ডিচা মন্দিরে নৃত্য সংকীর্ত্তনে এবং রজনীতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে একত্র শয়ন ও কৌতুকে এই কয়দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন দিন ইন্দ্রদ্যুম্নে কোন দিন বা নরেন্দ্র নামক বৃহৎ দীঘীতে জলকেলি হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া বৃহৎ এক মণ্ডলাকারে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণ্ডলাকারে পরস্পরের প্রতি জল ফেলাফেলি কখন বা জলমণ্ডুকদিগের ডাকের সহিত করবাদ্য ও কখন দুই দুই জনে জলযুদ্ধ; এইরূপ বাল্যক্রীড়া হইতে লাগিল। অদ্বৈতে নিত্যানন্দে, বিদ্যানিধি স্বরূপে, মুরারিগুপ্তে মুকুন্দদত্তে, শ্রীবাসগণ্ডিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গদাধরে, রাঘব পণ্ডিত বক্রেশ্বরে এবং সার্ব্বভৌম রামানন্দে জলযুদ্ধ হইল। গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে শিশুর ন্যায় খেলা করিতে ও বিবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথকে বলিলেন 'দেখ! আর সকলের যা'হোক, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ মহাগম্ভীর, পণ্ডিত ও পদস্থ লোক হইয়া বালকের ন্যায় চঞ্চলতা করিতেছেন; তুমি উঁহাদের নিষেধ করনা কেন?' গোপীনাথ উত্তর করিলেন, 'তোমার কৃপা একবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইলে মেরুমন্দার প্রভৃতি পর্ব্বত ডুবিয়া যায়; তা' এ দুই খণ্ড শৈলের কি কথা?' আর সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'শুক্‌নো তর্কের খইল খেয়ে মর্‌ছিলেন, এখন লীলামৃত পেয়েছেন; তাই পেটভরে খাচ্চেন।' তখন গৌর অদ্বৈতকে ডাকিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে উঠিলেন। আচার্য্য গৌরকে পৃষ্ঠে করিয়া সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, প্রভু শেষশায়ী লীলা করিতেছেন।

জলক্রীড়ান্তে শ্রীচৈতন্য সে দিন পুরী ভারতীকে লইয়া অদ্বৈতের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইলেন। ভক্তগণ প্রসাদ ভোজন করিলেন। সন্ধ্যায় গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং কীর্ত্তনান্তে গৌরচন্দ্র এক একদিন এক এক ভক্তকে নাচাইতে লাগিলেন। যে দিনে নিজে গান করিয়াছিলেন ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচিয়াছিলেন, সেদিনকার দৃশ্যে সকলে দিশাহারা, জ্ঞানহারা হইয়া, প্রেমে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিল। বৃন্দাবনলীলার অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য রজনীযোগে উদ্যানে উদ্যানে প্রতি বৃক্ষতলায় মনের সুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই নৃত্যের সময়ে বাসুদেবদত্ত ভিন্ন আর কেহ গাইতে পাইত না। স্বরূপ মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

রথোৎসবের পঞ্চমীতিথিতে হোরাপঞ্চমী নামে জগন্নাথ মন্দিরে এক কৌতুকজনক উৎসব হইয়া থাকে। রাজা প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া এবারে সেই উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত করিতে ও শ্রীচৈতন্যকে দেখাইয়া সুখী করিতে আদেশ করিলেন। নিরূপিত দিনে শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য, নানা বাদ্যোদ্যম হইতেছে; এমন সময়ে মিশ্র মহাশয় ভক্তগণ পরিবৃত গৌরচন্দ্রকে আইটোটা হইতে ডাকিয়া আনিয়া উত্তম স্থানে বসাইলেন। জগন্নাথের প্রেয়সী লক্ষ্মীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে আছেন। জগন্নাথ বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষ্মীকে লইয়া যান নাই। লক্ষ্মী বিরহবিধুরা হইয়া যে পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে বনবিহারে বাহির করিয়া লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য স্বীয় দাসীদিগকে হুকুম দিলেন। দাসীগণ পাণ্ডাদিগকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়া কটূক্তি করিতে লাগিল। পাণ্ডাগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া অঙ্গীকার করিল যে অতি শীঘ্র জগন্নাথকে আনিয়া দিবে। লক্ষ্মীঠাকুরাণী তখন তাহাদের মুক্তি দিয়া দেবদাসীদিগের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। লক্ষ্মীবিগ্রহকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া দেবদাসীগণে পরিবৃত করাইয়া জাঁকজমক ও বাদ্যকোলাহলের মধ্যে বাহিরে আনিয়া উৎসবে এই রঙ্গ অভিনীত হইল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণ দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। যত কেন ক্ষুদ্র বিষয় হউক না, মহানুভব ব্যক্তিগণ তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ না করিয়া ছাড়েন না। তাই রসিকচূড়ামণি গৌরচন্দ্র এই ছেলেখেলার ন্যায় কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'জগন্নাথ সুন্দরাচলে বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষ্মীকে সঙ্গে লন নাই কেন?' স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথের বনবিহার কৃষ্ণের ব্রজলীলা বই তো নয়। ব্রজলীলার গোপী ভিন্ন লক্ষ্মীর অধিকার নাই। লক্ষ্মীকে সেই জন্য লইয়া যাওয়া হয় নাই।'

শ্রীচৈতন্য। কিন্তু এ বনবিহারে ভ্রাতা বলদেব, ভগিনী সুভদ্রা সঙ্গে গিয়াছেন। গোপীদিগের সহিত ব্রজবিহার গুপ্তলীলা; তাহা ত প্রকট হইতে পারে না। তবে লক্ষ্মীর এত রাগ কেন?

স্বরূপ। প্রেমবতী কান্তার স্বভাবই এই যে, স্বামীর ঔদাস্যভাবে তাঁহার রাগ উপস্থিত হয়। কথায় কথায় ব্রজদেবীদিগের মানের কথা উঠিয়া পড়িলে স্বরূপদামোদর ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা প্রভৃতি নায়িকালক্ষণ বিবৃত করিয়া শ্রীরাধিকার বাম্য, কৌটিল্য, কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, হর্ষ, সঞ্চারি, বিলাস, প্রভৃতি মহাভাবের উপাদানগুলি বর্ণনা করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'বোল! বোল!' বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত কৌতুক করিয়া স্বরূপকে বলিলেন, "দেখ, আমার লক্ষ্মীর কত ঐশ্বর্য্য! তোমার ঠাকুর রাজভোগ ছেড়ে বৃন্দাবনের ফল ফুল লইতে ও গোয়ালাবাড়ী দই দুধ খেতে গিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন?" শ্রীবাসের পরিহাস শুনিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'পণ্ডিত! আপনার নারদস্বভাব; তাই বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য আপনার এত ভাল লাগে। কিন্তু স্বরূপ শুদ্ধ ব্রজবাসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনের মাধুর্য্যময় বিশুদ্ধ সম্পদ্ ভিন্ন ঐশ্বর্য্যসুখ ইহার ভাল লাগিবে কেন ?' দামোদর তখন প্রগল্‌ভতা সহকারে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকাবৃত্তি করিয়া বলিলেন 'শুন শ্রীবাস! মাধুর্য্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবনধামের অলৌকিক কথা! সেখানকার একমাত্র রাজা পরমপুরুষ ভগবান্ ; কত শত শোভাময়ী লক্ষ্মীই সেখানকার কান্তাগণ; তাহার ভূমি চিন্তামণি ; গৃহাদি দাসদাসীগণও চিন্তামণিময় ; কল্পপাদপই বন ; ভগবৎ সেবাবাসনাই কামধেনু ; সেখানকার অধিবাসীরা ভগবদিচ্ছা পালন ও ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য ধনের প্রয়াসী নহে; সেখানে ভগবদ্‌বাণীরূপা বংশীই প্রিয়সখীর ন্যায় উপদেশ দেয় ; প্রেমামৃতই সেখানকার জল, কণ্ঠধ্বনিই মধুর সঙ্গীত এবং সহজ গমনই নৃত্য। এক চিদানন্দ জ্যোতিঃ সেখানে চিরবিরাজিত।' শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া আনন্দে বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন, শ্রীচৈতন্য প্রেমভরে 'বোল! বোল!' বলিতে লাগিলেন; চারি সম্প্রদায় তখন মৃদঙ্গ করতাল যোগে সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিলে গৌর নাচিতে লাগিলেন; লোক সকল মুগ্ধ হইয়া গেল। বেলা তৃতীয় প্রহরে নৃত্যকীর্ত্তন থামিলে গৌরচন্দ্র নরেন্দ্রে স্নান করিয়া উদ্যানে যাইয়া বন্ধুগণ সহ ভোজন করিলেন।

এইরূপে আনন্দ আহ্লাদে, ভাবে, প্রেমে, আট দিন গত হইলে নিরূপিত সময়ে জগন্নাথের ভিতর বিজয় অর্থাৎ মন্দিরে প্রত্যাগমন হইল। গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচা হইতে নীলাচলে আসিলেন। যে সকল পট্টডুরী দ্বারা জগন্নাথকে বাঁধিয়া রথ হইতে অবতরণ করান হইল, জগন্নাথের ভরে তাহা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীচৈতন্য একগাছি ডুরী লইয়া কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খানকে দেখাইয়া আদেশ করিলেন, 'প্রতি বর্ষে দেশ হইতে এই আদর্শে খুব মজবুত করিয়া ডুরী নির্ম্মাণ করিয়া আনিয়া মহোৎসবে প্রদান করিবে। এই ডুরীতে অনন্তরূপী শেষ অধিষ্ঠিত আছেন জানিয়া ভক্তির সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।' সেই অবধি কুলীনগ্রামী ভক্তের পট্টডুরী যোগান ব্রতের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

রথোৎসবের গোলমাল চুকিয়া গেলে বঙ্গের ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব বাসায় ভোজন করাইতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসায় কিছু অধিক পরিমাণে নিমন্ত্রণ হইত ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য আচার্য্যের সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস ও কৌতুক করিতেন। এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য পুষ্পচন্দন লইয়া গৌরের বাসায় গিয়া তাঁহাকে পূজা করিলে গৌরচন্দ্র সেই কুসুমাদি কাড়িয়া লইয়া নাকি 'যোঽসি সোঽসি নমোস্তু তে' মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে শ্রীচৈতন্য নিজ বাসায় অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আচার্য্য! কোথা হইতে আসিলেন?' অদ্বৈত উত্তর করিলেন, 'জগন্নাথদর্শন করিয়া।'

শ্রীচৈতন্য। কহ ত কিরূপে জগন্নাথ দেখিলে?

অদ্বৈত। কেন, দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম।

গৌর হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার হা'র।'

অদ্বৈত। কেন?

গৌর। আমি অমন করিয়া ঠাকুর দর্শন করি না। প্রদক্ষিণ করিতে যতক্ষণ ঠাকুরের দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, ততক্ষণ তো দর্শন হয় না। আমি কেবল অনিমিষ নয়নে মুখপানে তাকাইয়া থাকি।

অদ্বৈত। এ কথার অধিকারী তোমাভিন্ন জগতে আর কেহ নাই। তা' আমি কেন? এ বিষয়ে তোমার নিকট সকলেরই হা'র মানিতে হয়। গৌরচন্দ্র কৌতুক করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের উত্তর শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বঙ্গের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া জগন্নাথের নানা মহোৎসবে প্রভুসঙ্গে নানা লীলা করিতে লাগিলেন। জন্মাষ্টমীদিনে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ সহ গোপবেশ ধারণ করিয়া দধি দুগ্ধের ভার স্কন্ধে লইয়া মহোৎসবের স্থানে আসিয়া নাচিতে লাগিলেন; কানাই খুঁটিয়া নন্দ ও জগন্নাথ মাহিতি যশোদা সাজিলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌমাদিও দধি হরিদ্রার জলে অভিষিক্ত হইয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন। অদ্বৈত, মহাপ্রভুকে বলিলেন 'কেমন গোয়ালা দেখিব, লগুড় ফিরাও দেখি!' শ্রীচৈতন্য এক বৃহৎ লগুড় হাতে লইয়া নানারূপ কৌশলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাঁজিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিলেন। বিজয়া দশমীদিনে লঙ্কাবিজয় স্মরণ করিয়া মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া আপনি হনুমান সাজিলেন ও ভাবে আবিষ্ট হইয়া বৃহৎ এক বৃক্ষশাখা স্কন্ধে লইয়া লঙ্কার গড়ে যেন ফেলিয়া গড় ভাঙ্গিতেছেন মনে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে লাগিলেন, 'কাঁহা রে রাবণা? আরে পাপী! জগন্মাতা সীতাকে হরণ করিয়াছিস্। আর কি তো'র রক্ষা আছে? সবংশে মারিয়া ফেলিব।' দর্শকগণ প্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দীপান্বিতা, রাসযাত্রা ও উত্থানদ্বাদশীদিনেও এইরূপ নানা আমোদ কৌতুকের সহিত মহোৎসব হইল। যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনকে শুদ্ধ কঠোর ব্যাপার মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা গৌরের এই সব লীলা কৌতুক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে পান, ভোজন, শয়নাদি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, আমোদ, আহ্লাদ, কৌতুক, মহোৎসবের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ রাখিতে পারিলে ঈশ্বর আরাধনা কেমন সুখময় হইয়া উঠে; জীবনযাত্রা কেমন আনন্দ সম্ভোগের ব্যাপার হইয়া যায়।

বঙ্গীয় ভক্তগণের স্বদেশ যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে সম্মানপুরঃসর বলিলেন "প্রতিবৎসর ভক্তগণকে নীলাচলে আনিয়া গুণ্ডিচা মহোৎসব দেখাইবেন এবং চাতুর্ম্মাস্য আমার সহিত অবস্থিতি করিয়া আমাকে সুখী করিবেন। এক্ষণে দেশে ফিরিয়া যাউন এবং আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তি দিয়া দেশ পবিত্র করুন, জন্ম সফল করুন।' শ্রীবাস পণ্ডিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর বলিলেন 'তোমার অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব। কেবল তুমি দেখিবে, আর কেহ দেখিতে পাইবে না। আমার মাকে এই বস্ত্রখানি ও মহাপ্রসাদগুলি দিয়া আমার দণ্ডবৎ প্রণাম বলিবে ও আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিবে। আমি দুর্ম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিয়াছি। তাঁ'র সেবা আমার পরমধর্ম্ম; তাহা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়ায় আমার ধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক, ধর্ম্ম নাশ করিয়াছি। বাতুল না হ'লে কি আর এমন কর্ম্ম কেহ করে? মাকে বলো, বাতুল পুত্রের অপরাধ যেন ক্ষমা করেন। সংসারের মধ্যে প্রেমের ন্যায় আর কি ধন আছে? সেই মাতৃপ্রেম ছে'ড়ে আমি সন্ন্যাস লইয়া কি করিব? মা'কে বলো আমি তাঁর আজ্ঞাতেই নীলাচলে আছি; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার চরণ দর্শনে যাইব। আর আমি নিত্যই তাঁর কাছে যাই, তিনি স্ফূর্ত্তি বিবেচনায় সত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন না। কোন দিন তিনি উত্তম অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া নিমাইয়ের প্রিয় এই তরকারী; যাহা আমার ঘরে নাই, কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাইবে,' বলিয়া কতই কাঁদিয়া ছিলেন। আমি তখনই তাহা জানিতে পারিয়া গিয়া ভোজন করিয়াছিলাম। মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শূন্যপাত্র দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া মনে করিলেন 'আমি কি তবে বাড়িতে ভুলিয়া গিয়াছি?' এই আশঙ্কায় পাকপাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে ঐ সব পাত্রে অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ রহিয়াছে। মনভ্রান্তি হইয়াছিল মনে করিয়া তিনি আবার অন্নাদি বাড়িয়া আমার উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন। বিগত বিজয়া দশমীদিনে এইরূপ হইয়াগিয়াছে। মাকে এই সব কথা বলিয়া তাঁহার প্রতীতি করাইয়া দিও যে, আমি সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিকটেই আছি।' গৌরচন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু বন্ধুদিগকে তাহা বুঝিতে না দিয়া অন্যান্য ভক্তগণকে মিষ্টালাপে বিদায় দিতে লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিতের সরল বিশ্বাস ও সেবার আয়োজনের নিষ্ঠাভক্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবানন্দ সেনকে গৌরচন্দ্র বলিলেন 'প্রতিবর্ষে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তুমি পথে প্রতিপালন করিয়া আনিবে। তুমি ইঁহাদের প্রতিপালক হইলে। আর তোমার গ্রামবাসী বাসুদেব দত্তের আয় ব্যয় সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাসুদেব পরম উদার, যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য; না করিলে কুটুম্বাদি প্রতিপালিত হয় না। ইঁহার আয়ব্যয় তোমার অজ্ঞাত নাই। তুমি ইঁহার সরখেল হইয়া সব সমাধান করিয়া দিও।' কুলীনগ্রামী সত্যরাজকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন 'প্রতিবর্ষে পট্টডুরী লইয়া আসিবে। গুণরাজ খাঁ বলিয়াছিলেন 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। সেই এক কথায় তোমাদের বংশের নিকট আমি চিরবিক্রীত হইয়া আছি। তোমাদের ত কথাই নাই, তোমার গ্রামের কুকুর পর্য্যন্ত আমার যেমন প্রিয়, এমন আর কেহই নয়।' সত্যরাজ বলিলেন 'আমি গৃহস্থ বিষয়ী; সাধন ভজন কিছুই জানি না। আমার এখন কর্ত্তব্য কি? যদি শ্রীমুখে কিছু উপদেশ দেন, তবে কৃতার্থ হই।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও বৈষ্ণবসেবন করা তোমার কর্ত্তব্য।' সত্যরাজ বলিলেন 'বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে?'

শ্রীচৈতন্য। যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিয়া সম্মান করিবে।' এইরূপে নাম স্ফুরণ হইলে সংসারাসক্তি ছুটিয়া যাইবে এবং নববিধ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।' পরে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন 'মুকুন্দ! রঘুনন্দন তোমার পুত্র, না তুমি তাঁহার পুত্র?' মুকুন্দ উত্তর করিলেন "রঘুই আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র। কেননা আমাদের কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হইতে।" শ্রীচৈতন্য এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন 'ঠিক্ বলিয়াছ; যাঁহা হইতে ভক্তিলাভ হয়, তিনিই গুরু।' তখন গৌরচন্দ্র সর্ব্বজন সমক্ষে মুকুন্দের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ইহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম দেখা যায় না। ইনি ম্লেচ্ছরাজের রাজবৈদ্য। এক দিন উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া রাজা ইহার সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। শিখিপুচ্ছের আড়ানি দ্বারা সেবক রাজাকে ব্যজন করিতেছিল। শিখিপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ায় প্রেমে অজ্ঞান হইয়া টুঙ্গি হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া লোক দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বড় বেদনা হইয়াছে কি?' ইনি বলিলেন, 'না।' রাজা পুনরায় সুধাইলেন, 'এমন হইল কেন?' মুকুন্দ আসল কথা লুকাইয়া বলিলেন, 'আমার মৃগিব্যাধি আছে।' কিন্তু রাজা বুদ্ধিমান্; ভিতরকার কথা বুঝিতে পারিয়া ইহাকে মহাসিদ্ধ জ্ঞান করিলেন। মুকুন্দকে গৌর বলিলেন, 'তুমি ধন উপার্জ্জনে ক্ষান্ত হইও না। রঘুনন্দন কৃষ্ণসেবা করিবেন ও নরহরি আমার ভক্তগণ সঙ্গে থাকিবেন।' সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতিকে একত্র দেখিয়া গৌর বলিলেন, 'সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্মরূপে ও ভাগীরথী জলব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম দারুব্রহ্মের ও বাচস্পতি জলব্রহ্মের সেবা করিতেছেন।' মুরারি গুপ্তকে উদ্দেশ করিয়া প্রভু বলিলেন, 'ইনি রামচন্দ্রের একান্ত উপাসক; কিন্তু আমি এক সময়ে ইঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিয়া ইহার মন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। ইনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাকারী, যাহা বলিবে তাহাই করিব।' কিন্তু রাত্রিকালে চিন্তা করিয়া প্রাতে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, 'রামচন্দ্রের পদে আমি মাথা বেচিয়াছি, কোন্ প্রাণে তাঁহাকে ছাড়িব? তা' পারবো না।' এই বলিয়া ইনি বিহ্বল হইলেন। তখন আমি বলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাম, সাধু! সাধু! এইরূপ বিশ্বাস চাই ; নইলে কি ধর্ম্ম লাভ হয় ? তুমি কেন রামচন্দ্রকে ছাড়িবে ? আমি তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য কেবল কৌতুক করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া গৌর মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার প্রাণসম।' গৌরচন্দ্র বাসুদেব দত্তের গুণের অনেক প্রশংসা করিলে দত্ত নিজ গুণ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু! তোমার চরণে আমার এক নিবেদন আছে ; জগতে জীবের দুঃখ আর দেখিতে পারি না। হরিবিমুখ জনের পাপক্লেশ দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। আমার এই প্রার্থনা যে, তাহাদের সকল পাপ আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দাও ; তাহারা নিষ্পাপ হইয়া উদ্ধার হইয়া যাউক্। আমি তাহাদের হইয়া নরক যন্ত্রণা ভুগিব।' গৌরচন্দ্র বাসুদেবের ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং সকরুণ বচনে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের শক্তিধর। ভগবান্ ভক্তাধীন ; তুমি যখন এই প্রার্থনা করিলে, তখন অবশ্যই সকল জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে। তোমাকে তিনি কেন নরকভোগ করাইবেন ? ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি কি ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ব্রহ্মাণ্ডের জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন না! আর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাঁ'র লীলা ; একটী ব্রহ্মাণ্ডের জীব উদ্ধার হইলে কি সৃষ্টি লীলার কিছু হানি হইতে পারে ?' আর আর ভক্তগণকেও শ্রীচৈতন্য এইরূপে একে একে আলিঙ্গন প্রেমালাপ করিয়া বর্ষান্তে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। ভক্তগণ বিষণ্ণচিত্তে দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এবং উৎকলের ভক্তগণ প্রভুর নিকটে থাকিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে যমেশ্বর টোটায় থাকিবার অনুমতি হইলে তিনি সেইখানে বাস করিলেন এবং গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'এখন গৌড়ের ভক্তগণ চলিয়া গেলেন, তোমারও নিমন্ত্রণ খাওয়ার অবসর হইল। আমার গৃহে যদি মাসাবধি ভিক্ষা কর, তবে বড় সুখী হই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'এক স্থানে অধিক দিন ভোজনে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হানি হয়। তোমার গৃহে এক মাসের নিমন্ত্রণ লইতে পারি না।'

সার্ব্বভৌম। তবে বিশ দিনের লও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য। তাও পারি না।

সার্ব্বভৌম। তবে ১৫ দিনের।

গৌর। না; তোমার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ লইতে পারি। সার্ব্বভৌম অনেক মিনতি করিয়া ৫ দিনের জন্য সম্মত করাইলেন। এবং পুরী গোঁসাইকে আর পাঁচদিনের ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে দুই দুই দিনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক মাস পূর্ণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'এক দিনে অধিক লোককে বলিলে ভাল করিয়া সেবা করিতে পারিব না; সেবাপরাধ হইবে। অতএব এক দিন এক এক জনকে ভোজন করাইয়া ক্রমে একমাসে ব্রত উদ্‌যাপন করিব।' যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য সে দিন শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া পাকের আয়োজন করিলেন। ভট্টাচার্য্যের এক কন্যা ছিল, তাহাকে ষাঠী বলিয়া ডাকিত। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ষাঠীর মাতা দুই প্রহরের মধ্যে বিবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদির সহিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। পাকশালার দক্ষিণ দিকে দুই খানি নূতন ঘর ছিল। এক খানি শালগ্রাম বিগ্রহের ভোগ মন্দির, আর একখানি শ্রীচৈতন্যের ভোজনের জন্য নিভৃত স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার বাহির দিকে একটী দুয়ার এবং পাকশালার দিকে দ্বিতীয় দুয়ার। সেই গৃহে বৃহৎ কদলী পত্রে স্তূপাকারে অন্ন সজ্জিত হইয়া পীতবর্ণ সুগন্ধি গব্যঘৃতে সিক্ত হইল। তাহার চারিদিকে কেয়াপাতের ডোঙ্গা ও মোচার খোলার সারি সারি বিবিধ ব্যঞ্জন সজ্জিত হইল। এক শাকই দশ প্রকার, কত তরকারী, ভাজা, দাইল, অম্ল, বড়া, পিষ্টক, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, রম্ভা প্রভৃতি ফল; নানা উপচারে খাদ্য সামগ্রী রক্ষিত হইল। বৃহৎ পিঁড়িতে নেত পট্টবস্ত্র মণ্ডিত করিয়া রাখা হইল এবং অন্ন ব্যঞ্জনের উপর তুলসী মুঞ্জরী দেওয়া হইল। শ্রীচৈতন্য অন্ন ব্যঞ্জন দেখিয়া খাইবেন কি, প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, 'তুমি ধন্য যে এইরূপ অন্নব্যঞ্জন শ্রীকৃষ্ণে ভোগ দিয়াছ? এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন ক'রে এত সামগ্রী প্রস্তুত করিলে? যাহা হউক, এত অন্ন খাইতে পারিব না; অল্প কিছু কিছু তুলিয়া আমাকে স্বতন্ত্র স্থানে দাও।' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'না খাইতে পার, পড়িয়া থাকিবে। ভোজনে ব'সো।'

শ্রীচৈতন্য তাঁহার খাতিরে ভোজনে বসিলেন। বাহির দিকের দুয়ার বন্ধ করা হইল। ভিতর দিকের দুয়ারে ভট্টাচার্য্য বসিয়া প্রভুকে খাওয়াইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। অমোঘ ভট্টাচার্য্য নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত ষাঠী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সে ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঘরজামাই থাকিত। পরনিন্দা করা অমোঘের স্বভাব। সে ভোজনগৃহের নিকট আসিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিল, 'বাপরে! খাওয়া দেখ। ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একলা খা'চ্চে।' ভট্টাচার্য্য ক্রোধভরে তাহার পানে তাকাইলে সে পলাইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য হাতে লাঠি লইয়া তাহাকে মারিবার জন্য পিছে পিছে দৌড়িলেন, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকারে শাপ শাপান্ত ও ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে ষাঠীর মাতাও 'ষাঠী বিধবা হউক' বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের রকম দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, 'হয়েছে কি যে তোমরা এমন করে উহাকে গালি দিতেছ? অমোঘ তো কিছু অন্যায় বলে নাই। বাস্তবিক অন্নব্যঞ্জন তো অধিক পরিমাণে দিয়াছ।' এই বলিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অধিক পরিমাণে ভোজন করিলেন। এবং আচমনান্তে মুখশুদ্ধি লইয়া গমনোদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "হায়! নিন্দা করাইবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমাদের এ অপরাধ যে অমার্জ্জনীয়।' শ্রীচৈতন্য পতিপত্নীকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া নানারূপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "চৈতন্যপ্রভুর যে নিন্দা করে, তাহাকে বধ না করিলে অথবা আত্মহত্যা না করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক, তাহা করিব না; তবে ঐ নিন্দুকের আর মুখ দেখিব না। তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। ষাঠীকে বল যে নিন্দুক ও পতিত পতিকে সে ছাড়ুক।" অমোঘ এ দিকে যে পলাইয়াছে, আর সে রাত্রে বাড়ীতে আসিল না। দৈবাৎ সেই রাত্রিতে অমোঘ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইল। ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে সে সংবাদ শুনিয়া বলিলেন 'ঈশ্বরাপরাধের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছে। ভালই হইল, দৈব সহায় হ'য়ে আমার অভীপ্সিত কার্য্য করিয়া দিলেন।' এ দিকে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে এই সংবাদ দিলে ও ভট্টাচার্য্য সপত্নীক উপবাসী আছেন জানাইলে, শ্রীচৈতন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া অমোঘকে মানারূপে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলেন ও সে নীরোগ হইলে তাহার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন 'ব্রাহ্মণের হৃদয় সহজেই নির্ম্মল, ভগবানের বসিবার উপযুক্ত আসন। তবে এই পবিত্র স্থানে মাৎসর্য্য চণ্ডালকে বসাইয়া কেন অপবিত্র করিলে? এখন অনুতাপ কর। উঠ! অবশ্যই ভগবান্ তোমায় কৃপা করিবেন।' অমোঘ অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া আপন গালে আপনি চড়াইতে লাগিল ও শ্রীচৈতন্যের চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি আমার পরম স্নেহপাত্র। তোমার কি আমি কোন অপরাধ লইতে পারি? আর দুঃখ করিও না। উঠ! নিরন্তর কৃষ্ণনাম লও ও কৃষ্ণ সেবা কর।' ইহার পর গৌরচন্দ্র অমোঘকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমের নিকটে যাইয়া বলিলেন 'অমোঘ বালক, আমাদের ছেলে; তা'র উপর কি রাগ করিয়া উপবাসী থাকিতে আছে? এই দেখ অমোঘ স্বীয় দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। ইহাকে গ্রহণ কর। ভগবানের কৃপায় এ ভক্তি লাভ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইবে।' এইরূপ নানা কথায় শ্বশুর জামাতায় মিলন করাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গৌড়ে প্রত্যাগমন।

সন্ন্যাসের পর চারি বৎসর গত হইয়াছে। শচীনন্দন নীলাদ্রির পুণ্য ভূমিতে সুখে বাস করিতেছেন। ক্রমে দুই বৎসরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে বৃন্দাবন গমনে ইচ্ছা হইলে রামানন্দ সার্ব্বভৌমকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁহারা আজ কাল করিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলেন। পঞ্চম বৎসরে বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে প্রত্যাগমন করিলেন; অন্যান্য বর্ষের ন্যায় চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে থাকিলেন না। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য একদিন রামানন্দ রায়ের ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বলিলেন, 'বৃন্দাবন যাইবার জন্য

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আমার দুইটী প্রিয়তম বস্তু আছে; প্রথম জননী, দ্বিতীয় জাহ্নবী। তাঁহাদিগকে দর্শন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তোমাদের দুই জনের বাধায় যাইব, যাইব, করিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলাম, যাইতে পারিলাম না। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে যাইতে অনুমতি দাও। উভয়ে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'এখন বর্ষা সমাগত হইল, পথে যাইতে বড় ক্লেশ হইবে; আগামী বিজয়াদশমীদিনে যাত্রা করিবেন।' শ্রীচৈতন্য এই কথায় সম্মত হইলেন এবং বর্ষার কয়েক মাস কাটাইয়া দিয়া বিজয়ার দিনে শুভ যাত্রা করিলেন। জগন্নাথের প্রসাদ ও মালা চন্দন সংগ্রহ করিয়া লইয়া শচীনন্দন প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেন। উৎকলবাসী সমস্ত ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে লাগিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়া উচিত নয়, তুমি যাইও না।' পণ্ডিত উত্তর করিলেন, 'তুমি যেখানে, সেই নীলাচল। আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস রসাতলে যাউক।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তোমার গোপীনাথের সেবা ছাড়া উচিত নয়।'

পণ্ডিত। তোমার চরণ দর্শনের কাছে কোটি সেবাও তুচ্ছ।

শ্রীচৈতন্য। ছি! ছি! অমন কথা ব'লো না। তুমি সেবা ছাড়িলে আমার অপরাধ হইবে। এখানে থাকিয়া সেবা কর, আমি সুখী হইব।

গদাধর পণ্ডিত রাগ ও অভিমানে উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার সঙ্গেও যাইব না, তোমার জন্যে ও নয়। একাকী যা'বো—সঙ্কল্প, শচী মাতাকে দর্শন করা। ইহাতে প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়ার যে দোষ হয়, হইবে; আমি তাহার ভাগী। তবুও আমি যাইব।'

শ্রীচৈতন্য ইহার পর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। গদাধর পণ্ডিত দল ছাড়া হইয়া একাকী পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। কতক দূর আসিলে গৌরচন্দ্র কতক লোককে বিদায় দিলেন। তথাচ প্রধান প্রধান ভক্তগণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। পুরী গোঁসাই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, এবং রামাই, নন্দাই, প্রভৃতি সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। ভবানীপুরে আসিয়া সকলে অবস্থিতি করিলেন। এখানে রামানন্দ রায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দোলারোহণে আসিয়া মিলিত হইলেন। বাণীনাথ মহান্ত দ্বারা অনেক মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া ছিলেন। ভোজনান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রীদল ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য সাক্ষীগোপাল দর্শনান্তে স্বপ্নেশ্বর নামক বিপ্রভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বকুলতলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে রামানন্দরায় রাজপ্রাসাদে যাইয়া প্রতাপরুদ্রকে সংবাদ দিলে রাজা ব্যগ্রচিত্তে বকুলতলায় আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া অনেক দিনের মনের সাধ মিটাইলেন। কারণ ইহার পূর্ব্বে রথের সময়ে পুষ্পোদ্যানে যে দর্শন, সে প্রভুর অন্তর্দ্দশায় বিহ্বল অবস্থায়। শ্রীচৈতন্য সে সাক্ষাতে রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। রাজা প্রেমগদ্গদচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে শ্রীচৈতন্য কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রাজাকে অকপট আলিঙ্গন দিলেন এবং রাজার নিষ্কপট প্রেম-ভক্তি দেখিয়া মহাসুখী হইলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তায় রাজা ও অমাত্য বর্গকে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া গৌরচন্দ্র যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গমনের সুবিধার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ হইল, নানা প্রকার সামগ্রীসম্ভার আনিয়া প্রভুর সেবা করিতে। সৈন্যগণ বেত্র হস্তে সঙ্গে যাইতে, বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে ও বিনা ক্লেশে ঘাটাদি পার করিয়া দিতে আদিষ্ট হইল। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক সচিবদ্বয় ও রাজা রামানন্দকে প্রভুর সঙ্গে যাইতে আদেশ হইল। এদিকে সহরের চিত্রোৎপলা নদীঘাটে পারে যাইবার জন্য উৎকৃষ্ট তরণী রক্ষিত হইল। নগরের পথে ও ঘাটে রমণীয় তোরণ ও স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। মহাপ্রভু সন্ধ্যাকালে যাত্রা করিবেন জানিতে পারিয়া রাজা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীর উপরে পটমণ্ডপ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে রাজমহিষী, পুরঙ্গনা ও পরি-জনদিগকে লইয়া, যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরূপিত সময়ে চৈতন্যদেব গণসহ নদীঘাটে আসিয়া স্নানাবগাহন করিলেন। এই সময়ে রাজা মহিষীদিগকে সঙ্গে লইয়া পাদবন্দনা করিলে গৌর কৃপা আশী-র্ব্বাদ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে ডাকিয়া হাতে ধরিয়া গৌর বলিলেন, 'প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়িয়া আমার সঙ্গে আসিতে যে সঙ্কল্প করিয়া-ছিলে, তাহা তো সিদ্ধ হইল। সেবা ত্যাগ প্রথম অপরাধ, নিজের সুখ বাঞ্ছা করিয়া আমার সঙ্গে থাকিবার অভিলাষ, দ্বিতীয় অপরাধ। ইহাতে তোমার ধর্ম্ম হানি হইবে জানিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অতএব আর কেন, নীলাচলে ফিরিয়া যাও। আমার শপথ লাগে যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আপত্তি কর। এই বলিয়া চৈতন্যদেব সপার্ষদে নৌকায় উঠিলেন। গদাধর নদীতীরে সৈকত ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে সুস্থ করিয়া সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া গৌরচন্দ্র নদী পার হইয়া চতুর্দ্বার নামক স্থানে আসিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে রাজাজ্ঞায় নীলাচল হইতে অনেক মহাপ্রসাদ আসিয়া উপনীত হইল। গৌরচন্দ্র সদলে প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে প্রসাদ ভোজন করিয়া পথ অতিবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাজপুরে আসিয়া গৌরচন্দ্র রাজামাত্যদ্বয়কে বিদায় দিলেন, এবং রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে রেমুণা (কোন মতে ভদ্রক) পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। যেখানে যান, সেইখানে রাজাজ্ঞায় গৌর মহাসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ যোড় হস্তে তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রেমুণা হইতে গৌরচন্দ্র রামানন্দরায়কে বিদায় দিলে রায়, শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র উৎকল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলে রাজকর্ম্মচারী মহাপাত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই চারি দিন বিশ্রামের পর মহাপাত্র বলিলেন, 'ইহার পর পিছলদা পর্য্যন্ত সব দেশ মদ্যপ যবন রাজার অধিকার। সে ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত; তাহার ভয়ে কেহ পথে চলিতে ও নদীতে নৌকা বাহিতে পারে না। আপনি দিনকতক এখানে বিশ্রাম করুন্। আগে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া লই; পরে আপনাদিগকে নৌকারোহণে দেশে পাঠাইব।' এই মদ্যপ যবনরাজ কে, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত পাইবার উপায় নাই। অনুমান হয়, একজন পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী অথবা বঙ্গেশ্বরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন। এই সময়ে যবনরাজের এক গুপ্ত চর ছদ্মবেশে উড়িয়া কটকে আসিয়া চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি, আচরণ ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল ও স্বীয় প্রভুকে যাইয়া নিবেদন করিল 'জগন্নাথ হইতে এক সন্ন্যাসী অনেক সিদ্ধ পুরুষ সঙ্গে আসিয়াছেন। সকলেই হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, এবং কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া কি করে, তাহার ঠিকানা নাই। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া যাইতেছে।' এই বলিয়া সেই লোক পাগলের ন্যায় হাসিতে, কাঁদিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচিতে লাগিল, দেখিয়া যবনাধিপের মন ফিরিয়া গেল। তখন তিনি আপন বিশ্বাসকে উৎকল রাজকর্ম্মচারীর সমীপে পাঠাইলেন। বিশ্বাস মহাপাত্রের নিকট যবনরাজের গৌরাঙ্গদর্শনে ব্যাকুলতা ও তাঁহার প্রতি বন্ধুতাভাব জানাইলে মহাপাত্র বলিলেন, 'নিরস্ত্র হইয়া কেবল মাত্র ৪।৫টী ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিতে অঙ্গীকার করিলে, আসিতে বলিও।' বিশ্বাস যবনশিবিরে প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদ জানাইলে, ম্লেচ্ছাধিপ হিন্দুর বেশ ধারণ করিয়া উড়িয়া শিবিরে আসিলেন ও চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপাত্র তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। যবনরাজ শ্রীচৈতন্যকে বলিতে লাগিলেন, 'হায়! কেন আমি মুসলমান বংশে জন্মিয়াছিলাম? তা' না হলে তো তোমার চরণ সেবা করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম।' মহাপাত্র বলিলেন, 'প্রভু! তুমিই ধন্য! যে নাম গ্রহণে চণ্ডালও পবিত্র হয়, ইনি তোমার প্রভাবে সেই পবিত্র হরিনাম লইয়া যে ধন্য হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? কে ইহার অন্তরে থাকিয়া মন ফিরাইয়া দিল?' শ্রীচৈতন্য যবনরাজকে কৃপা করিয়া হরিনাম দীক্ষা দিলেন। যবনরাজ বলিলেন, 'প্রভু! আমি ঘোর পাপী; কত যে পাপ করিয়াছি, তার সীমা নাই। যদি এই অধমকে কৃপা করিলেন; তবে আপনার সেবা করিতে অধিকার দেন, আমি ধন্য হইয়া যাই।' মুকুন্দ দত্ত সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'বঙ্গ দেশে যাইতে প্রভুর বড় ইচ্ছা হইয়াছে; আপনি যদি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তবে বড় উপকার হয়।' ম্লেচ্ছপতি উত্তর করিলেন, 'এ আর একটা কঠিন ব্যাপার কি?' অতঃপর তিনি বৈষ্ণবগণের যথাযোগ্য পাদ বন্দনা করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। উৎকলরাজপ্রতিনিধি যবনরাজের সহিত আলিঙ্গন কোলাকুলি করিয়া অনেক সামগ্রীসম্ভার দিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন। উভয় রাজ্যে সন্ধি হইয়া গেল। পর দিন প্রাতে অনেক নৌকা সাজাইয়া যবনপতি বিশ্বাস পাঠাইয়া প্রভুকে দলসহ নিজ শিবিরে আনিলেন। মহাপাত্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ম্লেচ্ছরাজ প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া এক সুবৃহৎ নূতন নৌকার রমণীয় প্রকোষ্ঠে গণ সহ উঠাইয়া দিয়া জলদস্যু ভয়ে আর দশখানি নৌকায় সৈন্য পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন। শ্রীচৈতন্য উৎকল রাজপ্রতিনিধিকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় করিলে, মহাপাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, মন্ত্রেশ্বর নামক দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদী পার করাইয়া এবং যবনরাজ পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন এবং নিরাপদ স্থানে পৌছিয়াছেন জানিয়া প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া সাশ্রু লোচনে বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে মহাপ্রভু সেই নৌকারোহণে অচিরাৎ পানিহাটী বা বর্ত্তমান পেনেটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইয়া নাবিকদিগকে কৃপাসাট পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। যে পথে গৌরচন্দ্র পেনেটী আসিলেন, ইহা কোন্ পথ, ঠিক্ জানা যায় না। অনুমান হয়, সুবর্ণরেখা নদীর মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। পানিহাটী গ্রামে গৌরভক্ত রাঘব পণ্ডিতের বাসস্থান। প্রভু আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া রাঘব পণ্ডিত স্বশিষ্যে যাইয়া মহা সমাদরে গৃহে আনিলেন ও নানা উপচারে গণসহ প্রভুর সেবা করিলেন। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর একান্ত ভক্ত; নানা খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। গৌর আসিয়াছেন শুনিয়া রাঘব-গৃহে মহা জনতা হইল। এঁড়িয়াদহ নিবাসী গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবশিষ্য মকরধ্বজ করকে এইখানে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। নিত্যানন্দও এইখানে গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাঘব-গৃহে একদিন অবস্থিতি করিয়া গৌরচন্দ্র প্রাতঃকালে কুমারহট্ট বা বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে শ্রীবাস ভবনে আগমন করিলেন। গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণ ও উৎকল যাত্রার কিছু পরেই শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, গৌরের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিতের উপর অত্যন্ত নির্যাতন হওয়ায় তিনি বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে নবদ্বীপে তাঁহার প্রবাস-বাটী ছিল; মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করিতেন এবং সময়ে সময়ে থাকিতেন। চারি সহোদরের মধ্যে এখন কেবল শ্রীবাস ও শ্রীরাম জীবিত ছিলেন। গৌর, পণ্ডিতের অনেক পোষ্য ও সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া ধন উপার্জ্জনের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলে বিশ্বাসী শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, 'যদি তিন উপবাসের পরও ভক্ষ্য দ্রব্য আপনা হইতে না আইসে, তাহা হইলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিব, তথাচ উপার্জ্জনের চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিব না।" গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের বিশ্বাস ও নির্ভ-রের ভাব দেখিয়া মহা সুখী হইয়া বলিলেন 'তোমায় কেন অর্থ উপার্জ্জন

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে ? কৃষ্ণ কৃপায় সব আপনা হইতে বিধার যাইবে।' শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তনে, ভাগবত শ্রবণে ও পণ্ডিতের বিদূষক লীলায় মহানন্দে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের নিবাসও কুমারহট্টে। গৌরচন্দ্র তাঁহাদের গৃহে যাইয়াও কত লীলা কৌতুক করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইহারা তিন ভ্রাতাই অতি সুগায়ক ; গৌরের আদেশে নীলাচল হইতে আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাস কুমারহট্টে। গৌর বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন, 'আমার শরীর পর্য্যন্ত তোমার। আমাকে তুমি যে হাটে বেচ, আমি সেই খানেই বিকাই।' আচার্য্য পুরন্দরের সহিত শ্রীবাস মন্দিরে সাক্ষাৎ হইলে গৌর ইঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন। পাঠক মহাশয়ের মনে আছে, ইঁহাকে গৌর পিতৃসম্বোধন করিতেন। গৌরের নবদ্বীপ ত্যাগের পর ইনিও কুমারহট্টে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, কতক দিন শ্রীবাসগৃহে বিহার করিয়া ও শ্রীরাম পণ্ডিতকে শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়া গৌরচন্দ্র সশিষ্যে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিদ্যাবাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর ও নবদ্বীপের স্বর্গীয় মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টের নিকটে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য লোক সংঘট্ট এড়াইতে ও নির্জ্জনে গঙ্গাবাস করিতে তাঁহার আলয়ে আগমন করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় পরমানন্দিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপনে থাকে ? গৌরের আগমন বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় নবদ্বীপ অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিতে লাগিল। বন, উপবন, মাঠ, ঘাট, লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেহ বা নৌকায়, কেহ ভেলায়, কেহ কেহ বা ঘট বুকে দিয়া গঙ্গাপার হইয়া গৌরাঙ্গদর্শনে আসিতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, প্রভৃতি মনুষ্যের গহনে ক্ষুদ্রগ্রামে স্থান হইল না। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের ভিড় তথাচ কমিল না। দিন দিন মহা জনতা হইতে লাগিল। গৌরচন্দ্র লোকের ভিড়ে উত্যক্ত হইয়া বাচস্পতির অজ্ঞাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র বিশ্বাসী বন্ধু সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলিয়া গ্রামবাসী ... দাস নামক ব্যক্তির গৃহে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লই- লেন। এদিকে গৌরকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া আগন্তুক লোক সকল বাচস্পতিকে তিরস্কার ও নির্য্যাতন করিতে লাগিল। কিন্তু বাচস্পতি, গৌর কোথায় গিয়াছেন, কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং লোক নির্যাতনে বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। পরে প্রভুর কুলিয়া গমনের সংবাদ শুনিতে পাইয়া বিদ্যা- বাচস্পতি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ সেই সব লোক সঙ্গে লইয়া কুলিয়ায় আসিলেন ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া তাঁহাকে লুকা- ইয়া রাখার অযথা কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কুলিয়াতে জন- কোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক আসিয়া গ্রাম, প্রান্তর, বন, জঙ্গল ছাইয়া ফেলিল। ঘাটে বহুসংখ্যক নৌকা রাখিয়াও পারের সুবন্দোবস্ত হইল না। গ্রামে দোকানী পসারী বসিয়া এক মহা মেলা হইয়া গেল। কথিত আছে, যে সকল লোক গৃহস্থাশ্রমে থাকার সময়ে গৌরের নিন্দা কুৎসা রটাইত, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। কুলিয়াতে যে সকল লোককে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে চাঁপাল গোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রধান। চাঁপাল গোপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে লিখিত হইয়াছে *। এই ব্যক্তি সাধু অপরাধের জন্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিল। গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে একদিন গঙ্গার ঘাটে সে তাঁহার চরণে ধরিয়া- ছিল। গৌরচন্দ্র তখন তাহাকে প্রসন্ন হয়েন নাই। এক্ষণে তাঁহার কুলি- য়ায় আগমন সংবাদ পাইয়া সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌর প্রসন্ন বদনে ও করুণ বচনে তাহাকে বলিলেন, 'দেখ! শ্রীবাসের স্থানে তোমার অপরাধ আছে; দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তোমায় প্রসন্ন হইলে তোমার ব্যাধি দূর হইবে।' পরে সে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ব্যাধি মুক্ত ও নিষ্পাপ হইয়াছিল।

দেবানন্দ পণ্ডিতের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। † ইনি সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী; একজন পরম জ্ঞানী

* ২০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† পূর্ব্বভাগ, ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বিধারীর যে অপরাধ ছিল, তাহার জন্য গৌর একদিন ইঁহাকে নবদ্বীপের রাজপথে দেখা পাইয়া অনেক স্নিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সে ভর্ৎসনা ইনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। গৌরচন্দ্রের নীলাচলে অবস্থিতি করার সময়ে ভক্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন বাস করিয়া ছিলেন। বক্রেশ্বরের অদ্ভুত প্রেম চেষ্টা, উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া দেবানন্দ প্রেমভক্তির আস্বাদন জানিতে পারিয়াছিলেন। গৌরের কুলিয়ায় উদয়ের পর বক্রেশ্বর এক দিন প্রেমে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দের গলা ধরিয়া প্রভুর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে অনুতপ্ত জানিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসাদ করিয়াছিলেন। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাধুনিন্দা ও পরনিন্দা জনিত পাপ কিসে ক্ষয় হয় ?'

চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন, "নিন্দিত ব্যক্তির নিকট নিজ পাপ স্বীকার করা, তাঁহার স্তুতি করা, পুনরায় আর নিন্দা না করা এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা, ইহার প্রায়শ্চিত্ত।'

দেবানন্দ বলিলেন, 'আমি ভাগবত পড়াই বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ নিজে বুঝিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভাগবতার্থ বুঝাইয়া দেন।' কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্তসমক্ষে ভাগবতের আদ্যন্তে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, ব্যাখ্যা করিয়া দেবানন্দকে উপদেশ-চ্ছলে সর্ব্বভক্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কুলিয়াবিজয় স্মরণার্থে প্রতিবর্ষ কার্ত্তিক মাসে সেখানে এক মেলা বসিয়া থাকে। অম্বিকাকালনার নিকটে ভাগীরথী তীরে কুলিয়াগ্রাম অবস্থিত।

সাতদিন কুলিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিয়া ও বহুবিধ লোককে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্য দলবল সহ শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে আচার্য্যভবনে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কেশব ভারতী চৈতন্যের কে ? অদ্বৈত তদুত্তরে 'গুরু' এই কথা বলিবা মাত্র অদ্বৈতের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ দুঃখিত ও কুপিত হইয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন, "চৈতন্যই তো জগদ্গুরু, তাঁহার আবার গুরু কে ? আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন ?" অদ্বৈত নিজপুত্রের অপূর্ব্ব চৈতন্যনিষ্ঠা দেখিয়া প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রকে কোলে ক... এই আঙ্গিনায় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য সানন্দে হরিবোল দিয়া আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যের আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। হরিনামের ঘোর ঘটা পড়িয়া গেল ও মহা মহোৎসব লাগিয়া গেল। অদ্বৈত বাহক ও দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীদেবীকে আনিলেন। মাতা পুত্রের পুনর্ম্মিলনে সুখতরঙ্গ বহিতে লাগিল। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রাণের নিমাইকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের সব ভক্ত আসিয়া একত্রিত হইলেন। প্রত্যাগমন কালে পুনরায় আসিবেন, বলিয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠি সহিত বৃন্দাবন দর্শনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে অগণ্য লোক যাইতে লাগিল। পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী নামে গৌরের এক জন উড়িয়া ভক্ত সঙ্গে ছিলেন। ইনি নৃসিংহ উপাসক ছিলেন বলিয়া চৈতন্য তাঁহাকে আদর করিয়া নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। চৈতন্য প্রভুর মথুরায় যাইতে পথশ্রম না জন্মে, এই জন্য ইহার মনে বড় সাধ হইয়াছিল যে, কুলিয়া গ্রাম হইতে মথুরা পর্য্যন্ত পথ রত্ন দিয়া বাঁধাইয়া দেন; তাহার উপরে নির্বৃন্ত কুসুমশয্যা পাতিয়া দেন; পথের দুই ধারে প্রস্ফুটিতকুসুম বকুল তরুরাজি পুঁতিয়া দেন; মাঝে মাঝে নির্ম্মলসলিলা পুষ্করিণী কাটিয়া দেন; তাহাতে জলচর নানা পক্ষী ক্রীড়া করে, পাদপচ্ছায়ায় সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং বকুল ডালে পাখী সব কলকণ্ঠে গান করিতে থাকে। ভক্ত মনে মনে এইরূপ করিয়া পথ বাঁধিয়া রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কানায়ের নাট্যশালা পর্য্যন্ত আসিয়া, কে জানে কি জন্য, তাঁহার আর আগে যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাহাতে মনোবলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এবার গৌরের বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কানায়ের নাটশালা হইতে ফিরিতে হইবে। এই কথা তিনি নাকি ভক্ত বৃন্দের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য ভক্ত দল ও লোকসমাগম লইয়া অল্প দিন মধ্যে বঙ্গের তৎকালের রাজধানী গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সহর কোতয়াল গৌড়েশ্বরকে জানাইল এক সন্ন্যাসী বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে আসিয়া নিরবধি ভূতের সংকীর্ত্তন করিতেছে *। সৈয়দ হুসেন সা বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন

* পূর্ব্বভাগ, ৩০ পৃ: দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি তাঁহা.. হিন্দু সভাসদ্‌গণকে সন্ন্যাসীসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, কেশবছত্রী, রূপ ও সাকর মল্লিক বা দবীরখাস আতঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন, 'ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থ-পর্য্যটন করিতে যাইতেছে, তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন ভিক্ষুক চলিয়াছে। তাঁহার এমন কি শক্তি যে, হুজুরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। মুসলমান কর্ম্মচারীগণ আপনার নিকট ঠকামি করিয়াছে, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।' এ দিকে তাঁহারা গোপনে চৈতন্য প্রভুকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যবনজাতি ঘোর অবিশ্বাসী; যদিও মুখে ভাল কথা বলিতেছে, কি জানি কখন কি বিপদ্ ঘটায়? কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কারণ সৈয়দ হুসেন সাহা শ্রীচৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার থাকিবার ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য; ও কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

রূপ ও সাকর মল্লিকের বীরখাস ও দবীরখাস উপাধি ছিল। ইঁহারা কে, পাঠকমহাশয় জানিতে চাহেন কি? শ্রীচৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ধূলির ন্যায় রাজকীয় পদমর্য্যাদা ও ধন সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া কন্থা করঙ্গ লইয়া চৈতন্যরঙ্গভূমিতে যাঁহারা রূপ, সনাতন বলিয়া খ্যাত; বৈরাগ্যের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি সেই মহাপুরুষদ্বয়ই গৌড়সচিব রূপ, সাকর মল্লিক। কর্ণপূর সত্য সত্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

'যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাদ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈ দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ।'

যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রামকেলিগ্রামে প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনরূপা লাভ করিয়া সংসার মায়া হইতে মুক্তিলাভ করত মূর্ত্তিমান্ মধুর রসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন, সম্প্রতি ভ্রাতা অনুপমের সহিত সেই রূপকে চৈতন্যদেব প্রয়াগে অনুগ্রহ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদ স্তদ্বিদাম্।"

রূপাগ্রজ এই সনাতন গৌড়েশ্বরের সভার অলঙ্কার ছিলেন। ইনি মহাসম্পত্তি রূপা লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া নবীনবৈরাগ্য লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছেন। শৈবালাচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায় ইহার হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ; কিন্তু বাহিরে অবধূত বেশ। ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রীতিপ্রদ।

কর্ণাটদেশে ভরদ্বাজগোত্রে সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। ইনি যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেও সকল বেদে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ নামে তাঁহার পুত্র। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠ হরিহর। রূপেশ্বর শাস্ত্রে ও হরিহর শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। দুই পুত্রকে স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া পিতা অনিরুদ্ধ পরলোকে গমন করিলেন। কতক দিন পরে হরিহর জ্যেষ্ঠের রাজ্য কাড়িয়া লইল। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটী অশ্বে আপনার পরিজনবর্গ ও কিছু ধন সম্পত্তি লইয়া স্বীয় বন্ধু পৌরস্ত্য দেশের শিখরেশ্বর রাজার আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন ও তদবধি সেই খানে বাস করিতে লাগিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। ইনি যৌবন কাল হইতেই বেদাদি অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং জগন্নাথ উপাসক ছিলেন। ইনি গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে শিখর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন এবং পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মহা মহোৎসবে প্রতিষ্ঠা করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা এবং পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, ও মুকুন্দ, এই পাঁচটী পুত্র। মুকুন্দের পুত্র কুমার বাল্যকাল হইতেই পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে যে, দৈবাৎ যবন দর্শন হইলে ইনি সে দিন উপবাসী থাকিতেন ও প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পান ভোজন করিতেন না। ইনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন; জ্ঞাতিদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক গ্রামে উঠিয়া গেলেন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কুমার দেবের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ, ও কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপমই, বৈষ্ণব সমাজে সুবিখ্যাত। বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন ও রূপ বাল্যকাল হইতেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রনা কৌশলের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, গৌড়াধিপ যবন রাজ তাঁহাদের অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়া উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবনের অধীনতা করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অপমান ও নিষ্পীড়নের ভয়ে তাঁহাদিগকে রাজ-কার্য্য অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সাধু মন্ত্রণায় গৌড়াধিপের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় বাদসাহ স্বল্প করে তাঁহাদিগকে অনেক জমিদারী দিয়াছিলেন। রামকেলিগ্রামে তাঁহারা বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং অল্প-দিনেই খুব যশস্বী, প্রতাপান্বিত, দানশীল ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। নানা দেশ হইতে তাঁহাদের সভাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক, কবি সকল, আসিতে লাগিলেন। সভাতে নানা শাস্ত্রের বিচার চলিতে লাগিল। তাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিয়া সকলকে সুখী করিতে লাগিলেন। নৈহাটী হইতে অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব আনাইয়া রামকেলিতে বাস করাইলেন এবং কর্ণাট দেশ হইতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের অনেক জ্ঞাতি আনাইয়া ভট্টবাটী নামে গ্রাম তাঁহাদের বাস জন্য দিলেন। কথিত আছে, ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে দুই ভ্রাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ভট্টা-চার্য্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক বাধিলে তাঁহারা মীমাংসা করিয়া দিতেন। সনাতন একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক বিপ্র আসিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ উপহার দিয়া গেলেন। তদবধি তিনি ভাগবত অধ্যয়নে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। সনাতনকৃত দশম টীপ্পনীতে টীকাকার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যাবাচস্পতিকে গুরু ও পরমানন্দ ভট্টা-চার্য্য, রামভদ্র, ও বাণীবিলাস নামক ব্যক্তিত্রয়কে উপদেষ্টা বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্যাচর্চ্চায় ইঁহারা তাঁহার গুরু ছিলেন। নব-দ্বীপের বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের সভায় যাতায়াত করিতেন এবং বিদ্যা বাচস্পতি বৎসরের মধ্যে কতিপয় মাস রামকেলিতেই অবস্থিতি করিতেন।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপসনাতন পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্ম-পিপাসা অতি বলবতী দেখা গিয়াছিল ও সাধন প্রগাঢ় ছিল। বাড়ীর নিকট এক নিভৃত স্থানে কদম্বাদি বৃক্ষচ্ছায়ায় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দুই ভাই বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিতেন ও নামাদি গ্রহণে রত থাকিতেন। অতুল রাজ্য, পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও রূপসনাতন মহাবিনয়ী ও দীন ভাবাপন্ন ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতা ম্লেচ্ছ দর্শন হইলে অনুতাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, আর তাঁহারা ম্লেচ্ছসেবী, ম্লেচ্ছ সঙ্গী ও ম্লেচ্ছ ব্যবহারে রত হইলেন ভাবিয়া দুই ভ্রাতা আপনাদিগকে যবন হইতেও হীন মনে করিতেন। এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে তাঁহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনাদিগকে যে ম্লেচ্ছ বলিতেন, তাহা হইতেই অনেকে ভ্রমক্রমে তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, চৈতন্য লীলায় চারিজন ভক্তে চারি প্রকারের গুণ অতি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। রামানন্দের জিতেন্দ্রিয়তা, দামোদরের নিরপেক্ষতা, হরিদাসের সহিষ্ণুতা ও রূপ সনাতনের দীনতা, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

রূপসনাতনের ম্লেচ্ছত্ব সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বতোভাবে ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহারা যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও বৈরাগ্যগ্রহণের পূর্ব্বেই সংস্কৃতশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্লেচ্ছসেবা করিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা আপনাদিগকে ম্লেচ্ছ মনে করিতেন, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে নীলাচলে যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন কেবল তাঁহারাই কেন যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন? যমেশ্বর টোটায় যাইবার সময়ে সনাতন গোস্বামী কেন যবনের নিষিদ্ধ পথ ছাড়িয়া তপ্তবালুকাময় সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন? এবং কেনই বা পংক্তি ভোজনে বসিতেন না? এই সকল কথার উত্তর ভাবিতে গেলে আপনা হইতেই মনে হয়, কোন প্রকারে তাঁহারা যবনভাবাপন্ন হইয়া থাকিবেন।

রাজদরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রূপ ও সাকর মল্লিক চৈতন্যচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন মানসে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রামকেলিতে লুকাইয়া যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর লোক পরম্পরায় তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া তাঁহারা তৎপ্রতি একান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মধ্যে দুই একবার পত্র দ্বারা আপনাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সেই সকল পত্রের উত্তরে একটীমাত্র সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটী এইঃ—

'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু
তমেবা স্বাদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গরসায়নম্।'

অর্থাৎ পরপুরুষে আসক্তা কুলনারী গৃহকর্ম্মে ব্যস্তা থাকিয়াও মনে মনে যেমন রসবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ভগবানের রসামৃতে মন মগ্ন রাখিবে। দবীর খাস সেই অনুসারেই চলিয়া আসিতেছিলেন। এখন রামকেলিতে প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। দুই ভাই দন্তে তৃণ করিয়া প্রথমতঃ হরিদাস ও নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা চৈতন্যের নিকট লইয়া গেলেন। রাজমন্ত্রীদ্বয় দর্শন পাইয়াই প্রভুর চরণতলে পড়িয়া বিনয় করিয়া কত কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন 'উঠ! উঠ! ভয় নাই; মঙ্গল হইবে।' বীরখাস দবীরখাস স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! আমাদের ন্যায় পাপাত্মা আর নাই; আমাদের উদ্ধার কর। আমাদের কথা বলিতেই লজ্জা করে। জগাই মাধাই হইতেও আমরা ঘোর পাপী। একে ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী ও ম্লেচ্ছসেবী; তাহাতে বিষয়ের গভীরতমকূপে পড়িয়াছি। সেখান হইতে আমাদের তুলিয়া লয় তোমাভিন্ন এমন বলবানই বা আর কে আছে? তোমার অসীম দয়া; আমাদের যদি কৃপা না কর, তবে আর দয়া চরিতার্থই বা কোথায় করিবে? হে প্রভো! আমাদের কি এমন সুদিন হইবে; যখন বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর তোমার অনুচর ও কিঙ্কর-রূপে সেবাব্রত লইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিব?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'বীরখাস! দবীরখাস! দৈন্য ছাড়, তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমরা আমার পুরাতন বন্ধু। পূর্ব্বে কত যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাতেই ত তোমাদের হৃদয় জানিতে পারিয়াছি। উত্তরে যাহা উপদেশ দিয়াছি, তাহাও ত জান। তোমাদের বড় ভালবাসি, তাই এখানে আসিয়াছি; নইলে রামকেলিতে আসার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা ভাল হ'ল, তোমাদের দেখা পেলাম। এখন ঘরে যাও, শীঘ্রই তোমাদের অচিরাৎ উদ্ধার করি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেন।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন ও মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং সকল ভক্তগণকে বলিলেন, 'সকলে কৃপা করিয়া এই দুই জনকে উদ্ধার কর।' তখন নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর, প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দুই ভ্রাতার পরিচয় করিয়া দিলে, সকলে তাঁহাদের আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা ভক্তগণের পাদ বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'এখন হইতে ইঁহাদের যবন নামে কেহ ডাকিতে পাইবে না। ইঁহাদের নাম হইল রূপ ও সনাতন।' নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া হরিধ্বনি উঠিল। রূপসনাতন চৈতন্যের শক্তিসঞ্চার হেতু নবজীবন পাইলেন। বিদায় হইয়া যাইবার সময় সনাতন চৈতন্যকে বলিলেন, 'প্রভু! শীঘ্র এস্থান হইতে চলিয়া যাও। নিষ্ঠুর ও খল যবন রাজকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যদিও সে এখন তোমাকে ভক্তি করিতেছে; কিন্তু কি জানি বিপদ্ ঘটাইতেই বা আটক কি? বিশেষতঃ তুমি শান্তি পাইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইবে। এত লোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া কি ভাল? সাত্ত্বিক ধামে একাকী যাওয়াই উচিত। অতএব নিবেদন করি, শীঘ্র এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।' শ্রীচৈতন্য পরদিন প্রত্যূষেই যাত্রা করিয়া কানায়ের নাটশালাগ্রামে চলিয়া আসিলেন এবং দিবাভাগে তীর্থদর্শন করিয়া রজনীতে সনাতনের উপদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত করিলেন। প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে শচীমাতাকে আনাইয়া দশদিন পর্য্যন্ত মহা মহোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। শচীদেবী স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনা উপলক্ষে অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব হইল। মুরারি গুপ্ত রাম-ভক্ত। তিনি এক রামাষ্টক রচনা করিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট পাঠ করিলে গৌরচন্দ্র তাঁহার ললাটে 'রামদাস' নাম লিখিয়া দিলেন। রঘুনাথ দাস আসিয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন এবং চৈতন্য প্রভুর নিকট উপদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্য মাতা ও ভক্তদের নিকট বিদায় লইয়া ও সে বৎসর ভক্তদলকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র বলভদ্র আচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণের নিকট ভাগবত শুনিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পাঠককে ভাগবতাচার্য্য উপাধি প্রদান করিলেন এবং যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া নীলাচলে চলিলেন। হরিদাসাদি ভক্তবৃন্দ পশ্চাদ্গামী হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র জানিতে পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পথে পরিচর্য্যা জন্য লোক রাখিয়াছিলেন। গৌর নীলাচলে আসিয়া বহুলোক সমাগমহেতু সনাতনের পরামর্শানুসারে বৃন্দাবন গমন স্থগিত করিয়া যে প্রকারে কানায়ের নাটশালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে কথা, এবং রূপসনাতনের মিলনকথা সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট বর্ণনা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন বিহার।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ বর্ষার কয়েক মাস প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া শচীনন্দন বর্ষাকাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন। বর্ষান্তে একদিন তিনি স্বরূপ, রামানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি রাত্রিযোগে একাকী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিব; আমার সঙ্গে কেহ যাইতে পারিবে না। প্রাতঃকালে ভক্তদল যদি আমার অনুগমন করিতে চায়, তোমরা তাহাদের আটক করিও।'

স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'তা' কেমন করিয়া হইবে? বনপথে তুমি একাকী কি প্রকারে যাইবে? তোমাকে পাক করিয়া কে দিবে ও জলপাত্র বহির্ব্বাসই বা কে বহিয়া যাইবে? আমি বলি একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে যাউক।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'কাহাকে সঙ্গে লইব? এক জনকে লইলে আর সকলেই মনক্ষুণ্ণ হইবে। তবে একজন নবাগত অথচ সৎস্বভাবান্বিত সঙ্গী জুটিলে লইতে পারি।'

স্বরূপ উত্তর করিলেন, 'কেন? বলভদ্রাচার্য্য সেদিন মাত্র তোমার সঙ্গে গৌড় হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারও তীর্থ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আছে। বিশেষতঃ তাঁহার এক ব্রাহ্মণ ভৃত্য সঙ্গে আছে। তাঁহারা সঙ্গে যাইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ হইবে।' চৈতন্যদেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও না বলিয়া রজনীযোগে নীলাচল হইতে শুভ যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর অদর্শনে ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং বৃন্দাবন যাত্রার কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইলেন। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর মনের ভাব বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্য লোক সমাগমের ভয়ে প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া উপপথে গমন করিতে লাগিলেন এবং কটক নগর ডাহিনে ফেলিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই পথ 'ঝারিখণ্ড' বনপথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনুমান হয় ছোটনাগপুর প্রদেশের বনপথেই শ্রীচৈতন্য গমন করিয়া থাকিবেন। বনের শোভা দর্শনে, কলনাদী বিহঙ্গগণের গান শ্রবণে, ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য দর্শনে, কুরঙ্গ মাতঙ্গদিগের ইতস্তত পাদসঞ্চারণে গৌরের বৃন্দাবন ভাব উথলিয়া উঠিল। তিনি অনবরত নাচিতে, গাইতে, মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অনেকদিন উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্ত্তন করেন নাই। এখন নির্জন বন পাইয়া মনের সুখে সপ্তম স্বরে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। বনপথে দলে দলে ব্যাঘ্র, হস্তী, শূকর, গণ্ডার, ভল্লুকগণ বিচরণ করিতেছিল; গৌরচন্দ্র নির্ভয়ে তাহাদের মধ্য দিয়া নাচিয়া গাইয়া চলিলেন। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী তদ্দর্শনে মহাভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কথিত হইয়াছে গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বলতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিয়া হিংস্র শ্বাপদেরাও এক পাশ হইয়া দাঁড়াইত। একদিন পথে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শুইয়াছিল। আবেশে গৌর তাহার গায়ে পা দিয়াছিলেন। বাঘ দেখিয়া তিনি 'কহ কৃষ্ণ! কহ কৃষ্ণ!' বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন; অমনি সেই হিংস্রপশুও নাকি তালে তালে নাচিয়া উঠিল। আর একদিন শ্রীচৈতন্য এক নদীতে স্নানাবগাহন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক মত্তহস্তিযূথ জলপান করিতে আসিল। গৌর 'কৃষ্ণ কহ'! বলিয়া তাহাদের গায়ে জল ফেলাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের স্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে, জড়াজড়ি করিতে, চীৎকার করিতে ও লুণ্ঠন দিতে লাগিল। পথ গমন-কালে গৌরের মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া দলে দলে মৃগগণ আসিয়া গা চাটিতে লাগিল। গৌর তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে ... ভাগবতীয়

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈসর্গিক চিত্রের শ্লোকাবৃত্তি করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, ব্যাঘ্র, মৃগ, শূকরগণ, পরস্পরের প্রতিহিংসা বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া গৌরের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিয়াছিল ও পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়াছিল। বলভদ্র আচার্য্য দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। ময়ূর ময়ূরীগণ নাচিতে লাগিল, তরুলতা ফুল পুষ্প দিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল; এবং হরিনামে সমস্ত বন যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিবিড় বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া গৌরচন্দ্র সাঁওতাল ও ভিলদিগের জনপদে প্রবেশ করিলেন এবং হরিনাম দিয়া সব দেশ পবিত্র করিয়া তুলিলেন। বনপথে যাইতে সব দিন আহারীয় সামগ্রী মিলিত না। সে জন্য ভট্টাচার্য্যকে কখন কখন ২।৪ দিনের তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। বনমধ্যে বন্য-শাক ও ফলমূল তুলিয়া তিনি পাক করিতেন, গৌরচন্দ্র পরমসুখে ভোজন করিতেন। উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নানে ও বন্য ভোজনে ও আরণ্য কাষ্ঠের অগ্নির তাপে শীত নিবারণ করিয়া তিনি সুখানুভব করিতে লাগিলেন। যে গ্রামে যান, গ্রামবাসীরা আতপতণ্ডুল, উদ্ভিদ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে পূর্ব্বে যেমন হরিনাম দিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঝারিখণ্ডের অসভ্য লোকদিগকেও তেমনি বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন বন ভ্রমণে, বন্য-ভোজনে ও বলভদ্রের সেবায় গৌরচন্দ্র এতই সুখানুভব করিলেন যে, এক-দিন ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন ;—'শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি অনেক দেশে বেড়াইয়াছি, কিন্তু এবারে তোমার সঙ্গে আসিয়া এই নির্জ্জন বনপথে যেমন সুখ পাইলাম, আমার জীবনে এমন সুখ আর পাই নাই। দেখ শ্রীহরি কেমন দয়ালু! আমি তো বঙ্গদেশে মাতা ও ভক্তগণকে দেখিয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব মনে করিয়াছিলাম। সঙ্গে লক্ষ কোটি লোক চলিয়াছিল। ভগবান্ জানিতেন, আমার তাহাতে সুখ হইবে না। তাই সনাতনের মুখে বলিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। তিনি কৃপার সাগর! দীন হীনে এমন দয়া আর কাহারই বা আছে? তাঁর কৃপা বিনে কাহারও কি সুখ হইতে পারে?' এই বলিয়া গৌর ভট্টাচার্য্যের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'তোমার প্রসাদে আমার এই সুখ হইল। কি দিয়া তোমার উপকার করিব? আমার কি আছে?' এ কথা বলিলেন, 'আমি অধম ; আমাকে দয়া করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সঙ্গে আনিয়াছ ও আমার হাতে খাইতেছ, এ কি তোমার কম দয়া? অধম কাককে তুমি গরুড়ের আসন দিয়াছ। আমি ধন্য হইয়াছি।' এইরূপ কথাবার্ত্তায় যাত্রীদল মধ্যাহ্নসময়ে বারাণসীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য গমন করিলেন। সে সময়ে তপনমিশ্র গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অপরূপ রূপমাধুরী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন ও অনেক দিনের পর দেখায় হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। পরে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস লইয়াছেন স্মরণ করিয়া ও তিনিই ইনি, মনে করিয়া আসিয়া পাদ-বন্দনা করিলেন। গৌর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্নানাবগাহন করিয়া অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেখিয়া মিশ্রের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। পাঠক মহাশয় তপন মিশ্রকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? অধ্যাপনা কালে বঙ্গদেশে গমন করিয়া নিমাই পণ্ডিত যাঁহাকে উপদেশ দিয়া কাশী যাইতে বলিয়াছিলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি।* মিশ্র মহানন্দে প্রভুকে ভোজন করাইয়া সপরিবারে ভোজনশেষ খাইলেন। বলভদ্র আচার্য্য পৃথক্ পাক করিলেন। শ্রীচৈতন্য শয়ন করিলে মিশ্রের পুত্র বালক রঘুনাথ পাদ সম্বাহন করিলেন। এই রঘুনাথ উত্তরকালে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে শ্রীচৈতন্যের ছয় গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তপন মিশ্রের চন্দ্রশেখর নামে এক বন্ধু কাশীতে বাস করিতেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য, ব্যবসা গ্রন্থ লেখা। সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তুমি আপনা হইতে কাশীতে আসিয়াছ। এখানে কৃষ্ণ কথা কেহ বলে না। কেবল মায়া, ব্রহ্ম, ষড়্দর্শন লইয়া বিচার বিতণ্ডা শুনিতে শুনিতে তিক্তবিরক্ত হইয়াছি। মিশ্র কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণ কথা শুনান। দুই বন্ধুতে নির্জ্জনে বসিয়া তোমার চরণ ধ্যান করি ও মনের দুঃখ পরস্পর বলাবলি করি।' মিশ্র বলিলেন, 'প্রভু! যতদিন কাশীতে থাকিবে, আর কোথায় নিমন্ত্রণ লইতে পাইবে না। আমার বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে হইবে।' এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের বাটীতে আসিয়া কৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া বড়ই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ

* পূর্ব্বভাগ, [illegible] পৃষ্ঠা দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীর নিকট বেদান্ত পড়িত। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ তৎকালে বারাণসীস্থ সন্ন্যাসী পরমহংসদিগের অগ্রণী ছিলেন। বেদান্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও তিনি শঙ্করাচার্য্যপ্রদর্শিত মায়াবাদ মতের একজন প্রসিদ্ধ নেতা। তিনি বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া মঠে বসিয়া বেদান্ত পড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে উপরোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে 'জগন্নাথ হইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; তাঁহার যেমন রূপ, তেমনি ভগবন্নিষ্ঠা, প্রেম চেষ্টা, ও গভীর সাধন। নিরন্তর তিনি কৃষ্ণনাম করিতেছেন, হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, নাচিতেছেন; দুই চক্ষে অবিরল প্রেমধারা ঝরিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।' প্রকাশানন্দ শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও উপহাস করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হাঁ! শুনিয়াছি বাঙ্গলা দেশীয় একজন ভাবুক সন্ন্যাসী নাকি ভাবকালি করিয়া লোক প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। সে ব্যক্তি কেশব ভারতীর শিষ্য, মহা ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে এবং লোক মুগ্ধ করিতে খুব মজবুত। কতকগুলা লোক জুটাইয়া এখন দেশে দেশে নাচিয়া বেড়াইতেছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত; তিনিও নাকি তাহার সঙ্গে পড়িয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন। তুমি তা'র নিকটে যাইও না। বেদান্ত শ্রবণ কর। উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে মিশে কি দুই কুল হারাবে? আর তাও বলি, কাশীপুরে তা'কে ভাবকালি বেচিতে হয় না।' ব্রাহ্মণ এই কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং সভা হইতে উঠিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিল, 'কিন্তু প্রভো! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে কৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না; কেবল চৈতন্য, চৈতন্য, বলিল। ইহার কারণ কি?' শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণাপরাধী; কাজেই তাঁহার জিহ্বায় নাম স্ফূর্ত্তি হইল না। চৈতন্য নাম না আসিবে কেন? ব্রহ্ম চৈতন্য, মায়া, অধ্যাস, ইত্যাদি শব্দ লইয়াই ত তাঁহাদের নাড়া চাড়া। জীবের যেমন নামে, দেহে ও স্বরূপে ঐক্য নাই; ভগবানের সেরূপ নহে। ভগবানের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ একই; লীলাগুণ, সব সচ্চিদানন্দময়। নাম নামী, দেহ দেহী, সকলই লীলা জ্যোতিঃপূর্ণ, লীলানন্দময়। কৃষ্ণের গুণানন্দ বা লীলানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দ কোন্ ছার বস্তু? আত্মারামগণও লীলানন্দে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। মায়াবাদী সন্ন্যাসী লীলামৃত কি বুঝিবে? তাই

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলানন্দপূর্ণ রসময় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে নাই। আর আমি—আমি ত কাশীর হাটে ভাবকালি বেচিতে আসিয়াছি। গ্রাহক না জুটিলে আমার মাল বিকাবে না। কিন্তু বোঝাই বা টেনে বেড়াব কত? উচিত দাম না পাইলে অল্পস্বল্প মূল্যে ছেড়ে দিয়ে যাবো। তবু বোঝা বয়ে আর ফিরতে পারি না।' এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। চন্দ্রশেখর ও মিশ্রের সেবায় ও আগ্রহে, ইচ্ছা না থাকিলেও দশদিন কাশীতে অবস্থিতি করিয়া এবং প্রত্যাগমনকালে পুনরায় আসিবেন অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্য বলভদ্র আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাত্রা করিলেন।

কাশীতে অবস্থান সময়ে শ্রীচৈতন্য অনুতপ্ত সুবুদ্ধি রায়ের যে প্রকারে জীবনদান দিয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত কথা। নিম্নে সে কথা বলিতেছি।

সুবুদ্ধি রায়ের সঠিক পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইমাত্র বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে গৌড় নগরে বিপুল ভূম্যধিকারী ছিলেন ও তৎকালে গৌড়ের ভাবী রাজা সৈয়দহুসেন সাহা তাঁহার অধীনে সামান্য চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধি রায় একটী দীঘী কাটাইবার ভার সৈয়দ হুসেনের উপর দিয়াছিলেন এবং ঐ কার্য্যে দোষ পাইয়া তাঁহাকে চাবুকের দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। কালের বিচিত্র গতি। সংসারে চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ভাগ্যলক্ষ্মী সৈয়দহুসেনের প্রতি প্রসন্ন হইল। তিনি গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকার বলেন যে, সৈয়দ হুসেন সাহা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। সুবুদ্ধি রায় যে তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া রায়কে খুব বাড়াইলেন এবং ধন সম্মানে বিভূষিত করিলেন। সৈয়দের রাণীর চিত্ত কিন্তু অন্যরূপ। স্বামীর নির্যাতন স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল; তিনি রায়কে মারিয়া ফেলিবার জন্য গৌড়াধিপকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সৈয়দ কহিলেন 'রায় আমার অন্নদাতা প্রতিপালক, তাঁহাকে কেমন করিয়া মারিয়া ফেলিব?' রাণী বলিলেন, 'তবে উহার জাতি নাশ কর।' রাজা উত্তর করিলেন, 'তাহা হইলে সে বাঁচিবে না।' রাণী নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে রাজা অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং কারোয়ার জল খাওয়াইয়া সুবুদ্ধি রায়ের হিন্দুয়ানি নষ্ট করিয়া দিলেন। রায় লজ্জায় ও অপমানে ধর্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাশজনিত নির্ব্বেদে ম্রিয়মাণ হইয়া বিষয় বিভব, স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে বারাণসীধামে আগমন করিলেন। পণ্ডিতদিগকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, 'এ সামান্য পাপ নহে, তপ্ত ঘৃত গলাধঃকরণ করিয়া জীবনান্ত করা, ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।' রায় সে কথা শুনিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি স্থান পাইল না। তিনি পাগলের ন্যায় কাশীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য কাশীতে আসিয়া হরিনামের মহিমা প্রচার করিলেন। সুবুদ্ধি রায় গৌরের শরণাপন্ন হইলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া উপদেশ চাহিলেন। গৌর বলিলেন, 'বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে বসিয়া হরিনাম জপ কর; এক নামে সব পাপ যাইবে, দ্বিতীয় নামে প্রেমভক্তির উদয় হইবে। এই তোমার পক্ষে উচিত প্রায়শ্চিত্ত।' রায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল; তিনি চৈতন্য চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনে গমনোদ্দেশ্যে অযোধ্যা, প্রয়াগ হইয়া কিছুদিন নৈমিষারণ্যে বসতি করিতে লাগিলেন। এবং মথুরায় আসিয়া শুনিলেন যে গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন; গৌরের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় রায় বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। এখানে তিনি এক অদ্ভুত সাধন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বন হইতে কাঠ আনিয়া নগরে বেচিতে লাগিলেন এবং দিনান্তে এক পয়সার চানা চিবাইয়া বাকি পয়সায় দীন দুঃখী দরিদ্র পথিকদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সারা নিশা হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। অচিরে সুবুদ্ধি রায় পরম ভক্ত হইলেন। বারাণসীর পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় যাঁহার প্রাণান্ত হইতেছিল, চৈতন্য কৃপায় তিনি আজ পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অল্প দিনের পর শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী স্নান ও বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। যমুনাদর্শনে তাঁহার বৃন্দাবন লীলা স্মৃতিপথে উদিত হইল। প্রভু দিশাহারা হইয়া যমুনায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য ধরিয়া রাখিলেন। তিন দিন প্রয়াগে থাকিয়া যাত্রীগণ মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যেমন দাক্ষিণাত্যের পথে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; পশ্চিমের পথে গ্রামে চৈতন্যদেব তাহাই করিতে লাগিলেন। পশ্চিমের লোক সব বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মথুরায় আসিয়া গৌরচন্দ্র বিশ্রাম তীর্থে স্নান করিলেন এবং কেশবমন্দিরে কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে হাসিতে কাঁদিতে ও নাচিতে নাচিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব চেষ্টা দেখিয়া বহুতর লোক সমাগত হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে এক ব্রাহ্মণও প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর; তাঁহার গলা ধরিয়া কোলাকুলি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে উভয়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেশবপূজারী প্রভুর সৎকার অভ্যর্থনা করিল। শ্রীচৈতন্য আগন্তুক ব্রাহ্মণকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যেরূপ সরল প্রেমিক, এরূপ ত অন্যত্র দেখিতে পাই না। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এ প্রেমধন আপনি কেমন করিয়া কোথায় উপার্জ্জন করিলেন?' ব্রাহ্মণ বলিল,'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যখন মথুরায় আসিয়া ছিলেন,কৃপা করিয়া তিনি আমার বাড়ীতে ছিলেন ও আমাকে দীক্ষিত করিয়া আমার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি সনোড়ীয়া ব্রাহ্মণ। সনোড়ীয়ার হাতে সন্ন্যাসীগণ আহার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মাধবেন্দ্র সে বিচার করেন নাই।'

পরিচয় পাইয়া শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি আমার গুরু স্থানীয়। আমাকে নমস্কার করিলেন কেন?'

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে প্রণত হইতে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিল, 'আপনি ওরূপ করিতেছেন কেন? আমি গৃহী, আপনি সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে প্রণাম করিলে আমার অপরাধ হইবে। কিন্তু আপনার প্রেম দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে যে আপনি মাধবেন্দ্রের কোন সম্বন্ধ রাখেন। এরূপ প্রেমচেষ্টা ত অন্যত্র সম্ভবে না।' বলভদ্র আচার্য্য কহিলেন, 'ইনি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য।'

ব্রাহ্মণ পরিচয় পাইয়া মহানন্দ মনে শ্রীচৈতন্যকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং বলভদ্র আচার্য্য দ্বারা বিধিমত পাক করাইয়া ভোজনার্থ প্রভুকে ডাকিলে তিনি বলিলেন, 'আপনি গুরু সম্পর্কীয়; বিশেষতঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র আপনার হাতে খাইয়াছিলেন। আমাকে আপনি কেন স্বহস্তে ভিক্ষা দিবেন না?' বলভদ্রের প্রস্তুত করা অন্ন না খাইয়া শ্রীচৈতন্য সনোড়ীয়ার গৃহে ভোজন করিলেন; বলভদ্র ও তাঁহার বিপ্র পৃথক্ খাইলেন। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কথা নগরে রাষ্ট্র হইলে মথুরার বহু লোক, তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। তিনি সকলকে নাম প্রেম উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। সনোড়ীয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে ক্রমে ক্রমে মথুরার তীর্থ সকল দেখাইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বায়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর ও গোকর্ণাদি তীর্থ দর্শন করিলেন। ইহার পর বৃন্দাবনীয় চৌরাশী ক্রোশ বিস্তীর্ণ দ্বাদশ বন দর্শনেচ্ছুক হইয়া শ্রীচৈতন্য বলভদ্র ও তাঁহার সেবক এবং সনোড়ীয়াকে সঙ্গে লইয়া মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বেহুলাবন, ভাণ্ডীরবনাদি বারটী বন দেখিতে লাগিলেন। নির্জ্জন বনস্থলীতে তিন চারিটী বন্ধু দিন রাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দিনমানে নির্ঝরিণীতে স্নান করেন ও বলভদ্র বৃক্ষমূলে বন্য ফলমূলে ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত করেন; প্রভু পরমসুখে ভোজন করেন এবং রজনীতে বৃক্ষ-তলে শুইয়া যাপন করেন। গৌরের দিন এই নির্জ্জন শান্তি রসপূর্ণ বৃন্দা-বনদর্শনে পরম সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ সময়ে তাঁহার ভাবাবেশ আর ছাড়িত না, অষ্ট প্রহর তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া প্রকৃতির নিরুপম সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া থাকিতেন; অভ্যাস গুণে স্নান ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। কথিত হইয়াছে যে, পুরুষোত্তমে গৌরের যে প্রেম ছিল, ঝারিখণ্ডপথে তাহা শতগুণ, মথুরা দর্শনে সহস্রগুণ ও বনলীলায় লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে গৌরচন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাভী সকল কে জানে কি ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে ও হম্বারবে তাঁহার কাছে আসিয়া অঙ্গ চাটিতে লাগিল; তিনি তাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিয়া মহাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হরিণগণ দলে দলে তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল; কেহ গা চাটে, কেহ শৃঙ্গ দিয়া তাঁহার গা চুল্কাইয়া দেয় ও তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া কখন কখন তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করেন। শিখীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল। পিকাদি বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে গাইতে লাগিল ও উড়িয়া তাঁহার মাথায়, স্কন্ধে ও হাতে বসিতে লাগিল। তাহারা মানুষের হিংসায় কখন প্রতারিত হয় নাই; বা ব্যাধের জালে কখন পড়ে নাই; তাই তাদের এত বিশ্বাস। তরু লতাগণ যেন অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে পাইয়া অঙ্কুররূপ পুলক প্রকাশ করিয়া মধুরূপ অশ্রু ধারা বর্ষণ করিয়া ফলপুষ্প মুকুল ভরে নতশাখে আলিঙ্গন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া ধবল কৌমুদী-বসনে বনস্থলীকে আবৃত করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সুখময়ী রজনীতে গৌরচন্দ্র তমালতরুতলে ধ্যানানন্দে বিভোর আছেন; হঠাৎ তাঁহার দুই স্কন্ধে শারীশুক উড়িয়া আসিয়া বসিল। তাহারা মনুষ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় কথা বলিতে পারে। শুক বলিল, 'আমাদের প্রভু জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বসংসার রক্ষা করুন'। শারিকা বলিল, 'শ্রীরাধিকার প্রেম ও সৌন্দর্য্য কেমন শোভা পাইতেছে দেখ? তিনি তোমার জগন্মোহনেরও চিত্তমোহিনী।' শুক উত্তর করিল, 'শারিকে! কৃষ্ণ আমার বংশীধারী, চিত্তহারী ও মদনমোহন।'

শারিকা বলিল, 'মহাপ্রকৃতি রাধার সঙ্গে মদনমোহনই বল ও মে মোহনই বল, সবই সাজে। নইলে ত তিনি নির্গুণ, ইচ্ছা শূন্য, অচেতন ও আপন মোহে আপনি মোহিত।'

শারী শুক উড়িয়া গেল। শ্রীচৈতন্য ধ্যানভঙ্গে শিহরিয়া উঠিলেন। এই সময়ে প্রত্যেক বস্তুতে গৌরের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া নানা বিকার হইতে লাগিল। কখন তিনি মূর্চ্ছিত হন, কখন কণ্টকাকীর্ণ বনভূমিতে লুণ্ঠন করেন, অঙ্গ দিয়া রুধির ধারা পড়ে। বলভদ্র ও মাথুর ব্রাহ্মণ নানা প্রকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য আরিঠ নামক গ্রামে উপনীত হইয়া গোপবালকদিগকে 'রাধাকুণ্ড কোথায়'? জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইটী ধান্যক্ষেত্র প্রদর্শিত হইলে গৌরচন্দ্র তাহার জলে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং কুণ্ডের স্তব করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলীলার তীর্থ সকল পূর্ব্ব হইতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেব এইরূপ অনুসন্ধান পন্থা অবলম্বন করিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিতে লাগিলেন। এখান হইতে তিনি সুমন সরোবর দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন শৈলের নিকট গোবর্দ্ধন গ্রামে আসিয়া হরিদেব বিগ্রহ দেখিলেন। গোবর্দ্ধনগিরি দেখিয়া সমুদায় কৃষ্ণলীলা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল; তিনি ভাগবতীয় শ্লোকাবৃত্তি করিয়া গিরিরাজের স্তব করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া পাক করিলে চৈতন্যদেব ভোজন করিয়া হরিদেব মন্দিরে রাত্রি যাপন করিলেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ গোবর্দ্ধন শৈলের উপরে অন্নকূট নামক পল্লীতে স্থাপিত। গৌরচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'আমি ত পবিত্র লীলাভূমি শৈলের উপরে উঠিব না; তবে গোপালের দর্শন পাই কি রূপে?' এ দিকে সেই রাত্রিতে অন্নকূট গ্রামে একজন লোক প্রচার করিয়া দিল যে 'গ্রাম লুঠিতে তুরুকসোয়ার আসিতেছে, তোমরা সব পলাও'। গ্রামের লোক পলাইয়া নানাদিকে চলিয়া গেল; পূজারীগণ গোপাল লইয়া গাঁঠুলী গ্রামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লুকাইয়া রাখিল। গৌরচন্দ্র প্রাতঃকালে মানস গঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় এই সংবাদ পাইয়া গাঁঠুলী যাইয়া গোপাল দেখিয়া প্রেমে গদগদ হইলেন। মাধবেন্দ্রের পবিত্র চরিত্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে মহাসুখী করিল। তিন দিন পর্য্যন্ত গোপাল দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য কাম্যবনে লীলাস্থান দর্শন করিলেন। এবং সেখান হইতে নন্দীশ্বর শৈলে পাবনকুণ্ডে স্নান করিয়া পর্ব্বতোপরি যাইয়া ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বরী ও কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখান হইতে তিনি খদির বনে শেষশায়ী ও খেলা তীর্থ দেখিয়া ভাণ্ডীর বনে আসিলেন। এখানে যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, ও মহাবন হইয়া গোকুল নগরে যাইয়া ভগ্নমূল যমলার্জ্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। এবং বন পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় মথুরায় আসিয়া সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্যের সাধুতা ও প্রেমের কথা চারিদিকে রাষ্ট হওয়ায় নিত্য নিত্য অসংখ্য লোক তাঁহার দর্শনে আসিতে লাগিল। লোক ভিড়ে ত্যক্ত হইয়া তিনি যমুনার নিকট অক্রূর তীর্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অক্রূর তীর্থের নিকট কৃষ্ণলীলা সময়ের এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল। তাহার মূলদেশ পিঁড়ির আকারে উত্তম বাঁধান। গৌর সেইখানে আপন আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া যমুনা দর্শন ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এখানেও বহুতর লোক সমাগম হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যুষে বৃন্দাবনের বনমধ্যে পলাইয়া যাইয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় প্রহরে তেঁতুল তলায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাবগাহনান্তে অক্রূরে যাইয়া ভোজন করেন। সেই সময়ে আগন্তুকদিগকে নানা উপদেশ দিতেন ও তাহাদের সঙ্গে সৎ প্রসঙ্গ করিতেন। কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি রজঃপুত জাতি যমুনাপারে বাস করিত। সে এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের উপদেশে বৈষ্ণব হইয়া পরিবারাদি ছাড়িয়া নিরন্তর তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিল।

এই সময়ে একটী রহস্যজনক ব্যাপার উপস্থিত হইল। যে সকল লোক চৈতন্য দর্শনে আসিত, তাহারা তাঁহার রূপলাবণ্য ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া এবং উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে মানুষজ্ঞান করিতে পারিত না। তাই দেশময় এক জনরব উঠিয়া গেল যে পুনরায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে শ্রীচৈতন্য তেঁতুল তলার আসন হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেন, বহুতর লোক মহা কোলাহল করিয়া বৃন্দাবনে যাইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, 'কালিদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া রজনীতে কালিয় শিরে নৃত্য করিয়াছেন এবং কালিয়ের মস্তকমণি দীপ্তি পাইয়াছে। লোকে এই কথা বলায় আমরা দেখিতে যাইতেছি।' শ্রীচৈতন্য কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সরল লোক। তিনি বলিলেন, 'প্রভু! অনুমতি করুন, একবার কৃষ্ণদর্শন করিয়া আসি।' শ্রীচৈতন্য তাঁহার গায়ে চাপড় মারিয়া উত্তর করিলেন "মূর্খদিগের কথায় তুমিও যে প্রতারিত হইলে দেখিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে প্রকাশিত হইবেন কেন? পাগ্‌লামি করিও না; চুপ ক'রে থাক। আচ্ছা, যাইতে হয়, না হয়; কাল রাত্রে যাইও।" পরদিন প্রাতঃকালে পরিচিত কোন ভদ্রলোক নিকটে আসিলে শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেমন কালিয়দহে কৃষ্ণ দেখিয়াছেন ত?' সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, 'প্রভু! সে রহস্য আর কি বলিব? কালিদহের জলে নৌকায় চড়িয়া রাত্রি যোগে কৈবর্ত্ত মসাল জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতেছিল। মূর্খলোক না বুঝিয়া নৌকাকে সর্প, মসালকে মাণিক ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য বলভদ্রকে বলিলেন, 'শুন্‌লে কেমন কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন?'

আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, 'তা যা' হোক্ কথা মিথ্যা নয়। লোকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দেখিতেছে, সত্য।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায়?'

আগন্তুক। কেন আপনি সন্ন্যাসী, জঙ্গম নারায়ণ। আপনি বৃন্দাবনে প্রকাশ হইয়াছেন, দেখিয়া লোক উদ্ধার হইয়া যাইতেছে।

শ্রীচৈতন্য। বিষ্ণু! বিষ্ণু! এ কি কথা! সাবধান আর এমন কথা মুখে আনিও না। জীবাধমে কি কৃষ্ণজ্ঞান করিতে আছে? শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনন্ত সূর্য্যের ন্যায়। সন্ন্যাসীই বল, আর জীবই বল, তাঁহার অত্যল্প কিরণ কলার সহিত তুলিত হইতে পারে না। যে জীবে ও ঈশ্বরে সমবুদ্ধি করে, সে পাষণ্ড, ঘোর অপরাধী।

মথুরাবাসীগণ মাধবেন্দ্রশিষ্য সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য তাহার মধ্যে এক একটী নিমন্ত্রণ বাছিয়া লইতে লাগিলেন। এক এক দিনে দশ বিশ নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগে—রূপানুগ্রহ।

প্রয়াগে আসিয়া শ্রীচৈতন্য সঙ্গীগণ সহ মকর যাত্রায় ত্রিবেণী স্নান করিয়া পূর্ব্বপরিচিত এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাসাটী অতি মনোহর স্থানে অবস্থিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী ঘাটের উপর পরিষ্কার একখানি ঘর; সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। শ্রীচৈতন্য সেই ঘরে বাসা নির্দ্ধারণ করিলেন। প্রাতে ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন, নৃত্য কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গে পরম সুখে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার [illegible] দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শ[illegible] হইতে লাগিল। হরিনামের ও হরিপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগ নগর ভ[illegible] গেল। তিনটী প্রবল নদীর সম্মিলিত তরঙ্গপ্রবাহ যে নগরকে ডুবা[illegible] পারে নাই, চৈতন্যের প্রেমবন্যায় আজ তাহা ডুবিয়া গেল। একদিন বিন্দুমাধবের প্রাঙ্গণে গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া মহানৃত্য করিতেছেন, লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটে যাওয়া দুষ্কর। দর্শকমণ্ডলী গৌরের ভাবাবেশ দর্শনে অবাক্ হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির রহিয়াছে। এই লোকারণ্যের বাহিরে দীনবেশে দুইটী অপরিচিত পুরুষ, ভিড় ঠেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া যাইতে না পারিয়া নৃত্যান্ত অপেক্ষা করিতেছে। লোক দুইটীর মলিন মুখশ্রী ও মলিন বেশ হইলেও মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন ইঁহারা কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়; কি কারণে মলিন বেশে প্রয়াগে আসিয়াছেন ও কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন। অনুরাগ, উৎসাহ ও বৈরাগ্য যেন মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে গৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ কমিয়া আসিল, নৃত্য কীর্ত্তন থামিল, লোক ভিড় আস্তে আস্তে কমিতে লাগিল। গৌর স্থৈর্য্যলাভ করিয়া বন্ধুগণসহ বাসায় আসিলেন। আগন্তুক দুইজনও তাঁহার অনুগমন করিয়া নীরবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। গৌর উপবিষ্ট হইলে তাঁহারা তাঁহার পদতলে পড়িয়া দণ্ডবৎ লুণ্ঠন করিলেন। গৌরচন্দ্র চিনিতে পারিয়া আনন্দভরে 'কে, রূপ ? এস এস' বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?' শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, 'আমার কনিষ্ঠ, নাম শ্রীবল্লভ মল্লিক।' শ্রীচৈতন্য তাঁহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'দেখ রূপ! কৃষ্ণ কেমন দয়াল? বিষয়কূপ হইতে তোমাদের উদ্ধার করিলেন।'

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, রামকেলিতে সাক্ষাতের সময় রূপ সনাতনের জিজ্ঞাসায় শ্রীচৈতন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিষয় হইতে তোমাদের অতি ত্বরায় উদ্ধার করিবেন; এখন রাজদরবারে ফিরিয়া গিয়া অন্তরে বৈরাগ্য লইয়া বাহিরে বিষয় সেবা করগে।" দুই ভাই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় নিভৃতে বসিয়া বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এবং আস্তে আস্তে সম্পত্তি আদি কা...দিগকে কতক চন্দ্রদ্বীপের বাটীতে ও কতক ফতেয়াবাদে পাঠাইয়া জিজ্ঞ রাজা বা রাজানুচরবর্গ তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। হা'আছে, বিষয় বাসনার শেষগ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা ...ৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করাইলেন এবং হৃদয়ের গতি পরীক্ষা ...রিতে লাগিলেন। রূপের কর্ম্মস্থান মফস্বলে। সুতরাং তিনিই প্রথমে মন-...ামনা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। বহু ধন সম্পত্তি ও নগদ টাকার দুইখানি নৌকা সাজাইয়া তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে দশ হাজার টাকা গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য, আবশ্যক হইলে সনাতন তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। বাড়ী আসিয়া রূপ দুইজন বিশ্বস্ত চর নীলাচলে পাঠাইয়া উপদেশ দিয়া দিলেন যে, শ্রীচৈতন্য বনপথে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেই তাহার যেন সংবাদ তাঁহাকে দেয়। কিছু দিনান্তরে চর দুইজন ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা জ্ঞাপন করিলে, রূপ অগ্রজ সনাতনকে গৌড় নগরে এক পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে "প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন; আমরা দুই ভাই তাঁহার নিকট চলিলাম। আপনি যে কোন উপায়ে হউক শীঘ্র আসুন। টাকার প্রয়োজন হইলে—বণিকের নিকট সন্ধান লইবেন।' বল্লভকে সঙ্গে লইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রূপ মল্লিক কন্থা করঙ্গ সার করিলেন। স্বর্গে জয় জয় শব্দ হইল, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিবিধানপূর্ণতা লাভ করিতে চলিল এবং সংসারাসক্তি ও সুখবিলাসের দুর্গের উপর বৈরাগ্যের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হইল।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রূপ! সনাতনের সংবাদ কি?' রূপ উত্তর করিলেন, 'শুনিয়াছি, তিনি রাজদ্বারে বন্দী। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আসিয়াছি। বিশেষ সংবাদ কিছু বলিতে পারি না। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই।' শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'তাঁহার উদ্ধার হইয়াছে; শীঘ্রই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।' ইহার পর গৌর রূপ, বল্লভ ও আর আর বন্ধুগণকে লইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন। বলভদ্র পাক করিলে শ্রীচৈতন্য আহার করিলেন। রূপ ও অনুপম সে দিন তথায় প্রসাদ পাইলেন। শ্রীচৈতন্যের বাসার পার্শ্বে ঘাটের উপর তাঁহাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল।

এদিকে শ্রীরূপের রামকেলি পরিত্যাগের পর সনাতন মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'বাদসাহ আমাকে যে অত্যন্ত প্রীতি করেন, তাহাই অ[illegible] বল্লভা-নের কারণ। কোন প্রকারে যদি তাঁহার বিরক্তিভাজন হইতে পা[illegible] ইতি-মঙ্গল। তাহা হইলে বিষয়জাল ছিন্ন করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া পতি অস্বাস্থ্যের ভাণ করিয়া রাজদরবারে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিবানিশি সা[illegible] ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর রাজমন্ত্রীর পীড়ার সংবাদে রাজকীয় বৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। চিকিৎসক দেখিয়া শুনিয়া রিপোর্ট করিলেন, মন্ত্রীর কোন পীড়া নাই। একদিন সনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে প্রবৃত্ত আছেন, হঠাৎ নকিব ফুকরাইয়া উঠিল; অনুচরবর্গের সহিত গৌড়েশ্বর সনাতনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত। দবীরখাস সসম্ভ্রমে উঠিয়া রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া রাজা অতিথিকে বসিতে আসন দিলেন। রাজা বলিলেন, 'হাকীম সাহেব রিপোর্ট দিয়াছেন, তোমার কোন অসুখ নাই। তবে ব্যাপার খানা কি?'

সনাতন বিনীত ভাবে বলিলেন, 'শরীরের অসুখ ত কিছু নহে। মনে সুখ নাই, কিছু ভাল লাগে না। তাই রাজদরবারে যাইতে পারি নাই।'

গৌড়েশ্বর উত্তর করিলেন, 'সামান্য মানসিক অসুখের জন্য কাজ কর্ম্ম বন্ধ করা কি ভাল হয়? দেখ, তোমার হাতেই আমার সব কাজ। তুমি কাজ ছাড়িলে যে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যায়। তার কি বল? তোমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। খুলে বল, সেই মত বন্দোবস্ত করি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতন তখন সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, 'জাঁহাপনা! অপরাধ মাপ করিবেন। আমার উপর আপনার অনুগ্রহ অসীম। এখন মনে হয়, এ অধমকে এত দয়া না করিলেই ভাল করিতেন। বলিতে কি আমার মনের যে অবস্থা, তাহাতে বিষয় কার্য্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অধীনকে বিদায় দিয়া অধীনের স্থলে আর একজনকে নিযুক্ত করিলে নফরের প্রতি বিশেষ মেহেরবান হয়। আপনার দয়া ও অনুগ্রহ এ অধীন এ জীবনে কখনই ভুলিবে না।'

গৌড়েশ্বর এ সব কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন। পরে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এরূপ গোস্তাকি ক্ষমার্হ নহে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'এদিকে তোমার ছোট ভাই চাকুলা সব ফেরার করিয়া দিলে; জীব; [illegible]া ডাকাতের ন্যায় সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া পলাইল। আর তুমি কাজ জিস্ক করিয়া সব নষ্ট করিতেছ।'

[illegible]সা রূপকে ডাকাত বলায় সনাতন মনে মনে বিরক্ত হইলেন। [illegible]রি এখন যে অবস্থা, তাহাতে মানুষকে আর ভয় নাই। সকল ভয়ের ভয়, ভয়ানকের ভয়ানক যিনি, তাঁহাতে যে প্রাণ সঁপিয়াছে, সে কি বাদসাহ হইতে ভয় পায়? তাই তিনি ধীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'হুজুর! আপনি স্বাধীন রাজা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্।'

গৌড়েশ্বর এই কথায় আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না; অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সিকদারগণ অমনি সনাতনের হাতে হাতকড়ি দিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল; তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রাজসরকারে জব্দ হইল। পৃথিবীর ধন, মান, পদগৌরবের দশাই এই প্রকার! ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোক বিষয়মরীচিকায় এত ভ্রান্ত হয় কেন, বুঝা যায় না। এই সময়ে উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে উৎকলরাজের সহিত গৌড়েশ্বরের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধের ভীষণসংবাদ পাইয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পরামর্শ স্থির করিলেন; এবং সনাতনকে বন্দীশালা হইতে আনিয়া মিষ্টভাষায় সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন, 'হুজুর! দেবতা ব্রাহ্মণে দুঃখ দিতে যাইবেন; আমি সঙ্গে থাকিয়া কিরূপে তাহার সাহায্য করিব? এ বিষয়ে বান্দা নিতান্ত অক্ষম জানিবেন।'

এই কথায় বাদসাহের ক্রোধের সীমা থাকিল না। কিন্তু সনাতন তাঁহার

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তু প্রিয়। কি কারণে মাথা গরম হইয়া মতিভ্রান্তি হইয়াছে বিবেচনায় আপ্লে অত্যাহিতের আজ্ঞা না দিয়া তাঁহাকে বন্দীশালায় পাঠাইয়া দিয়া অগ্রজ সমরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যাইবার সময়ে সনাতনকে যত্নে রাখিবার জন্য গোপনে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে আসিয়া এই সব সংবাদ বিশ্বস্ত চরমুখে পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

প্রয়াগের অদূরে যমুনাপারে আম্বলীগ্রাম। আম্বলীগ্রামের বর্ত্তমান নাম আড়াইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বল্লভ ভট্ট নামে কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি তথায় বাস করিতেন। ভট্ট একজন পণ্ডিত ব্যক্তি; ভাগবতে তাঁহার খুব বিদ্যা ছিল। বল্লভ ভট্ট উত্তরকালে বল্লভাচারী নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ে তিনি বল্লভাচার্য্য নামে বিখ্যাত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও গুজরাটে অনেক বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখা যায়। বল্লভাচারীগণ শ্রীচৈতন্যকে পরমগুরু বোধে ভক্তি করিয়া থাকেন। বল্লভ ভট্ট ইতিপূর্ব্বে লোক পরম্পরায় মহাপ্রভুর গুণচরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এখন প্রভু প্রয়াগে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে হরিকথা হইতে লাগিল। বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য রূপ ও বল্লভের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। দুই ভাই ভট্টকে প্রণাম করিলে ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। 'আমরা নীচজাতি, ছুঁইও না' বলিয়া তাঁহারা পলাইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্য কৌতুক করিয়া হাসিয়া ভট্টকে বলিলেন, 'ইঁহারা অতি হীনজাতি; তুমি মহা কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ; ইঁহাদের ছুঁইও না।' বল্লভ ভট্ট প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন, 'যখন ইঁহাদের জিহ্বাগ্রে হরিনাম বর্ত্তমান, তখন চণ্ডাল হইলেও ইঁহারা পূজ্যতম। ভগবানের নাম-যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ত বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ।' শ্রীচৈতন্য ভট্টের এই কথায় পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং প্রেমাবেশে শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সদ্ভক্তিরূপ প্রদীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহাদের জাতিজনিত দুষ্কৃতি ভস্মীভূত হইয়া হৃদয় পবিত্র হইয়াছে; পণ্ডিতেরা এরূপ চণ্ডালেরও সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভক্তিহীন হইলে তাঁহাদের নিকট সম্মান পায় না। প্রাণহীন পুত্তলি-

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা যেমন বিড়ম্বনা মাত্র, তেমনি ভক্তি ব্যক্তির সৎকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্য,রূপ, পুরশ্চরণ,সকলই বৃথা।' বল্লভ ভট্ট ই পর গণ সহিত গৌরচন্দ্র ও রূপ, বল্লভকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৌকায় আরো করাইয়া স্ব গৃহে লইয়া চলিলেন। যমুনার সুচিক্কণ নীল জল দেখিয়া প্রভু ভাবলহরী উথলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা হইয়া মধ্য যমুনায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন; সঙ্গীগণ ভয় বিহ্বল চিত্তে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠাইলেন; এবং বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেগ তখনও থামে নাই। তিনি নৌকার উপর নাচিতে লাগিলেন। নৌকা টলমল করিতে লাগিল। এইরূপে আম্বলীর ঘাটে নৌকা পৌঁছিলে বল্লভ ভট্ট মধ্যাহ্ন করাইয়া অতিথিদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন। এবং সকলকে নূতন বহির্বাস কৌপীন, পাদ্য অর্ঘ্য, পুষ্প চন্দন, মাল্য দিয়া পূজা করিলেন ও ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায় নামে এক পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুপতি ত্রিহুত দেশের লোক, মহা পণ্ডিত এবং ভক্তিপিপাসু পরম বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পরিচয় লইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, 'আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কিছু কৃষ্ণকথা শুনান্।' উপাধ্যায় স্বরচিত শ্লোকাবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন :—

"সংসারতাপে সন্তাপিত হইয়া কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের, কেহ বা ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরের কেহ বা পুরাণাদি সম্মত সাকার রূপের উপাসনা করিতেছেন। আমি কিন্তু সৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই; কারণ তাঁহার প্রাঙ্গণে পরব্রহ্ম লীলা বিহার করিতেছেন।"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'আর কিছু বলুন।' রঘুপতি আর একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'পূর্ণব্রহ্ম গোপবধূদিগের মনশ্চোর রূপে বিরাজ করিতেছেন; এ কথা কাহাকেই বা বলি, কেই বা বিশ্বাস করে।' উপাধ্যায় একজন প্রেমিক ভক্ত, কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য জানেন মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রঘুপতি ব্যাখ্যা করিলে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?' রঘুপতি উত্তর দিলেন, 'শ্যামরূপ।'

চৈতন্য। কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রঘুপতি। শ্যামরূপের ন্যায় স্নিগ্ধ, সুন্দর ও আনন্দপ্রদ আর কোন্ [illegible] আছে? কাল রূপ বিভীষিকা উৎপন্ন করে; উজ্জ্বল শ্বেত, গৌর, কি অন্যরূপে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়; উহা তেজ ও তীব্রতা ব্যঞ্জক হইতে পারে। কিন্তু নবজলধর শ্যামরূপ স্বতই মাধুর্য্যময়, আনন্দপূর্ণ, স্নিগ্ধ। সে রূপে যে ডুবেছে, তাহার জন্মই বৃথা।

শ্রীচৈতন্য। আহা! কি সুন্দর! আচ্ছা বলুন দেখি, শ্যামরূপের নিবাস ভূমি কোথায়? কোন্ পুরী শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি। তাও কি আবার বলিতে হবে? মাধুর্য্যপূর্ণ, সুখপূর্ণ ও রসপূর্ণ মধুপুরীই শ্যামরূপের অধিষ্ঠান ভূমি; সকল ধামের শ্রেষ্ঠ ধাম। শক্তি ধামে, ঐশ্বর্য্য ধামে, ভয়ানক ধামে, লীলাবৈচিত্র্য থাকিলেও মাধুর্য্য ধামের কাছে কেহ নয়। শ্যামরূপই মধুপুরী বা মধুপুরীতেই শ্যামরূপ।

শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাবস্থার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি। কৈশোর লীলার ন্যায় আর কি আছে? যৌবন সমাগমের পূর্ব্বাবস্থার নাম কৈশোর। কৈশোরে সকলই নূতন; অন্তরে নিত্য নবরস স্ফুরিত, বাহিরে নিত্য নবভাব বিকসিত। সে যে কি অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন, তাহা নবকিশোর না হইলে জানা যায় না। আর জানে সে, যে নবকিশোরে মজিয়া যায়। মাধুর্য্যময় শ্যামরূপই নবীন কিশোর, চির নূতন ও উপাদেয়; সহস্রবার দেখিলেও পুরাতন হইবার নহে।

শ্রীচৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ, যাতে মজিলে এ লীলা স্ফুর্ত্তি হয়?'

রঘুপতি। যা'তে আত্মসমর্পণ করায়, লাজ, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মত্ত করিয়া তুলে, সেই মধুর রসই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রসে কৃষ্ণের নিকট কিছু না কিছু সঙ্কোচ থাকিয়া যায়; আদিরসে সঙ্কোচ ভয় থাকিতে পারে না। থাকিলে আত্ম সমর্পণ অসম্ভব। আমি ভাল হই আর মন্দ হই, পাপী হই, বা পুণ্যবান্ হই, কুৎসিত হই বা সুন্দর হই, তোমারই নাথ! তোমারই। এই আমাকে লও, আত্মসাৎ কর; মধুর রসের ইহাই পরিণতি।

এই কথায় শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আত্মহারা হইয়া উভয়ে কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। বল্লভ ভট্ট ও অন্যান্য দর্শকগণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। গ্রামের লোক শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক কথা শুনিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে তাঁহার প্রশংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিল এবং সকল লোক হরিপ্রেম লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ভট্ট শ্রীচৈতন্যকে প্রয়াগে লইয়া আসি লেন। ত্রিবেণী ঘাটের বাসায় দিন দিন লোকের ভিড় বৃদ্ধি ও সাধন ভজনে ব্যাঘাৎ উপলব্ধি করিয়া চৈতন্যদেব দশাশ্বমেধে যাইয়া নির্জ্জন স্থানে বসতি করিলেন এবং সেইখানে দশদিন পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামীকে তত্ত্ব উপদেশ দিয়া নিজ শক্তি সঞ্চার করিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপক্রমণিকায় শ্রীরূপ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। "অতি ক্ষুদ্র হইয়াও আমার হৃদয় যাঁহার প্রেরণায় রসবর্ণনে সমর্থ হইতেছে; সেই চৈতন্যদেবের বন্দনা করি।" যাহা হউক, পূর্ব্বে রায় রামানন্দের মুখে মহাপ্রভু যে সব তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, রূপকে সেই সব তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব কত তত্ত্বই, তাঁহার শ্রীমুখে স্ফুরিত লাগিল। রূপ গোস্বামী কৃতার্থ হইয়া গেলেন। পূর্ব্বজীবনে বাদসাহের চাকুরীতে যে অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন, 'জীবনের পূর্ব্বভাগ কি অপকর্ম্মে কাটাইয়াছি?' হীরক পাইলে কাহারই বা কাচে আগ্রহ হয়? শ্রীরূপের হৃদয়ে নানা জিজ্ঞাসা উঠিতে লাগিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'জীবের স্বরূপ কি? ভক্তিরস কাহাকে বলে?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'শুন রূপ! ভক্তিরসসিন্ধু গভীর অনন্ত তাহার সকল কথা বলা যায় না। আচ্ছা, তোমাকে তার এক বিন্দু আস্বাদন করাইতেছি। প্রথমে জীব লক্ষণ বলিতেছি। ভগবানের অনাদ্যনন্ত চিচ্ছরূপের অতি স্বল্প হইতে স্বল্পতর অংশ জীব। কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহাকে শত সহস্র অংশ করিলে যেমন ক্ষুদ্র হয়, জীবের স্বরূপ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অনেকে জীবকে অপরিমিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। জীব সকল শরীরধারী, জনন মরণ ধর্ম্মশীল। সে স্বভাব পরিহার না করিয়াও কি আপনি আপনার নিয়ামক হইতে পারে? শাস্য শাসকের ধর্ম্ম কিরূপে পাইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন, যে মনে করে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি তাহার কিছুই জানা হয় নাই। ব্রহ্ম এমনি অনাদ্যনন্ত মহান্ ও পূর্ণ। স্বল্প অপূর্ণ জীব কি কখন তাঁহার সমান হইতে পারে? জীব বলিতে আমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় সৃষ্টি প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করিতেছি। সকলই পূ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিচ্ছরূপের অত্যল্প চিৎকণ মাত্র। স্থাবর বাদ দিলে জঙ্গমকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তির্য্যক্, জলচর, ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানুষের সংখ্যা আবার অতি অল্প। মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধই অধিকাংশ। অতি অল্প সংখ্যক বেদনিষ্ঠ। বেদনিষ্ঠের মধ্যে অধিকাংশই মুখে বেদ মানিয়া থাকে মাত্র, কার্য্যে ধর্ম্মের ধার ধারে না, কিছুই মানে না। ধর্ম্মাচারীর মধ্যে আবার অধিকাংশই কর্ম্মনিষ্ঠ, বাহিরের আড়ম্বর পূর্ণ অন্তঃসার শূন্য যাগযজ্ঞে রত। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একটী জ্ঞানী পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। জ্ঞানিগণের মধ্যে জীবন্মুক্তের সংখ্যা অতি অল্প। আবার কোটি কোটি মুক্ত পুরুষ খুঁজিলে একটী ভক্ত পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক্ষণে বুঝিলে ভক্তি কেমন দুর্ল্লভ জিনিষ ?'

বলিতে বলিতে গৌরের প্রেমাবেগ উচ্ছ্বসিত হইল, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 'শুন রূপ ! যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় ভক্তিলতার একটী অতি ক্ষুদ্র বীজও লাভ করিতে পারেন ও শ্রবণ কীর্ত্তন জলে নিয়ত তাহা সেচন করিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উঠিবে। পরব্যোম, ব্রহ্মলোক ও আসক্তি-শূন্য বিরজাক্ষেত্রও তাহাকে আট্‌কাইতে পারিবে না। কিন্তু গোড়াতে নিয়তই শ্রবণাদি জল ঢালিতে হইবে ; বিরাম দিলে লতাটী শুকাইয়া যাইবে। সাবধান ! সাধু অপরাধ হাতিমাতা যেন না জন্মে ; জন্মিলে তোমার লতা মারিয়া ফেলিবে। আরও ভয় আছে, জল সেচন পাইয়া লতার গায়ে উপ-শাখা বাড়িতে পারে ; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা, সন্দেহ কুটিনাটী, লাভ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা, ইত্যাদি বহুবিধ আগাছা বাড়িতে পারে। সাবধানে সে সব উন্মূলিত না করিলে ভক্তিলতা বাড়িবে না। কিন্তু এই লতা একবার বাড়িয়া উঠিলে আপনিই প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে জড়াইয়া ধরিবে। তখন উহাতে কত সুন্দর ফুল ফুটিবে, ফলভরে অবনত হইবে ও ফল আস্বাদন করিয়া মালী শ্রম সার্থক মানিবে। অবশেষে এই লতা ধরিয়াই মালী কল্পবৃক্ষে উঠিতে পারিবে। এই ফলের নাম কি জান ? প্রেম। ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ অতি তুচ্ছ।' গৌরচন্দ্র আত্ম সংবরণ করিয়া বলিলেন, 'কথায় কথায় অবান্তর কথা আনিয়াছি। কি বলিতেছিলাম ?'

শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবেন, বলিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য কহিলেন "হাঁ, অন্যবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া একাগ্রচিত্তে ও পবিত্র ভাবে যে ভগবদনুশীলন করা যায়, তাহার নাম ভক্তি। অথবা ভগবানের গুণ চরিত শ্রবণাদি হইতে সাগরাভিমুখী নদীর গতির ন্যায় তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেও ভক্তি বলা যাইতে পারে। এই ভক্তি সাধন করিতে গেলে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে যেন ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা হৃদয়ে না থাকে।"

শ্রীরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ভক্তি হইতে কিরূপে প্রেম প্রকাশ হইতে পারে?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, 'ভগবৎ কৃপায় মানবহৃদয়ে স্বভাবতই কতকগুলি সুকোমল ভাবের বীজ নিহিত আছে। সেই গুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শনাদির দ্বারা এই সাধন করিতে হয়। এই অবস্থায় ভক্তির নাম সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকার, বৈধী ও রাগানুগা। অনুরাগবিহীন হৃদয়ে কেবল শাস্ত্র ও গুরূপদেশ ধরিয়া যে ভাবসাধন করা যায়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। আর অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগময়ী ভক্তি।

শ্রীরূপ। অনুরাগবিহীন ব্যক্তির ভাব সাধন কেমন করিয়া সম্ভবে?

শ্রীচৈতন্য। কেবল মাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইলে হইতে পারে। শ্রদ্ধা ও অনুরাগে অনেক প্রভেদ। 'শ্রদ্ধা' অর্থ ভাল বলিয়া অনুমোদন করা। উহা হইতে সাধু সঙ্গ করিতে ইচ্ছা জন্মিতে পারে, সাধু সঙ্গ হইতে শ্রবণ কীর্ত্তনে মনোনিবেশ হয়। তাহা হইতে ক্রমে নিষ্ঠা, শ্রবণাদিতে রুচি, ও অবশেষে আসক্তি ও রতি জন্মে। রতি হইতে প্রেমলাভ হয়।

শ্রীরূপ। প্রেমের স্থায়িভাব কি?

শ্রীচৈতন্য। ভগবানে স্নেহ, মান, প্রণয়, অনুরাগ, সখ্যজ্ঞা, প্রভৃতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমের স্থায়িভাব রসলীলা হইতে পারে।

শ্রীরূপ। এ সকলের কি কোন শ্রেণী বিন্যাস নাই?

শ্রীচৈতন্য। আছে বৈ কি? শুন নাই কি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রতি কি রস যাই বল, প্রেমের স্থায়িভাব, এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে। এই পাঁচটী স্থায়িরসে আগন্তুক বা আকস্মিক কারণে যদি হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস, সাতটী গৌণরসের যোগ হয়, তাহা হইলে ... অসংখ্য রসভেদ ও লীলাবৈচিত্র্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ হইতে পারে। উহাতে সাধককে কখন হাসায়, নাচায়, কাঁদায়, রাগায়, মৌনী করে এবং কত ভাব তরঙ্গে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দেয়।

শ্রীরূপ। রতির যে পাঁচটী স্থায়িভাব বলিলেন, তদ্ভিন্ন আর কোন রূপ বিভাগ আছে কি না?

শ্রীচৈতন্য। আছে, দুই প্রকার ভক্তির প্রকৃতি ভেদে রতি দুই প্রকার। বৈধী ভক্তি যোগে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা ও রাগময়ী ভক্তিতে কেবলা রতি উৎপন্ন হয়। যে রসেরই ভক্ত হউন না কেন, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা রতিতে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়; ভয় বা সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। যেমন বাৎসল্য রসে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে পিতা মাতার মনে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল। সখ্য রসে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া মনে সম্ভ্রম ও ভয়ের উদয় হইয়াছিল এবং মধুররসে, কৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া রুক্মিণীর ত্রাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু কেবলা রতিতে ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান থাকে না, কেবল শুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। নন্দ যশোদা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া সামান্য আত্মজ জ্ঞানে বাৎসল্য করিতেন। শ্রীদাম আদি রাখালগণ সখা জ্ঞানে তাঁহার কাঁধে চড়িতেন ও গোপাঙ্গনারা সামান্য নায়ক বিবেচনায় কত মত ভাল বাসিতেন। একস্থানে ভয় বা সম্ভ্রমযুক্ত প্রীতি, অপর স্থানে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত আত্মীয় জনের ন্যায় ব্যবহার, দুই প্রকার রতির এই দুই প্রকার প্রকৃতি। কেবলা রতিতে দাস্যভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান জনিত নহে, প্রেমজনিত সেবার দাসত্ব। স্বামীকে যেমন স্ত্রী দাসীর ন্যায় সেবা করেন, পুত্রকে পিতা মাতা যেমন স্নেহ সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ।

শ্রীরূপ। পঞ্চরসের প্রকৃতি কি, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

শ্রীচৈতন্য। ভগবানে নিষ্ঠা বুদ্ধির নামই শম বা শান্তরস। ইহার দুইটী গুণ, যথা বাসনাত্যাগ ও কৃষ্ণে একাগ্রতা। আকাশের শব্দগুণ যেমন সকল ভূতেই বিদ্যমান, সেইরূপ শান্তরসের এই দুই গুণ পর পর সকল রসে থাকা অবশ্যম্ভাবী। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রস সম্ভবে না। কিন্তু কেবল শান্ত রসে ঈশ্বরে গাঢ় মমতা হয় না, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ লীলাময় পুরুষরূপে প্রতীয়মান হয় না। শান্ত ভক্তের নির্ম্মল অন্তঃকরণে কেবল মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ বা সৎ জ্ঞান প্রতিভাত হয়। তাহার পর দাস্য রতিতে শান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা ত্যাগ ও একাগ্রতা; অধিকন্তু প্রভু জ্ঞান বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হেতু সম্ভ্রম ও গৌরবজনিত সেবা। তৃতীয় সখ্য রতি। উহাতে শান্তের গুণ ও দাস্যের সেবার উপর পূর্ণ বিশ্বাস। ঈশ্বরসত্ত্বায় বিশ্বাস নহে, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যেমন বিশ্রব্ধ ভাব, অগৌরব, অসঙ্কোচ এবং মমতা যুক্ত বিশ্বাস, তেমনি। চতুর্থতঃ বাৎসল্যরতি। শান্ত, দাস্য, ও সখ্যের গুণ ব্যতীত ইহাতে স্নেহের ভাব অর্থাৎ ভক্ত আপনাকে পালক ও শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং তাড়ন, ভৎর্সন, লালন, ও সেবা করিয়া আপনার বাৎসল্য রতি চরিতার্থ করেন। অবশেষে মধুর রতিতে প্রথমোক্ত চারি রসের সমস্ত গুণ ও তদ্ব্যতীত আত্ম সমর্পণ হইয়া রস লীলা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন আকাশের শব্দগুণ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ গুণ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ, সমস্তই পৃথিবীতে বিদ্যমান; অধিকন্তু গন্ধগুণ তাহার বিশেষত্ব; তেমনি শান্ত দাস্যাদির সমস্ত গুণ ও অধিকন্তু আত্মসমর্পণ মধুর রসে বিদ্যমান। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রতি। ইহার পর আর রস নাই, রতি নাই। এই সংক্ষেপে ভক্তি রসের বিষয় তোমাকে বলিলাম। ইহার বিস্তার বলিতে সময়ও নাই, শক্তিও নাই। ভগবান্ হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে সব বুঝাইয়া দিবেন। তখন তুমি এ সব তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইবে। কৃষ্ণ-কৃপায় অতি মূর্খও মহা পণ্ডিত হয়; অজ্ঞও ভবসিন্ধু পারে যায় এবং অন্ধ আতুর তরিয়া যায়। দশ রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য এই রূপে শ্রীরূপকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'আমি কল্য প্রাতে বারাণসী যাত্রা করিব।'

শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, 'যদি আজ্ঞা হয়, আমিও সঙ্গে আসি। তোমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইব ও কেমন করিয়াই বা থাকিব?'

শ্রীচৈতন্য রূপের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, 'আমার আদেশ পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি আসিয়াছ, তবে যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহা করা আমার কর্ত্তব্য। এখন দুই ভাই বৃন্দাবনে যাও; তাহার পর বঙ্গদেশ দিয়া নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে।' শ্রীরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য প্রভাতে নৌকারোহণে বারাণসী যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপ ও বল্লভ অন্য দিকে মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রজঃপুতের সঙ্গে মথুরাভিমুখে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে—সনাতন শিক্ষা।

শ্রীচৈতন্ত বারাণসী নগরীর প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রশেখর বৃক্ষমূলে বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'রজনীশেষে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি কাশীতে আসিয়াছ, তাই প্রত্যুষ হইতে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছি।' শ্রীচৈতন্ত তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে সকলে শেখরের ভবনে গমন করিলেন। সেখানে তপন মিশ্র ও পূর্ব্বপরিচিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া মিলিলেন। তপন মিশ্র নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রীদলকে আহার করাইয়া গৌরকে নিবেদন করিলেন যে কাশীতে অবস্থিতিকালে অন্যত্র যেন নিমন্ত্রণ না লয়েন। শ্রীচৈতন্ত পাঁচ সাত দিন মাত্র কাশীতে থাকিবেন বিবেচনায় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করিতে লাগিলেন।

গৌড়ের বন্দীশালে সনাতন কারাবদ্ধ, তাঁহার হস্তে পদে লৌহশৃঙ্খল। গৌড়েশ্বর উৎকলে গিয়াছেন। এমন সময়ে সনাতন শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া কারামোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কারাধ্যক্ষকে নির্জ্জনে দেখা পাইয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'আপনি জিন্দাপীর! কেতাবসরিফে মহাপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কোরাণ সরিফে লেখা আছে, নিজধন দিয়া যদি একটী বন্দীকেও কারামোচন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আল্লাতালা তাঁহাকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। আমার দ্বারা পূর্ব্বে আপনি অনেক উপকার পাইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার করুন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমি আপনাকে পাঁচসহস্র টাকা দিব। আপনার পুণ্য ও অর্থ, দুই লাভ হইবে।' কারাধ্যক্ষ ভদ্রতা ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন, 'আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রাজাকে বড় ভয় হয়।' সনাতন বলিলেন, 'রাজা দক্ষিণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিবেন কিনা সন্দেহ। যদি আসেন, তাঁহাকে বলিবেন যে গঙ্গার নিকট বহির্দ্দেশে গিয়া সে শৃঙ্খল সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বহু অনু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধানেও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। আপনার ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। কেন না আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি এ দেশে থাকিব না। দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব।' ইহাতেও যবনের মন উঠিল না দেখিয়া সনাতন রূপ পরিত্যক্ত সাত হাজার টাকা আনাইয়া তাহার অগ্রে রাশীকৃত করিলেন। কারাধ্যক্ষ লোভে পড়িয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলেন এবং রজনী যোগে শৃঙ্খল কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথ ছাড়িয়া রাজমন্ত্রী কাঙ্গাল বেশে উপপথে ধাইয়া চলিলেন। ধন্য অনুরাগ! তুমি রাজাকে পথের কাঙ্গাল, দাম্ভিককে তৃণসম নীচ এবং মানুষকে দেবতা করিতে পার। রাত্রি দিন চলিয়া চলিয়া শ্রীসনাতন পাতড়া নামক পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে একজন ভূমিক থাকিত, সে ঘাটি ছাড়িয়া না দিলে পর্ব্বত পার হইবার উপায় নাই। এই ভূমিক দস্যু প্রকৃতির লোক। কথিত আছে; তাহার নিকট একজন গণক ছিল; সে হাত গণিয়া কাহার নিকট কত টাকা আছে বলিয়া দিত; ভুঞা তদনুসারে পথিকের প্রাণবিনাশ করিয়া লুঠিয়া লইত। সেই গণক কাণে কাণে ভুঞাকে বলিল যে, সনাতনের নিকট আটটী সুবর্ণ মোহর আছে। ভুঞা সনাতনকে বলিল, 'এক্ষণে স্নান ভোজন কর, রাত্রিযোগে লোক দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিব।' এই বলিয়া বহু সমাদর করিয়া সনাতনের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। সনাতন স্নান ভোজন করিয়া, ভুঞার ব্যবহারে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন, এবং ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি না? ঈশান এবারে মুস্কিলে পড়িল। কারণ তাহার নিকট সত্যই আটটী মোহর ছিল। সে ধনলোভ ছাড়িতে পারে না, অথচ মনিবের নিকট একেবারে মিথ্যা বলিতেও সাহসী হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশান বলিল, তাহার নিকট সাতটী মোহর আছে। সনাতন তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'এই কাল যম কেন সঙ্গে আনিয়াছ?' তখন ঐ সাতটী মোহর চাহিয়া লইয়া সনাতন গোঁসাই ভুঞাকে অর্পণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, 'এই সাত মোহর আমার নিকটে ছিল, ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিউন। আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য সড়কে যাইতে পারি না। আমাকে উদ্ধার করিয়া দিলে আপনার পুণ্য হইবে।'

ভুঞা হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনার ভৃত্যের অঞ্চলে আটটী

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহর ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। এই মোহর আপনি না দিলে আমার লোক আজ রাত্রিতে আপনাকে মারিয়া ফেলিয়া লুঠিয়া লইত। তা' আপনার সরল ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইলাম; মোহর লইব না। চারি জন লোক দিয়া আপনাকে পাহাড় পার করিয়া দিব।'

সনাতন ভুঞার কথায় কিছু ব্যথিত হইয়া বলিলেন 'আমার মোহরে প্রয়োজন নাই; বরং সঙ্গে থাকিলে উহার লোভে কে কথন প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। আপনি উহা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।' ইহার পর ভুঞার চারি জন পাইক সঙ্গে করিয়া সনাতন রাত্রে রাত্রে পর্ব্বত পার হইলেন এবং পর পারে যাইয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সত্য কি আর একটী মোহর তোমার নিকটে আছে?' সে 'আছে' কহিলে, সনাতন তাহাকে মোহর লইয়া স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিয়া একাকী হাতে করোয়া ও স্কন্ধে ছিন্ন কন্থা লইয়া নির্ভয়ে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কতক দিন পরে তিনি বর্ত্তমান মজঃপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরে আসিয়া পৌছিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একটী উদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তথন হাজিপুরে গৌড়েশ্বরের রাজকর্ম্মচারীগণ থাকিতেন। শ্রীকান্ত নামে সনাতনের ভগিনীপতি, গৌড়াধিপের জনৈক কর্ম্মচারী। তিন লক্ষ টাকা লইয়া তিনি দিল্লীতে বাদসাহকে কর দিতে যাইতেছেন; সম্প্রতি হাজিপুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উচ্চ প্রাসাদ হইতে ফকীর বেশী সনাতনকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া রজনীযোগে একটী বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। সনাতন স্বীয় বন্ধন মোক্ষণের বিষয় বলিলে শ্রীকান্ত তাঁহাকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু মহাপুরুষের মন কিছুতেই টলিল না দেখিয়া শ্রীকান্ত দুই চারি দিন নিভৃতে রাজপ্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিলেন 'এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইব, আমাকে তুমি গঙ্গাপার করিয়া দাও।' শ্রীকান্ত তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অগত্যা একখানি মূল্যবান্ ভোট কম্বল লইতে সম্মত করাইয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা গঙ্গাপার করাইয়া দিলেন। সনাতন অদম্য উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের মিলনাশায় ছুটিলেন। আর কতক দিনে বারাণসীনগরে আসিয়া সনাতন গোঁসাই লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধানে চন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেখরের বাহির বাটীতে আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য তখন ভিতর প্রকোষ্ঠে; বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন 'দেখ ত বাহিরে একজন বৈষ্ণব বসিয়া আছে কি না?' চন্দ্রশেখর বাহির বাটীতে দেখিয়া ফিরিয়া যাইয়া বলিলেন 'কৈ কোন বৈষ্ণব ত দেখিলাম না।' শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেহই কি নাই?' চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, 'একজন দরবেশ আছে।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তাঁহাকে ডাকিয়া আন।' চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে ডাকিয়া লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র, চৈতন্য দেব পিঁড়া হইতে আস্তেব্যস্তে উঠানে নামিয়া আসিয়া সনাতনের গলা ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিলে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে পিঁড়ার উপরে লইয়া গিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সনাতন বলিলেন 'ছি প্রভো! অস্পৃশ্য ঘৃণিত পাপীকে স্পর্শ করিও না।' চৈতন্য উত্তর দিলেন 'তোমার ন্যায় ভগবজ্জনের স্পর্শে আমি আজ পবিত্র হইলাম। মহাজনগণ পরম পবিত্র তীর্থ স্বরূপ। তাঁহাদের সংস্পর্শে তীর্থস্নানের পুণ্য হয়।'

সনাতন বলিলেন 'আমি যে অস্পৃশ্য যবন।'

শ্রীচৈতন্য। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয় না। শ্বপচ ম্লেচ্ছও ভক্তিবলে ভগবানের প্রিয় অন্তরঙ্গ হইতে পারেন। দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহারা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ।

সনাতন। আমি ত আর ভক্ত নই, আমি যে মহাপাপী।

শ্রীচৈতন্য। তা' আমি বুঝিয়া লইব। কিন্তু সনাতন! দেখ, কৃষ্ণ কেমন দয়াময়! তোমাকে মহা রৌরব হইতে তুলিয়া আনিলেন। ধন্য শ্রীহরি! তোমার কৃপাই ধন্য। অপার গভীর তব কৃপার মহিমা আমি কি বুঝি?

সনাতন। আমি শ্রীকৃষ্ণ জানি না। তোমার কৃপাবলেই সংসারসাগর পার হইলাম, এই জানি।

তখন শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেমন করিয়া কারামুক্তি পাইলে?' সনাতন আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে গৌর বলিলেন 'তোমার ভাই রূপ ও বল্লভের সঙ্গে আমার প্রয়াগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও কতক দিন তাঁহাদের সঙ্গে একত্র ছিলাম। তাঁহারা এখন বৃন্দাবনঅভিমুখে গিয়াছেন।' তপন-

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রশেখরকে বলিলেন 'এখন ইহাকে ক্ষৌর ও স্নান করাইয়া ভদ্রবেশ করাইয়া দাও। দরবেশবেশ ভাল লাগে না।' সনাতন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তপন মিশ্রের নিকটে এক পুরাতন ধুতি চাহিয়া লইয়া দুই খণ্ড করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিলেন। সেদিন তপন মিশ্রের গৃহে সকলের ভোজন হইল; সনাতন শ্রীচৈতন্যের শেষ প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় হইলে তিনি গোঁসাইকে মহানিমন্ত্রণ করিলেন। মহানিমন্ত্রণের অর্থ সনাতন যাবৎ কাশীপুরে থাকিবেন, তাবৎ তাঁহার গৃহে ভোজন করিবেন। সনাতন তাহা স্বীকার না করিয়া মাধুকরী করিয়া উদর পোষণ করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী পথের ভিখারী হইলেন। শ্রীচৈতন্য সনাতনের কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার গায়ের বহুমূল্য ভোটকম্বল দেখিয়া মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট থাকিলেন। সনাতন তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন গঙ্গাস্নানে যাইয়া একজন দুঃখী কাঙ্গালীকে কম্বলখানি দিয়া তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা লইয়া অঙ্গাবৃত করিয়া চৈতন্যের নিকটে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার ভোটকম্বল কোথায়?' সনাতন আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে গৌর বলিলেন—'উহা আমি বুঝিয়াছি। ভগবান্ তোমার বিষয় ভোগ ঘুচাইয়া শেষ ভোগ রাখিবেন কেন? সদ্বৈদ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া কি রোগশেষ রাখিয়া দেন? মূল্যবান্ কম্বল গায়ে মাধুকরী করা কি উপহাসের বিষয় নয়?' সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন 'তোমার কৃপায় যে আমার কুবিষয় ভোগের শেষ ইচ্ছাটুকু গিয়াছে, ইহাতে কৃতার্থ হইলাম।'

ক্রমে ভগবৎ কৃপায় সনাতনের তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্ফুরিতে লাগিল। দিনে দিনে তিনি শ্রীচৈতন্যকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য পাঁচ সাত দিনমাত্র কাশীতে থাকিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনের প্রশ্ন মীমাংসায় ও সৎপ্রসঙ্গে দুই মাস কাটিয়া গেল। সনাতনের জিজ্ঞাসা ও শ্রীচৈতন্যের মীমাংসা বৈষ্ণব সমাজে 'সনাতন শিক্ষা' নামে মহা সম্মানিত। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, রামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন ও প্রয়াগে শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Va...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সকল তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিচার প্রভৃতি বিষয় তিনি সনাতনকে শিক্ষা দিলেন। ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে পরবর্ত্তী সময়ে রূপ,সনাতন ও জীবগোস্বামী অতি বিস্তৃতরূপে এই সকল তত্ত্ব সমালোচনা করিয়াছেন। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষিপ্তভাবে সনাতন শিক্ষার বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, এই শিক্ষায় চারিটী বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, দ্বিতীয়তঃ জীবতত্ত্ব, তৃতীয়তঃ জীবের কর্ত্তব্য কি ? ও চতুর্থতঃ জীবের প্রাপ্য কি ? জীবের কর্ত্তব্য ভগবানে ভক্তি করা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে আনুষঙ্গিকরূপে জ্ঞানকর্ম্মাদির গৌণত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার মধ্যে আবার রাগানুগা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের প্রাপ্য ভগবৎপ্রেম। উহা মুক্ত্যাদি চতুর্ব্বর্গ হইতেও লোভনীয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে এই চারি বিষয়কে সাধ্য, সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন, নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমরাও যথাসাধ্য ঐ ভাষা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের চরণ ধরিয়া দৈন্য বিনয় করিয়া বলিলেন 'আমি নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে ও নীচ কর্ম্মে দুর্লভ মানবজীবন বৃথা নষ্ট করিয়াছি। যদি কৃপা করিয়া কুবিষয় গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ, তবে আমার কর্ত্তব্য কি, বলিয়া দাও। আমি কে ? কি জন্য সংসারে আসিয়াছি ? আমাকে কেনই বা ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করিতেছে ? কিসে আমার মঙ্গল হইবে ? আমার প্রাপ্যবস্তুই বা কি ? ও আশ্রয়দাতাই বা কে ? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আমার উপকার কর।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা তোমার উপর। তুমি সকল তত্ত্বই জান। তোমাকে কি ত্রিতাপ ক্লেশ দিতে পারে ? তুমি ভগবানের শক্তিধর। সাধু জনের স্বভাবই এই, সমুদায় জানিয়াও দৃঢ় নিশ্চয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, আমি একে একে সব তত্ত্ব বলিয়া যাইতেছি, তুমি শুনিয়া যাও। জগতে ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র। তোমার নিকট এ সব কথা বলিব না, ত আর কাহাকে বলিব ? প্রথমে তত্ত্ববিচার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তত্ত্ববিচার ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

এক অখণ্ড, অব্যয়, জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব বলা যায়। তিনিই সৃষ্ট্যাদির আদিকারণ, তাঁহার কারণ কেহ নাই। তাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনি শুদ্ধ, আনন্দ, চিন্ময়। শ্রুতি সকল তাঁহার কথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সকলের আশ্রয় ও কিশোরশেখর রসরাজ মূর্ত্তি। আমি তাঁহাকেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছি। এই তত্ত্ব বস্তুর অনন্ত প্রকাশের মধ্যে তিনটী মুখ্য প্রকাশ আছে। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ তিনটী পৃথক্ বস্তু নহে, একই বস্তুর তিনটী প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময়; ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিতে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত, তাহা ব্রহ্মজ্যোতির ছায়া মাত্র। তাঁহার সত্তাতে সকলই সত্যবৎ প্রতীয়মান। বস্তুতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, কি অগ্নি, কিছুরই দ্বারা সে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইবার নহে। একমাত্র বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানে কিঞ্চিন্মাত্র বুঝা যায়। নির্ব্বিশেষ উপাসকগণ জ্ঞানমার্গে এই ব্রহ্মজ্যোতিতে আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। দ্বিতীয় পরমাত্মা। ইনি চৈতন্যময় অন্তর্যামী, আত্মারাম, অন্তরতর, অন্তরতম। হিরণ্ময়ে পরে কোষে ইঁহাকে ধ্যান করিয়া যোগিগণ নিমীলিত চক্ষে যুগযুগান্ত কাটাইয়া দেন। তৃতীয় ভগবান্, ইনি লীলাবিগ্রহ। নরলীলায় ও মানব-ইতিবৃত্তে তাঁহার দর্শন হইতে পারে। দীপশিখা হইতে যেমন তত্তুল্য দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়; তেমনি ইনি কৃষ্ণের একদৈশিক প্রকাশ হইয়াও কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। লীলা ভিন্ন ভক্তি চরিতার্থের স্থান নাই। সুতরাং কেবল ভক্তিযোগেই ভগবানের বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অনন্ত রূপবৈচিত্রের মধ্যে ভগবানের তিনটী রূপ প্রধান। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম রূপ ও আবেশ রূপ। আনন্দঘন ও প্রেমঘন ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং রূপ *। শ্রীবৃন্দাবনে লীলাপ্রকাশ যোগমায়ার সাহায্যে কেবল ভক্তকে সুখ দিবার জন্য। নইলে এই রূপ নিত্যলীলায় নিত্যপ্রকাশ; কখন ইহার অপ্রকটাবস্থা নাই। এই রূপ অনাদিসিদ্ধ। যে উপায়ে ইহা আস্বাদন করা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিব। স্বয়ং রূপ দুইভাবে প্রকাশ হয়। তাহার নাম প্রাভব বিলাস ও বৈভব বিলাস। প্রাভব বিলাসে একই বিগ্রহ বহুস্থানে বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়; যেমন রাসমণ্ডলে। বৈভব বিলাসে সেই বিগ্রহ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন বলরামাদি। ভগবদাত্মায় অনুপ্রাণিত, অথচ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ হইতে বিভিন্ন রূপের নাম তদেকাত্ম রূপ। ইহার

* বিশেষ ব্যাখ্যা রামানন্দ উৎসবে সপ্তম পরিচ্ছেদে ৫৮ পৃঃ দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইটী প্রকার ভেদ, বিলাস ও স্বাংশ। তাহার মধ্যে বিলাস রূপের আবার বিলাস প্রকাশ ভেদে অনন্ত রূপ বৈচিত্র্য প্রকটিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিটী প্রধান। ইহাদিগকে ব্যূহতত্ত্বও বলে। বাসুদেব অর্থাৎ নর লীলার আদি সূক্ষ্ম চিত্ততত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কার তত্ত্ব (Individuality), প্রদ্যুম্ন কাম অর্থাৎ প্রেমতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ লীলাতত্ত্ব। এই চারিতত্ত্বের সহিত জড় সৃষ্টির কোন সংশ্রব নাই। ইহা মায়াতীত ধামে ভগবানের লীলাতত্ত্ব রূপে বিলসিত হইতেছে। স্বাংশ-বিলাসে ভগবৎস্বরূপ অনন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে পুরুষ-বতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশ-বতার প্রধান। যেমন উপক্ষয়শূন্য জলধি হইতে কোটি কোটি ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ বহির্গত হইয়া থাকে, তেমনি স্বত্বনিধি ভগবান্ হইতে অসংখ্য অব-তার এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। সনাতন! লীলাময় ভগবানের অবতারের কথা কি বলিব? কেহ কেহ বলে, জড়রূপা প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি রাজ্যের প্রকাশ। ইহা মূর্খের কথা। অন্ধ জড়শক্তির এমন কি ক্ষমতা আছে যে, সর্ব্বসৌন্দর্য্য, সর্ব্বসুকৌশলপূর্ণ, এই অতুলনীয় বিশ্বসৃষ্টি প্রকাশ করিতে পারে? অগ্নির শক্তিতে উত্তপ্ত হইয়া লৌহ যেমন দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া থাকে; তেমনি জড়ই বল আর পরমাণুই বল, বা প্রধান প্রকৃতিই বল, ঈশ্বরশক্তিতে অনুপ্রাণিত না হইলে তাহার সাধ্য কি যে সৃষ্টি প্রকাশ করিবে? স্থূলদর্শী লোক তলাইয়া না দেখিয়াই জড়প্রকৃতিকে আদিকারণ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছে। অনন্ত শক্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান— ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসুদেব জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা, সঙ্কর্ষণ ক্রিয়া ও ইচ্ছার অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ শক্তিতেই সমস্ত সৃষ্টিলীলা প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে যে সকল শক্তি প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদেরই সাধারণ নাম অবতার। বিশ্বে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সে সকলই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণবক্ষে লুক্কায়িত ছিল। পূর্ব্বোক্ত অবতার সকলের মধ্যে পুরুষাবতার তিন। কারণাব্ধিশায়ী বা প্রথম পুরুষ; গর্ভো-দকশায়ী বা দ্বিতীয়পুরুষ। বেদে ইহাকে কখন হিরণ্য গর্ভ, সর্ব্বান্তর্যামী, ও কখন সহস্রশীর্ষা পুরুষ বলিয়াছেন। তৃতীয় ক্ষীরোদকশায়ী বা মহাবিষ্ণু। ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার উভয় শ্রেণির মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। বিশ্বের আদিকারণে অবস্থিত চৈতন্যের নাম কারণাব্ধিশায়ী। এই কার-

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ণকে ভগবানের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছা অথবা মায়া বলা যায়। মায়াই শ্রীলাই নিমিত্ত কারণ। তদ্ভিন্ন ইহার আর একটী বৃত্তি আছে, যাহার নাম প্রধান বা উপাদান কারণ। কুম্ভকারের ইচ্ছা ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর দণ্ডমৃত্তিকাদি উপাদান কারণ। কিন্তু জগৎস্রষ্টার ইচ্ছাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ হেতু। অর্থাৎ তিনি বিনা উপাদানে কেবল ইচ্ছামাত্র এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ইচ্ছা বা মায়ার অভ্যন্তরে যে পুরুষ অর্থাৎ ভগবত্ত্ব অবস্থিত, তিনি স্বয়ং মায়াতীত হইয়াও সমুদায় মায়ার প্রবর্ত্তক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টিবিষয়ক চৈতন্যাংশ অপূর্ণ হইলেও অপূর্ণতাজনিত অসত্য বা ভ্রান্তি জ্ঞান তাঁহাতে থাকিতে পারে না। কেননা উহা পূর্ণ পুরুষের সহিত অখণ্ডরূপে সংযুক্ত। ইনিই কারণাব্ধিশায়ী। ইহা হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে সমুদায় সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে। ইনি কত বড় মহান্, তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যেমন গবাক্ষের দ্বারে ত্রাসরেণু গমনাগমন করে, তেমনি এই পুরুষের নাসারন্ধ্র দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন ও লয় পাইতেছে। কত কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহার রচিত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় শাসন করিতেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিসমষ্টির অভ্যন্তরে পুরুষরূপী যে ভগবদংশ স্থিতি করিতেছেন, তিনি দ্বিতীয় পুরুষ। আর যে বিরাট্ পুরুষ ব্যষ্টি জীবের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রত্যেকের সুখ, দুঃখ, সম্পদ্, বিপদ, আদি বিধান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি তৃতীয় পুরুষ বা মহাবিষ্ণু নামে পরিচিত। এক্ষণে লীলাবতারের কথা বলি, শ্রবণ কর। লীলার জন্য ভগবানের অসংখ্য অবতার। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, অশ্ব, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবতাদি প্রধান। স্রষ্টা স্বয়ং সৃষ্ট রূপে লীলা করিয়া থাকেন, এ অতি অদ্ভুত রহস্য! গুণাবতারের কথা শুন। রজঃ স্বত্ব ও তমোগুণে অত্যল্প মাত্র চৈতন্যাংশ বিনিয়োগ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে যে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, তাহারই নাম শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণুকে পুরুষাবতার ও গুণাবতার, উভয়ই বলা গিয়া থাকে। এখন মন্বন্তরাবতারের কথা শ্রবণ কর। ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বন্তর। তাহার এক এক মন্বন্তরে এক এক মন্বন্তরাধিপ। কাজেই ব্রহ্মার এক দিনে ১৪টী মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে। ব্রহ্মার জীবন ব্রহ্ম পরিমাণে ১০০ বৎসর। অতএব ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হয়। বুঝিয়া দেখ, মহাকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুইটী মহাকালে কত অবতার। এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলি, শুনিয়া যাও। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগ। এই যুগ চতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে ভগবান্ শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, এই চারি বর্ণ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; এবং অধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া ধ্যান ধারণা, যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চনা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন রূপ তত্তৎ যুগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এইখানে সনাতন প্রশ্ন করিলেন, কলিযুগের অবতার কে? অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, অন্যান্য যুগের অবতার যেমন শাস্ত্রীয় লক্ষণ মিলাইয়া বুঝিতে হয়, কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্র দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। পণ্ডিতগণ লক্ষণ বিচার করিয়া তাহা স্থির করিয়া দেন। অবতার নিজে কিছু 'আমি অবতার' বলেন না। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের মহাজনানুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

সনাতন। কি কি লক্ষণে তাহা স্থির হইতে পারে?

শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণে। আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ লক্ষণ; কার্য্য দ্বারা যে জ্ঞান, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

সনাতন। আপনি বলিলেন, কলিযুগের অবতারের পীতবর্ণ; তিনি নাম প্রেম প্রচার করিবেন। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কে?

কূট রাজনীতি বিশারদ রাজমন্ত্রী সনাতন তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য এতক্ষণ যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছিলেন, সরলবক্তা শ্রীচৈতন্য এক ক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন 'সনাতন! চাতুরী ছাড়; এখন শক্ত্যাবেশাবতারের কথা শুন।' যাহাতে ও যেখানে ভগবচ্ছক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই শক্ত্যাবেশাবতার। গৌণ ও মুখ্য ভেদে তাহা দুই প্রকার। যেখানে অত্যল্পমাত্র কৃষ্ণশক্তি প্রকাশ, তাহা গৌণ ও যেখানে জ্ঞানাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়, তাহা মুখ্য শক্ত্যাবেশ। সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালনশক্তি ও পরশুরামে দুষ্ট-দমনশক্তি, ইত্যাদি প্রকাশিত বলিয়া তাঁহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশান্তর্গত। এই-রূপে লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ অনন্তদেশে অনন্তকালে নিত্যলীলা করিতেছেন। সে লীলার আরম্ভও নাই, শেষও নাই, বিরামও নাই। জ্যোতিশ্চক্র যেমন অবিরাম মহদ্ব্যোমে ঘুরিতেছে; কৃষ্ণলীলাচক্রও সেইরূপ অনাদিকাল হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন ব্রহ্মাণ্ড নাই, যেখানে কোন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন লীলা সংঘটিত হইতেছে না। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাই পূর্ণতম; তিনি ব্রজে পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার লীলা পূর্ণ ও পূর্ণতর শক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম। তাঁহার তত্ত্ব ও স্বরূপ বিগ্রহের বিষয় কিছু বলুন।'

শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয়প্রমাণ ও যুক্তির সহিত সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। পুনরুক্তি ভয়ে আমরা তাহা এখানে লিখিলাম না। পাঠক সেই অংশ রামানন্দ উপাখ্যানে পাঠ করিয়া লইবেন।

সনাতন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন 'শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও লীলা-মহিমার কথা কিছু শুনিতে চাই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণলীলার কথা কে বলিতে পারে? তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, লীলারও অন্ত নাই, এবং লীলার স্থান ব্রহ্মাণ্ডেরও সংখ্যা হয় না। তিনি যোগমায়াশ্রিত হইয়া নিয়তই ক্রীড়া করিতেছেন। জড়াতীত ধামের নাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। এমন কত বৈকুণ্ঠ আছে, তাহার অন্ত নাই। এই সকল বৈকুণ্ঠের উপরে কৃষ্ণলোক অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ সকল যেন দলশ্রেণি, কৃষ্ণলোক সেই দলের মধ্যে কর্ণিকার। কৃষ্ণলোককে ব্রজধাম বলা যায়। উহাই মাধুর্য্য লীলার স্থান। সেখানে অপ্রাকৃত মাতা, পিতা, সখা, প্রেয়সী ও পারিষদ্‌বর্গে বেষ্টিত হইয়া মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিয়তই মধুর লীলা করিতেছেন। পৃথিবীতে শত বর্ষের জন্য নরাকারে অবতরণ নিত্যলীলার ছায়াবলম্বনে মাত্র।

'ব্রজধামের নিম্নে বিষ্ণুলোক বা ঐশ্বর্য্যধাম। এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেছেন। তাঁহার আজ্ঞায় কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যে কত ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। বিষ্ণু-লোকের নিম্নে বিরজার এ পারে বাস্থাবাস। তাহারও অগণ্য প্রকোষ্ঠ। ইহার নাম দেবীধাম বা মায়াধাম। অনন্ত জীব ইহার অধিবাসী, আর মায়া তাঁহার দাসী হইয়া সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। একটী শাস্ত্রীয় ইতিহাস বলিয়া কৃষ্ণের অনন্ত লীলার কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া-দিতেছি। যাহা বলিব, তাহা তাঁহার এক পাদ বিভূতি সম্বন্ধে; অবশিষ্ট ত্রিপাদ বিভূতি বাক্য মনের অগোচর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এক দিন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য ঐশ্বর্য্যধাম দ্বারিকায় আসিয়া দ্বারপালের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন। দ্বারী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল -'আপনি কোন্ ব্রহ্মা'? ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া উত্তর পাঠাইলেন তিনি সনকপিতা চতুর্ম্মুখ। দ্বারপাল ব্রহ্মাকে কৃষ্ণসমীপে লইয়া গেলে ব্রহ্মা ভগবানের পদবন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন 'তাহা পরে বলিব; সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি আমাকে 'কোন্ ব্রহ্মা' বলিলে কেন? ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর ব্রহ্মা আছে কি?' ভগবান্ এই কথায় মৌন হইয়া কিছু কালের জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। পরক্ষণেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখিলেন দশ, বিশ, শত, সহস্র, অযুত, কোটি, মুখযুক্ত অগণ্য ব্রহ্মা আসিয়া ভগবচ্চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন 'আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি স্মরণ করিয়াছেন; দাসেদের প্রতি কি কোন আজ্ঞা আছে?' শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন 'না, তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় স্মরণ করিয়াছি। তোমরা ভাল আছ ত? তোমাদের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ত এখন দৈত্য ভয় নাই?' ব্রহ্মাগণ বলিলেন 'তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্র মঙ্গল।' তাঁহারা বিদায় হইয়া গেলে সনকপিতা বড় ফাঁফরে পড়িয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'সনাতন! ইহাতেই বুঝিতেছ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য কত ও দ্বারিকার বিভূতিমহিমাই বা কি?' বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্য্যরসে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অনুরাগভরে মাধুর্য্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

'সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতরসের সাগর। সান্নিপাতী রোগীর ন্যায় আমার মন পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহা শুষিয়া পান করিতে চায়। কিন্তু দুর্দ্দৈববৈদ্য চিকিৎসা করিতেছে কিনা; তাই এক বিন্দুও পান করিতে দিলে না। শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তাহার মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। নরবপু, গোপবেশ, নবকিশোর বয়স, ললিত ত্রিভঙ্গ, বংশীধারী, শিখিপিচ্ছচূড়াধারী, লাবণ্যামৃতসার, সুগোলদেহ, মদনমোহন রূপ, এই লীলার কেমন উপযোগী! বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ ভক্তদিগের মনের মতন করিয়া এইরূপ নিত্যলীলা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাক্, এ রূপ দেখিয়া ভগবান্ স্বয়ংই মুগ্ধ হইয়া আস্বাদান করিতে সতৃষ্ণ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এরূপে আকৃষ্ট হইবে না কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে সখাসঙ্গে গোচারণ, গোপীমনোরথে চড়িয়া বিবিধ কামক্রীড়া, এবং পিতামাতার মধুর স্নেহে বাৎসল্যলীলা, মনে করিলে কা'র না হৃদয় উথলিয়া উঠে? ধন্য গোপীগণ! যাঁহারা নেত্রভরিয়া এই রূপ-রস নিরন্তর পান করিয়াছেন। এ মাধুরীর কি সমান আছে? পরব্যোম-বাসী দেবগণ ও লক্ষ্মীগণের এ মাধুর্য্য লাভ অসম্ভব। কর্ম্ম যোগ তপস্যা জ্ঞান জপ ধ্যানের ত কথাই নাই। বৈধীভক্তিতেও এ মাধুর্য্য পাওয়া যায় না। কেবল এক রাগময়ী ভক্তিতে ব্রজাশ্রিতজনের ভাগ্যে ইহা সুলভ। গোপীর ভাবরূপ দর্পণে কৃষ্ণের এই মাধুর্য্য মূর্ত্তি পড়িলে উভয়ই নিরন্তর বাড়িতে থাকে, কেহ কাহাকেও হারাইতে পারে না। গোপীভাবে অনু-ভাবিত না হইলে হৃদয়দর্পণে এ রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না।

'সনাতন! দেখ, দেখ, কৃষ্ণাঙ্গে চাঁদের হাট বসিয়াছে। মণিরত্ন হইতে সুচিক্কণ দুই গণ্ড, দুই চন্দ্র ঝলমল করিতেছে; সুন্দর ললাটে চন্দনবিন্দু অষ্টমীর ইন্দু; করনখের চাঁদগুলি বাঁশীর উপর খেলিতেছে; আর পদনখের চাঁদগুলি নূপুরের নিচে নাচিতেছে; শ্রবণযুগলে যুগল চাঁদ মকর কুণ্ডলের সঙ্গে দুলিয়া বেড়াইতেছে; অধরচাঁদ স্মিত জ্যোৎস্নামৃত বিলাইয়া দিতেছে; এবং বিপুল আয়ত নয়নচন্দ্র দুইটী দৃষ্টিজ্যোৎস্নায় মদনের মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে। আহা! লাবণ্যজলে সুখময় গোবিন্দবদন কেমন ভাসিতেছে! এ মুখ যে দেখিল না, তাহার ত বৃথা জন্ম। কোটি জন্মের পুণ্যফলে এ মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! বিধির কি অবিচার দেখ দেখি? যে কৃষ্ণানন দেখিবে, তাহাকে কি দুইটী চক্ষু দিতে হয়? দুই চখে কত টুকুই বা দেখা যায়। যদি কোটি চক্ষু পাইতাম, তবে জানিতাম এক প্রকার দর্শন হইল বটে।'

বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্য আত্মহারা হইয়া মাধুর্য্যসাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট তখন সকলই মধুময় হইয়া গেল। তিনি ভ্রান্ত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন 'সনাতন! কৃষ্ণমুখ সুধাকর কি মধুর! তাহার লাবণ্য আবার মধুর হইতে সুমধুর। তাহার স্মিতজ্যোৎস্না সুমধুর হইতে সুমধুর, আবার তাহা হইতে সুমধুর! আর বংশীর ছিদ্রমধ্যে যখন অধরামৃত ও স্মিত কর্পূর শব্দামৃতের সঙ্গে প্রবেশ করে, এবং ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে ধাবিত হয়, বল দেখি তাহাতে কে মাতোয়ারা না হইয়া থাকিতে পারে? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের যোগ তপস্যা ভাঙ্গিয়া যায়, পতিব্রতা সতীর পাতিব্রত্য নষ্ট হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যায়, লক্ষ্মীদিগকে বলে আকর্ষণ করে; তা' সরলা গোপবালাদিগের দোষ কি? তাঁহাদের গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, লজ্জা. ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হইবে না কেন? তাঁহারা অভিসারিণী হইয়া কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিবেন না কেন?' বলিতে বলিতে চৈতন্যদেব নীরবে সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

জীবতত্ত্ব ও সম্বন্ধবিচার।

ক্ষণকাল পরে স্থৈর্য্যলাভ করিয়া চৈতন্য বলিলেন 'এক্ষণে জীবতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যেমন অখণ্ডচিৎ বা প্রভু চৈতন্য; জীব তেমনি তাঁহার অংশাংশ ক্ষুদ্র বা অনুচৈতন্য। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। সত্ত্বাগত উভয়ে এক হইলেও জীবের প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস। অর্থাৎ তিনি মহান্ প্রভু; মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; তিনি মায়ার অধীশ। আর জীব মায়ার দাস ও মায়াভিভূত। সর্ব্বদাই সে আপন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছে। যতক্ষণ সে মায়াভিভূত, ততক্ষণ কৃষ্ণ যে তাহার প্রভু ও আশ্রয়, তাহা বুঝিতে পারে না, বা ভুলিয়া যায়। মায়া ছাড়িতে পারিলেই সে স্বীয় স্বরূপ ও সম্বন্ধ বুঝিতে পারে।'

সনাতন জিজ্ঞাসিলেন 'এই মায়া বস্তুটা কি? মায়ার প্রবর্ত্তক কে? ও জীব মায়াভিভূতই বা হয় কেন?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'শাস্ত্রকারেরা মায়ার অনেক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতে গিয়া মায়া সম্বন্ধে এতই মতভেদ ও গোলোযোগ করিয়াছেন যে, সহসা তাহা হইতে তত্ত্বনির্ব্বাচন করা বড় কঠিন ব্যাপার। মায়ার সাধারণ অর্থ ভ্রান্তিজ্ঞান। যাহা যা' নয়, তাহাকে তাই জ্ঞান করা। যেমন শরীরে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র, এই জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। এই ভ্রম জ্ঞানের প্রবর্ত্তক কে? ঈশ্বর? না—তা' বলিতে পারি না। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরম কারুণিক, তিনি কেন ইচ্ছা করিয়া মানুষকে ভ্রমে ফেলাইবেন? তবে কথা এই, পূর্ণপুরুষ পূর্ণ শক্তিতে বিশ্ব সৃজন করেন নাই। এই লীলাকে এইরূপ করিবার জন্য যতটুকু শক্তিই বল, আর ইচ্ছাই বল, প্রয়োজন হইয়াছিল, বিনিয়োগ করিয়াছেন মাত্র! এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে শ্রেয়োমার্গে চলিবার জন্য উপদেষ্টা, শাস্ত্র ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক দিয়াছেন। মানুষ যদি জানিয়া শুনিয়া গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও আত্মা বা বিবেকের কথা না শুনিয়া মোহের পথে যাইতে চায়, সে কাহার দোষ? মানুষের দোষ নয় কি? তবেই দেখ, মায়ার প্রবর্ত্তক মানুষ নিজেই কি না?'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'পূর্ণ পুরুষ অপূর্ণ শক্তিতে সৃষ্টিলীলা না করিলে ত মায়ার উৎপত্তি সম্ভবিত না। এক হিসাবে তাঁহাকেই ত মায়ার প্রবর্ত্তক বলিতে হয়।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'তা, বটে; সৃষ্টিলীলাই ত মায়া বা অপূর্ণ শক্তির কার্য্য। কিন্তু সনাতন! দেখ, কৃষ্ণ তথাপি কেমন দয়াময়! জীব তাঁহাকে চিরদিন ভুলিয়া না থাকে, এ জন্য বেদপুরাণাদি অশেষ শাস্ত্র, শুক নারদ প্রভৃতি অগণ্য উপদেষ্টা দিয়াছেন ও সর্ব্বোপরি বিবেক শক্তিতে চৈত্ত্য গুরুরূপে স্বয়ং প্রতিনিয়ত প্রকাশমান থাকিয়া আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন।

'মনে কর কোন পিতা অনেক ধন ঘরে পুঁতিয়া রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পুত্র তাহা জানিতে না পারিয়া খুব দারিদ্রে পড়িল। এমন সময়ে সর্ব্বজ্ঞ গণক আসিয়া তাহাকে বলিল যে, তাহার ঘরে পিতৃত্যক্ত অনেক ধন আছে। সে ব্যক্তি তখন সমস্ত ঘর খুঁড়িয়া ধনের উদ্দেশ করিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি পাইল না। তখন সেই দয়ালু দৈবজ্ঞ বলিলেন, 'দক্ষিণ দিকে খুঁড়িও না, ভীমরুল বোল্‌তা আছে, দংশন করিবে; পশ্চিমে যক্ষ আছে; এবং উত্তরে কৃষ্ণ অজাগর আছে। পূর্ব্বদিকে অল্প মাটী তুলিলেই ধন পাইবে।' সেইরূপ সাধুগুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় মানুষ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগমার্গ ছাড়িয়া ভক্তি পথে গেলেই মায়া ছাড়িয়া অমূল্য প্রেমধন পাইয়া থাকে। যেমন ধন লাভের ফল সুখ ভোগ, তেমনি প্রেমলাভের ফল কৃষ্ণসম্ভোগ। মায়াত্যাগ প্রেমের সাক্ষাৎ ফল না হইলেও কৃষ্ণসম্ভোগ সুখোদয়ে মায়া আপনি ছাড়িয়া যায়। অপূর্ণ শক্তির আধার জীবকে মায়ার দাস করিয়াও ভগবান্ তাহাকে উহা হইতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দয়া করিয়া কেমন উপায় সকল করিয়া দিয়াছেন! জীব অনুচৈতন্য ও কৃষ্ণদাস; সে যখন তাহার প্রভু চৈতন্যকে জানিতে পারে, তখনই তাহার সম্বন্ধ তত্ত্বের অভিজ্ঞতা জন্মে।

'মোটের উপর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে কথা এই দাঁড়াইতেছে যে, এক ভগবৎসত্ত্বা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই সত্ত্বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। যে অবস্থায় তিনি মায়াতীত স্বরূপ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, সেই অবস্থায় তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। যখন স্বাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহতত্ত্ব ও নানা অবতারগণ। ইহারা মায়াতীত হইয়াও স্বরূপ শক্তির ন্যূনতা হেতু অপূর্ণ। আর যখন এই তত্ত্ব বিভিন্নাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তখনই তিনি জীব। এই জীব দুই প্রকার। নিত্য-মুক্ত। তাঁহারা কৃষ্ণের লীলার সহায় ও পারিষদ্। দ্বিতীয় বদ্ধজীব, মায়ার দাস। কৃষ্ণের কৃপায়, সাধু ও শাস্ত্রের প্রসাদে ও চৈত্যগুরু বিবেকের উপদেশে ইহারা মায়ামুক্ত হইয়া ভক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম পাইবার অধিকারী।

এখন বলি, মায়াও দুই প্রকার। পূর্ণ পুরুষ পূর্ণশক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে লীলা প্রকাশ করায় যে অপূর্ণ জ্ঞান জন্মে, তাহাকেও এক প্রকার মায়া বলা যাইতে পারে। এ মায়া জীবের সত্ত্বাগত। ইহাতে জীব, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন জানিয়াও আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও সেবকত্ব অনুভব করে। ইহা জীবপ্রকৃতি হইতে অপনীত হইবার নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মায়া জীবের স্বকর্ম্মার্জ্জিত। ইহাকে মোহ বা ভ্রমজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা শাস্ত্র, গুরু, ও ভগবানের কৃপায় অপনীত হইলে জীব কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে।'

অভিধেয় তত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তত্ত্ববস্তু নির্ণীত হইলে এবং জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে, সম্বন্ধতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে উপায়ের দ্বারা এই সম্বন্ধের অনুশীলন হইয়া জীব আপনার অভীপ্সিত প্রাপ্য কি, জানিতে পারে, তাহার নাম অভিধেয়। সোজা কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মুখ্য উপায়কেই অভিধেয় বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা যে জীবের গত্যন্তর নাই, তাহা জননী রূপা কি শ্রুতিগণ, ভগিনীরূপা কি স্মৃতি সকল, আর ভ্রাতৃ স্বরূপ কি পুরাণাদি, একবাক্যে বলিয়া দিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ নানাপ্রকার উপায়কে ভজনের মুখ্যপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বর্ণাশ্রমাচরণে, কেহ কর্ম্মযোগকে, কেহ জ্ঞানপথকে, কেহ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভকে, এবং কেহ বা ভক্তিমার্গকে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে সুচতুর সাধক কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ পথ, বিচার করিয়া লইবেন। পরন্তু শ্রদ্ধা না জন্মিলে ভজনারম্ভ হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার যেমন অধিকার বা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহার সাধনপথও তদনুসারে উন্মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা বা অধিকার ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম, এবং অধম। যিনি শাস্ত্র যুক্তির সহিত স্বীয় বিশ্বাস মিলাইয়া অভিলষিত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাসী, তিনি উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্র যুক্তি জানেন না, অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যাঁহার কেবল শ্রদ্ধা, তিনি নিকৃষ্ট অধিকারী। সমস্ত অধিকারীগণের একই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া যিনি যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন; তাহাতে কোন ফল হইতে পারে না। আর ভগবদুপাসক কোন বিশেষ পথ অবলম্বন না করিলেও পূর্ণ মনোরথ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সে যাহা হউক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি? একবার বিবেচনা করা যাউক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, চারি বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষুক, এই চতুরাশ্রমের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমীগণ ভগবান্‌কে না ভজিয়া যুগযুগান্ত নির্দ্ধারিত নিয়ম প্রতিপালন করিলেও মায়ামোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মযোগ। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমের কর্ম্মানুষ্ঠান ও যত কিছু সাধুকর্ম্ম, এ সকলকেই কর্ম্মসংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। কর্ম্ম থাকিলেই তাহার কর্ত্তা থাকিবে; এবং কর্তৃত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে অহং জ্ঞান থাকা অনিবার্য্য। 'এই সমুদায় সাধুকর্ম্ম আমি করিতেছি,' এবম্প্রকার অহংকারজনিত কর্ম্মকে কখনই ভগবল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলা যাইতে পারে না। তাহাতে লাভই বা কি? লাভের মধ্যে পুণ্যের বাসনা লইয়া কর্ম্ম করায় পুণ্যসঞ্চয় হইয়া স্বর্গসুখাদি ভোগ হইতে পারে; এবং ভোগান্তে আবার যোনিভ্রমণ করিতে হয়। তাহার পর জ্ঞান। বেদবেদান্তাদি ভূরি ভূরি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাহারা মনে করে, 'আমরা জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত', তাহাদের সকল শ্রম, তণ্ডুল লাভার্থে তুষাবঘাতীদের ন্যায় কি বৃথা হয় না? অহঙ্কার যুক্ত শুষ্ক জ্ঞানে কি বাক্য মনের অতীত, সকল জ্ঞানের অতীত বস্তুকে ধরিতে পারা যায়? মানবীয় জ্ঞানের সীমাই বা কতটুকু? তদ্দ্বারা কি অসীম অনন্ত জ্ঞান তত্ত্ব আয়ত্ত হইতে পারেন? সসীম অসীমকে জানিবে কি প্রকারে? আর অসীম যিনি, তিনিই বা সসীম ক্ষুদ্র মানুষের ভ্রান্তি-জ্ঞান-লব্ধ তত্ত্বকে বিচার করিবেন কিরূপে? তাহার পর নির্ব্বিকল্প সমাধি। 'সোঽহং' বা আমিই ব্রহ্ম, এই সাধনা কি বিড়ম্বনার জন্য নয়? জীবপ্রকৃতি কি কখন ঈশ্বরপ্রাপ্তি লাভ করিতে পারে? অথচ নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষ্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সোঽহং জ্ঞানলাভ। কিন্তু এই সকল সাধন যখন সুকোমল ভাবমুকুল ফুটাইয়া দিবার সাহায্য করে, তখনই তাহাদের সার্থকতা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যখন ভগবদ্ভজনের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া সুকোমল শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়; কর্ম্মযোগ যখন কর্ম্মভোগের জন্য না হইয়া ভগবৎসেবার সাহায্য করে; নিজের ভোগ সুখের, বা স্বর্গ ভোগের বাঞ্ছা ছাড়িয়া ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়; ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া যখন সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পিত হয়; নিরঞ্জন ব্রহ্মজ্ঞান যখন ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপনার সাহায্য করে; নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার নিরুপাধি সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিয়া হৃদয়ের ভাব-কলিকা সকল ফুটাইয়া দেয়; যোগ যখন 'সোঽহং' উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইয়া সেই আত্মারামের নির্ম্মলজ্যোতি আত্মায় বিকীর্ণ করাইয়া ভক্তি উন্মীলনের সাহায্য করে; তখনই তাহারা সার্থক। তখন ত জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, এরূপ নাম ভেদ থাকে না, সবই যে ভক্তিময় হইয়া যায়।

'আর ইহাও বলি যে, আত্মারাম মুনি সকলও ভগবানে ভক্তি করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। তবেই দেখ, বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী, বা অন্যকামীগণও গাঢ় ভক্তি-যোগে যদি একবার 'হে প্রভো! আমি তোমারই' বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার চরণলাভে সমর্থ হয়। ধ্রুব স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভক্তিলাভ সহজে হয় না। ভগবানের কৃপায় বহুকালে লাভ হইয়া থাকে। তখন স্বয়ং প্রভু অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ও বাহিরে আচার্য্যরূপে তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তখন সাধকের সাধুসঙ্গ করিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। সনাতন! সাধুসঙ্গের গুণ আর কত বলিব? সাধুসঙ্গ লাভে সর্ব্বানর্থ নষ্ট হইয়া সিদ্ধিলাভ হয়।'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাধু কি প্রকারে চেনা যায়?'

শ্রীচৈতন্য। সাধুতে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যকেই সার করিয়াছেন, সর্ব্বত্র সমদর্শন, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, অকাম, নিরীহ, স্থির, রিপুজয়ী, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী, এবং সর্ব্ব-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। এমন সাধুসঙ্গ পাইলে ত হয়!'

সনাতন জিজ্ঞাসিলেন 'কাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য। অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মাভিমানীগণের ও অভক্ত জনের, স্ত্রীসঙ্গে অনুরক্ত জনের এবং যাহারা ঐরূপ লোকের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। অগ্নিদাহমধ্যে লৌহপিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাচ এরূপ লোকদিগের সহিত একত্র বাস করা উচিত নয়। তবেই দেখ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ না লইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই। অকিঞ্চন শরণাগত হইতে হইবে; তাহা যেন মনে থাকে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'শরণাগত ব্যক্তির লক্ষণ কি ?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎসেবার অনুকূল বিষয়ে সংকল্প, প্রতিকূল পরিত্যাগ, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তিনি রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তাঁহার কার্য্যে আত্ম-বিসর্জ্জন ও তাঁহাতে নিষ্ঠামতি, এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ। শুন সনাতন! এইরূপে সাধু-সঙ্গ ও শরণাগতি লাভ হইলে সাধন ভক্তির আরম্ভ হইয়া থাকে। স্বভাবজ-স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি ভাব মানবান্তরে নিহিত আছে, সেই গুলিকে উদ্দীপন করার নামই সাধন। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্দ্বারা এই সকল ভাব সাধিত করিতে পারা যায়, তাহারই নাম সাধন ভক্তি। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তাহার ক্রিয়া। প্রেম তাহার ফল। মনে ভাবিও না যে, কৃষ্ণপ্রেম সাধনার যোগ্য। সাধন করিয়া কেহ সে প্রেম পাইতে পারে না। উহা নিত্যসিদ্ধ হইয়া মানবা-ন্তরে রহিয়াছে। চিত্ত পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যোগে তাহা উদয় হয় মাত্র। দর্পণের ময়লা নিষ্ক্রান্ত হইলে উহাতে প্রতিবিম্ব যেমন আপনা হইতেই দেখা যায়, সেইমত। এই সাধন ভক্তি দুই প্রকার; এক বৈধীভক্তি, অপর রাগানুগা। অনুরাগবিহীন ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রাজ্ঞায় যে সাধন করেন, তাহারই নাম বৈধী ভক্তি। গুরুপদাশ্রয় প্রভৃতি ইহার চৌষট্টিটী অঙ্গ আছে। তাহার মধ্যে স্বধর্ম্মী ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, * এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা, এই পাঁচটী প্রধান। এই সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে কেহ এক, কেহ বা বহু অঙ্গ সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। যেমন ভগবানের গুণলীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ সেবায়

* ভাবনাদ্বারা ভগবান্‌কে সমীপস্থ জ্ঞান করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনে মগ্ন হওয়ার নাম মথুরাবাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু রাজা, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে পবন তনয়, সখ্যে অর্জ্জুন, এবং আত্ম-নিবেদনে বলি রাজা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আর অম্বরীষাদি বহু অঙ্গ সাধন করিয়াছিলেন। কামনা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাজ্ঞায় ভক্তিসাধন করিলে সাধক কখন পাপাচরণ করিতে পারেন না; প্রমাদ বশতঃ করিলেও অন্তর্যামী হরি তাঁহার অন্তরে থাকিয়া সংশোধন করিয়া দেন। এক্ষণে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ কর। অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ বা অনুরাগ। রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা, ও আবেশ বা লোভই, ইহার প্রাণ। কেবল ব্রজবাসী জনেই উহা সুস্পষ্ট বিরাজমানা। বৃন্দাবন লীলায় ইহার প্রকাশ; ললিতাদি সখীগণই ইহার অধিকারিণী ও শ্রীমতী রাধিকাই ইহার একমাত্র সম্ভোগত্রী। যে সব সাধক ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া রাগাত্মিকার অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তিকে রাগানুগা বলা যায়। তাঁহারা শাস্ত্র, যুক্তি, কিছুই মানেন না। রাগানুগা ভক্তির অনুসরণকারী সাধকের সাধন দুই প্রকার; বাহ্য ও অন্তর। বাহিরে সাধকদেহেতে বৈধী ভক্তি সাধনের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গ আচরণ করা এবং অন্তরে ব্রজভাবের কোন একটী সখী, সখা, বা পিতামাতাকে, নিজ আদর্শ স্থানে রাখিয়া ও সেই আদর্শ ব্যক্তির সিদ্ধ-দেহ পাইয়াছেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই ভাবে কৃষ্ণ সেবা করা। ইহা কিন্তু অন্যের অগোচরে খুব গোপনে করিতে হইবে। এই সাধনে ভক্ত ভগবানকে পতি, পুত্র, সুহৃদ, মনে করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে এই অভিধেয় তত্ত্ব বলিলাম।'

প্রয়োজনতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ; চারিটী পুরুষার্থ বা অভীপ্সিত বস্তু শাস্ত্রে নিরূপিত থাকিলেও জীবের যথার্থ প্রয়োজন প্রেমে; উহাই তাহার লক্ষ্য, উহাই তাহার প্রাপ্য এবং উহাই তাহার নিয়তি। দৃঢ় অধ্যবসায় ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভক্তিসাধন করিতে পারিলে কালে উহা লাভ হইতে পারে। ভক্তিসাধনের প্রথম সোপান হইতে ক্রমে ক্রমে যেরূপে প্রেমলাভ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি শুন।

'ভগবানের কৃপায় যখন জীবের সৌভাগ্য উদয় হয়, তখনই তাঁহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নায়করত্ন এবং পরাপ্রকৃতি মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নায়িকা। তাঁহাদের লইয়াই প্রেমলীলা। অন্য নায়ক নায়িকাকে কল্পনা করিলেও মহাপাতক হয়। গুণাধার কৃষ্ণের অনন্ত গুণ; ও ভাব-ময়ী রাধার অনন্ত গুণ। জীবে যে সকল গুণের অতি সামান্যাংশ অপরি-স্ফুট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানে সেই সকল গুণ অনন্ত ও পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। লীলাবিহারীর রসলীলা তাইতে এত মধুর! পূর্ব্বে রূপকে আমি এই সব তত্ত্ব শিখাইয়া ভক্তি প্রচার করিতে বলিয়াছি। তুমিও এই সব তত্ত্ব লিখিয়া রাখ, সময়ে বৃন্দাবনে বসিয়া প্রচার করিও। এই পর্য্যন্ত প্রয়োজন তত্ত্ব।'

সনাতন অতি দীনভাবে গৌরের চরণ ধরিয়া বলিলেন 'আমি অতিনীচ মূর্খ, কুবিষয় গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দেবাদির দুর্ল্লভ কত তত্ত্বই শিখাইলে। কিন্তু তোমার কৃপা ভিন্ন ত এ সকল তত্ত্ব আমার স্ফুর্ত্তি পাইবে না। আমার মাথায় চরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ সব কথা আমি যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হই।'

শ্রীচৈতন্য সনাতনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন 'শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এ সব তত্ত্ব তোমাতে স্ফুরিবে, স্ফুরিবে।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারাম শ্লোকার্থ।

গৌড়রাজসচিব শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'শুনিয়াছি পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট তুমি ভাগবতীয় 'আত্মরাম' শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিয়া শুনাইয়াছ। কৃপা করিয়া সেই সব ব্যাখ্যা আমাকে শুনাইলে কৃতার্থ হই।'

শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর করিলেন 'আমি পাগল, ভট্টাচার্য্যের নিকট কি পাগলামি করিয়াছিলাম, মনে নাই। ভট্টাচার্য্য বুঝি সে সব কথা সত্য মনে করিয়া লইয়াছেন? আচ্ছা দেখি, তোমার সঙ্গবলে কিছু অর্থ স্ফুর্ত্তি হয় কি না। সহজে আমার মুখে কোন ব্যাখ্যা স্ফুর্ত্তি হয় না; ভক্তের সঙ্গে ও শক্তিতে যাহা কিছু বলিতে পারি। শ্লোকটী এই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।'

'আত্মা' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, ও স্বভাব। এই সকলে যাঁহারা রমণ অর্থাৎ সুখে অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই আত্মারাম। 'মুনি' শব্দে মননশীল; যথা তপস্বী, ব্রতী, যতী ও ঋষি মুনি।

'নির্গ্রন্থাঃ' অর্থ যাঁহাদের অবিদ্যা বা মায়াজনিত গ্রন্থি নাই। শাস্ত্রাদি জ্ঞান বিহীন, মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী ও নির্দ্ধনকেও নির্গ্রন্থা বলা যাইতে পারে।

'উরুক্রম' বলিতে যাঁহার বৃহৎ ক্রম। 'ক্রম' শব্দে পাদবিক্ষেপ, শক্তি, কল্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যিনি বিভু-রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, মায়া-শক্তিতে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃজন করিতেছেন ও মাধুর্য্যশক্তিতে পর-ব্যোমে ও গোলোকাদিতে লীলা করিতেছেন।

'কুর্ব্বন্তি' পদ পরস্মৈপদী, এই জন্য যে উপাসনার ফল ভগবানে অর্পণ।

'অহৈতুকী' শব্দে বাঞ্ছান্তর রহিত। ভুক্তি অর্থাৎ অনন্ত ভোগ, অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও পঞ্চ প্রকার মুক্তির বাঞ্ছাশূন্য।

'ভক্তি' শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি। রতিভেদে প্রেমভক্তি আবার নয় প্রকার।

'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, রসস্বরূপ, পূর্ণানন্দময়। কৃষ্ণের সৎ, চিৎ, আনন্দ, রূপের গুণ অনন্ত। অনন্তগুণে বিশ্ব-চরাচর স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ।

'হরিঃ' শব্দের নানার্থের মধ্যে দুইটী প্রধান। প্রথম, যিনি অমঙ্গল হরণ করেন; দ্বিতীয়, যিনি প্রেম ও করুণা দানে প্রাণ মন হরণ করিয়া লয়েন। অমঙ্গল হরণ প্রথমাবস্থায়, প্রাণ মন চুরি করা শেষাবস্থায়। তাঁহাকে যে স্মরণ করে, প্রথমে তাঁহার তিনি সর্ব্ববিধ তাপ ও অবিদ্যান্ধকার নাশ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি দেন। তাহা হইতে ক্রমে প্রেম প্রকাশ করিয়া শেষে তাহার আত্মা প্রাণ মনাদি হরণ করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন।

'অপি' ও 'চ' দুই অব্যয় পদ; যেখানে যে অর্থ খাটে, তাহা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার একটু শ্রদ্ধা জন্মে। বিশ্বাস ও পবিত্র ভাবে ভগবচ্চরিত্র শুনিবার বা জানিবার যে ইচ্ছা, তাহার নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ লাভের বাসনা জন্মে। তখন জীব সাধুসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার গুণলীলা শুনিতে ভালবাসে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ও তাঁহার গুণ লীলা শুনিতে শুনিতে আপনা হইতেই সাধনের দিকে মন যায়। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দনা, প্রভৃতি সাধনাঙ্গের অনুশীলন আরম্ভ হয়। সাধনের এমনই স্বভাব যে অনুশীলন করিতে করিতে নিজের পাপের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কেন, তা' জান? তাঁহার গুণ চরিত্র শুনিতে শুনিতে, বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে, একটা জীবন্ত পবিত্র আদর্শ অন্তশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই আদর্শ-দর্পণে নিজের চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার মলিনতা, পাপ, আবর্জ্জনা, চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। ক্রমে অভ্যস্ত পাপ ছাড়িতে মন হয়, রিপুসংযমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হয়, শম, দম, তিতিক্ষা, শিক্ষা হয়; সংসারাসক্তির বন্ধন শিথিল হয় এবং সকল প্রকার অনর্থ দূরীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থার আসিলে সাধকের মনে নিষ্ঠা জন্মে। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ও পবিত্রতা সহকারে সাধনপথে অবিচলিত থাকার নাম নিষ্ঠা। এতদিন ভাসা ভাসা; আল্‌গা আল্‌গা ভাব ছিল, এখন আর তাহা থাকে না। নিষ্ঠার পর যে ভাব সোপানে উঠিতে হয়, তাহার নাম রুচি। এতদিন যাহা রোগীর তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে অনুষ্ঠিত হইত, সেই শ্রবণাদি এখন সুখময় হইয়া দাঁড়ায়। সাধন এখন প্রীতিকর ও সুখকর হইয়া জীবনের অন্নপান হইয়া যায়। তাহার পর আসক্তি জন্মে। নেশাখোরের নেশা খাওয়ার মত শ্রবণ কীর্ত্তন না হইলে আর প্রাণ বাঁচে না। আসক্তি যখন প্রগল্‌ভা আকার ধারণ করে; অর্থাৎ যখন এমন অবস্থা হয়, যে অবস্থায় ভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিতে কি শুনিতে ভাল লাগে না; তাঁহার কাজ ভিন্ন অন্য কাজে মন বসে না, চক্ষু অন্য রূপ দেখিতে চায় না; মন অন্য চিন্তা করিতে ভালবাসে না; কেবলই তাঁহার কথা কহিতে, শুনিতে, তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, যেখানে তাঁহার কথা হয়, সেখানে থাকিতেই মন চায়; যে তাঁহার কথা বলে, তাঁহাকেই ভাল লাগে; তখন হৃদয় মধ্যে নানা সুকোমল ভাব কুসুম ফুটিয়া উঠে। জোয়ারের জলে যেমন পূর্ব্বের পঙ্কিল মাটি ধুইয়া গিয়া নবশক্তিশালিনী উর্ব্বরা পলি মাটী পড়িয়া থাকে; তেমনি সুভাবের তরঙ্গে কুভাব সব চলিয়া যায়; হৃদয় বিশুদ্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাকে পণ্ডিতেরা ভাবোৎপত্তি, রত্যঙ্কুর, বা প্রীত্যঙ্কুর, বলিয়া থাকেন। যে ভাষাই দেওনা কেন, বস্তু এইরূপ।

'পলিমাটীর পর পলি পড়িয়া যেমন পুরু হয়; আর পূর্ব্বের পচা মাটী থাকে না; কুসুম সুঘ্রাণের লেপের পর প্রলেপ দিলে যেমন ঘন হয়, তেমনি যখন হৃদয়ে ভাবের পর ভাব, তাহার উপর ভাব পড়িয়া পড়িয়া জমাট হইয়া যায়, তখনই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে। ভাব বা রতি এবং প্রেম, কাছা-কাছি হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। উভয়ের প্রকৃতি এবং বিকাশ দুই বিভিন্ন।'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরূপ প্রভেদ? ভাঙ্গিয়া বলুন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যাঁহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহাতে এই সব লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তিনি চির ক্ষমাশীল; মারিয়া ফেলিলেও নীরবে সহ্য করেন ও শত্রুকে ক্ষমা করেন। শারীরিক, মানসিক, কোন ক্ষোভেই তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। যেমন রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক-দংশনে নিকটে মৃত্যু জানিয়াও ভীত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া অমাত্যবর্গকে হরি-গাথা গান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ভগবন্নামগানে ও ভগবৎ সেবায় নিরন্তর রত থাকেন। দিবানিশি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া এবং শরীর দ্বারা সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন্ না, এবং অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াও কিছু করা হইল না, মনে করেন। তাঁহার বিষয় বাসনা ও ভোগ-কামনা থাকে না। তাহার সাক্ষী মহারাজ ভরত, যখন ভোগ লালসা অত্যন্ত বলবতী হয়, সেই যৌবন কালেই অন্যের অভিলষণীয় ও দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য, ভগবানের জন্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবিনয়ী ও নিরভিমানী হন্। মহারাজ ভরত শত্রুদিগের গৃহে ভিক্ষা যাজ্ঞা করিতে ও অতি অন্ত্যজদিগকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে অপমান বোধ করেন নাই। তাঁহার প্রাণে কখন নিরাশা আসে না, অপিচ ভগ-বান্‌কে নিশ্চয়ই পাইবেন, এই আশা সুদৃঢ় বদ্ধমূল হয়। ভগবানের মিলনাশায় তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্ত বিল্বমঙ্গল তাহার সাক্ষী। তিনি মিলনাশায় কি না করিয়াছিলেন? মিলনের বিঘ্ন-কারী চক্ষুরত্নও উৎপাটিত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার নাম-গুণগানে রুচি ও অত্যন্ত আসক্তি জন্মে এবং কৃষ্ণলীলার স্থানে বসতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। বালিকা রাধা সুমধুর স্বরসংযোগে যখন কৃষ্ণনামাবলি কীর্ত্তন করিয়া নীলোৎপল সদৃশ নয়ন দিয়া মুক্তাবলির ন্যায় অশ্রুবিন্দু ফেলিতেন, তাহা দেখিলে কাহার প্রাণ না বিদীর্ণ হইত? বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'হে প্রভো! তোমার সকলই মধুর; তুমি মধুর হইতেও মধুর, বড়ই মধুর' বলিয়া যে কাঁদিতেন, তাহাতেই নামাসক্তির প্রভাব বুঝা যাইতে পারে। ভাবাঙ্কুর বিকাশের চিহ্ন এই সব। এখন প্রেম বিকাশের কথা বলি শুন।'

সনাতন 'বলুন' বলিলে শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন 'যাঁহার হৃদয়ে নবপ্রেমা উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্য, চেষ্টা, ভাব, ভজন, সকলই লোক বুদ্ধির অতীত। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন গান করেন, কত কি বলেন, নৃত্য করেন, মৌনী হইয়া থাকেন, আবার কখন অত্যন্ত চীৎকার করেন; লোকে কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত মনে করে। প্রেম যেমন সুকোমল, নির্ম্মল, ও স্নিগ্ধ; তেমনি মহামাদক, উগ্র এবং উত্তপ্ত। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই তাহার এক বিন্দু পান করিয়া থাকেন।'

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রেমের ও রতির কি বৃদ্ধি নাই? যদি থাকে, তবে তাহারা বাড়িয়া যে যে ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশ করে, তাহা বর্ণন করুন।'

শ্রীচৈতন্য। মূল ইক্ষুরস নির্ম্মল হইতে হইতে যেমন গুড়, খণ্ড, শর্করা, মিছরি, বিশুদ্ধ মিছরি, রূপে পরিণত হইয়া আস্বাদনের উৎকর্ষতা লাভ করে, তেমনি প্রেম বৃদ্ধি পাইয়া ঘনীভূত হইয়া স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব, ও মহাভাবে, পর্য্যবসিত হইয়া প্রেমিকের হৃদয়ে বিভিন্ন আস্বাদ উদ্দীপিত করে। পূর্ব্বে যে রতির কথা বলিয়াছি, সাধনা ও অধিকারী ভেদে তাহা পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। এই পাঁচ রসের বিষয় পূর্ব্বে প্রয়াগে তোমার ভাই রূপকে বলিয়াছি; তাহা আর পুনরুল্লেখ করিব না। তবে সেই পাঁচ রসের স্থায়িভাবকে যে পাঁচটী রতি বলে, তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। শান্তরসের শান্ত রতির বৃদ্ধির সীমা প্রেম পর্য্যন্ত; তাহা আর বাড়ে না। সনক সনাতন প্রভৃতি শান্ত রসের উক্ত। তাঁহাদের রতি বাড়িয়া কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহার উপর যায় নাই। দাস্য রতি বাড়িয়া রাগ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, আর উঠে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কৃষ্ণসারথি দারুকাদির রতি প্রেমের উপর এক সোপান উঠিয়া রাগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাইতে দেখিতে পাওয়া যায় সেবক প্রভুকে স্নেহ ও প্রণয় বা অবস্থা বিশেষে অভিমানও করিতে পারেন। সখ্য ও বাৎসল্য রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু একমাত্র মধুর রতিই কেবল ভাব মহাভাবে উঠিয়া চরম সীমা পাইতে পারে। অন্য রতিতে তাহা সম্ভবে না। এ রতিতে ভক্তের ভগবানের উপর স্নেহ, মান, প্রণয়, কোপ, সকলই হইতে পারে। শান্ত ও দাস্য রতির কেবল দুইটী মাত্র প্রকার ভেদ; যোগ ও বিয়োগ। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের অনন্ত বিভেদ ও অনন্ত বৈচিত্র। মধুর রতি মহাভাবে পরিণত হইলে প্রধানতঃ উহাতে দুইটী বিভেদ হয়, রূঢ় ও অধিরূঢ়। দ্বারিকালীলায় মহিষী-দিগের রূঢ় ও ব্রজলীলায় গোপীদিগের অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার। সম্ভোগাবস্থায় মদন ও বিরহাবস্থায় মোহন নামে খ্যাত। মদনে স্পর্শ চুম্বনাদি অনেক বৈচিত্র। কিন্তু মোহনে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প, দুইটী মাত্র প্রকার ভেদ। ভ্রমরগীতার দশটী শ্লোকে শ্রীরাধার যে দশদশা বর্ণিত হইয়াছে; তাহা চিত্রজল্পার চিত্র। উদ্‌ঘূর্ণা ভাবে বিরহ চেষ্টায় যে প্রেম বৈচিত্র জন্মে, তাহার নাম দিব্যোন্মাদ। এই বিরহভাবে সাধক সর্ব্বত্র ভগবৎস্ফুর্ত্তি লাভ করেন। এমন কি আপনাকেও কৃষ্ণ বলিয়া মনে ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

'শুন সনাতন! এই সব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব। এ ভাব পাইলে ভক্তের সুখের সীমা থাকে না। কিন্তু এই সব ভাবে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী, চারিটী সাময়িক ভাব মিলিত হয়, তাহা হইলে যে কি অপূর্ব্ব রস উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। দধিতে যেমন খণ্ড, কর্পূর, মরিচ, ও লবণ, মিশাইয়া রসালা নামে অমৃতরস প্রস্তুত হয়, তেমনি। বিভাব দুই প্রকার; আলম্বন ও উদ্দীপন। প্রেমের বিষয় ভগবদ্দর্শনাদি, আলম্বন ও বংশীস্বরাদি শ্রবণ, সাময়িক উদ্দীপন। প্রিয়তমের হাস্য ও নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণে অনুভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে। অঙ্গ-স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকের মধ্যে পরিগণিত। ও নির্ব্বেদ হর্ষাদি, তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব ব্যভিচারী। এই সমস্তের আংশিক বা পূর্ণ মিলনে কি মনোহর রসলীলাই উৎপন্ন হইয়া থাকে! কিন্তু সনাতন! রসের আলম্বন, নায়ক নায়িকা ও আশ্রয়, ভক্ত। আলম্বন ও আশ্রয় ভিন্ন রসলীলা হয় না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। 'চ' শব্দ একতর প্রাধান্যে, সমূহার্থে, ইতরেতর যোগে, সংযোগার্থে, যত্নে, পাদপূরণে, ও অবধারণে, ব্যবহৃত হয়। আর 'অপি' শব্দ সম্ভাষণা, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়া সম্পাদন অর্থে, প্রযুক্ত হয়। শ্লোকের একাদশ পদের এই বিভিন্নার্থ। এক্ষণে যাহার যে অর্থ যেখানে লাগে, তাহা দিয়া শ্লোকের যত প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য সহকারে শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। তাঁহাতে তিনি দেখাইলেন যে, কি ব্রহ্মোপাসক, কি পরমাত্মার উপাসক ও কি ভগবানের ভক্ত, জ্ঞানপথেই হউক, যোগ ভক্তি কি কর্ম্মপথেই হউক, অকামী হউন, মোক্ষকামীই হউন, কি সর্ব্বকামীই হউন, সাধুসঙ্গের গুণে ও ভগবানের কৃপায় কামাদি দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৈতব, আত্মবঞ্চনা, এবং মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মোপাসক ত্রিবিধ; সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত, ও ব্রহ্মলয়। আত্মোপাসক ত্রিবিধ; মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, ও প্রাপ্ত-স্বরূপ। ও যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, ও প্রাপ্তসিদ্ধ, তিন প্রকার যোগী। এ সকলকে শেষে শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লইতে হয়। ইহাদের কথা দূরে থাকুক, সামান্য জীবগণ, ম্লেচ্ছাদি, কদাচারী ও পাপাচারীগণ; এমন কি স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী, সকলেই সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণ কৃপাগুণে ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। কেহই তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় না। ব্রহ্মাদি দেবগণও এই অহৈতুকী ভক্তির জন্য লালায়িত। অতঃপর শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বহু প্রশংসা করিয়া তাহার সদর্থ সনাতনকে শিক্ষা দিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিলেন।

তখন সনাতন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন 'আপনি যে সব তত্ত্ব আমাকে শিখাইয়া গ্রন্থকারে বর্ণন করিতে বলিলেন; আমার ভয় হইতেছে, আমা হইতে তাহা সম্পন্ন হইবে না। অতএব কৃপা করিয়া ভবিষ্যৎ গ্রন্থ-নিচয়ের সূত্র করিয়া দিউন।' শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'তোমা দ্বারাই কৃষ্ণ সব কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবেন, তাহাতে কোন আশঙ্কা করিও না। তথাচ তোমার সন্তোষার্থ আমি কোন কোন গ্রন্থের সূত্র করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া গৌরচন্দ্র শ্রীমুখ হইতে কতক সূত্র রচনা করিয়া দিলেন। সনাতন গোঁসাই তাহা লিখিয়া লইলেন।

দুই মাস ধরিয়া শ্রীচৈতন্য সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী গোষ্ঠিতে।

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ পরিহার করিতেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ পরমহংসগণ একে সর্ব্বদাই তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত, তাহাতে উহাদের সভাতে গর্ব্বপূর্ণ আত্মশ্লাঘা ভিন্ন কোন সৎপ্রসঙ্গ হইত না, এই জন্যই চৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন না। পরমহংসগণ ইহাতে অপমানিত জ্ঞান করিয়া পূর্ণমাত্রায় তাঁহার নানাবিধ নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও মহারাষ্ট্রী বিপ্র সেই সব নিন্দাবাদ শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া একদিন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন 'আর সহ্য হয় না; তোমার নিন্দা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ ও প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে।' শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিলেন। এমন সময়ে একটী ব্রাহ্মণ হঠাৎ সেখানে আসিয়া গৌরকে বলিতে লাগিল 'আজ আমি কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া যদি একবার পদধূলি দেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আপনি সন্ন্যাসীসভায় যান না, তা' জানি। তবুও যদি আমাকে কৃপা করেন, বড়ই অনুগৃহীত হই।' এরূপ নিমন্ত্রণ গৌরচন্দ্র কতবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এবারে কিন্তু করিলেন না। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কেন করিলেন, পরে প্রকাশ হইবে।

ব্রাহ্মণগৃহে মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসীদিগের সভা বসিয়াছে। কাশীর সমস্ত দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও পরমহংসই সে সভায় আসীন। সকলের অগ্রণী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ স্বামী মধ্যে বসিয়া প্রগল্‌ভতা সহকারে বেদান্ত আলোচনা করিতেছেন; চৈতন্যদেব এমন সময়ে উপনীত হইয়া পাদপ্রক্ষালনান্তে সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার করিয়া নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। প্রকাশানন্দ গৌরকে মৌখিক সম্মান করিয়া বলিলেন 'শ্রীপাদ গোঁসাই! এদিকে আসুন, নীচে কেন বসিলেন?' গৌরচন্দ্র বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন 'আমি অতি হীন সম্প্রদায়, আপনাদের সঙ্গে বসিবার উপযুক্ত নই।'

তখন প্রকাশানন্দ স্বয়ং তাঁহার হাত ধরিয়া সভার মধ্যখানে আনিয়া বসাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য?'

উত্তর। আজ্ঞে।

প্রশ্ন। আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এই গ্রামে থাকেন, অথচ আমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগকে দর্শন দেন না কেন? শুনিতে পাই, ভাবুকদিগের সঙ্গে মিশে ভাবুকের ন্যায় সর্ব্বদা নৃত্যকীর্ত্তন করেন। বেদান্ত পাঠ ও বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর পরম ধর্ম্ম; তাহা ছাড়িয়া ভাবুকতা করেন্ কেন?

শ্রীচৈতন্য প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপতার সহিত উত্তর করিলেন 'শুনুন্ ইহার কারণ। আমাকে অতি মূর্খ দেখিয়া গুরু বলিয়াছিলেন "তোর বেদান্তে অধিকার নাই; কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতেই সিদ্ধমনোরথ হবি।" সেই আজ্ঞাক্রমে আমি নাম লইতে আরম্ভ করিলাম। নাম জপিতে জপিতে আমার মতিভ্রান্তি হইল; আমি দিশাহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, গায়িতে, লাগিলাম। আবার একটু সাব্যস্ত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম "আমি কি পাগল হইলাম? কৃষ্ণনামে কি আমার মতিচ্ছন্ন হইল?" তখন গুরুপদে নিবেদন করিলাম—"মহাশয়! এ কি মন্ত্র দিলেন? আমি যে নাম-জপে পাগল হয়ে গেলাম।" গুরু বলিলেন "না বাপু! পাগল হও নাই। তোমার পরম ভাগ্য যে নামের ফলে তুমি প্রেমানন্দামৃত লাভে সমর্থ হই-য়াছ। কৃষ্ণনামের ফলই এই প্রেম। ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ।" শুনিলেন শ্রীপাদ! আমার নাচিবার গাইবার কারণ। আমি কিছু ইচ্ছা-পূর্ব্বক নাচি না, গাই না।'

শ্রীচৈতন্যের সুচতুর ও সুমিষ্ট বচনভঙ্গি শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রকাশানন্দ বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যেন হ'ল, বেদান্ত শুনেন না কেন?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যদি দুঃখিত না হন্, তবে তাহার কারণ বলি।'

সন্ন্যাসীগণ বলিয়া উঠিলেন 'না, না, আপনি মহাতেজস্বী সন্ন্যাসী। আপনি যাহা বলিবেন, তাহা কখন অসঙ্গত নহে। যাহা ইচ্ছা হয়, বলিয়া যাউন।'

শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন 'বেদান্ত সূত্র ঈশ্বরবাক্য, স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপে বলিয়াছেন। উহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, প্রভৃতি থাকিতে পারে না। উপনিষদ্‌তত্ত্ব পরম পবিত্রতত্ত্ব। কিন্তু শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে সূত্রের মুখ্যবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া গৌণার্থ কল্পিত হইয়াছে। শুনিলে পরমার্থ হানি হয়। আচার্য্যেরও দোষ নাই; তিনি ঈশ্বর প্রেরণায় বৌদ্ধদিগকে জয় করিবার জন্য ঐরূপ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট যেরূপ ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যায় নির্ব্বিশেষবাদে দোষারোপ করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরম-হংসদিগকে চমৎকৃত করিলেন। সার্ব্বভৌমপ্রকরণে এই সব কথা লেখা হইয়াছে। পাঠক মহাশয় দেখিয়া লইলেন।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'মোটের উপর, ব্রহ্মস্বরূপ অতি বৃহৎ, বাক্য মনের অগোচর। জীব সামান্য চিদংশ মায়াবদ্ধ। তাহাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলার অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ কি হইতে পারে ?'

প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীগণ গৌরের অসাধারণ বিচারকৌশল ও যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রকাশানন্দ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন 'আচ্ছা, আচার্য্যের ভাষ্য না হয় ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু বেদান্তের প্রকৃত অর্থ কি ? আপনি ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন ?'

তখন শ্রীচৈতন্য বেদান্তনিষ্পন্ন ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব ও একমাত্র উপাস্য; জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন ও তাঁহার দাস ; ও জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ; তাঁহাকে পাইবার উপায় ও জীবের লক্ষ্য কি ; তাহা একে একে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই সব কথা পূর্ব্বে সম্বন্ধ, অভি-ধেয়াদি তত্ত্বে, লিখিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীগণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে কাশীর সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। কথিত আছে, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া-ছিলেন এবং এখন সন্ন্যাসীসভায় শ্রীচৈতন্যের নিন্দার পরিবর্ত্তে সুখ্যাতি হইতে লাগিল। একদিন শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভক্তগণ সহ নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রকাশানন্দ স্বশিষ্যে আসিয়া দর্শন শ্রবণে পুলকিত হইয়া চৈতন্যের পাদবন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য অমনি নৃত্য বন্ধ করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন 'এ কি ! আপনি মহা পূজার্হ ; আমি আপনার শিষ্যের যোগ্য নই ; আমার প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করিতেছেন কেন ?' প্রকাশানন্দ বলিলেন 'আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, লোক নিস্তার জন্য নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; পূর্ব্বে না বুঝিয়া যে নিন্দা করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন।'

শ্রীচৈতন্য কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন 'বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! আমি জীবাধম! আপনি জগদ্গুরু হইয়া আমাকে এমন বলিলে আমার অপরাধ হইবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন উভয়ে অনেক শাস্ত্রালাপ হইল। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ ও আপামর সাধারণ সকলেই এখন হরিসংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল। সমস্ত বারাণসীপুরী প্রেমে টলমল করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন 'কেমন হে! কাশীতে ভাবকালি বেচিতে এসেছিলাম। গ্রাহক না থাকায় বিক্রী হয় নাই। তাহাতে তোমরা মনে বড় দুঃখিত হয়েছিলে; সেজন্য বিনামূল্যে বেচে গেলাম।' চন্দ্রশেখর প্রভৃতি হাসিতে লাগিলেন। অন্যদিনে প্রভাতে উঠিয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে বিদায় করিয়া দিয়া বলভদ্র আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তপন মিশ্র, রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর, সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে বলিলেন 'যাঁহার ইচ্ছা হয়, পরে আমাকে দেখিতে আসিবে; এখন আমি একা যাইব।' তৎ পরে পূর্ব্ব আগত ঝারিখণ্ড পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন এবং যথাসময়ে নীলাচলে উপনীত হইয়া ভক্তগোষ্ঠির আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর কাল এইরূপে পর্য্যটনে, আলাপে, বিচারে, প্রচারে, শ্রীচৈতন্যের মর্ত্ত্যজীবন অতিবাহিত হইল। এই কালকে তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের প্রৌঢ়াবস্থা বলা যাইতে পারে। চরিতামৃতের এইখানে মধ্যলীলা শেষ হইয়াছে। ইহার পর অষ্টাদশ বর্ষ তিনি একাদিক্রমে নীলাচলে বাস করিয়া সাধন ভজনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং অলৌকিক প্রেমবিকার দেখাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সে স্বর্গের ছবি যে দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে। আমার লেখনীর সাধ্য নাই যে তাহা বর্ণনা করিতে পারে। তবে সাধুদিগের পদানুসরণ করিয়া যথা কথঞ্চিৎ সেই অলৌকিক কথা বলিতে এখন প্রবৃত্ত হইব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ সঙ্গোৎসব।

চৈতন্য জীবনের সন্ন্যাস হইতে নীলাচল প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের ঘটনা আমরা পূর্ব্বের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে একরূপ বর্ণনা করিলাম। তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ নীলাদ্রির পুণ্য ভূমিতে অতিবাহিত হয়।

CC-0. In Public Domain. Shree Shree Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আর কোথায়ও যান নাই; নিরন্তর সংকীর্ত্তন বিলাসে, ধর্ম্মালাপে, ভক্তি প্রচারে, ও ঈশ্বর সম্ভোগে, অনুরক্ত থাকিতেন। এই আঠার বৎসরকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম ছয় বৎসর ও শেষ বার বৎসর। প্রথম ছয় বৎসর নাম সংকীর্ত্তন, নৃত্য গীত, পাঠব্যাখ্যা, সৎপ্রসঙ্গ, হাস্য পরিহাস, নিমন্ত্রণ ভোজন, আচণ্ডালে প্রেমভক্তি প্রচার, ও গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে বিবিধ লীলা কৌতুকে কাটিয়া যায়। এ ছয় বৎসরের ঘটনার মধ্যে শ্রীরূপের নীলাচলে আগমন ও এক বর্ষ স্থিতি, ছোট হরিদাসের দণ্ড, শ্রীচৈতন্যের প্রতি দামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড, সনাতন গোস্বামীর নীলাচলে আগমন, নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে প্রচারার্থে প্রেরণ, অদ্বৈতের বাসায় নিমন্ত্রণ ভোজনাদি, বল্লভ ভট্টের আগমন ও শিক্ষা, রামচন্দ্রপুরীর আগমন ও শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষা-সঙ্কোচ, রায় রামানন্দ স্থানে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ, গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার, হরিদাসের নির্ব্বাণ, ও রঘুনাথ দাসের আগমন, প্রধান। এই সময়েই শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমভক্তির কথা ভারতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল এবং নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা নীলাচলে আসিত ও তাঁহার কৃপোপদেশ লাভ করিয়া আনন্দমনে প্রত্যাগমন করিয়া স্ব স্ব দেশে নামপ্রেম প্রচারে ব্রতী হইত।

যে যে ভক্ত গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাদ্রিতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস; জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নাম উল্লেখ যোগ্য। ক্ষেত্রবাসী রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শিখি মাইতি, কাশীমিশ্র, প্রভৃতি সংসারী হইয়াও নিরন্তর তাঁহার কাছে থাকিতেন।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি, প্রভৃতি বঙ্গের বহুসংখ্যক ভক্তমণ্ডলী প্রতিবর্ষে নীলাদ্রিতে আসিয়া চারিমাস চৈতন্যসঙ্গে অবস্থিতি করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসের পর ২৩ বৎসরের মধ্যে ইহারা বিংশতি বৎসর কাল অবাধে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, প্রভৃতি বাস করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন, কাশীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, প্রভৃতি হরিনামের মহিমা ঘোষণা করিতেছিলেন ; তাঁহরা কখন নীলাচলে আসেন নাই।

চৈতন্যজীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের ঘটনা অলৌকিক। দিনে দিনে বিরহ স্ফুর্ত্তি, প্রলাপ বাক্য কথন, এবং ভ্রমময়ী চেষ্টা, প্রকাশ হইতে লাগিল। রোমকূপে রক্তোদ্গম হইত, দন্ত নড়িত, শরীর কখন ক্ষীণ হইয়া যাইত, আবার কখন ফুলিয়া উঠিত। হস্ত পদের অস্থিসন্ধি বিশ্লেষ হইয়া যাইত, রাত্রে নিদ্রা হইত না, সর্ব্বদা হাহুতাস! ও ভাবে বিহ্বলতা। এই কালের প্রধান লীলার মধ্যে চটক পর্ব্বতে ভ্রমণ, সিংহদ্বারে পতন, কূর্ম্মানুকৃতি, সমুদ্রে পতন, ভিত্তিতে মুখসঙ্ঘর্ষণ, উপবনে ভ্রমণ, গীতগোবিন্দাদির শ্লোকাস্বাদ, প্রলাপ কথনাদি, উল্লেখ যোগ্য। এখন আর প্রচার নাই, কেবলই আচরণ ও সম্ভোগ। এই সব মধুর কথা আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সকলে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

রূপ গোস্বামী বল্লভের সঙ্গে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-উপদেশ লাভ করিয়া মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন। সনাতনের কারামোচন ও বারাণসী আগমন সংবাদ শুনিতে পাইয়া একমাস মাত্র বৃন্দাবন বাসের পর রূপ ও বল্লভ গঙ্গাতীরের পথে জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ওদিকে সনাতন গোস্বামী কাশীতে শ্রীচৈতন্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া শ্রীরূপের মিলনাশায় প্রয়াগে আসিলেন এবং তথা হইতে রাজপথ ধরিয়া অতি ত্রস্ত-ভাবে মথুরায় চলিয়া গেলেন। রূপ ও বল্লভ প্রয়াগে আসিয়া শুনিলেন, সনাতন রাজসরান দিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন। সুতরাং ভাই ভাই সাক্ষাৎ হইল না। মথুরায় আসিয়া সনাতন সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। সুবুদ্ধি তাঁহাকে অনেক স্নেহ মমতা করিতে লাগিলেন। সনাতন তাহাতে বৈরাগ্যের ব্যাঘাৎ হইবে মনে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেলেন এবং মথুরা-মাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বনে বনে বেড়াইয়া বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন ও মহা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কনিষ্ঠ বল্লভকে সঙ্গে লইয়া রূপ গোঁসাই বারাণসীতে আসিয়া তপন-মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের মুখে সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপা, উপদেশ ও পরমহংসদিগের মধ্যে হরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম প্রচারের বিবরণ শুনিয়া সুখী হইলেন। প্রভুর নীলাচলে যাত্রার সংবাদ গৌড়দেশে পাঠাইয়া এবং দিন দশ কাশীতে বাস করিয়া দুই ভাই বঙ্গদেশে চলিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে কৃষ্ণ লীলার নাটক রচনা করিবার জন্য রূপের মনে ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেইখানেই গ্রন্থের সূচনা করিয়া তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে পথে যাইতে যাইতে তিনি নাটকের ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন ও দিবাভাগে যে কিছু রচনা হইত, সন্ধ্যাকালে প্রবাসাশ্রমে বসিয়া কড়চা করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। গৌড়দেশে আসিয়া হঠাৎ জ্বরবিকারে বল্লভের গঙ্গালাভ হইল। তাঁহার চিকিৎসা, সেবা, ও অন্ত্যেষ্টি আদি, করিতে শ্রীরূপের নবদ্বীপে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। সুতরাং তিনি নবদ্বীপে পৌছিয়া দেখিলেন, গৌড়ের ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাত্রা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া একাকী উৎকলদেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ দল বাঁধিয়া নীলাচলে যাইতেছেন। শিবানন্দ সেন তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক। ঘাট পার করা ও পথে প্রতিপালন করার ভার তাঁহার উপর। তাঁহার সঙ্গে একটী কুকুর যাইতেছিল। সকলে নিদ্রা গেলে কুকুর প্রহরীর কার্য্য করিত। শিবানন্দ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। নীলাচলের নিকটে এক রাত্রিতে তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কুকুর ভাত পাইয়াছে ত?' এ অনুসন্ধান তিনি প্রতি রজনীতেই করিতেন। ভৃত্য বলিল 'না, তাহাকে আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।' শিবানন্দ কহিলেন 'সে কি?' সে রাত্রি ও পরদিন প্রাতে অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কুকুরকে আর পাওয়া গেল না। যাহা হউক, সকলে, ত্রস্তভাবে নীলাচলে আসিলেন। মহাপ্রভু সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাসা দেওয়াইলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে পাইয়া মহানন্দিত হইলেন। পরদিন প্রাতে শিবানন্দ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের বাসায় যাইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহাদের সেই কুকুর প্রভুর অগ্রে বসিয়া প্রভুপ্রদত্ত নারিকেল শস্য খাইতেছে ও আনন্দে লেজ নাড়িতেছে। শ্রীচৈতন্য তাহাকে বলিতেছেন—'বল, রাম কৃষ্ণ হরি।' কথিত আছে, কুকুর দুই দিন পরে কুকুর দেহ ছাড়িয়া দিব্যদেহে বৈকুণ্ঠে গিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ গোঁসাই আজ সত্যভামাপুরে আসিয়া পথশ্রমে নিদ্রিত। স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, এক দিব্যাঙ্গনা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া যেন বলিতেছেন 'আমার নাটক তুমি পৃথক্‌রূপে রচনা কর; আমার বরে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে।' নিদ্রাভঙ্গে রূপ ভাবিলেন 'দেবী সত্যভামা আমাকে দ্বারিকালীলার নাটক পৃথক্ করিয়া লিখিতে বলিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র বর্ণন করিব। তাহা হইল না, দুই প্রস্তাবনা, দুই নান্দী, দুই ঘটনা ও দুই নাটক করিতে হইবে। দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য।' এই ভাবিতে ভাবিতে রূপ গোস্বামী প্রভাত হইলে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং অচিরে নীলাচলে পৌঁছিয়া অনুসন্ধান করিয়া হরিদাসের বাসায় আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদাসের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে রামকেলিতে অল্প পরিচয় ছিল; কিন্তু উভয়ে উভয়কে বিশেষরূপ জানিতেন। অতএব হরিদাস রূপকে পাইয়া যে খুব সুখী হইলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শ্রীচৈতন্যের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিতেন। এ দিন আসিলে হরিদাস ও রূপ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু প্রথমতঃ রূপকে তত লক্ষ্য করেন নাই। হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস বলিলেন 'রূপ প্রণাম করিতেছেন।' মহাপ্রভু রূপের নাম শুনিয়া ও যুগপৎ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে মগ্ন হইলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কাছে বসাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'সনাতন কোথায়?' রূপ উত্তর করিলেন 'তাঁ'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; আমি গঙ্গাতীর-পথে আসিতেছি। প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম, তিনি রাজপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য। অনুপম? চৈতন্যদেব আদর করিয়া বল্লভকে অনুপম বলিয়া ডাকিতেন।

রূপ। আসিতে আসিতে গৌড়দেশে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অনেক কথা বার্ত্তার পর রূপ গোঁসাইকে হরিদাসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মহাপ্রভু বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, রামানন্দ, স্বরূপ, প্রভৃতিকে সঙ্গে আনিয়া শ্রীচৈতন্য রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন 'তোমরা রূপকে কৃপা কর, যেন ইনি রসশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'করিতে সমর্থ হন্।' রূপের বিনয় ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। রূপ সকল ভক্তের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

রূপ গোস্বামী হরিদাসসঙ্গে নিভৃতে পরমসুখে বাস করিতেছেন। চৈতন্যদেব প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে প্রীতি-আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা করিয়া যান্। ক্রমে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বের ন্যায় গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, বন্য ভোজন, রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন, সকলই হইল। রূপ দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। রথের সময় চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হইয়া সামান্য একটী আদিরসের শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে স্বরূপ ব্যতীত কেহই সেই শ্লোকের সঙ্গে প্রভুর মনের ভাবের যোগ কি, বুঝিতে সমর্থ হইল না। সকলেই মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া ভাবিতে লাগিলেন 'প্রভু এরূপ শ্লোক কেন আবৃত্তি করিতেছেন?' সে শ্লোকটী এইঃ—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার লীলা-বিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে"।

কোন নায়িকা বলিতেছে 'সখি! যিনি কৌমার কালে আমার মন হরণ করিয়াছিলেন, এখনও তিনিই আমার কান্ত; সেই সকল মধুযামিনীও বর্ত্তমান; তখনকার মত বিকশিত মালতীসুরভি সম্পৃক্ত পরম সুখদ বসন্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে; এবং সেই আমিও রহিয়াছি; তথাচ লীলাস্থান রেবাতীরের সেই বেতসীকানন মনে করিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।'

রথ ফুরাইয়া গেলে ভক্তগণ যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন; রূপ গোস্বামী বাসায় আসিয়া চৈতন্যের মনের ভাবানুযায়ী সেই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়া দিলেন। রূপ-রচিত শ্লোক এইঃ—

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসঙ্গে মিলিতা হইয়া শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন 'হে সখি! সেই বৃন্দাবনবিহারী প্রাণবল্লভ হরি এখানে উপস্থিত; আমিও সেই; রাধা মিলিতা হইয়াছি; আমাদের মিলনজনিত সুখও সেইরূপ; তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ কাননোত্থিত মধুর মুরলী-ধ্বনি, যাহা যমুনা-পুলিন আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, মনে ভাবিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে।'

জগন্নাথের রথযাত্রায় গুণ্ডিচা স্থিতি, রাধাকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রমিলনাভিনয় স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ হৃদয় পূর্ব্বোদ্ধৃত আদি রসের শ্লোকাবৃত্তি করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। সুচতুর রূপ বুঝিতে পারিয়া তাহা এই শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

পরদিন রূপ সমুদ্র স্নানে গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের বাসায় আসিয়া ঊর্দ্ধে চাহিতে হঠাৎ তালপত্রে সেই শ্লোক দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রূপ স্নানান্তে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। চৈতন্য তাঁহার পৃষ্ঠে প্রেমের চাপড় মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আরে! তুই আমার মনের ভাব কেমন করিয়া জানিলি?' এবং ঐ শ্লোক স্বরূপকে দেখাইয়া বলিলেন 'বল দেখি, রূপ আমার মনের কথা কেমন করিয়া টের পাইল?'

স্বরূপ উত্তর করিলেন 'তোমার কৃপায়।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'প্রয়াগের প্রথম আলাপেই বুঝিয়াছিলাম, ইনি খুব উচ্চ প্রকৃতির লোক। যোগ্যপাত্র বিবেচনায় আমি ইঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি। তুমিও তাঁহাকে রসশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল বলিয়া দিও।'

শ্রীরূপ গোস্বামী বাসায় বসিয়া আপন অভিলষিত নাটক লিখিতেছেন। হঠাৎ শ্রীচৈতন্য আসিয়া 'কি পুঁথি লিখিতেছ?' বলিয়া একটী পাতা তুলিয়া লইলেন। রূপের হস্তাক্ষর মুক্তা-পংক্তির ন্যায় পরম সুন্দর। গৌর দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং ভাবাবেশে অক্ষরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অক্ষরের বিষয়; শ্লোক দেখিয়া তাঁহার প্রেমাবেগ আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন :—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানি না 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে? যখন ইহা রসনায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন রসনাশ্রেণি লাভের জন্য বাসনা হয়। যখন কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরিতা হয়, তখন দশকোটি কর্ণলাভের স্পৃহা বলবতী হয়, এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে সকল ইন্দ্রিয়-ব্যাপার স্তম্ভিত হয়।

শ্রীচৈতন্য নামানন্দে বিভোর হইলেন; হরিদাস নাচিতে লাগিলেন এবং শত মুখে শ্লোকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন 'এমন নাম মাহাত্ম্য ত কখন শুনি নাই।' গৌর উঠিয়া যাইবার সময় রূপকে ইসারায় বলিলেন 'রূপ! কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না; কৃষ্ণ কখন ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না। যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ অন্য ব্যক্তি; কিন্তু ব্রজেন্দ্র নন্দন কখন বৃন্দাবন ছাড়েন না।'

শ্রীচৈতন্য চলিয়া গেলে রূপ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 'পূর্ব্বে সত্যভামা দেবী স্বপ্নে দুই নাটক করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এখন দেখিতেছি, প্রভুর আজ্ঞাও তাহাই। আগে দুই নাটকের একত্র রচনা করিয়াছি। যাহা হউক, এখন দুই নান্দী, দুই প্রস্তাবনা ও দুই সংঘটনা পৃথক্ রচনা করিব।' এইরূপে রূপ গোঁসাই নাটক রচনায় গাঢ় মনোযোগ করিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায়, স্বরূপ, অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া হরিদাসের কুটীরে আসিয়া সভা করিয়া বসিলেন। রূপ ও হরিদাস পিঁড়ার নীচে উপবেশন করিলে গৌর তাঁহার হৃদয়ানুবাদের শ্লোকটী পড়িয়া শুনাইতে রূপকে আদেশ করিলেন। রূপ লজ্জায় মৌনী হইলে স্বরূপ গোঁসাই সেই শ্লোক ভক্তবৃন্দকে শুনাইয়া সুখী করিলেন। শ্রীচৈতন্য রূপকে নাটকের নাম-মাহাত্ম্যের শ্লোক পড়িতে আদেশ করিলে রূপ তাহা প্রতিপালন করিলেন। ভক্তগণ শ্লোক শুনিয়া রূপের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি কোন গ্রন্থ রচনা করিতেছ?' স্বরূপ রূপের হইয়া উত্তর করিলেন 'হাঁ, পুরলীলা ও ব্রজলীলা বিষয়ক কৃষ্ণলীলাত্মক নাটক লিখিতেছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় এখন গ্রন্থ খানিকে দু'ভাগ করিয়া ললিত-মাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে দুই খানি প্রেমরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতেছেন।' রায় কহিলেন 'নান্দী-শ্লোক পড় দেখি শুনি।'

রূপ তাহা পড়িলেন। রামানন্দ রায় একে একে প্রশ্ন করিয়া গ্রন্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকাংশ শুনিয়া লইলেন। শ্রীরূপ গৌরের অনুমতি লইয়া মধুর ভাষায় পাত্র-সন্নিবেশ, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পূর্ব্বানুরাগ, বিস্তারচেষ্টা, প্রণয়-পত্রিকা, ভাবের স্বভাব, সহজ প্রেমের প্রকৃতি, মুরলীনিস্বন, ও দ্বিতীয় গ্রন্থের নান্দী প্রভৃতি অংশ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিলেন এবং অবশেষে অতি বিনীতভাবে রামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—'কোথায় সূর্য্য সম আপনি ? আর কোথায় ক্ষুদ্র খদ্যোতিক আমি ? আপনার আগে যে ধৃষ্টতা করিয়া মুখ-ব্যাদান করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।'

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'দ্বিতীয় নাটকের পাত্র-সন্নিবেশের অংশ বল দেখি ?' 'কলানিধি নাচিতে নাচিতে রঙ্গভূমি মধ্যে কিরাতরাজের প্রাণ-সংহার করিয়া যথা সময়ে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন' শ্লোক আবৃত্তি করিয়া রূপ কহিলেন 'এ শ্লোক দ্ব্যর্থ। ইহাতে অব্যক্ত ভাবে নাটকের বিষয় সূচিত হইয়াছে। ইহার নাম উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা।' রামানন্দ রায় তখন শ্রীচৈতন্যকে বলিতে লাগিলেন 'সহস্রমুখে রূপের কবিতার প্রশংসা করিতে হয়। অমৃতধারার ন্যায় ইহাতে কি মধুর প্রেমপারিপাট্যই বর্ণিত হইয়াছে! সে কবি কবিই নয়, আর সে ধানুকী বীরই নয়, যাঁহাদের কাব্য রচনা ও শস্ত্রনিক্ষেপ পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার মাথা না ঘুরাইয়া দেয়। রূপের কবিতা উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে।' রূপকে বলিলেন 'আচ্ছা, রূপ! একবার তোমার নাটকদ্বয়ে ইষ্টদেব বন্দনা শুনাও দেখি ?'

রূপ এবার মুস্কিলে পড়িলেন ও মাথা হেঁট করিয়া নীরবে থাকিলেন। গৌর বলিলেন 'লজ্জা কি ? বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থের ফল শুনাইবে ; এ তো তোমার সৌভাগ্য !' রূপ অগত্যা পড়িলেন :—

"পূর্ব্বে যে মধুর রস জগতে আর কখন প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তি-সম্পদ্ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত হউন্।'

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গৌর রোষাবেশে বলিয়া উঠিলেন—'আর না, ঢের হইয়াছে। হায়! কৃষ্ণরস-কাব্য-সুধাসিন্ধুর নির্ম্মল জলে অতিস্তুতি রূপ ক্ষারজল কেন মিশাইয়া ফেলিয়াছ ? ইহাতে সব যে নষ্ট হয়ে গেল !'

রামানন্দ রায় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—'না, তা কেন হবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রূপের অমৃত সুধারস কবিতার মধ্যে এক বিন্দু কর্পূরকণা প্রদত্ত হয়েছে বই ত নয়? ইহাতে আস্বাদনের আরও ঔৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।'

গৌর সেইরূপ বিরক্তির সহিত বলিলেন 'ছি! ছি! ইহাতেও তোমার আনন্দ? এ যে উপহাসের কথা! কোথায় লজ্জিত হইবে, না আনন্দ প্রকাশ করিতেছ?'

রামানন্দ উত্তর করিলেন 'অভীষ্টদেবের বন্দনা কে না করিয়া থাকে? আপনি ইহাতে এত আশঙ্কাই বা কেন করিতেছেন? ইষ্টদেবতাকে কি কেহ কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে পারে?'

গৌর নীরব হইলেন। ভক্তগণ বলিয়া উঠিলেন 'আমরা রূপের কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।' রামরায় গৌরকে বলিলেন 'রূপ তোমার শক্তি পাইয়াছে; তাই এ সব রসলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছে।'

গৌর। তোমরা সকলে কৃপা করিয়া ইহাকে বর দাও, যেন ইনি প্রেমরসপূর্ণ ব্রজলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হন্। ইহার জ্যেষ্ঠভাই সনাতনের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষে দেখা যায় না। তোমার ন্যায় তাঁহার বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, ও দৈন্য। ইহাদের দুই ভাইকে আমি বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছি।

রাম রায়। আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে, অবশ্যই তাহা পূর্ণ হইবে।

গৌর তখন রূপকে একে একে সকল ভক্তের পাদবন্দনা করিতে বলিলে রূপ তাহাই করিলেন।

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে হরিদাস রূপকে বলিলেন 'তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। যে সব তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছ, তাহা অতি দুর্লভ।'

রূপ বলিলেন 'আমি সামান্য ব্যক্তি। আমি কি জানি? মহাপ্রভুর প্রেরণায় যে কিছু বলিতে পারি।'

চারিমাস পরে গৌড়দেশের ভক্তমণ্ডলী স্বদেশে চলিয়া গেলে রূপ গোঁসাই দোলযাত্রা পর্য্যন্ত নীলাচলে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত জগন্নাথের দোলযাত্রা দর্শন করিলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন 'বৃন্দাবনে যাও; দুই ভাই মিলিত হইয়া ভক্তি ও রসশাস্ত্র প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ও কৃষ্ণসেবা করিও। আমার একবার তথায় যাইবার ইচ্ছা আছে। আর সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিও।' রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোঁসাই গৌরকে প্রণামবন্দনা করিয়া. হরিদাস ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ছোট হরিদাসের দণ্ড।

শতানন্দ খাঁ নামে একজন লোক অতিশয় বিষয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান্ আচার্য্য বিষয়-বিমুখ বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্ত। পিতার অযথা বিষয় পিপাসা দেখিয়া ভগবান্ বিরক্ত হইলেন এবং বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্য চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভগবান্ পরম বৈষ্ণব ও সুপণ্ডিত; সুতরাং ক্রমে স্বরূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সখ্যতা জন্মিল। মহাপ্রভু ভগবান্‌কে বিশেষ কৃপা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে ভগবান্ অতি সুপাচক ছিলেন। মাঝে মাঝে নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ভগবানের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম গোপাল ভট্টাচার্য্য। ইনি কাশীতে বেদান্ত পাঠ সমাপন করিয়া পুরুষোত্তমে জ্যেষ্ঠের নিকট আগমন করিলেন। ভগবান্ ভাইকে পাইয়া খুব সুখী হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত করিয়া দিয়া বেদান্ত-প্রসঙ্গ করিতে বলিলেন। গোপালের শারীরিক ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্যদেব হৃদয়ে সুখ পাইলেন না। কিন্তু ভগবানের খাতিরে মুখেও কিছু প্রকাশ না করিয়া গোপালকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। অন্যদিনে ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ গোঁসাইকে বলিলেন 'এসো আজ সকলে মিলে গোপালের নিকট বেদান্ত ভাষ্য শুনিগে। গোপাল কাশী থেকে বড় সুশিক্ষিত হয়ে এসেছে।'

স্বরূপ গোঁসাই প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন 'গোপালের সঙ্গে থেকে দেখ্‌ছি তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে; তাই মায়াবাদ ভাষ্য শুনিতে কৌতুক হয়েছে। মায়াবাদটা কি, তা কি জান না? তুমি, আমি, সকলই ব্রহ্ম; কৃষ্ণ যে সকলের সেব্য, তা' তা'তে নাই। এ হেন মায়াবাদ শুনে শেষে কি পরমার্থ খোয়াবে?

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ উত্তর করিলেন 'আমাদের কৃষ্ণগত প্রাণ; আমাদের মন কি শারীরিক ভাষ্য ফিরাইতে পারে?'

স্বরূপ বলিলেন 'তথাচ মায়াবাদ শ্রবণ বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ। জীবজ্ঞান কল্পিত, ঈশ্বরে অজ্ঞান, এ সব কথা শ্রবণার্হ নয়।'

ভগবান্ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দিন দুই পরে গোপাল দেশে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন ভগবান্ আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নানাবিধ তরকারী পাক করিয়া ছোট হরিদাসকে বলিলেন 'তুমি শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট এক মোন উত্তম আতব চাউল ভিক্ষা করিয়া আনগে। তাঁহাকে বলিও, প্রভু ঐ চাউলের অন্ন ভোজন করিবেন।'

ছোট হরিদাসের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের একজন কীর্ত্তনীয়া; সুমিষ্ট কীর্ত্তনে প্রভুর চিত্তবিনোদন করিত এবং তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিত।

শিখি মাইতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। তিনি বৃদ্ধা তপস্বিনী ও পরম বৈষ্ণবী। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অনেক সময়ে তাঁহাকে শ্রীরাধিকার পরিচারিকার মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেন 'জগতের মধ্যে সাড়ে তিন জন মাত্র শ্রীরাধিকার প্রিয়পাত্র; স্বরূপ, রামানন্দ, ও শিখি মাহিতি, এবং অর্দ্ধেক তাঁহার ভগিনী।' যাহা হউক, সরলমতি হরিদাস চাউল আনিয়া দিলে অন্ন পাক হইল। শ্রীচৈতন্য ভোজনে বসিয়া অন্নের রূপ দেখিয়া ও সুগন্ধ লইয়া খুব আনন্দিত হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এমন উত্তম তণ্ডুল কোথায় পেয়েছ?' আচার্য্য উত্তর করিলেন 'মাধবী দেবীর কাছে ভিক্ষা করিয়া আনাইয়াছি।' শ্রীচৈতন্য পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন 'কে ভিক্ষা আনিতে গিয়াছিল?' আচার্য্য ছোট হরিদাসের নাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য আর কিছু প্রকাশ না করিয়া ভোজন করিলেন এবং বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন 'আজ হইতে হরিদাসকে এখানে আসিতে দিও না।' গোবিন্দ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ছোট হরিদাসের গৌরাঙ্গদর্শনে যাওয়া বন্ধ হইল। সরলমতি কীর্ত্তনীয়া তাহার অপরাধ কি, বুঝিতে না পারিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল এবং তিন দিন অনাহারে থাকিয়া গৌরবিরহে দগ্ধ হইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপাদি শ্রীচৈতন্যের নিকটে যাইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন 'প্রভু! হরিদাস কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার জন্য দ্বার নিষিদ্ধ হইয়াছে? বেচারা তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী আছে।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'গৃহত্যাগী বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাই না। জান না কি আমাদের ইন্দ্রিয় সকল কেমন দুর্ব্বার? তা'তে আবার স্ত্রীসঙ্গ। কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তিও মুনি জনের মন টলাইয়া দিতে শুনা গিয়াছে। অন্য স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, বৈরাগীর পক্ষে মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যার সঙ্গেও নির্জ্জনে থাকা উচিত নয়। এই সব ক্ষুদ্রপ্রাণী লোক নির্ম্মল বৈরাগ্য ধর্ম্মে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছে; তাই মর্কট বৈরাগ্যের ছলনায় স্ত্রীসম্ভাষণ করিয়া ইন্দ্রিয় চালনার সুবিধা করিয়া লইতেছে।'

শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া রোষভরে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

অন্যদিনে অবসর পাইয়া বন্ধুগণ শ্রীচৈতন্যকে হরিদাসের জন্য নিবেদন করিলেন 'তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে। আর এমন কর্ম্ম করিবে না। আপনি প্রসন্ন হউন্।'

গৌর পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন 'কি করিব বল? আমার নিজের মন আমার বশ নয়। প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীকে সে দেখিতে চায় না। তোমরা নিজ নিজ কর্ম্ম করগে; এ কথা ছাড়িয়া দাও। পুনরায় এ কথা তুলিলে আমাকে এথানে দেখিতে পাইবে না।'

ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কাণে হাত দিয়া উঠিয়া গেলেন। এবারে সকলে যুক্তি আঁটিয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিলেন। পুরী গোঁসাই মহাপ্রভুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। প্রভু প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'কি জন্য আগমন হয়েছে? দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?' পুরী একেবারেই বলিয়া বসিলেন 'হরিদাসকে প্রসন্ন হও।' এ কথা শুনিয়া চৈতন্যের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন 'গুরুদেব! আপনি এই সব বৈষ্ণব লইয়া এথানে থাকুন; আমাকে আজ্ঞা দিন, কেবল মাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে চলিয়া যাই।' এই বলিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য গমনোন্মুখ হইলেন। পুরী গোঁসাই মহা ফাঁফরে পড়িলেন এবং আস্তেব্যস্তে গৌরকে ফিরাইয়া বলিলেন 'তোমার যাহা ইচ্ছা কর; তোমাকে কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চালাইতে পারে? লোকের হিতের জন্য তুমি যাহা করিবে, আমাদের সাধ্য কি যে তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারি?'

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ নিরাশ্বাস হইয়া হরিদাসের নিকট যাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন 'শুন ভাই হরিদাস! আমরা যে তোমার বন্ধু, তাহা বিশ্বাস কর। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও মহাপ্রভুর মনের গতি ফিরাইতে পারিলাম না। ইহার উপর তুমি যদি রাগ করিয়া থাক, তবে আরও বিপদ্ বাড়িবে। অতএব স্নান ভোজন করিয়া এখন সুস্থ হও। সময়ে সব চুকিয়া যাইবে।'

হরিদাস স্নান ভোজন করিয়া শাপান্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরে, বা সমুদ্রস্নানে যাইতেন অথবা অন্য কোন কারণে বাহির হইতেন, হরিদাস দূরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিত এবং একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকিত। চৈতন্যদেব কিন্তু ফিরিয়াও চাহিতেন না। গৌরের অন্তঃকরণ প্রেমময় হইলেও কর্ত্তব্য-পালন সময়ে অযথা স্নেহে তিনি কখনই দ্রবীভূত হইতেন না। ইহার প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনে ভূয়োভূয়ঃ দেখিয়াছি। হরিদাসের প্রতি যে তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু মণ্ডলীর হিতের জন্য ও লোক-শিক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে এই কঠোর ভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পাছে পবিত্র বৈরাগ্যের নামে কলঙ্ক দিয়া লোক সকল কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া পড়ে, এই ভয় তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। এবং তাহাই নিবারণ করিতে রাজদর্শন ও প্রকৃতি-সম্ভাষণ বিষয়ে তাঁহাকে এত কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই সব নিয়ম সত্বেও ছোট হরিদাসের ঘটনার ন্যায় মধ্যে মধ্যে যে দুই একটা ঘটনা ঘটিত, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, হরিদাসের দণ্ড দেখিয়া সঙ্গীগণ বড়ই ভীত হইল। এবং সে সময়ের জন্য কেহ আর স্বপ্নেও স্ত্রীর ছায়া স্পর্শ করিত না।

দেখিতে দেখিতে হরিদাসের এক বৎসর কাটিয়া গেল। তবুও শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাবের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হরিদাস নির্ব্বেদে, দুঃখে ও অনুতাপে ফাটিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্ষান্তপূর্ণ দিনের রজনীশেষে বিশ্বাসী হরিদাস মনে মনে এক অলৌকিক সঙ্কল্প করিয়া ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন এবং প্রয়াগে যাইয়া জন্মান্তরে গৌর-পদলাভ কামনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ত্রিবেণী-প্রবেশান্তর জীবন পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মরণান্তে তিনি দিব্যদেহ লাভ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে অন্তর্দ্দর্শনে থাকিলেন এবং অন্যের অজ্ঞাতে প্রভুকে গান করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভিন্ন এ সব রহস্য আর কেহ জানিতে পারিলেন না।

একদিন শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হরিদাস কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস।' সকলে উত্তর করিল 'অভিশাপের বর্ষপূর্ণ-দিনে সে রাত্রিতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না'। শ্রীচৈতন্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। অন্য দিনে জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ, প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্র স্নানে গিয়া শুনিতে পাইলেন, বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমির দূরপ্রান্ত হইতে হরিদাসের কণ্ঠস্বরে কে যেন সুমিষ্ট সঙ্গীত করিতেছে। তাঁহারা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আরও অগ্রসর হইলেন এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, হরিদাসই যেন গান করিতেছে; অথচ কাহারও শরীর লক্ষিত হইল না। গোবিন্দাদি অনুমান করিলেন যে, হরিদাস আত্মগ্লানিতে বিষ খাইয়া মরিয়াছে এবং সেই পাপে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়া সমুদ্রের ধারে ধারে গান গাইয়া বেড়াইতেছে। স্বরূপ বলিলেন 'এ মিথ্যা অনুমান; যে ব্যক্তি আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রভুর সেবা করিয়াছে এবং পুণ্যক্ষেত্র নীলাচলে দেহ রক্ষা করিয়াছে; তাহার কি কখন অসদ্গতি হইতে পারে? এ ঘটনা এখন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ধারণা যে ইহা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর ভঙ্গী। যাহা হউক, সময়ে সব প্রকাশ হইবে।'

হরিদাস সঙ্কল্প করিয়া যেখানে ত্রিবেণী-প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেখানে আর কয়েক জন বৈষ্ণব ছিল। তাহারা নবদ্বীপে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। বঙ্গের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে উৎকলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত হরিদাসের মরণ বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও মহাপ্রভুর মন জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'হরিদাস কোথায়?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্।'

তখন শ্রীবাস বৈষ্ণবদিগের মুখে হরিদাসের সঙ্কল্প ও ত্রিবেণীতে প্রাণান্তের বিষয় যেমন শুনিয়াছিলেন, সকল বিবৃত করিলে শ্রীচৈতন্য প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠিলেন 'প্রকৃতি দর্শন করিলে বৈরাগীর পক্ষে এই বিহিত প্রায়শ্চিত্ত।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সব ঘটনা হইতে স্বরূপাদি সিদ্ধান্ত করিলেন, হরিদাস দিব্যদেহে মহাপ্রভুর অন্তর্দর্শন লাভ করিয়াছে।

নিতাইকে গৌড়ে প্রেরণ।

যে বৎসর শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সে বৎসর বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে নিত্যানন্দও চৈতন্য দর্শনে আসিয়াছিলেন; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চারি মাসকাল ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে আনন্দ কৌতুকে কাটাইলেন। তাঁহাদের স্বদেশ যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে গৌরচন্দ্র একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃত স্থানে ডাকিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া সমস্ত দিন পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় কি ছিল, এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্যের দ্বারা ভক্তগণ তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। বিদায়ের দিনে শ্রীচৈতন্য সমস্ত ভক্তগণকে একত্রিত করিলেন এবং নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন 'তুমি এখন গৌড়দেশে থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম প্রচার করগে এবং প্রেমভক্তি বিলাওগে। ক্লেশ করিয়া বর্ষে বর্ষে তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশ তোমাকেই অর্পণ করিলাম। বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্মজীবন গঠন করা তোমারই হাতে। তোমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য রামদাস, গদাধর দাস, বাসুদেব দত্ত, প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া দিলাম।' নিত্যানন্দের পরবর্ত্তী জীবনে দেখা যায়, ইহার পর তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া খড়দহে বাস করিয়াছিলেন এবং গৃহস্থ বৈষ্ণবরূপে বঙ্গের নানা স্থানে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তবে কি শ্রীচৈতন্যের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় ইহাই ছিল যে তিনি নিতাইকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন? অন্যের পক্ষে হইলে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু যিনি আকুমার বিরক্ত সন্ন্যাসী, যিনি এত দিন গৌরের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ফিরিতেছিলেন, তাঁহাকে এরূপ আদেশ কেন দেওয়া হইল? ইহাই সমস্যা। গৌরের মনের ভাব কি ছিল, কে বলিবে? আর নিতাই কেন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন? ইহাও বড় রহস্যজনক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড।

পুরুষোত্তমে এক অল্পবয়স্কা পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণবিধবা বাস করিতেন। তাঁহার একটী সুকুমার বালক ছিল। বালকের নিরুপম সৌন্দর্য্যে শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়া বালককে খুব ভাল বাসিতেন। বালকের অমিয়া-মাখা মধুর সৌন্দর্য্যে কাহার না মন গলিয়া যায়? শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রেমিকের ত কথাই নাই। বালকের স্বভাব, যেখানে প্রেম পায়, সেই খানে থাকিতে ভাল বাসে। চৈতন্যদেবের ভালবাসা পাইয়া সে আর তাঁহার কাছ-ছাড়া হইতে চাহিত না। চৈতন্য পার্ষদের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত বড় স্পষ্টবাদী। শ্রীচৈতন্যে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি। যে কাজ বা কথা প্রভুর গৌরবের অত্যল্পমাত্রও অন্তরায়, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিধবার পুত্রকে চৈতন্যদেব এত প্রেম করেন, ইহা পণ্ডিতের সহ্য হইল না। কিন্তু কি বলিয়াই বা নিষেধ করেন, তাহাও ঠিক করিতে পারিলেন না। একদিন বালকটী শ্রীচৈতন্যের আদর-যত্ন লাভ করিয়া চলিয়া গেলে দামোদর আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন 'অন্যকে উপদেশ দিবার বেলায় গোঁসাই ঠাকুর মহা পণ্ডিত; কিন্তু নিজের বেলায় গোঁসাই, কেমন গোঁসাই, তা' এবার জানা যা'বে।'

শ্রীচৈতন্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'দামোদর কি বল্‌ছো?'

দামোদর উত্তর করিলেন 'তুমি স্বাধীন পুরুষ, নিজ ইচ্ছায় যাহা আচরণ কর, তাহার উপর কথা কয় এমন ব্যক্তি কে আছে? কিন্তু পৃথিবীর মুখে ত আর হাত দিতে পারিবে না? তুমি মহা পণ্ডিত; বিচার ক'রে দেখ দেখি, বিধবা যুবতীর বালককে অত্যধিক ভালবাসা দেখাইলে লোকে কি বলিবে? বিধবা যদিও তপস্বিনী, মহাসতী; কিন্তু তা'র দোষ এই যে সে পরমাসুন্দরী ও যুবতী। তুমিও পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। লোকে কি এ কথা লইয়া কাণাকাণি করিতে ছাড়িবে?'

এই বলিয়া দামোদর মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের প্রশংসা করিলেন এবং ভাবিলেন দামোদরের ন্যায় অন্তরঙ্গ বন্ধু অতি বিরল। সে দিন আর কিছু না বলিয়া চৈতন্যদেব সমুদ্র স্নানে চলিয়া গেলেন। অন্য সময়ে দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বন্ধো! তুমি আমার যেমন আত্মীয়, এমন আর কেহ নাই। আমার ধর্ম্ম রক্ষার্থে নিরপেক্ষ ভাবে সে দিন আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা না দিলে কি ধর্ম্ম রক্ষা হয়? আমার মনে ধারণা হইয়াছে যে তুমিই আমার জননীর উপযুক্ত রক্ষক। অতএব নবদ্বীপে যাও, মার নিকটে থাকিও এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আমারও সুখবর্দ্ধন করিও।' দামোদর সম্মত হইলে শ্রীচৈতন্য শচীদেবীকে যাহা যাহা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন এবং অনেক মহাপ্রসাদ আনাইয়া মাতাকে ও অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে দিবার জন্য সঙ্গে দিলেন।

দামোদর যথা সময়ে নবদ্বীপে পৌছিয়া শচীদেবীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অল্প সময়ে দামোদরের নিরপেক্ষতার কথা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্কুচিত হইতেন। কেন না তিনি কাহাকেও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে বাক্যদণ্ড করিয়া মর্য্যাদা স্থাপন করিতেন।

বৎসরান্তে দামোদর পণ্ডিত নীলাদ্রি প্রত্যাগমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলেন এবং মাতা ও বন্ধুগণের কুশল সংবাদ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ওহে বন্ধু! আমার মায়ের ত বিষ্ণু-ভক্তি অক্ষুণ্ণ আছে? ভক্তিপথে ত তিনি অগ্রসর হইতেছেন?'

দামোদর এই প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যকে শুনাইয়া দিলেন 'কি! এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা হয় না? শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি নাই? আরে! তুমি কোথা হইতে ভক্তি পাইলে? অমন মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছিলে, তাইতে ত তোমার ভক্তি? আহা! মা যে আমার নিরন্তর ভক্তি-সুধাসিন্ধুতে ডুবিয়া রহিয়াছেন! তাও কি জান না?'

শ্রীচৈতন্য মহা লজ্জিত হইয়া দামোদরকে গভীর প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস।

কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্য্যের এক প্রিয় শিষ্য ছিল। এ ব্যক্তির পাগলাটে রকমের ভাব ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে বাউলিয়া বিশ্বাস বলিয়া ডাকিত। অদ্বৈতাচার্য্যের অগোচরে এ ব্যক্তি কোন সময়ে নীলাচলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে লেখা ছিল 'অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু দৈবযোগে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে। তিন শত মুদ্রা হইলে ঐ ঋণ পরিশোধ হইতে পারে। অতএব মহারাজের নিকটে তিন শত টাকা যাচ্ঞা করিতেছি।' ঘটনা ক্রমে সেই পত্রী শ্রীচৈতন্যের হাতে পড়িল। পত্র পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে হাসিয়া ভক্তগণের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন :—'অদ্বৈতাচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছে, তাহাতে আমি তত দোষ দিই না; কারণ আচার্য্য ঐশ্বর্য্যশালী মহাপূজনীয় ভক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের ভান ও দৈন্য করিয়া যে অর্থ ভিক্ষা করিয়াছে, এ মহা অপরাধের কথা। এ জন্য তাহাকে আমি সমুচিত শিক্ষা দিব।' এই বলিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন 'কদাচ বাউলিয়া বিশ্বাসকে এখানে আসিতে দিবে না।'

কমলাকান্ত দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া মহাদুঃখিত হইল। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য উহাতে সুখী হইলেন। যখন বিশ্বাস অদ্বৈতের নিকটে কাঁদিতে লাগিল, তখন আচার্য্য তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন :—'তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, প্রভু যখন তোমাকে দণ্ড করিয়াছেন। এই দণ্ড-প্রসাদ পাইবার জন্য পূর্ব্বে আমি কি না করিয়াছিলাম? অবশেষে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুর ক্রোধোদ্দীপন করিয়া দণ্ডলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। যে দণ্ড ভাগ্যবান্ মুকুন্দ পাইয়াছিলেন, যে দণ্ড ভাগ্যবতী শচীদেবী লাভ করিয়াছিলেন, সে দণ্ড-প্রসাদ কি যে সে লোক পায়? তাই বলি তোমার ভাগ্যের সীমা নাই।' এই বলিয়া আচার্য্য বিশ্বাসকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন এবং সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভু! তোমার লীলা বুঝা ভার। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমা অপেক্ষা কমলাকান্ত তোমার প্রসাদ-পাত্র হইল? আমি যে কত দিন তোমার দণ্ড প্রসাদ পাই নাই।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসকে ডাকাইলেন এবং ভক্তগণসমক্ষে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অভিপ্রায় যে সকলে সে উপদেশানুসারে চরিত্র গঠন করে। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'বিশ্বাস! এমন পত্র কেন লিখিতে গিয়াছিলে? ইহাতে যে আচার্য্যের লজ্জা ও ধর্ম্মের হানি হইয়াছে, জান না কি? রাজার ধন প্রতিগ্রহ করিলে ও বিষয়ীর অন্ন খাইলে ভোগবিলাস লোলুপ হইয়া মন কলুষিত হয়। মন কলুষিত হইলে ভগবৎস্মরণ হয় না। যে ভগবদ্বিমুখ, তাহার জীবন বৃথা। অতএব এমন কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কখন করিও না।' আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া চৈতন্যদেব কমলাকান্তকে সেবারকার মত ক্ষমা করিলেন।

যিনি ছোট হরিদাসের সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলেন, তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসের সেইরূপ বা ততোধিক গুরুতর অপরাধ উপদেশে সংশোধন করিয়া ক্ষমা করিলেন কেন? এ প্রশ্ন কে মীমাংসা করিবে? কবিরাজ গোস্বামীও বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছেন 'কমলাকান্তের প্রস্তাবে অনেক বলিবার কথা থাকিলেও গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে বলিলাম না।'

ক্ষেপা চৈতন্যদাস।

গৌরসন্ন্যাস-দিনে চাকন্দিগ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য যেমন করিয়া ক্ষেপা চৈতন্যদাস নাম পাইয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। ইনি যাজিগ্রামের বলরাম পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে পরিণয় করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোন সন্তান জন্মায় নাই। চৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাসের দৃশ্য দেখিয়া অবধি চৈতন্যদাস সংসার-বিরাগী হইয়া সর্ব্বদা সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। উভয়েই সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্তরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে জানে কি জন্য অল্প দিনের মধ্যে চৈতন্যদাসের মনে হঠাৎ পুত্র কামনার উদয় হইল? তিনি পত্নীর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করিলে উভয়ে যুক্তি করিয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেব সবান্ধবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া একদিন বাসায় আসিতেছিলেন, এমন সময়ে সপত্নীক চৈতন্যদাস তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। শ্রীচৈতন্য চিনিতে পারিয়া চৈতন্যদাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাদের থাকিবার বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া দর্শনাদি করাইলেন ও আপনি বহু কৃপা করিলেন। একদিন নির্জ্জনে চৈতন্যদাস সস্ত্রীক যাইয়া শ্রীচৈতন্যের পদ বন্দনা করিয়া মনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বলিলেন। চৈতন্যদেব হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের 'কামনা পূর্ণ হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনতিকাল পরে চৈতন্যদাস স্ত্রীর সহিত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হইয়া যথা সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীচৈতন্যের শক্তিধর শ্রীনিবাস আচার্য্যের এই রূপে জন্ম হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষা-সঙ্কোচ।

রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর অনৈক শিষ্য। শ্রীচৈতন্যের ইষ্টদেব ঈশ্বর পুরীর ন্যায় কিন্তু রামচন্দ্র মাধবেন্দ্রের প্রীতি-আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। মাধবেন্দ্রের রোগশয্যায় ঈশ্বরপুরী সাবহিতে গুরুর পাদসেবা করিতেন, স্বহস্তে মলমূত্রাদি মার্জ্জন করিতেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইতেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীকে বর দিলেন 'তোমার কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হউক।' এই গুরুকৃপাই তাঁহার প্রেমভক্তি-লাভের কারণ হইয়াছিল। মাধবেন্দ্র শেষাবস্থায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন 'হে দীন দয়াল! কবে আমি মথুরাধামে যাইব! তোমাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় বড় কাতর হইয়াছে। হে প্রিয়! কবে তোমাকে দেখিয়া সুস্থির হইব?'

রামচন্দ্রপুরী এ সময়ে গুরুকে সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, মহাবিজ্ঞের ন্যায় উপদেশ করিলেন 'ব্রহ্মবিৎ হ'য়ে তুমি কাঁদ্‌ছে কেন? পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ স্মরণ কর।'

মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করিলেন 'দূর হ' মূর্খ! আমি কৃষ্ণ না পে'য়ে, মথুরা না পে'য়ে, আপন মনোদুঃখে মর্‌ছি, তুই আবার জ্বালাতে এলি কেন? তো'র মুখ দেখিতে চাই না; তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যা। আমাকে আর ব্রহ্ম উপদেশ দিতে হবে না।'

কথিত আছে গুরুর অভিশাপে রামচন্দ্রের হৃদয় শুকাইয়া গেল; উঁহাতে আর প্রেমভক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না। রামচন্দ্রের পরনিন্দা-রূপ আর একটী মহৎ দোষ জন্মিল। তিনি নাকি স্থানে স্থানে সাধু মহাজন-দিগের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। এই রামচন্দ্রপুরী দেশ-পর্য্যটন করিতে করিতে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং স্বীয় গুরুভাই পরমানন্দ পুরী ও ভ্রাতৃশিষ্য শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরমানন্দ বড় ভায়ের চরণবন্দনা, চৈতন্যদেব জ্যেষ্ঠতাতকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে পরস্পর প্রীতি-আলাপ হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব রামচন্দ্রের স্বভাব জানিয়াও বহু সমাদর ও ভক্তির সহিত তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন এবং প্রিয় সুহৃদ জগদানন্দ পণ্ডিতের বাসায় পুরীর

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জগদানন্দ পাকবিদ্যা-পারদর্শী ছিলেন। নানাবিধ উপকরণে পুরীকে পরিতোষ ভোজন করাইলেন। পুরীও আহারান্তে জগদানন্দকে আগ্রহ করিয়া 'এটী খাও, উটী খাও' করিয়া বসিয়া বসিয়া খুব খাওয়াইলেন এবং আচমন শেষ হইলে বলিতে লাগিলেন :— 'শুনিয়াছিলাম চৈতন্যগণ অপরিমিত আহার করে, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। বাপ্‌রে! এত খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-ধর্ম্মের দফারফা করিয়া দেয় ও নিজেও আকণ্ঠ পুরিয়া কতকগুলা খাইয়া বৈরাগ্য হানি করে। এমন স্থানে কি আসিতে আছে ?'

জগদানন্দ এ কথা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। রামচন্দ্র নীলাচলে এইরূপে কিছুদিন কাটাইতে লাগিলেন। নিজে মহা বিরক্ত, যেখানে সেখানে অনিমন্ত্রিত ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, এবং কোন্ বৈরাগী কত খায়, তাহারও সন্ধান লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, আচরণ, সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ছিদ্র পাইলেন না। শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার জন্য চারি পণ কড়ির মহাপ্রসাদ আসিত; তাহাতে গোবিন্দ, কাশীশ্বর ও তিনি, এই তিন জন খাইতেন। রামচন্দ্র তাহাতেও কিছু বলিবার না পাইয়া এক অদ্ভুত নিন্দা তুলিয়া দিলেন যে সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টান্নভোজন করা নিষিদ্ধ; তাহাতে জিহ্বার লাম্পট্য জন্মে এবং ইন্দ্রিয় দমন হয় না। শ্রীচৈতন্য মিষ্টান্ন খাইয়া থাকেন। চৈতন্যদেব পরম্পর এ কথাও শুনিলেন। রামচন্দ্র প্রতি দিন প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। শ্রীচৈতন্য উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, গুরুবুদ্ধিতে রামচন্দ্রকে মহাভক্তি করিতেন ও আদর সম্ভ্রম দেখাইতেন।

একদিন প্রাতে পুরী শ্রীচৈতন্যের বাসায় বসিয়া পিঁড়ার উপরে কতকগুলি পিপ্‌ড়া দেখিতে পাইয়া সংস্কৃতভাষায় বলিয়া উঠিলেন 'রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসা। *' এবং কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই নিন্দাবাক্যে চৈতন্যদেব বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মনে মনে একবার আত্মালোচনা করিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন 'আজ

* রাত্রিতে এখানে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; তাহাতে এত পিপ্‌ড়া বেড়াইতেছে। হায়! বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এ কি ইন্দ্রিয় লালসা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আমার জন্য পিণ্ডাভোগের এক চৌঠী ভাত ও পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন আনিবে; অধিক আনিলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। আর তুমি ও কাশীশ্বর ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিবে।' গোবিন্দ তাহাই করিলেন এবং এই কথা ভক্তমণ্ডলী মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। শুনিয়া ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই একবাক্যে রামচন্দ্র পুরীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। এক চৌঠী ভাত ও পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন যাহা আসিতে লাগিল, শ্রীচৈতন্য তাহার অর্দ্ধেক খাইয়া অবশিষ্ট গোবিন্দের জন্য রাখিয়া দিতেন। গোবিন্দ সেই অবশেষ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন ও কাশীশ্বর ভিক্ষা করিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্দ্ধাশনে শ্রীচৈতন্য দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-শ্রী মলিন হইয়া পড়িল। তাহাতে গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা প্রভুর অর্দ্ধাশনে অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পুরী এ সব কথা শুনিতে পাইয়া একদিন শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন 'অতিশয় পান ভোজনে ইন্দ্রিয় তর্পণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়। সে জন্য সে দিন আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। দেখিতেছি তুমি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। শুনিলাম না কি অর্দ্ধ ভোজন করিয়া থাক? সেও কিন্তু বৈরাগ্যের বিরোধী। এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্যও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া রামচন্দ্র পুরী ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৬। ১৭ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন "অতি ভোজন শীল, একান্ত অনশন শীল, অতি নিদ্রালু এবং নিতান্ত জাগরণ শীল, ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। কিন্তু যাহার আহার, বিহার (গতি), কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ সাধনে সমর্থ। তুমি-বিষয় ভোগ না করিয়া এইরূপ যুক্তাহার অবলম্বন কর; এই আমার ইচ্ছা।' শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন 'আমি আপনার অজ্ঞ বালক-শিষ্য, আমাকে যে আপনি শিক্ষা দিলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।'"

রামচন্দ্র পুরী উঠিয়া গেলে ভক্তগণ পরমানন্দ পুরীকে মুখপাত্র করিয়া চৈতন্যসমীপে বলিতে লাগিলেন :—'রামচন্দ্র পুরী নিন্দুক স্বভাবের লোক; তাঁ'র কথায় অন্ন ছাড়া কি কর্ত্তব্য? উনি মানুষকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া ও নিজেও যথেষ্ট খাইয়া পরে নিন্দা করিয়া থাকেন। অপরের আহার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ব্যবহার, অশন, বসন, সম্বন্ধে ছিদ্রানুসন্ধান করাই তাঁহার কাজ। শাস্ত্রে যে পরনিন্দার এত নিষেধ আছে, তাহাই উঁহার অবলম্বন। অতএব তাঁর কথায় অন্ন ছাড়িও না। আমাদের কথা রাখ; উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া আমাদের প্রাণে বাঁচাও।'

কৃষ্ণচৈতন্য উত্তর করিলেন 'পুরীর নিন্দা কেন করিতেছ? উনি ত সহজ ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছেন। বাস্তবিক জিহ্বার লাম্পট্যে যতিধর্ম্ম কি বজায় রাখা যায়?'

ভক্তগণের অনেক অনুনয়ে শ্রীচৈতন্য চারি পণের অর্দ্ধেক দুই পণ কড়ির প্রসাদ আনাইতে সম্মত হইলেন। উহাতে কখন দুই জন, কখন তিন জনের ভোজন হইতে লাগিল। আর জগদানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজন করিতেন; তাঁহারা যেমন দিতেন, তেমনি খাইতেন।

কতকদিন পরে রামচন্দ্রপুরী চলিয়া গেলে ভক্তগণের মাথা হইতে যেন পাথর নামিল। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে যথেচ্ছ নিমন্ত্রণ করিয়া পান ভোজন করাইতে লাগিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

প্রত্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ।

নৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। ইনি কৃষ্ণচৈতন্যের একজন গৃহস্থ অনুচর। চৈতন্যদেব আদর করিয়া ইহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। যখন শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন ইনি শ্রীচৈতন্যের দুর্গমপথ-ভ্রমণে ক্লেশ না হয়, এই উদ্দেশ্যে মনে মনে কানায়ের নাটশালা পর্য্যন্ত পথ বাঁধাইয়া দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ ও জলাশয় খনন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইনি একদিন চৈতন্যের নিকট যাইয়া কৃষ্ণ-কথা শুনিবার আগ্রহ জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন 'তুমি বড় ভাগ্যবান্, যে কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি জন্মিয়াছে। কিন্তু আমি ত কৃষ্ণ-কথা জানি না। তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও; তিনি কৃষ্ণ-কথা বলিয়া তোমাকে সুখী করিবেন। পূর্ব্বে আমাকে কৃপা করিয়া তিনি অনেক তত্ত্ব বলিয়াছিলেন।'

মিশ্র রামানন্দ-ভবনে আসিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু কাল অপেক্ষা করিতে বলিল। মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'রায় কি করিতেছেন?' ভৃত্য উত্তর করিল 'মহারাজ সম্প্রতি যে নাটক রচনা করিয়াছেন; দুইটী পরমা সুন্দরী ও নৃত্যগীতে নিপুণা যুবতী দেবদাসীকে তাহার অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। আপনি বসুন্; তিনি এখনই আসিবেন।'

যে বাড়ীতে রামানন্দ রায় তৎকালে বাস করিতেছিলেন, তাহা একটী সুশোভন উদ্যান বাটিকা। আবার মিশ্র যে স্থানে বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেখান হইতে রায় যে স্থানে রমণীদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহা দেখা যায়। মিশ্র দেখিতে লাগিলেন, রাম রায় প্রথমতঃ স্বহস্তে দেব-দাসী দুইটীর অভ্যঙ্গাদি মর্দ্দন, গাত্র মার্জ্জন্ করিয়া, স্নান করাইয়া পরে গন্ধ বিলেপন ও মাল্য এবং সুশোভন বস্ত্র অলঙ্কার পরাইলেন এবং স্বরচিত গীতগুলি অভ্যাস করাইয়া তাহার প্রকৃত অভিনয় করিয়া শিখাইতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে যেমন করিয়া নাচিতে হইবে, যেখানে সাত্ত্বিকী, সঞ্চারী বা স্থায়ীভাবের অভিনয় দেখাইতে হইবে, নিজে নাচিয়া, গাইয়া, নানা ভাবাভিনয় করিয়া, ও হাতে ধরিয়া তালে তালে নাচাইয়া, যুবতীদ্বয়কে দেখাইয়া দিলেন। অবশেষে তাহাদের নানা প্রকার সুখাদ্য খাওয়াইয়া নিভৃতে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে অত বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অতি বিনীতভাবে প্রণাম্ করিয়া বলিলেন 'আপনি যে আসিয়া বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমাকে কেহ বলে নাই; আপনার চরণে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। আজ্ঞা করুন্, কি উদ্দেশ্যে পদধূলি দিয়া আমার গৃহ পবিত্র করিলেন।' মিশ্র থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন 'আপনার দর্শনে পবিত্র হইব বলিয়া আসিয়াছিলাম; তা' বেলা অধিক হইয়াছে, অনুমতি করুন্, এখন বিদায় হই।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সায়ংকালে গৌরাঙ্গ-সভায় আসিলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হে মিশ্র! রাম রায়ের নিকট কেমন কৃষ্ণ-কথা শুনিলে?'

মিশ্র একটু দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন 'আজ্ঞে সে সৌভাগ্য ঘটনা হয় নাই।' শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'কেন?' মিশ্র আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন 'ইহাতে কি তোমার রামানন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে তুমি মহা অপরাধী। রাম রায়ের ন্যায় নির্ব্বিকার ভক্ত আর কে আছে? তরুণী-স্পর্শে কে স্থির থাকিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমাকে ত তোমরা সন্ন্যাসী দেখিতেছ? স্পর্শ দূরে থাকুক, যুবতীদর্শনেও আমার মনে বিকার সমুপস্থিত হয়। কিন্তু রাম রায় অতি আশ্চর্য্য লোক! তাঁহার দেহ মন যেন কাষ্ঠ-পাষাণে নির্ম্মিত। দেবদাসীর ত কথাই নাই, দিব্যাঙ্গনা অপ্সরীরাও তাঁহার মন টলাইতে পারে, এমন সাধ্য নাই। তুমি যে যুবতীদের সেবা করিতে দেখিয়াছ, তাহার নিগূঢ় কথা শুনিবে? রামানন্দ আপনাকে সেবক ও তাহাদের সেব্য ভাবিয়া কৃষ্ণ-সেবার ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন। এই যে অত্যুচ্চ অধিকার, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। তাইতে বলি তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছি, ভগবান্ অচ্যুতের ব্রজবধূগণ সহ ক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে হৃদয়ের রোগরূপ কামকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমার মনে হয়, রামানন্দই যথার্থ এ কথার উদাহরণস্থল। তোমরা জান না, রায়ের ভজন রাগানুগা-মার্গে। তাঁহার দেহ ও মন সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য ভক্তগুণ ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলে সভাসদ্ ভক্তবৃন্দ আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহা মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন 'তুমি শীঘ্র রামরায়ের নিকট পুনরায় যাও, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আমার নাম করিয়া বলিও যে আমি তোমাকে তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।'

পরদিন প্রাতে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের বাটীতে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাম রায় হাসিয়া উত্তর করিলেন 'শ্রীচৈতন্যের চতুরালি আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই? আমি কৃষ্ণ-কথার কি জানি? তিনি হৃদয়ে বসিয়া যে প্রেরণা দেন, তাহাই বলিয়া থাকি মাত্র। যাহা হউক, আজ্ঞা করুন, এখন কি কথা বলিব?'

মিশ্র উত্তর করিলেন 'পূর্ব্বে বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর নিকট যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলুন। আমি মূর্খ, প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন উঠাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া শুনান্।' তখন রামানন্দ রায় ইষ্টদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব, ভাব, মহাভাব, প্রেমতত্ত্ব, ও বিবর্ত্ত-বিলাস, প্রভৃতি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেশে উন্মত্ত প্রায় হইলেন, বাহ্য স্মৃতি লোপ হইল। তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদ্যুম্ন মিশ্র অবাক্ হইয়া গেলেন ও স্বীয় অপরাধের জন্য কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর হইল, তথাচ বক্তা ও শ্রোতা আত্মহারা-হইয়া কৃষ্ণকথা-সুধাসাগরে ডুবিয়া আছেন। ভৃত্য আসিয়া উভয়কে না জানাইলে হয় তো সে রাত্রিও কাটিয়া যাইত। যাহা হউক দিনশেষে প্রদ্যুম্নমিশ্র বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং সন্ধ্যার পর গৌরাঙ্গ-সভায় যাইয়া সকল কথা জানাইলেন।

গৌর বলিলেন 'তবে কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছ, কেমন?' মিশ্র উত্তর করিলেন 'আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার কৃপায় কৃষ্ণ-কথামৃত-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। রামানন্দ রায় মানুষ নহেন, মনুষ্য দেহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তি-রসময়। রায় আর এক কথা আমাকে বলিয়াছেন, যে তুমি না বলাইলে তিনি বলিতে পারেন না? এ কি সত্য কথা?'

গৌর হাসিয়া উত্তর করিলেন 'রামানন্দের বিনয় তুমি বুঝিতে পার নাই? তিনি নাকি অতি বিনীত ব্যক্তি; তাই নিজের কথা পরের মাথায় চাপাইয়াছেন। মহানুভব ব্যক্তিগণ নিজের গুণ কখনই স্বীকার করেন না।' মিশ্র বলিলেন 'যাহা হউক, আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমিই আমাকে এ হেন অমৃত পান করাইলে। আমি চিরদিনের জন্য তোমার চরণে আত্ম-বিক্রয় করিলাম।'

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন এইরূপ ঘটনায় শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন। প্রাণান্তেও তাঁহারা নীচ ও শূদ্রজাতির নিকটে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের কথা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা এই মত ভাব প্রকাশ করিতেন, যেন নীচ ও শূদ্রজাতীয়গণ অশেষ গুণান্বিত হইলেও ধর্ম্মের মধুর রসের অধিকারী নয়। এ সকল যে কেবল ধর্ম্মের ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেব তাঁহাদের এই গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য নীচ শূদ্র বংশোদ্ভব রামানন্দ রায়কে ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যপদে বরণ করিয়া নিজে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিলেন ও সুব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্নমিশ্রকে শুনিতে উপদেশ দিলেন। যবন-কুলোদ্ভব হরিদাস দ্বারা হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন এবং যবন-ভাবাপন্ন রূপ ও সনাতনের দ্বারা ব্রজ-প্রেমলীলা ও ভক্তি-সিদ্ধান্ত লেখাইয়া ব্যাখ্যা করাইলেন। এ সব বৃত্তান্ত গৌর-চরিত্রের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীসনাতন সঙ্গোৎসব।

শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচল হইতে গৌড়দেশে নিজ বাসগ্রামে গমন করিলেন। সেখানে সঞ্চিত অর্থ কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, ও দেবালয়ে বিভাগ করিয়া দিতে, গৌড়নগরে ভ্রাতৃদ্বয়ের যে বিষয়-বৈভব ছিল, তাহা আনাইয়া বণ্টন করিতে ও অন্যান্য বিষয় কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিতে, তাঁহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শনাশয়ে মথুরা হইতে ঝারিখণ্ড পথ দিয়া নীলাচলে আসিলেন। ঝারিখণ্ডের দূষিত জলে সনাতনের অঙ্গে চর্ম্মরোগ জন্মিল এবং ক্ষত হইয়া তাহা দিয়া অনবরত রস রক্ত পুঁজ পড়িতে লাগিল। দুর্গন্ধে মানুষ তাঁহার কাছে যাইতে পারে না। সনাতন শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির-মতি হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন 'মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া ও চন্দ্রমুখ দেখিয়া জগন্নাথের রথের চাকায় দেহ-পাত করিয়া জীবনান্ত করিব।' নীলাচলে আসিয়া অনুসন্ধানে তিনি হরিদাসের বাসায় উপনীত হইলেন এবং হরিদাসকে প্রণাম বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্যদেব উপলভোগ দেখিয়া সপার্ষদে হরিদাসের বাসায় আসিলে হরিদাস ও সনাতন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেব সনাতনকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। সনাতন দূরে পলাইয়া গিয়া বলিলেন 'আমাকে ছুঁইও না, তোমার চরণে মিনতি করি। একে নীচ জাতি, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় রস পড়িতেছে।' শ্রীচৈতন্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অঙ্গে সনাতনের পুঁজ রক্ত রস প্রচুর পরিমাণে লাগিল। সনাতন লজ্জিত হইয়া পিঁড়ার নিচে বসিলেন। গৌর উপস্থিত ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়া কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন উত্তর দিলেন 'যখন শ্রীচরণ দেখিলাম, তখন সকলই মঙ্গল।' গৌর মথুরা বাসী বৈষ্ণবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন 'রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন, আজ দশদিন মাত্র তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তির সংবাদ কি শুনিয়াছ? তাঁহার রামচন্দ্রে সুদৃঢ় ভক্তি ছিল।'

সনাতন ভ্রাতৃ-বিয়োগের সংবাদে শোকার্ত্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠের গু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'বল্লভ শিশুকাল হইতে রামোপাসক ছিলেন; নিরবধি রামনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও রামচন্দ্র-ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। আমি ও রূপ কোন সময়ে তাঁহার মন পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে লওয়াইয়াছিলাম। আমাদের খাতিরে তিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী "রঘুনাথের চরণ আমি কেমন করিয়া ছাড়িব?" বলিয়া কাঁদিয়া প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন "আপনাদের খাতিরে আমি কৃষ্ণ-ভজন লইয়াছি বটে, কিন্তু রামচন্দ্রের চরণে যে আমার মাথা বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে; তাহা কেমন করিয়া টানিয়া আনিব? রামচন্দ্রকে ছাড়িব মনে হইলেও যে প্রাণ ফাটিয়া যায়!' তখন আমরা তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিয়া স্বীয় সাধন পথে অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।"

গৌর বলিলেন 'আমিও মুরারি গুপ্তকে পূর্ব্বে এমনি করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই ভক্তই ধন্য, যে আপনার প্রভুকে না ছাড়ে; আর সেই প্রভুই প্রভু, যিনি স্বভক্ত অন্য স্থানে যাইলেও, ফিরাইয়া আনিয়া চরণে স্থান দেন।'

তৎপরে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণনামাস্বাদন ও কৃষ্ণ-ভক্তিরস পান করিতে উপদেশ দিয়া উঠিয়া গেলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আর প্রত্যহ আসিয়া উভয়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথালাপে অনেক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন গৌরচন্দ্র আসিয়া হঠাৎ সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'শুন সনাতন! দেহত্যাগে কখন কৃষ্ণধন লাভ হয় না; যদি হইত, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি কোটিবার দেহ ছাড়িতে পারিতাম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তি। ভক্তিতে প্রেম জন্মে; তবে শ্রীকৃষ্ণ কি পদার্থ, জানা যায়। দেহত্যাগাদি তামসিক ধর্ম্ম। তামসিক ও রাজসিক ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন অসম্ভব। সত্য বটে গাঢ় অনুরাগী ভক্তের বিচ্ছেদ ঘটিলে মরিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু আমি বলি সেও তামসিক ধর্ম্ম। অতএব কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোনিবেশ কর; অচিরাৎ প্রেমধন লাভ হইবে। নীচ জাতি হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য ও সৎকুলবিপ্র যোগ্য, কদাচ তাহা মনে স্থান দিও না। সকল জাতি, ছোট বড়, তাঁহার ভজনে সমান অধিকারী। আর যে ভজে, সেই বড়। যে তাঁহাতে বিমুখ, সে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইলেও অতি নীচ। শুন নাই কি? যে অকিঞ্চন দীন, তাহাকেই তাঁহার বড় দয়া।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় নিগূঢ় মানসিক সঙ্কল্প কেমন করিয়া প্রভু জানিতে পারিলেন? মনে করিয়া সনাতন গোঁসাই অতীব বিস্মিত হইলেন; এবং গৌরের চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন 'বুঝিলাম তুমি সর্ব্বজ্ঞ। নইলে আমার মনের কথা জানিলে কেমন করিয়া? আর তুমি পরম কৃপালু, নইলে আমার ন্যায় নির্ঘৃণ অন্ত্যজ পাপীর জীবন রক্ষার জন্য এত আগ্রহ করিতেছ কেন? তা' বুঝিলাম, আমি কেবল কাষ্ঠ পুত্তলিকা। তুমি যেমন নাচাইবে, আমাকে তেমনি নাচিতে হইবে। তবে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বাঁচাইলে তোমার লাভ কি?'

শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন 'মনে নাই, তুমি যে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ? তোমার দেহ যে এখন আমার সম্পত্তি। নিজ সম্পত্তি রক্ষার যত্ন কে না করে? আর তোমারই বা এ কোন্ ধর্ম্ম, যে তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাও? তোমার শরীরে আমি কি করিব? শুন! কি করিব? তোমার দেহ দ্বারা আমাকে বহু প্রয়োজন সাধিতে হইবে। ভক্তি-তত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবকৃত্য, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈরাগ্য-শিক্ষা, এতগুলি বিষয় তোমার দেহ দ্বারা আমাকে প্রচার করিতে হইবে। মথুরা বৃন্দাবনে বসিয়া এ সব প্রচার না করিলে হইবে না। কিন্তু আমি মাতৃ-আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি; নিজে সেখানে থাকিয়া এ সব করিতে অক্ষম। তুমি না করিলে, এ সব কাজ কে করিবে? যে শরীরে আমি এত গুলি কর্ম্ম সাধন করিব, সে শরীর তুমি ছাড়িতে চাও, এ কি সহ্য হয়?'

সনাতন বলিলেন 'তোমার চরণে কোটি প্রণাম। কে তোমার মনোভাব বুঝিতে পারে? যাহাকে যেমন করিয়া নাচাও, সে তেমনি নাচে।'

হরিদাসের দিকে তাকাইয়া গৌর বলিলেন 'শুন হরিদাস! ইনি পরের স্থাপ্যধন বিনাশ করিতে চাহেন। নিষেধ করিও, যেন সেরূপ অন্যায় কাজ না করেন।'

হরিদাস সরলভাবে উত্তর করিলেন 'তুমি কাহার দ্বারা কোন্ কাজ করাইবে, তুমি না জানাইলে কে জানিতে পারে? ইঁহাকে যে তুমি এতদূর অঙ্গীকার করিয়াছ, এ কি ইঁহার কম সৌভাগ্য?'

ইহার পর শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলে হরিদাস সনাতনকে বলিলেন 'তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেন না তোমার শরীরকে প্রভু নিজ সম্পত্তি বলিয়াছেন ও ঐ শরীর দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হায়! আমার এ দেহ বৃথায় ধরিয়াছিলাম? ভারত ভূমিতে ইহা কোন কাজেই লাগিল না।'

সনাতন বলিলেন 'আপনার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কি আর দ্বিতীয় আছে? এ বিধানে হরিনাম প্রচারই সার ধর্ম্ম। চৈতন্য-প্রভু সেই কার্য্য আপনার দ্বারা করিয়া লইতেছেন। আপনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম কীর্ত্তন করেন ও সকলের সমক্ষে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন। আপনার দ্বারা আচার ও প্রচার, দুই কার্য্যই হইতেছে। কেহ বা কোন ধর্ম্ম আচরণ করেন ও কেহ বা প্রচার করিয়া থাকেন। একাধারে আচার-প্রচার অতি কম লোকই করিয়া থাকে। আপনি তাহাই করিতেছেন।'

বৈশাখ মাসে সনাতন নীলাদ্রিতে আসিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার একটী পরীক্ষা হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীচৈতন্য গদাধর পণ্ডিতের আশ্রম যমেশ্বর টোটা নামক অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ স্থানে যাইয়া একদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত গোস্বামীর অনুরোধে তথায় ভোজন করিয়াছিলেন। পুরী হইতে যমেশ্বর টোটায় যাইবার দুইটী পথ। একটী শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া, অপরটী সমুদ্র-তীরের বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া। প্রথম পথটী খুব সোজা এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল। দ্বিতীয়টী বাঁকা ও উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপরে ছায়াহীন স্থান দিয়া। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিয়াছেন, শুনিবামাত্র সনাতন গোস্বামী সমুদ্রতীরের বাঁকা পথে তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া চলিলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রবি-কিরণে সনাতনের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তপ্ত বালুকা-কণায় তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িল। তথাচ তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। প্রভু ডাকিয়াছেন এই আনন্দে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। যখন তিনি আশ্রমে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীচৈতন্য ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রদত্ত ভুক্ত-শেষ প্রসাদান্ন খাইয়া সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোন্ পথে আসিলে?'

সনাতন উত্তর করিলেন 'সমুদ্রতীরের পথে।'

শ্রীচৈতন্য। উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া কেমন ক'রে এলে? সিংহ-দ্বারের শীতল পথে এলে না কেন? আহা! তপ্ত বালুকাতে তোমার পায়ে যে ব্রণ হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতন। বড় বেশি দুঃখ হয় নাই। পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। সিংহদ্বারের পথে আমি কেমন করিয়া আসিব? আমি যে নীচ জাতি, বিশেষতঃ গা দিয়া রস রক্ত পড়িতেছে। আমার ত সেখানে যাইবার অধিকার নাই। ঠাকুরের সেবকগণ সেখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছেন্। কি জানি দৈবে কাহাকেও স্পর্শ হইলে, আমার যে সর্ব্বনাশ হইত।

শ্রীচৈতন্য এই উত্তরে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন 'যদিও তুমি পরম পবিত্র, তোমার স্পর্শে দেবতা ও মুনিগণও পবিত্র হন্; কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করা সাধুর স্বভাব। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকে উপহাস করে; ও ইহ-পরলোকে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় ব্যক্তি মর্য্যাদা না রাখিলে, আর কে রাখিবে? আমি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।' এই বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও চৈতন্যদেব বার বার সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের অঙ্গনিঃসৃত ক্লেদে তাঁহার শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথা-প্রসঙ্গে সনাতন আপনার মনোদুঃখ পণ্ডিতের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'এখানে আসিয়াছিলাম প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আপন মনোবাঞ্ছা সাধিব বলিয়া। প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। আমার গায়ের ক্লেদরস নিত্যই গৌর-অঙ্গে লাগিতেছে। নিষেধ করিলেও তিনি শুনেন না; বল প্রকাশে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। ইহাতে যে আমার অপরাধ হইতেছে, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব? বিশেষতঃ জগন্নাথ-দর্শনে আসিলাম, তাহাও হইল না। আমি নীচ জাতি, শ্রীমন্দিরে যাইতে আমার অধিকার নাই। নিজের হিতের জন্য এখানে আসিলাম, এখন দেখিতেছি সব বিপরীত হইল। কি করিলে ভাল হয়, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

জগদানন্দ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন 'তুমি রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাও। সেই তোমার যোগ্যস্থান, কেননা প্রভু তোমাকে সেখানে থাকিয়া ভক্তি-প্রচার করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।'

সনাতন বলিলেন 'বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই করিব।' জগদানন্দ উঠিয়া গেলে ক্ষণকাল পরে গৌর আসিয়া দর্শন দিলেন। হরিদাস প্রণাম বন্দনা করিলেন। সনাতন দূরে থাকিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে শ্রীচৈতন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সনাতন পলাইতে লাগিলেন। গৌর বলে ধরিয়া তাঁহাকে কোল দিলে, সনাতন নির্ব্বিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন 'হিতের জন্য এসে দেখ্‌ছি সব বিপরীত হইল। কোথায় তোমার সেবা করিব ? না নিত্য নিত্য অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি। একে আমি নীচ জাতি, দুষ্ট পাপাশয়, কোন মতেই তোমার স্পর্শ যোগ্য নই ; তা'তে আমার শরীর দিয়া দুর্গন্ধ রস রক্ত পুঁজ পড়িতেছে ; তুমি বল করিয়া আলিঙ্গন কর, সে সব তোমার অঙ্গে লাগে। আমার যে তাহাতে কত অকল্যাণ হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেজন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি রথ দেখিয়া বৃন্দাবনে যাইব। তুমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি কর। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য এই কথা শুনিয়া জগদানন্দের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন 'কাল্‌কের প'ড়ো হয়ে জগা এমনি গর্ব্বিত হয়েছে যে, তোমাকে উপদেশ দিতে সাহসী হয়েছে। ব্যবহারে ও পরমার্থে তুমি তাহার কেন ? আমারও গুরু তুল্য মান্য ব্যক্তি। সে ছোঁড়ার এত বড় সাহস, যে তোমার সঙ্গে মুখ তু'লে কথা কয় ?'

সনাতন এবারে সুযোগ পাইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন :—'যা' হোক আজ জগদানন্দের সৌভাগ্য ও আমার দুর্ভাগ্য জানিতে পারিলাম। জগদানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে ? তাহাকে তিরস্কার করিয়া আত্মীয়তা-সুধারস পান করাইলে ও আমাকে গৌরব-স্তুতি ক'রে নিম-নিষিন্দা তিক্তরস দিলে। হায় ! আজিও আমি তোমার আত্মীয় হইতে পারিলাম না।' গৌরচন্দ্র মনে মনে খুব লজ্জিত হইয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন 'জগদানন্দ কিছু আমার তোমা হইতে প্রিয় নয়। তুমি মনে করিতেছ, তোমাকে বহিরঙ্গ জ্ঞানে আমি স্তুতি করিতেছি ও জগদানন্দকে অন্তরঙ্গজ্ঞানে তিরস্কার করিলাম। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন কখনই সইতে পারি না। তুমি মহা বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও গুণশালী ব্যক্তি। আমিও তোমার নিকট কত শিখিয়াছি। জগা ত কালিকার ছোঁড়া ; সে তোমাকে বুঝায়, এমন তা'র কি শক্তি ? বিশেষতঃ এক ব্যক্তি অনেক লোককে ভাল বাসিলে সর্ব্বত্রই যে তা'র প্রেমের ব্যবহার এক রকম হইবে, তাহা কে বলিল ? প্রীতির স্বভাবই বৈচিত্রতাময়। পাত্র বিশেষে নানা ভাবোদয় হওয়াই

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'স্বাভাবিক। তোমাতে আমার প্রেম যে ভাবে প্রকাশ হইবে, জগদানন্দে ঠিক্ সেরূপ না হইতে পারে।'

সনাতন কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন 'সে জন্য এত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?'

গৌর সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিয়া চলিলেন; 'তুমি তোমার শরীরকে বীভৎস মনে করিতে পার; কিন্তু আমার নিকট উহা অমৃতময়। তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও আমার উপেক্ষার সামগ্রী হইত না; কিন্তু উহা যে চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ। অপ্রাকৃতে ত ভদ্রাভদ্র, ভালমন্দ, বিচার সম্ভবে না। আর এক কথা; আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্র সম-দর্শন করাই আমার ধর্ম্ম। চন্দন, পঙ্ক, আমার নিকট সমজ্ঞান হওয়া উচিত। এজন্যও আমি তোমার দেহে ঘৃণা করিতে পারি না। করিলে আমার ধর্ম্ম থাকে কই?'

হরিদাস বলিয়া উঠিলেন 'তোমার এ বাহ্য প্রতারণা আমি শুনিতে চাই না। আমার ন্যায় অধমকে স্বীকার করাতেই তোমার দীন-দয়ালু নাম প্রচার হইয়াছে।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন; 'শুন হরিদাস! সকলই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। সনাতনকে চর্ম্ম-রোগ দিয়া আমার পরীক্ষা জন্য তিনিই পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘৃণা কি করিতে পারি? করিলে যে তাঁ'র ঠাঁই অপরাধী হইতাম।'

হরিদাস উত্তর করিলেন; 'দয়াল! কে তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিবে? গলৎকুষ্ঠী কীটদৃষ্ট বাসুদেবের শরীর আলিঙ্গন করিয়া তুমি কন্দর্পের ন্যায় কেন করিয়াছিলে, এ কৃপা তোমার আমরা কি বুঝিতে পারি?'

শ্রীচৈতন্য তখন ভাবপ্রেমে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন; 'শুন হরিদাস! শুন সনাতন! তোমাদের ন্যায় আমার হৃদয়বন্ধুদিগের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কিরূপ? আমি আপনাকে অতি অমান্য হীন মনে করি। তোমরা আমার সেব্য, আমি তোমাদের সেবক। তোমাদের সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করি। শিশুর সেবা কালে জননীর গায়ে যদি বালকের মল মূত্র লাগে, তা'তে কি মায়ের ঘৃণা হয়? বস্তুতঃ সনাতনের রস রক্ত আমার নিকুট চন্দনের ন্যায়। প্রথম দিনেই আমি তাহাতে চতুঃসোমের গন্ধ পাইয়াছিলাম।'

সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'এমন দয়াল প্রভু আর কোথায় পাইব?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য বলিলেন; 'রথযাত্রার পর তোমার যাওয়া হইবে না। এ বৎসর তুমি আমার নিকটে থাকিবে; আগামী বর্ষে তোমাকে, বৃন্দাবনে পাঠাইব।' শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে আবার সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে তাঁহার কণ্ডুরসা কোথায় চলিয়া গেল? 'তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গ উজ্জ্বল ও সুঠাম হইল। দেখিয়া উভয়ে চমৎকৃত হইলেন। হরিদাস বিস্তৃত স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন:—'বুঝিলাম এ সব তোমারই ভঙ্গী। তুমি ঝারিখণ্ডের দূষিত জল খাওয়াইয়া ইহার পরীক্ষার জন্য চর্ম্মরোগ দিয়াছিলে; আবার পরীক্ষান্তে তুমিই তাহা ভাল করিয়া দিলে।'

'সকলই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উঠিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন।

এইরূপে শ্রীসনাতন নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে বৎসরাবধি বাস করিতে লাগিলেন। রথযাত্রায় বঙ্গের ভক্তগণ আগমন করিলে শ্রীচৈতন্য সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে-প্রীতি অনুগ্রহ করিলেন।

বর্ষার চারিমাস পরে বঙ্গের ভক্তগণ চলিয়া গেলেন। সনাতন দোলযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সনাতন গোঁসাই একে একে সকল ভক্তের পাদ-বন্দনা করিয়া ও হরিদাসের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। তৎকালে শ্রীচৈতন্য সনাতনের বিচ্ছেদে আকুল হইয়া পড়িলেন। যাইবার পূর্ব্বে গোস্বামী ভগবান্ আচার্য্যের নিকটে ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থানে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া লইলেন, এবং পথে যাইতে যাইতে সেই সব গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদী, বৃক্ষ, দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে যাইতে লাগিলেন।

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পরে রূপ গোঁসাই বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন দুই ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যের আদেশ মত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার পর অনুপমের পুত্র ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীও নিত্যানন্দাদেশে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া

CC-0. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিত হইলেন এবং পিতৃব্য-ভ্রাতষ্পুত্র তিন জনে নানা গ্রন্থ প্রণয়ন, ভক্তি ও প্রেম প্রচার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বিধান পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

গোস্বামীগণ যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ না করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। সনাতন গোস্বামী চারিখানি বৃহৎগ্রন্থ লিখিয়া যান। সটীক ভাগবতামৃত, খণ্ডদ্বয়। বৈষ্ণবাচার ও স্মৃতিসংহিতা হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার দিক্ প্রদর্শিনী নাম্নী টীকা। এই গ্রন্থ সনাতন গোস্বামী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে প্রচার করেন। সুতরাং হরিভক্তি-বিলাস এখন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত বলিয়া প্রকাশিত। ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৈষ্ণব-তোষণী নামে টীপ্পনী। ইহাকে লীলাস্তবও বলে। বৈষ্ণব-তোষণী রচনা করিয়া সনাতন শ্রীজীবকে সংশোধন করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীজীব লঘু তোষণী নামে তাহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ষোলখানি গ্রন্থ লিখিয়া ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। হংসদূত কাব্য, উদ্ধব সন্দেস, কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধান, গণোদ্দেশদীপিকা, বৃহৎ ও লঘু; স্তবমালা, ললিতমাধব ও বিদগ্ধ মাধব নাটক এবং দানকেলি কৌমুদী ভাণিকা, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি রসগ্রন্থ, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা এবং লঘুভাগবতামৃত।

শ্রীজীব গোস্বামী পঁচিশখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্র-মালিকা, ধাতু সংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চা-দীপিকা, গোপাল-বিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, মাধব-মহোৎসব, সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, ভাবার্থ-সূচকচম্পূ, গোপালতাপনীও ব্রহ্ম সংহিতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণির টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রী-বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, গোপালচম্পূ, এবং সপ্ত সন্দর্ভ, অর্থাৎ তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ষট্ সন্দর্ভ ও ক্রম সন্দর্ভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথদাস-মিলন।

সপ্তগ্রাম প্রদেশে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই সহোদর সৎ-কায়স্থ-কুলোদ্ভব, বারলক্ষ মুদ্রা-সদরজমার জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের বিষয় এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা উভয় ভ্রাতা অতি-বদান্য, সদাচারী, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত। কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও ভূমি দান দিয়া রক্ষা করা তাঁহাদিগের নিত্য ব্রতের মধ্যে ছিল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রের তাঁহারা অনুগত ছিলেন। চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ হিরণ্য দাস অপুত্রক। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের এক মাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস। গৌড়াধিপের নিকট এই প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের অদূরে চাঁদপুর গ্রামে মজুমদারদিগের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের বাস। শৈশবকালে বালক রঘুনাথ পাঠার্থে বলরামের গৃহে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে রামচন্দ্র খানের দুর্ব্যবহারে ভক্ত হরিদাস বেণাপোল হইতে তাড়িত হইয়া এই বলরাম আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই খানে রঘুনাথের তরুণ হৃদয়ে হরিদাসের ভক্তিভাব চিরমুদ্রিত হইয়া যায়। সাধুসঙ্গের এমনি গুণ যে বালক হরিদাসের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া, হরিনাম ও হরি-ভক্তির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

রঘুনাথের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বৈরাগ্য ও ভক্তি শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। অতুল ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া ও অশেষ ভোগবিলাসে পরিবৃত থাকিয়াও ধন ও বিলাসকে তাঁহার বিষের ন্যায় ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হইলেও বিষয়াসক্ত-চিত্ত। তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শ রঘুনাথের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বৈরাগ্য কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না এবং ভোগাসক্তি ও ধনসম্পদের সহিত সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করাকেই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। সুতরাং রঘুনাথের বাল্য-

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্য ও বিষয়ে ঔদাসীন্য তাঁহাদের ভাল লাগিবে কেন? তাঁহারা প্রিয়তম পুত্রের জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কেমন করিয়া তাঁহার হাতে গলায় শৃঙ্খল দিয়া সংসার-বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন। সকলে পরামর্শ আঁটিয়া এক পরমা-সুন্দরী কন্যার সহিত রঘুর বিবাহ দিলেন এবং অশেষ ভোগবিলাস ও ভৃত্য পরিচারকে পুত্রকে এমন ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন, যাহাতে তিনি বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম চিন্তা করিতে অবসর না পান। নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ, নর্ত্তকী, ভাঁড়, পান, ভোজন, প্রভৃতি কোন আয়োজনেরই ত্রুটি রইল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রঘুনাথ এ সকলের পানে ফিরেও তাকাইলেন না।

কোন ঔষধই ধরিল না। দিন দিন রঘুনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সর্ব্বদা মনে হা হুতাস, ভোগবিলাসে বিষদৃষ্টি, বিষাদ-দৈন্য তাঁহার কোমল হৃদয়কে অধিকার করিল। অনন্তে প্রাণ ছুটিয়া চলিল; সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন তাঁহাকে আটকাইবে কেমন করিয়া? 'কি যেন চাই, পাই না; তাহা না পে'লেও প্রাণ বাঁচে না; কোথায় যাইব? কি করিব? কি করিলে শান্তি পাইব?' এ সব চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, কার্য্যে, কিছুতেই সুখ পাইতেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পিতা মাতা, পিতৃব্য, আত্মীয়, স্বজন, সকলেরই মনে ভীতি-সঞ্চার হইল এবং পাছে বংশধর পুত্র বাহির হইয়া চলিয়া যান, এই ভয়ে পিতা তাঁহাকে এক প্রকার অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। প্রহরীগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ভাল ভাল বৈদ্য দ্বারা রঘুনাথের রোগ পরীক্ষা করান হইল। কবিরাজগণ বলিলেন তাঁহার বায়ুরোগ জন্মিয়াছে; তিনি বিকৃতমনা হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নানারূপ চিকিৎসা হইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ কোন সুযোগে যাইয়া তাঁহার পদ বন্দনা করিলেন। রঘুনাথের পিতা-পিতৃব্য অদ্বৈতাচার্য্যের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আচার্য্য রঘুনাথের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশিয়া চৈতন্যের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। চারি পাঁচ দিন রঘুনাথ চৈতন্য সকাশে থাকিয়া তাঁহার কৃপা-উপদেশ লাভ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যচন্দ্রের তৎকালের বৈরাগ্য ও ভক্তির আবেগ দেখিয়া এবং ভক্তদলের উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন শুনিয়া রঘুনাথের বৈরাগ্য-প্রবণ হৃদয় একেবারে দুর্নিবার হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে পাগল হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতা লোকজন দিয়া বারম্বার তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া স্বতন্ত্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বলিষ্ঠ পাইকগণ দ্বাররক্ষা করিতে লাগিল এবং দুইটী ভৃত্য ও দুইটী ব্রাহ্মণ নিয়ত তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তিনি নীলাচলে যাইতে না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বন্দীর ন্যায় পিতৃগৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের অধিককাল কাটিয়া গেলে রঘুনাথ দাস একদিন শুনিতে পাইলেন শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশে রামকেলি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ এত নিকটে আছেন শুনিয়া, হৃদয়ে দর্শন-লালসা অতীব বলবতী হইল; এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি পিতৃসমীপে আপন মনোগত ভাব জানাইলেন যে চৈতন্য-চরণ দর্শন বিনা তিনি বাঁচিবেন না। বরং গৌরকে দেখিয়া আসিলে ও শ্রীমুখের কথা শুনিলে তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য উপশম হইবে ও তিনি সুস্থ হইয়া সংসারে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন। কর্ত্তৃপক্ষ পুত্রের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বহু লোকজন ও অনেক দ্রব্য-সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া পুত্রকে চৈতন্য-দর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। যখন অদ্বৈত-ভবনে মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে; সেই সময়ে ধনীর পুত্র রঘুনাথ বিচিত্র দোলায় আরোহণ করিয়া বহু লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং অদ্বৈতাচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত রঘুনাথ শান্তিপুরে গৌর-সহবাসে থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন 'রক্ষকদিগের হাত হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব ও কেমন করিয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইব?' শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেনঃ—'পাগলামি করিও না; সুস্থির হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর। একেবারেই কিছু ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। বাহিরের মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে বৈরাগ্য রক্ষা কর, চিত্ত শুদ্ধ কর এবং অনাসক্ত চিত্তে যথাযোগ্য বিষয় উপভোগ কর। বাহিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'লৌকিক ব্যবহার সমুদায় বজায় রাখিয়া যদি গোপনে অন্তরে অন্তরে ভক্তি সাধন করিতে পার, তাহা হইলে করুণাময় কৃষ্ণ শীঘ্র তোমাকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিবেন। বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমি যখন নীলাচলে প্রত্যাগত হইব, তখন কোন সুযোগে তুমি আমার নিকটে যাইও, এখন নয়। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই সুযোগ ঘটাইয়া দিবেন। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, তাহাকে কি কেউ আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে?' উপদেশ লাভ করিয়া রঘুনাথদাস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শিক্ষানুসারে দুর্দ্দমনীয় বৈরাগ্যকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয় সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া পিতা, পিতৃব্য, খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ক্রমে বিষয়-কার্য্যের গুরুভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সপ্তগ্রাম প্রদেশের চৌধুরী উপাধি-ধারী জনৈক মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর বিষয় সম্পত্তি হিরণ্য দাস কোন সুযোগে ডাকিয়া লইলেন। সে ব্যক্তি তাহাতে মজুমদারদিগের ভয়ানক শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। 'হিরণ্যদাস বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া রাজাকে বার লক্ষ বই কর দেয় না,' এইরূপ এক কৈফিয়ত রাজসরকারে দাখিল করিয়া সে ব্যক্তি উজীরকে সরেজমিনে আনাইল। ইহা শুনিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন পলাইলেন। মুসলমানগণ রঘুনাথকে বাঁধিয়া ফেলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাকে হাজীর করিয়া না দিলে প্রাণদণ্ড করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু রঘুনাথের সুন্দর চেহারা ও বিনীত আচরণ দেখিয়া বিশেষতঃ হিরণ্যদাস কায়স্থ, কোন্ বুদ্ধি ফাঁদিয়া কি বিপদ্ ঘটায়, মনে করিয়া মারিতে পারিল না। রঘুনাথও সুচতুর বুদ্ধিমান্। মনে মনে চিন্তা করিয়া চৌধুরীকে নিবেদন করিলেন:— 'আমার পিতা ও জ্যেঠা আপনার ভাই হন। আপনারা ভাই ভাই কখন কলহ করেন ও কখন প্রীতি-ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন যেন বিবাদ হইতেছে, আবার কালই সদ্ভাব হইবে। আমি যেমন তাঁহাদের, তেমনি আপনারও পুত্র। আমি পাল্য, আপনি আমার পালক হইয়া কেন আমায় নির্যাতন করিতেছেন? আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা জিন্দাপীর হইয়া কেন সুবিচার করিতেছেন না?' বালকের মিনতি শুনিয়া ম্লেচ্ছের দয়ার আবির্ভাব হইল এবং উজীরকে অনুরোধ করিয়া রঘুনাথের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। আর নিভৃতে লইয়া গিয়া প্রীতিভাবে বলিতে লাগিল 'তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জ্যেঠা নির্বোধ; আরে! আটলক্ষ টাকা খাইতেছে; আমি ভাগী, আমাকে ত কিছু দিতে হয়। যাও, জ্যেঠাকে ডাকিয়া আনগে। আমি তাঁহাকেই ভার দিলাম, তিনি ইহার যাহা হয়, একটা মীমাংসা করিয়া দিউন।' তখন রঘুনাথ হিরণ্যদাসকে আনিয়া ম্লেচ্ছের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। উভয়ে রফা নিষ্পত্তি করিয়া লইলে সব গোলযোগ চুকিয়া গেল।

এইরূপ ভাবে রঘুনাথের এক বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল আগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার রক্ষকগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। এইরূপে বার বার তিনি পলাইয়া যান, বার বার ধরা পড়েন। এক দিন তাঁহার মাতা গোবর্দ্ধন দাসকে বলিলেন 'ছেলে পাগল হয়েছে, শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখ।' গোবর্দ্ধন দুঃখিতান্তঃকরণে উত্তর করিলেন 'ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরার ন্যায় স্ত্রী যাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সামান্য দড়ির বাঁধনে তাহাকে কয় দিন রাখিবে? যার যাহা প্রারব্ধ, তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। রঘুনাথকে চৈতন্যচন্দ্র পাগল করিয়াছেন। কাহার সাধ্য যে তাহাকে আটক করিয়া রাখে?'

এই সময়ে নিত্যানন্দ সদলে পানীহাটী গ্রামে সংকীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পানীহাটীতে আসিলেন; এবং গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। নিতাই বলিলেন 'আরে চোরা! আসিয়াছিস? আয়, আজ তোর দণ্ড করিব। আমার এই সঙ্গীগণকে দধি চিড়া খাওয়াইতে হইবে।'

রঘুনাথ দাস আনন্দিত মনে কর্ম্মচারীদিগকে ইঙ্গিত করিলে তখনই তখনই মহা আয়োজন হইতে লাগিল। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, কদলী, চিনি, বাতাসা, চিঁড়া, রাশি রাশি আসিয়া উপস্থিত হইল; মৃৎকুণ্ডিকা, কদলীপত্র, ও মালসা, কতশত আসিল। গঙ্গাতীরে পুলিন-ভোজন হইবে জানিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ, সজ্জন, অন্যান্য লোক দলে দলে আসিতে লাগিল। চারিদিক হইতে দোকানি পসারী নানা দ্রব্যের আমদানী করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রভু সদলে স্নানাবগাহনান্তে সারি সারি হইয়া চবুতরা উপরে বসিয়া গেলেন। তাঁহার পাশে রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরী দাস, কৃষ্ণদাস হোড়, ও উদ্ধারণ দত্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া গেলেন। চারিদিকে অগণ্য ব্রাহ্মণ সজ্জন ও ইতর লোক বসিয়া গেল। এক এক জনের সম্মুখে দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা, একটীতে দধি চিড়া, অপরটীতে ঘনাবর্ত্ত গরম দুগ্ধে চিড়া, নানা উপকরণে সজ্জিত হইল। নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে দুই মৃৎকুণ্ডিকা সাজান হইল। নিত্যানন্দের আদেশে সকলে হরিধ্বনি দিয়া মহানন্দে পুলিন-ভোজন করিতে লাগিলেন। সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে রঘুনাথ দাস প্রসাদ পাইলেন; এবং সেবক দ্বারা তাম্বূল ও মাল্যচন্দন দিয়া সকলের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন।

পানীহাটীগ্রামে রাঘবপণ্ডিতের বাস। সেদিন তাঁহার বাড়ীতে নিত্যানন্দের সদলে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাঘব গঙ্গাতীরে চিড়া দধির মহোৎসব দেখিয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন 'তুমি এখানে বেশ উৎসব করিতেছ; কিন্তু আমার ঘরে প্রসাদ গুলির কি হইবে?' নিতাই উত্তর করিলেন 'এ বেলা চিঁড়া খাই, ও বেলা তোমার গৃহে ভাত খাইব। তুমি জান, আমি গোয়ালা জাতি, পুলিন ভোজনে আমার বড় সুখ হয়।' সত্য সত্যই ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাকে যমুনা ও পুলিন ভোজনে ব্রজ-রাখালগণ বসিয়াছেন, জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার সময়ে রাঘব-মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রঘুনাথ তাহাতে যোগ দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। রাঘবের স্ত্রী দেবতা-লব্ধ বরে অদ্বিতীয়া পাচিকা। কথিত আছে স্বয়ং রাধিকা তাঁহার গৃহে রন্ধন করিতেন। অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন ও পায়স পিঠা বৈষ্ণবগণ আকণ্ঠ পুরিয়া খাইয়া হরি-ধ্বনি দিতে লাগিলেন। কথিত আছে রাঘবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়া অলক্ষ্যেতে প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অবশেষ পাত্র পাইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন।

প্রাতঃস্নানান্তে নিত্যানন্দ সদলে গঙ্গাতীরের বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। রঘুনাথদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন 'বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে সাহসী হয়, আমি পামর জীবাধম হইয়াও চৈতন্য-চরণ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যতবার পলাইয়া যাই, পিতা ততবার ধরিয়া আনেন। তোমার কৃপাভিন্ন কেহই চৈতন্য পাইতে পারে না। আমার প্রার্থনা অযোগ্য হইলেও তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অচিরে চৈতন্যচরণে আশ্রয় পাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাই হাসিয়া ভক্তগণ সমক্ষে বলিলেন 'ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রের তুল্য হইলেও ইহাকে তাহা ভাল লাগে না। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যে জন পাইয়াছে, ব্রহ্মলোকের সুখ পর্য্যন্ত তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরে ইহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলে তিনি নিতায়ের চরণ তলে লুণ্ঠিত হইলেন। নিতাই বলিলেন 'অচিরে তোমার বিষয়-বন্ধন মুক্ত হ'বে; তুমি নীলাচলে চৈতন্যচরণে স্থান পাইবে।' ইহার পর রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দের অজ্ঞাতে রাঘবের সহিত পরামর্শ করিয়া ভৃত্যের নিকট একশত মুদ্রা ও সাততোলা স্বর্ণ দিলেন; নিত্যানন্দ-সঙ্গীদিগকে ব্যক্তি বিবেচনায় পঞ্চাশ, দশ, বিশ, পোনর, মুদ্রা দান করিলেন এবং রাঘব পণ্ডিতের জন্য একশত মুদ্রা ও দুই তোলা স্বর্ণ রাখিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন। সেই হইতে রঘুনাথ দাস আর অভ্যন্তরে গমন করিতেন না; বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শুইয়া থাকিতেন। প্রহরীগণ তাঁহার অদূরে থাকিত।

এই সময়ে গৌড়দেশের ভক্তগণ গৌরাঙ্গদর্শনে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। রঘুনাথ শুনিতে পাইয়া একবার মনে করিলেন 'এই সঙ্গে যাত্রা করি; কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গ লইলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িব' বিবেচনায় সে সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরন্তু দৈব তাঁহার অনুকূল হইয়া আর এক সুযোগ আনিয়া দিল। যদুনন্দন আচার্য্য নামে ব্রাহ্মণ রঘুনাথের গুরু। এ ব্যক্তি নিত্যানন্দ-শিষ্য বাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত, ও অদ্বৈতাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। অদ্বৈতের আজ্ঞায় ইনি চৈতন্য-চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। রজনী চারিদণ্ড থাকিতে কোন দিন যদুনন্দন দুর্গামণ্ডপের প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে রঘুনাথ উঠিয়া আসিয়া প্রণাম দণ্ডবৎ করিলেন। তখন প্রহরীগণ প্রগাঢ় নিদ্রিত। যদুনন্দন বলিলেন তাঁহার কোন শিষ্য-ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে ঠাকুর সেবা করিত, কি কারণে কয়েকদিন সেবা ছাড়িয়াছে। তিনি বলিলে সে শুনে না; আর ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় না। রঘুনাথ যেন তাহাকে ঠাকুর সেবা করিতে বলিয়া দেন। এই বলিয়া আচার্য্য রঘুকে হাতে ধরিয়া লইয়া সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে রঘুনাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন:—'আমার এই সুযোগ। এখন হইল তো হইল; নইলে হওয়া দুষ্কর।' প্রকাশ্যে গুরুকে বলিলেন 'আপনি গৃহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমন করুন্ ও আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি সাধ্যসাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিব।' যদুনন্দন কে জানে কি ভাবিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রঘুনাথ উদ্দেশে চৈতন্যচরণে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বমুখে ছুটিতে লাগিলেন এবং পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন কেহ তাঁহার অনুগমন করিতেছে না। তখন পথ ছাড়িয়া উপপথে ও বনে বনে যাইতে লাগিলেন। একদিনে পঞ্চদশ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া রঘু সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালের বাথানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। গোপ তাঁহাকে উপবাসী জানিয়া কিছু দুগ্ধ পান করিতে দিলে তাহা পান করিয়া রাত্রিতে তথায় পড়িয়া রহিলেন।

প্রাতঃকালে রক্ষকগণ রঘুনাথকে না দেখিয়া ভীত হইল। যদুনন্দন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব' বলিয়া তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন আর সত্য ছাপা থাকিল না। সকলেই জানিল রঘুনাথ পলাইয়া গিয়াছেন। 'গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে রঘুনাথ চলিয়া গিয়াছেন' অনুমান করিয়া পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দশজন লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং শিবানন্দ সেনকে বিনীত ভাবে পত্র লিখিলেন যেন তিনি তাঁহার পুত্রকে লোকসঙ্গে পাঠাইয়া দেন। ঐ দশ ব্যক্তি ঝাঁকরা পর্য্যন্ত যাইয়া ভক্তদলের নাগাইল পাইল। শিবানন্দ সেন পত্রের উত্তর দিলেন রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে নাই। লোক দশজন নিরাশ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ জানাইল।

এদিকে রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখে চলি-লেন এবং কুগ্রাম ও কুপথ দিয়া ছত্রভোগে সাগরসঙ্গম পার হইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যাহার প্রাণে কৃষ্ণানুরাগ জলিয়া উঠিয়াছে, তাহার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও কুপথে বাধে? কখন চর্ব্বণ, কখন রন্ধন, ও কখন দুগ্ধমাত্র পান, করিয়া বারদিনে রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে তিনদিন মাত্র তিনি রন্ধন করিয়া খাইয়াছিলেন।

স্বরূপ, মুকুন্দদত্ত, প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য বাসায় বসিয়া কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন, এমত সময়ে রঘুনাথ প্রাঙ্গণে দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করি-লেন। মুকুন্দদত্ত তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন 'এই রঘু-নাথ আসিয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য 'এস' বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন এবং স্বরূপাদি ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'সকল অপেক্ষা কৃষ্ণ-কৃপাই বলবতী ; নইলে কি তুমি বিষয়-গর্ত্ত হইতে উঠিয়া আসিতে পারিতে ?'

রঘুনাথ বলিলেন 'কৃষ্ণকে আমি চিনি না ; তোমার কৃপাই আমাকে আনিয়াছে, আমার বিশ্বাস।'

শ্রীচৈতন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'ওহে রঘুনাথ! চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে তোমার বাপ ও জ্যেঠা আমার আজ্ঞা হন ; আমি তাঁহাদের পরিহাস করিতে পারি। তাঁহারা কিন্তু বিষয়-বিষ্ঠার কীট ; বিষয়েই তাঁহাদের সুখ, বিষয়ই তাঁহাদের সারসর্ব্বস্ব। যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের ভক্ত বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যায় না। তাঁহারা বিষয়ান্ধ ; সুতরাং এমন সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাহাতে ভব-বন্ধন আরও কশিয়া লাগিয়া যায়। এ হেন বন্ধন হইতে তুমি নিষ্কৃতি পাইয়াছ। দেখ দেখি কৃষ্ণ কৃপার মহিমা কত ?'

রঘুনাথের মুখ মালিন্য দেখিয়া শ্রীচৈতন্য করুণার্দ্রচিত্তে স্বরূপকে কহিলেন 'আমি রঘুনাথকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে পুত্র-ভৃত্যারূপে অঙ্গীকার করিয়া শিক্ষা প্রদান কর। আমাদের দলে তিন রঘুনাথ আছেন। আজ হইতে ইনি স্বরূপের রঘু বলিয়া পরিচিত হইবেন।' এই বলিয়া শ্রীহস্তে রঘুনাথের কর ধরিয়া স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন।

স্বরূপ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রঘুনাথকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দের দিকে চাহিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'পথ-ক্লেশে ইনি অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছেন ; দিন কতক তুমি ইহাকে ভাল করিয়া সন্তর্পণে রাখ।' রঘুনাথকে বলিলেন 'তুমি এখন সিন্ধুস্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শনান্তে ভোজন বিশ্রাম করগে।'

পাঁচদিন পর্য্যন্ত রঘুনাথ গোবিন্দের নিকট ভোজন ও যত্ন লইয়া ষষ্ঠ দিনে শ্রীচৈতন্যের বাসা হইতে চলিয়া গেলেন এবং রাত্রি দশ দণ্ডের সময় পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া সিংহদ্বারে ভোজনের জন্য দণ্ডায়মান থাকিলেন। পুরীতে এইরূপ নিয়ম আছে যে অযাচবৃত্তি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত দিন ভজন সাধন করিয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহার ভোজ্যান্ন দিয়া থাকেন। রঘুনাথ সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। গোবিন্দ এই কথা শ্রীচৈতন্যকে জানাইলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে লাগিলেন 'রঘুনাথ বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছে। বৈরাগী কেন পর-মুখাপেক্ষী হইবে? বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন করা ও শাক পত্র ফল মূল, যাহা পাইবে, ভিক্ষা করিয়া উদর ভরণ করা। বৈষ্ণব হইয়া যে জিহ্বার লালসে এখানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়ায়, সে শিশ্নোদর পরায়ণের কৃষ্ণলাভ হয় না।'

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন। একদিন তিনি স্বরূপের দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমার এখন কর্ত্তব্য কি? আপনি শ্রীমুখে উপদেশ করুন্।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া উত্তর করিলেন 'স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি; তাঁহার নিকটে সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিক্ষা কর। তিনি যত জানেন, আমি তত জানি না। তথাচ আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমি এই বলি যে গ্রাম্য কথা বলিবে না ও শুনিবে না। ভাল খাওয়ার, ভাল পরার, ইচ্ছা পোষণ করিবে না। আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন মনে করিয়া সদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবে ও ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবা করিবে। আর আর বিশেষ উপদেশ স্বরূপ বলিয়া দিবেন।'

এইরূপে রঘুনাথ দাস স্বরূপের সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইলে গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ একে একে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে অনেক অনুগ্রহ করিলেন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথের পিতা রঘুকে ধরিবার জন্য তাঁহার নামে পত্রী দিয়া যেরূপে দশজন লোক ঝাঁকরা পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন ও তিনি সে পত্রের যে উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। গুণ্ডিচা মার্জ্জন, ভক্তগণসঙ্গে বন্য-ভোজন ও রথাগ্রে চৈতন্য-নর্ত্তন, রঘুনাথ সবই দেখিলেন।

চারিমাস পরে ভক্তগণ নীলাদ্রি হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলে, রঘু-নাথের পিতা পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য শিবানন্দ সেনের নিকট লোক পাঠাইলেন। শিবানন্দ রঘুনাথের কুশল বার্ত্তা জানাইয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহার অহর্নিশি নাম সঙ্কীর্ত্তনের কথা, তাঁহার বৈরাগ্যের কথা, কখন উপ-বাস, কখন চর্ব্বণ ও অযাচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাত্রি দশদণ্ডের সময়ে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকার বৃত্তান্ত, সকলই লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ করেন, ভক্তগণের তিনি যেরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাও লিখিতে ত্রুটি করিলেন না। পত্র পড়িয়া পিতা মাতার প্রাণ ফাটিয়া গেল। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পুত্রের জন্য চারিশত মুদ্রা, দুইটী ব্রাহ্মণ ও দুইটী ভৃত্য, পাঠাইবার অভিপ্রায়ে শিবানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। 'লোকগুলি স্বয়ং পক্ষে যাইলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, আমরা আগামী বর্ষে যখন যাইব, আমাদের সঙ্গে গেলে লইয়া যাইব' বলিয়া শিবানন্দ সেন লোক ও মুদ্রা গোবর্দ্ধন দাসের নিকট প্রতিপ্রেরণ করিলেন।

পরবর্ষে ভক্তগণ সঙ্গে পিতার প্রেরিত মুদ্রা ও সেবক রঘুনাথের নিকটে পৌঁছিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাহারা অনেক যত্ন করিলে পিতার পরিতোষার্থ রঘুনাথ মাসে দুই দিন করিয়া শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তাহার জন্য চারি পণ কড়ির প্রয়োজন হইত। সেই কড়ি মাত্র পিতার প্রেরিত লোকের নিকটে লইতে লাগিলেন।

দুই বর্ষকাল নিমন্ত্রণ করার পর রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই মাস কাল যখন নিমন্ত্রণ হইল না, তখন একদিন চৈতন্যদেব স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'রঘুনাথ আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল কেন?'

স্বরূপ উত্তর করিলেন 'রঘুনাথ বলিয়াছেন যে বিষয়ীর অর্থে প্রভুকে নিমন্ত্রণ খাওয়ান অবৈধ, বিবেচনায় ছাড়িয়া দিয়াছি। বিষয়ীর অর্থ লইতে আমারও মন প্রসন্ন হয় না, মহাপ্রভুও কেবল আমি দুঃখিত হইব বলিয়াই উপরোধে ভোজন করিয়া থাকেন; সুতরাং এরূপ নিমন্ত্রণ না করাই ভাল। ইহার ফল কেবল লোক-প্রতিষ্ঠা মাত্র।'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'বিষয়ীর অন্ন রাজস নিমন্ত্রণ। রাজস-নিমন্ত্রণে দাতা, ভোক্তা, উভয়েরই মন মলিন হয়। মন মলিন হইলে কৃষ্ণস্মৃতি হয় না। এত দিন আমি কেবল রঘুনাথের সঙ্কোচে কিছু বলিতে পারি নাই। তা' ভাল হইল, সে বুঝিতে পারিয়া আপনা হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে।'

দিন কতক পরে রঘুনাথ সিংহদ্বারের ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্ন-কালে ছত্রে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া নিজের ব্যবহারের বস্তু গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জা মালা তাঁহাকে প্রদান করিয়া সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে ঐ শিলা ও গুঞ্জামালা আনিয়া গৌরকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য স্মরণ-সময়ে মালা গাছটী গলায় পরিতেন, এবং শিলা লইয়া হৃদয়ে নেত্রে স্পর্শ করিতেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসায় ঘ্রাণ লইতেন। শিলাকে গৌরচন্দ্র আদর করিয়া কৃষ্ণ-কলেবর বলিতেন। তিন বৎসর ব্যবহারের পর এই শিলা ও মালা রঘুনাথকে দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। রঘুনাথ প্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত মালা শিলা পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন 'শিলা দিয়া প্রভু আমাকে গোবর্দ্ধন আর মালা দিয়া শ্রীরাধিকার চরণ প্রদান করিয়াছেন। আমার ভাগ্যের সীমা নাই।' তদবধি জল তুলসী দিয়া তিনি শিলা ও মালার সেবা করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে রঘুনাথের সাধন অতি কঠোর ভাব ধারণ করিলে। অষ্টপ্রহর দিবা রাত্রির মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর তিনি ভজন সাধনে কাটাইতেন, চারিদণ্ড কাল নিদ্রা যাইতেন। ছিন্ন নেকড়া ও কন্থা তাঁহার পরিধান; সুস্বাদরস যুক্ত আহার তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাবধানে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। প্রাণ ধারণের জন্য আহার প্রয়োজন। সেই আহারের এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলেন। আনন্দবাজারে দোকানীদের যে সকল ভাত বিক্রয় হইত না, পচিয়া যাইত; তাহা তাহারা সিংহদ্বারে তৈলঙ্গী গাভীর ভোজনের জন্য ঢালিয়া দিত। তাহার মধ্যে আবার যে গুলি পচিয়া দুর্গন্ধময় হইত, গাইগণ তাহা খাইত না। রঘুনাথ রাত্রিযোগে সেই পচাভাত আনিয়া জল দিয়া ধুইয়া তাহার মধ্য হইতে শক্ত ভাত বাছিয়া বাহির করিয়া লইতেন এবং একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। এক দিন শ্রীচৈতন্য তাহা দেখিতে পাইয়া এক মুঠা লইয়া খাইয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন 'এমন অমৃত তুমি রোজ রোজ খাও, আমাকে দাও না কেন?' চৈতন্যদেব আর এক গ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'আপনার যোগ্য নয়, আপনি ইহা খাইবেন না।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'আমি সত্য বলিতেছি; এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি কখন খাই নাই। ভক্ত-স্পর্শে কি সকলই অমৃতময় হয়?'

রঘুনাথ দাস শেষ-জীবনে চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ নামে শ্রীচৈতন্যের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নিজের উদ্ধার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

'মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।'

'আমি কুজন হইলেও যিনি কৃপা করিয়া মহাসম্পদ্ ও দারা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় আত্মীয় স্বরূপের নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; যিনি হৃষ্ট হইয়া স্বীয় বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা আমাকে দিয়াছিলেন ; সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া এখনও আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।'

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন রঘুনাথ দাস স্বরূপ গোস্বামীর সহিত ষোল বৎসর চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া মহাপ্রভুর ও স্বরূপের অন্তর্ধানে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেব আত্ম-সঙ্গোপন করেন। তাহা হইতে ১৬ বৎসর বাদ দিলে ১৪৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের আট বৎসর এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে রঘুনাথের বৈরাগ্যের কাল নিরূপিত হয়।

শেষাবস্থায় শ্রীচৈতন্যের ও স্বরূপ গোস্বামীর শোকে অভিভূত হইয়া রঘুনাথ দাস এই সঙ্কল্প করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন যে তথায় রূপ সনাতন দুই ভ্রাতার চরণ বন্দনা করিয়া গোবর্দ্ধন হইতে ভৃগুপাত অর্থাৎ লম্ফ দিয়া পড়িয়া জীবনান্ত করিবেন। কিন্তু রূপ সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা দুই ভাই রঘুনাথকে ভীষণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, এবং আপনাদের কনিষ্ঠ ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন। তাঁহাদের স্নেহে রঘুনাথ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন না। রূপ ও সনাতন রঘুনাথের নিকট মহাপ্রভুর নিগূঢ় লীলা সকল নিরন্তর শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথ রাধাকুণ্ড তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘোলের মাঠা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অন্য কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। প্রতিদিন এক-সহস্র লোককে প্রণাম করা, এক লক্ষ হরিনাম জপ করা, তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নানকরা, ব্রজবাসীদিগের সম্ভাষণ ও তত্ত্বাবধান করা, দিবা-রাত্রি চিন্তা ও ধ্যান যোগে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা করা এবং এক প্রহর কাল মহাপ্রভুর গুণ-চরিত্র বলা, তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। অষ্ট প্রহর দিবা রজনীর মধ্যে সাড়ে সাতপ্রহর ভজন-সাধনে যাইত, চারিদণ্ড কাল তিনি নিদ্রা যাইতেন। রাধাকুণ্ডে অবস্থিতি কালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রঘুনাথ দাস চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ বা স্তবমালা, দানচরিত ও মুক্তাচরিত, নামে তিন থানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লভভট্টের আগমন।

বল্লভ ভট্টের কথা পাঠকের স্মরণ আছে। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে ইঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া নৌকাযোগে ইঁহার বাসগ্রাম আম্বলী-গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আম্বলী গ্রামের বর্ত্তমান নাম আড়াইল ; এখানে বল্লভাচার্য্যের এথনও আসন আছে। বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য্য একই ব্যক্তি। ইনি বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, গুজরাটে ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে অনেক বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখা যায়।

বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের মিলনাশায় নীলাচলে আসিয়া পাদ বন্দনা করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলে ভট্ট বলিতে লাগিলেন 'বহুদিন হইতে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল; আজ তাহা পূর্ণ হওয়ায়, ধন্য হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয় ; দর্শনের ত কথাই নাই। কলিযুগের ধর্ম্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি ভিন্ন তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাহা যথন তুমি প্রবর্ত্তন করিয়াছ, তথন তোমাতে যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি মহা প্রেমিক ; যে তোমারে দর্শন করে, সেই প্রেমসিন্ধুতে ভাসিতে থাকে।'

বল্লভ ভট্ট এই সব বিনয় বাক্য বলিলেও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান ছিল যে তিনি যেমন ভক্তি সিদ্ধান্ত জানেন, তেমন কেহ জানে না ; তিনি যেমন ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন কেহ পারে না। কৃষ্ণচৈতন্য ইহা জানিতে পারিয়া ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন 'শুন ভট্ট মহামতি ! আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ; ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। অদ্বৈতাচার্য্যের সমান সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা কৃষ্ণভক্ত কেহ নাই। তাঁহার সঙ্গগুণে ম্লেচ্ছেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। নিত্যানন্দ অবধূত মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে উন্মত্ত ও কৃষ্ণপ্রেমের সাগর। ষড়দর্শন-বেত্তা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মহাভাগবত আর কে আছে? কৃষ্ণরসের খনি রামানন্দ রায়ের ন্যায় রসিক ভক্ত জগতে নাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, রসে তিনি অগ্রগণ্য; রাগাত্মিকা-ভক্তিমার্গে তাঁহার ভজন; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবলা রতিতে তাঁহার অনুরাগ। স্বরূপদামোদর মূর্ত্তিমান্ মধুর রস এবং ব্রজ-দেবীর কাম-গন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী। হরিদাস্ ঠাকুর নাম-মাহাত্ম্যে অগ্রগণ্য; তিন লক্ষ নামগ্রহণ তাঁহার নিত্যব্রত। এবং আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, জগদানন্দ, দামোদর, প্রভৃতি ভক্তগণ, কেহ গৌড়ে, কেহ উৎকলে, অবতীর্ণ হইয়া জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের উপায় করিতেছেন। এই সকল মহাভাগবতদিগের সঙ্গে আমার যাহা কিছু শিক্ষা।'

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ সব বৈষ্ণব কোথায় আছেন? কি প্রকারে আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব?'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ এখানে, বাস করেন। সম্প্রতি রথযাত্রা দেখিতে সকলেই এ স্থানে একত্রিত হইয়াছেন। তুমি এখানেই তাঁহাদের দর্শন পাইবে?'

পর দিনে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে ভট্টের পরিচয় করিয়া দিলে ভট্ট বৈষ্ণবগণের তেজ ও বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে করিতে লাগিলেন 'না জানি এ সব ভক্ত কেমন, যাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।' ইহার পর বল্লভ ভট্ট সপার্ষদে শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন ও মালা চন্দন পরাইয়া সকলের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন। রথযাত্রায় গুণ্ডিচা মার্জ্জন, সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া ও সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া ভট্ট চমৎকৃত হইলেন এবং কতকদিন নীলাচলে বাসের পর সশিষ্যে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

বারান্তরে বল্লভ ভট্ট পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন 'আমি ভাগবতের এক টীকা প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি শুনিলে, কৃতার্থ হই।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'ভাগবতার্থ বুঝিতে আমার অধিকার নাই। আমি কেবল বসিয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিয়া থাকি? তাও সংখ্যা-নাম পূর্ণ হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না।' ভট্ট বলিলেন 'আমি কৃষ্ণ নামের অর্থ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছি; তুমি শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন, ভিন্ন কৃষ্ণনামের অন্য অর্থে আমার অধিকার নাই।'

বল্লভভট্টের ব্যাখ্যা সব 'বল্‌গু' 'ফল্‌গু'র ন্যায় হাস্যাস্পদ জানিয়া শ্রীচৈতন্য উপেক্ষা করিয়া শুনিলেন না। ভট্ট অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। অন্তরে অন্তরে শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার ভক্তি কিছু শিথিল হইল। শ্রীচৈতন্য বল্লভ ভট্টের ব্যাখ্যা শুনেন নাই, একথা শীঘ্রই নীলাচলের বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রচার হইয়া গেল। ভট্ট যেখানে যান, সেই খানেই সুখ পান না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া এক দিন গদাধর পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া মনোদুঃখ বলিতে লাগিলেন :—'সকলেই ত আমার প্রতিকূল হইয়াছে। এক্ষণে তোমার শরণ লইতেছি। তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শ্রবণ কর; তবেই আমার লজ্জা নিবারণ হয়।' পণ্ডিত গোস্বামী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মৌনী হইয়া থাকিলেন। বল্লভ ভট্ট জোর করিয়া স্বীয় ব্যাখ্যা তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। গদাধর ভদ্রতার অনুরোধে ও তাঁহার গৌরবে নিষেধ করিতে না পারিয়া মনে মনে 'কৃষ্ণ! রক্ষা কর, এ সঙ্কটে উদ্ধার কর' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং ভাবিতে লাগিলেন 'মহাপ্রভুকে তত ভয় নাই; তিনি সব অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন; কিন্তু বিষম তাঁহার গণের হাতে কিছুতেই রক্ষা নাই।' ফলে তাহাই হইল; গৌর ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া পণ্ডিতের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

বল্লভ ভট্ট প্রতিদিন গৌরাঙ্গসভায় যাইয়া লঘু, গুরু, সকলের সঙ্গেই বিচার-তর্ক লাগাইয়া দেন। ভক্তগণ চারিদিক্ হইতে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া টিট্‌কারি দিতে থাকেন। ভট্ট হংসমধ্যে বকের ন্যায় বসিয়া থাকেন। একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা, বলুন দেখি জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নাম করে কেন? পতিব্রতা নারী কখন ত পতির নাম লয় না। আপনারা কৃষ্ণনাম লইয়া কেমন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন?' আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন 'তোমার আগে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছেন, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইবে।' শ্রীচৈতন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্টকে বলিলেন 'তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ নাই। স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করা পতিব্রতার প্রধান ধর্ম্ম। পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁহার নাম লইতে। সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভক্ত নাম লইয়া থাকেন।'

বল্লভভট্ট নিরুত্তর হইয়া দুঃখিত মনে বাসায় আসিলেন; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'এই সভায় নিত্যই আমার কথা খণ্ডিত হয়। একদিন যদি সকলকে হারাইয়া লজ্জা দিতে পারি, তাহা হইলে আমার সুখ হয়। যাহা হউক, আর একবার চেষ্টা করিব।' পরদিন সভায় যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতে লাগিলেন 'শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা অগ্রাহ্য। তাহা খণ্ডন করিয়া আমি নূতন টীকা রচনা করিয়াছি। স্বামী যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আগাগোড়ায় সামঞ্জস্য নাই। সেজন্য তাঁহার টীকা মানিতে পারি না।'

শ্রীচৈতন্য ইহা শুনিয়া বিরক্তির হাসি হাসিয়া 'যে স্বামীকে মানে না, তাহাকে ত বেশ্যার মধ্যে গণনা করিতে হয়' বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বল্লভভট্ট স্বীয় অভিমানে বাধা পাইয়া রোষকষায়িত মনে বাসায় আসিলেন। এবং রাত্রিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 'ইনি ত পূর্ব্বে প্রয়াগে আমাকে বহু কৃপা করিয়াছিলেন; আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার আশ্রমে গিয়াছিলেন; এখন কেন এত নিগ্রহ করিতেছেন?' বল্লভ ভট্ট বুদ্ধিমান্ ও ভক্ত; মনশ্চাঞ্চল্য অপনীত হইলে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। 'আমি জ্ঞানের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মহানুভব সাধুদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অভিমানে অন্ধ হইয়া আমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, ইহা জানাইতে গিয়াছি; জগৎপূজ্য শ্রীধরস্বামীকে অবজ্ঞা করিয়াছি; এমন কি, শ্রীচৈতন্যকেও তুচ্ছ মনে করিয়াছি। এ সব অপরাধ বুঝিয়া আমাকে সংশোধন করিবার জন্যই কি তিনি অপমান করেন নাই? ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; আমি মূর্খ, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন দূর হও অভিমান! দূর হও জ্ঞানগর্ব্ব! হায়! আমি কি ঘোর অপরাধী! ভক্তাপরাধ হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া বল্লভ ভট্ট প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিয়া চরণে ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া বলিলেন 'তোমার কৃপায় এখন আমার গর্ব্বান্ধকার চলিয়া গিয়াছে; কৃপা করিয়া উপদেশ দাও ... ... হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য প্রেমভাবে উত্তর করিলেন:—'তুমি মহাপণ্ডিত ও পরম ভাগবত। যেখানে এই উভয় গুণ থাকে, সেখানে কি গর্ব্বপর্ব্বত স্থান পায় না। তবে কেন গর্ব্বিত হইয়া শ্রীধরস্বামীকে নিন্দা করিয়াছ? শ্রীধর জগদ্‌গুরু; তাঁহার কৃপা ভিন্ন ভাগবতার্থ জ্ঞান হয় না। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যে ভাগবতের টীকা লিখিতে যাইবে, তাহার ব্যাখ্যা কেহ মানিবে না। আর শ্রীধরের অনুগত হ'য়ে যে অর্থ করিবে, সেই অর্থ পরম সুখদ হইবে। যাও, অভিমান পরিত্যাগ ক'রে স্বামীর অনুগত হ'য়ে টীকা লেখ গে; সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সাধু-অপরাধ মহাপাপ; এ পাপ থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হয় না। সে অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমান চিত্তে কৃষ্ণভজন করগে; অচিরে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।'

বল্লভ ভট্ট গৌরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ও ভক্তগণের নিকট আত্মদোষ ক্ষালন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সুখদিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সদলে পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

বল্লভ ভট্ট বালগোপালের উপাসক। কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি কিশোর গোপালের উপাসনা গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন। গদাধর উত্তর করিলেন 'এ কর্ম্ম আমা হইতে হইবে না; আমি ত স্বাধীন নই। প্রভু গৌরচন্দ্র আমার পরিচালক; তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমার কোন কিছু করিবার সাধ্য নাই। তুমি যে আমার নিকট যাতায়াত কর, তাহাতেই আমি তিরস্কৃত হইয়া থাকি।'

বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মে শক্তি ও ভাবের অবতরণ সমর্থিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া ভগবল্লীলার সহায়তা করে, এ সত্য কে না স্বীকার করিবে? যেমন সনকাদিতে শান্ত-ভাব, ধ্রুব প্রহ্লাদে দাস্যভাব, রুক্মিণী সত্যভামায় প্রেমভাব অবতীর্ণ; তেমনি আবার সনকাদির শান্তভাব শাক্যসিংহ প্রভৃতিতে, প্রহ্লাদের দাস্যভাব যবন হরিদাসে ও রুক্মিণী সত্যভামার ভাব গদাধরপণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিতে অব-তীর্ণ। পরন্তু রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েরই প্রেমভাব হইলেও উভয়ের প্রেমের প্রকৃতিগত তারতম্য অনেক। সত্যভামার প্রেম বাম্য স্বভাব, কুটিল; তাহা প্রণয় কলহে ও খটমটি কোন্দলে পরিস্ফুট। জগদানন্দ এই ভাবের লোক।

CC-0. ... Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যের সহিত তিনি অনুদিন প্রেমের ঝগরা করিয়া থাকেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম অন্য ধরণের। তাহা বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ়। দাক্ষিণ্যে অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ ও সহিষ্ণুতায় তাহার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়া ছাড়িয়া যাইব বলিলে রুক্মিণীর ত্রাসের সীমা ছিল না। গৌরে গদাধরের প্রেম সেই প্রকারের। শ্রীচৈতন্য পরীক্ষা করিবার জন্য দিন কতক গদাধরের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলেন নাই। গদাধর নীরবে তাহা সহ্য করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সভায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। যে দিন বল্লভ ভট্টের বাসায় ভক্তগণের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; সেদিন স্বরূপ ও জগদানন্দ দ্বারা শ্রীচৈতন্য গদাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পথে আসিতে আসিতে স্বরূপ বলিলেন 'তোমাকে যেমন তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন; তুমি নীরবে সহ্য না করিয়া দশকথা শুনাইয়া দিলে না কেন?' গদাধর উত্তর করিলেন 'তাও কি পারি? তাঁহার সঙ্গে ঝগ্‌রা করা কি ভাল? রাগের মাথায় না হয় দু'কথা বলেছেন। ইহার পর বুঝে আপনিই কৃপা করবেন।'

শ্রীচৈতন্যের সমীপে আসিয়া গদাধর রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য মধুর বচনে বলিলেন 'আমি তোমাকে কতই বলেছি; কিন্তু তুমি একটী কথারও উত্তর না দিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছ। জগদানন্দ হ'লে আমাকে কতই শুনাইয়া দিত। যাহা হউক, তোমার এই সরল সুদৃঢ় প্রেমে আমি চির-ঋণী থাকিলাম।'

গদাধরে গৌরের প্রেম দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গৌরকে 'গদাধরের প্রাণনাথ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; এবং উভয়ের নাম একত্র যোগ করিয়া 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত গদাধর ইহার পর সভক্ত গৌরচন্দ্রকে একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন। সেইদিন গৌরের আজ্ঞায় বল্লভ ভট্ট গদাধরের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়া আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার।

পরমসুখে শ্রীচৈতন্যের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। দিনমানে নানা দেশীয় পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত সংপ্রসঙ্গ, জগন্নাথদর্শন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্য-কীর্ত্তন; এবং রজনীতে রামরায় ও স্বরূপের সহিত কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতেন।

দিন দিন গৌরের বিরহ চেষ্টা বাড়িতে লাগিল। তিনি ব্যাকুল ও অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রিতে স্বরূপ রামানন্দ ভিন্ন সে ভাব অন্য কেহ দেখিতে পাইত না। এই সময়ে নানা দিগ্‌দেশীয় নর-নারী ও পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি সুমিষ্টালাপে ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন উপদেশ দিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

এক দিন বাসায় বসিয়া শ্রীচৈতন্য হরিনাম করিতেছেন, এক জন লোক আসিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে সংবাদ দিল 'বড় জানা গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গের উপর হইতে নিচে শাণিত খড়্গ পাতিয়া ফেলিয়া দিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আপনি রক্ষা না করিলে নিস্তার নাই। ভবানন্দ রায় সবংশে আপনার সেবক; তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।' শ্রীচৈতন্য শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন'কি কারণে তাহার প্রাণ দণ্ড হইতেছে?"

আগন্তুক সমুদায় বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিল :—'গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ রায়ের সহোদর। আপনি জানেন মালজেঠ্যা-দণ্ডপাট প্রদেশে মহারাজা তাঁহাকে শাসনের ভার দিয়াছিলেন। নিকাশে দুই লক্ষ কাহন কড়ি তাঁহার নিকট বাকি হওয়াতে মহারাজ তাহা তলপ করিয়াছিলেন। নগদ কড়ি দিতে না পারিয়া গোপীনাথ বারটী ঘোড়া দিয়া মূল্য করিয়া লইতে এবং অবশিষ্ট ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম জানাকে ঘোড়ার মূল্য করিতে মহারাজ ভার দিলে, বড় জানা ঘোড়ার মূল্য কম করিয়া ধরিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের গ্রীবা উচ্চ, উর্দ্ধ মুখে চাহিয়া ও গ্রীবা ফিরাইয়া কথা কহা তাঁহার প্রকৃতি। ঘোড়ার কম মূল্য শুনিয়া গোপীনাথ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "রাজকৃপা লাভ করিলে কি ধর্ম্মভয় থাকে না? আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ বটে, কিন্তু তাহারা ত উর্দ্ধদিকে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে পারে না; তাইতে বুঝি দাম কম হইল?" এই কথায় রাজপুত্র পুরুষোত্তম ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকট ঠক্যামি করিয়া কহিল "গোপীনাথ রাজকড়ি না দিবার মতলবে দুষ্টামি করিয়া বেড়াইতেছে; যদি হুকুম দেন ত তাহাকে চাঙ্গে চড়াইয়া কড়ি আদায় করি।" রাজা বলিলেন "যে উপায়ে কড়ি আদায় হয়, তাহাই কর।" এই বলিয়া আগন্তুক বলিল এই জন্য 'অত্যুচ্চ চাঙ্গ বাঁধিয়া তাহার নীচে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুশাণিত খড়্গ সকল পাতিয়াছে আমি দেখিয়া আসিয়াছি ; গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া খাঁড়ার উপর ফেলিয়া দিবে।'

শ্রীচৈতন্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'রাজার কড়ি দিবে না, রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন না ত কি ? রাজ-ভয় নাই ; রাজ-বিলাত সাধিয়া খাইয়া নর্ত্তক নর্ত্তকী ও দাঁড়ী মাঝিকে দিয়া অর্থের অপব্যয় করিবে ; আর দণ্ড লইবার সময় যাহাকে তাহাকে দিয়া অনুবোধ করাইতে চাহিবে। যাও ! আমি এ সব কিছু শুনিতে চাই না।'

এই সময়ে আর এক ব্যক্তি ত্রস্তভাবে আসিয়া জানাইল 'বাণীনাথ প্রভৃতিকে সবংশে বাঁধিয়া লইয়া গেল।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'বন্ধনাবস্থায় বাণীনাথ কি করিতেছেন ?'

দ্বিতীয় আগন্তুক বলিল 'তিনি হরিনাম জপ করিতেছেন।'

শ্রীচৈতন্য মনে মনে বাণীনাথের নাম-নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন 'রাজা আপন প্রাপ্য লইবেন ; আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহার কি করিব ?'

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ বলিলেন 'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠি সব তোমার আশ্রিত দাস ; তুমি এ বিষয়ে উদাসীন হইলে তাহারা কি প্রকারে বাঁচিবে ?' শ্রীচৈতন্য এবারে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গভাবে বলিলেন 'তবে তোমরা সকলে আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি রাজার নিকট হইতে অঞ্চল পাতিয়া দুই লক্ষ কাহন কড়ি ভিক্ষা করিয়া আনি। কেমন, এই ত তোমাদের মত ? কিন্তু চাহিলেই বা পাঁচ গোণ্ডার ভিখারীকে দুই লক্ষ কাহন দিবেন কেন ?

এই সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া জানাইল 'গোপীনাথকে খড়্গোপরে ফেলিয়া দিবার জন্য চাঙ্গে তুলিতেছে।'

স্বরূপাদি তখন ব্যস্ত সমস্তভাবে শ্রীচৈতন্যকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'আমি ভিক্ষুক, আমা হইতে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। তোমরা সকলে মহাভক্ত হ'য়ে, যাঁহাকে ডাকিলে কোন বিপদ থাকে না, সেই বিপদভঞ্জন হরিকে কেন না ডাকিতেছ ? তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর, উপযুক্ত হইলে তিনি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।'

এ দিকে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট যাইয়া বলিলেন 'গোপীনাথ প্রভৃতি সবংশে মহারাজের কিঙ্কর, তাহার প্রাণদণ্ড করা কি কর্ত্তব্য ? বিশেষতঃ তাহার নিকট অনেক অর্থ প্রাপ্য রহিয়াছে। প্রাণদণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে তাহা ত আদায় হইবে না। নিরর্থক রাজকোষের অর্থ ক্ষয় হইবে। আমার বিবেচনায় যথার্থ মূল্যে তাহার ঘোড়াগুলি লইয়া অবশিষ্ট অর্থের একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলে ভাল হয়।'

রাজা উত্তর করিলেন 'তাহার প্রাণ লইতে আমি আদেশ দিই নাই। বড় জানা বলিয়াছিলেন প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলে সে কড়ি দিবে; তাহাতেই সম্মতি দিয়াছিলাম। তুমি যাও, তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার প্রাপ্য যাহাতে পাই, তাহা করগে।'

তখন রাজপাত্র হরিচন্দন বড় জানাকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলে গোপীনাথকে চাঙ্গ হইতে নামান হইল। হরিচন্দন যথার্থ মূল্যে তাঁহার ঘোড়া কয়টী লইয়া ও বাকী কড়ির জন্ম অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে কাশীমিশ্র শ্রীচৈতন্যের কাছে আসিলে গৌর বলিলেন 'আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। নানা প্রকার উপদ্রবে আমি শান্তি পাইতেছি না।'

কাশীমিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে?'

চৈতন্যদেব বলিলেন 'ভবানন্দের গোষ্ঠি নানা প্রকারে রাজ-বিষয় অপচয় করিয়া থাকে; নিকাশে দায়ী হইয়া অর্থ দিতে পারে না। রাজার কি দোষ? তিনি আপন ন্যায্য অর্থ লইবেন না কেন? কিন্তু তা'দের কি স্বভাব যে আমি নির্জ্জনবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; আমাকে তা'দের কথা বলে দুঃখ দেয় কেন? গোপীনাথকে আজ চাঙ্গে তুলিয়াছিল, ক্রমাগত চারিজন লোক এসে আমাকে জানাইল। আজ যেন জগন্নাথ তাহাকে রক্ষা করিলেন; কাল আবার এমনি হইলে কে রক্ষা করিবে? এই সকল বিষয়ী লোকের কথায় আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাইতে বলি, এখানে থাকায় আমার প্রয়োজন নাই।'

কাশীমিশ্র চৈতন্যের চরণে ধরিয়া মিনতি করিলেন 'তুমি এ সকল কথায় ক্ষুব্ধ হও কেন? তুমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তোমার সঙ্গে কা'র সম্বন্ধ? যে ব্যক্তি বিষয় লোভের জন্য তোমার সেবা করে, তা'র মত মূঢ় আর কে? দেখ, তোমার জন্য রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করেছেন; সনাতন উজীরী ছেড়েছেন; রঘুনাথ দাস অতুল সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন; তাঁ'দের ছেড়ে তুমি কোথায় যা'বে? আমার মনে হয় গোপীনাথও তোমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বিষয় বাঞ্ছা করেন না; তাঁ'র বিপদ দেখে বোধ হয় তাঁ'র ভৃত্যগণ অনন্যোপায় হইয়া তোমাকে জানাইয়াছিল। আমার অনুরোধ, আলালনাথে যাইও না। তোমাকে আর কেহ বিষয়ীর কথা শুনাবে না।'

রাজা প্রতাপরুদ্র যখন পুরুষোত্তমে বাস করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে অভীষ্টদেব কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার মুখে জগন্নাথের সেবার সংবাদ লইতেন। সে দিন পাদ-সম্বাহনকালে মিশ্র বলিলেন 'দেব! আর এক দুঃখের কথা শুনেছেন? মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ছেড়ে আলালনাথে যাইবেন?' রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাশীমিশ্র গোপীনাথের বৃত্তান্ত আমূল বিবৃত করিলেন। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'চৈতন্য প্রভুর দর্শনলাভ জন্য আমি সমুদায় বিষয় ছাড়িতে পারি; দুই লক্ষ কাহনের ত কথাই নাই। আমার রাজ্য ও প্রাণ তাঁহার পদে উৎসর্গ করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া যাহাতে তিনি এখানে থাকেন, তাহা করুন।'

কাশীমিশ্র। তিনি বিষয়ের অভিলাষী নহেন, তাহা আপনি জানেন। এবং গোপীনাথকেও যে আপনি কড়ি ছাড়িয়া দেন, এ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। বরং রাজস্বাপহারী চোর, মহাপাপী; রাজার বৃত্তিভোগী হইয়া রাজধন অপহরণ করে, বলিয়া তিনি নানা প্রকারে গোপীনাথের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বলি তা'দের যেন কোন শারীরিক কষ্ট না দেওয়া হয়।

রাজা। তাহার প্রাণদণ্ড করা কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল না। গোপীনাথ পুরুষোত্তম জানাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল; তিনি তাহাকে প্রাণ-দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছিলেন মাত্র। যা'হোক, এই আমি তাহার সমুদায় কড়ি ছাড়িলাম; আপনি দেখুন যাহাতে মহাপ্রভু এখান থে'কে চ'লে না যান্।'

কাশীমিশ্র। আপনি কড়ি ছাড়িলে চৈতন্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন।

রাজা। তাঁহার খাতিরে আমি অর্থ ছাড়িলাম, এ কথা তাঁহাকে বলিবেন না। ভবানন্দ রায় আমার আত্মীয় ও গৌরবান্বিত ব্যক্তি। তাঁ'র পুত্রগণকে আমি সহজেই ভাল বাসি। তাহাদের বিষয় কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া কোন নিকাশ লই না। রামানন্দকে রাজমাহীন্দ্রের রাজা করিয়া দিয়াছিলাম; যাহা দিয়াছে, না দিয়াছে, তাহার কোন হিসাব লই নাই।

CC-0. In Public Domain. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীনাথ সম্বন্ধেও এমন ব্যবহার কতবার করিয়াছি। রাজা কাশীমিশ্রকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং পুরুষোত্তম জানার দ্বারা গোপীনাথকে ডাকিয়া আনিয়া হিসাবের দায় হইতে মুক্তি দিলেন, মালজেঠ্যা দণ্ডপাটে পুনরায় অধিকার দিলেন, ও তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এবং নেতধটি-খেলাত পরাইয়া দিয়া বলিলেন 'সাবধান! ভবিষ্যতে আর কদাচ রাজধন নষ্ট করিও না। বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এই জন্য যে আর তোমার অর্থের অভাব হইবে না। যাও, চৈতন্য প্রভুর আজ্ঞা লইয়া স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওগে।'

এদিকে কাশীমিশ্র চৈতন্য-সকাশে আসিয়া রাজার ব্যবহারের কথা নিবেদন করিলে শ্রীচৈতন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'মিশ্র! তুমি কি করিয়াছ? আমাকে রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে?'

কাশীমিশ্র উত্তর করিলেন 'না, মহারাজ স্পষ্ট বলিয়াছেন, আপনার খাতিরে হিসাবের অর্থ ছাড়েন নাই। ভবানন্দের গোষ্ঠি তাঁহার আত্মীয়; সে জন্য তাহাদের দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। পুরুষোত্তম জানার সঙ্গে বিবাদ না হইলে কোন গোলযোগই হইত না।'

শ্রীচৈতন্য এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে গোপীনাথ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভবানন্দ রায় চৈতন্যসকাশে আসিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে চৈতন্যচরণ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন 'এ মহাবিপদে রক্ষা করিয়া তুমি অনুগত বাৎসল্যগুণ প্রকাশ করিলে।'

রাজ-প্রসাদ নেতধটি মস্তকে করিয়া গোপীনাথ প্রণত হইলেন এবং রাজার কৃপা বৃত্তান্ত বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন 'কোথায় চাঙ্গের উপর হইতে ভীষণ মৃত্যু, আর কোথায় দায় হইতে অব্যাহতি, দ্বিগুণ বেতন লাভ ও স্বপদে প্রতিষ্ঠা; এ সব তোমারই কৃপায় হইল। কিন্তু তোমার কৃপার ত এ ফল হইতে পারে না। তোমার কৃপায় যে নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি লাভ হয়। রামানন্দ ও বাণীনাথ নির্ব্বিষয় হইয়া ভক্তি পাইয়াছেন; আমার সে দিন কবে হবে যে দিন বিষয় ছাড়িতে পারিব?'

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'পাঁচ ভাই সন্ন্যাসী হইলে তোমাদের বিশাল পরিবার কে প্রতিপালন করিবে? সন্ন্যাসীই হও, আর বিষয়েই থাক, আমার এই উপদেশ যেন ধর্ম্ম পথ হইতে কখন বিচলিত হইও না। তোমরা চিরদিন আমার প্রেম পাত্র বলিয়া বলিবার অধিকার আছে; তাই বলিতেছি

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন রাজধন কখন অপহরণ করিও না। ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে ধর্ম্মকর্ম্ম করিও, কদাচ অসদ্ব্যয় করিও না। ধনও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ; তাহার অযথা ব্যয় করিলে ইহকালে পরকালে দণ্ড পাইতে হয়।'

এই প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের ন্যায়নিষ্ঠা, ভক্তরক্ষা, ও নিরপেক্ষতা, অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাঘবের ঝালি।

প্রতিবর্ষে রথযাত্রার পূর্ব্বে বঙ্গের ভক্তদল নীলাচলে মহাপ্রভুর মিলনাশয়ে গমন করিয়া থাকেন। পানীহাটীর রাঘবপণ্ডিত সেই দলের একজন প্রধান। রাঘবপত্নী দময়ন্তীদেবী প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্যের জন্য নানারূপ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। সে সকল দ্রব্য চৈতন্যদেব সম্বৎসর ধরিয়া পরমাদরে উপভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল খাদ্য এইরূপ, যে বৎসরাবধি থাকিলেও নষ্ট হইবার নহে। দময়ন্তীদেবী অতি শ্রদ্ধার সহিত বহুদিন ধরিয়া উহা প্রস্তুত করিতেন। আম্রকাশন্দি, আদা-কাশন্দি, ঝালকাশন্দি, আমসি, আমসত্ত্ব, তৈলাম্র, লেবু-আদার মিশ্রিত আচার বিশেষ, পৃথক্ পৃথক্ হাঁড়িতে মুখবন্ধ করিয়া সজ্জিত করিয়া দিতেন। উদর পীড়া নিবারণের জন্য সুক্তাপাতা দেবী দময়ন্তী অতি যত্নের সহিত সাজাইয়া দিতেন। ধ'নে, মউরী, ও তণ্ডুল চূর্ণের চিনি পক্ক নাড়ু, আমপিত্ত-নাশকারী শুণ্ঠিনাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, গঙ্গাজল নাড়ু, বাতাসা, ফেনী ও স্থিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, চিরস্থায়ী ক্ষীরনাড়ু, সূক্ষ্ম আতব চিড়া ও হুড়ুমের চিনি-পক্ক সুবাসনাড়ু, তণ্ডুল-ভাজাচূর্ণ ঘৃত ও চিনিপক্ক ও এলাচিকর্পূরাদি মসলা মিশ্রিত, উত্তম খই ঘৃতে ভাজা ও চিনির রসে পাক করা, ঘৃতে ভাজা মুটকলাই-চূর্ণ এবং গন্ধ-মিশ্রিত খণ্ড খণ্ড গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ মৃৎপাত্রে এবং নূতন বস্ত্রের কুথলিতে পূর্ণ করিয়া সজ্জিত হইত। পরে সুন্দর সুন্দর ঝালি পেটারাতে বদ্ধ করিয়া উপরে ছাব মোহর দিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক ঝালি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাঘবপণ্ডিত তিনটী করিয়া বাহক নিযুক্ত করিয়া দিতেন। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ঝালি ও বাহকগণের উপর রাঘবশিষ্য মকরধ্বজকর মুন্সিব নিযুক্ত হইয়া প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করিয়া পানীহাটী হইতে পুরুষোত্তমে লইয়া চলিতেন।

এই সকল দ্রব্য অতি অকিঞ্চিৎকর জানিয়াও শ্রীচৈতন্য পরম প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। যে স্নেহে উহা প্রস্তুত ও বহু দূরদেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মূল্য নাই, ভাবিয়া তাঁহার উল্লাসের সীমা থাকিত না। গুরুতর ভোজনে পেটে আম জন্মাইলে সুক্তাপাতার জলে তাহা নিবারণ হইতে পারিবে, মনে করিয়া স্নেহময়ী দময়ন্তী সুক্তা পাঠাইতেন। ভক্তের এই স্বর্গীয় প্রেম মনে করিয়া ভাবগ্রাহী শ্রীচৈতন্য সুক্তা ভোজনে যে সুখ পাইতেন, অন্যের পঞ্চামৃতে তেমন অনুভব করিতেন না। যাহা হউক প্রতি বর্ষে রাঘবপণ্ডিত এইরূপ ঝালি সাজাইয়া লইয়া যাইতেন বলিয়া বৈষ্ণব জগতে 'রাঘবের ঝালি' নামে উহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পরিমুণ্ডা নৃত্য।

যখন নরেন্দ্রের জলে জগন্নাথের জললীলা হইতেছিল, একবৎসর বঙ্গের ভক্তগণ সেই সময়ে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। ভক্তগণের সহিত জল ক্রীড়া করিয়া চৈতন্যদেব বাসায় আগমন করিলেন এবং পরিতোষরূপে ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া যে যাহার নির্দ্দিষ্ট বাসায় বিশ্রামার্থ পাঠাইয়া দিলেন। রাঘবপণ্ডিত গোবিন্দের নিকট ঝালি অর্পণ করিলে গোবিন্দ পূর্ব্ববৎসরের ঝালি আজার করিয়া গৃহান্তরে রাখিয়া নূতন ঝালি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিলেন।

স্নানান্তে শ্রীচৈতন্য সাত সম্প্রদায়ে বেড়া-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ই মনে করিতেছে প্রভু আমাদের দলে। ক্ষেত্রবাসীগণ অবাক্ নিষ্পন্দভাবে দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছে। রাজা, রাজপত্নীগণ, মন্ত্রী ও অনুচরবর্গ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। হঠাৎ শ্রীচৈতন্য স্বরূপকে বলিলেন তুমি উড়িয়া পদ গাও। স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন 'কোন্ পদ ?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন :—'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'। এই পদ।

সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন থামিল; স্বরূপ একা মধুরস্বরে এই পদ গাইতে লাগিলে শ্রীচৈতন্য 'বোল' 'বোল' বলিয়া বাহু তুলিয়া প্রেমাবেগে নাচিতে লাগিলেন। লোক সব আনন্দ উৎসাহে উচ্চ হরিধ্বনি দিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যের ভাব পূর্ণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। তিনি সিংহ গর্জ্জনে হুঙ্কার দিতে লাগিলেন। পুলকে তাঁহার অঙ্গ শিমুলতরুর ন্যায় কণ্টকিত হইল; প্রতিরোমে স্বেদ ও রক্তোদ্গম হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহার বাক্যের জড়তা হইয়া আসিল। তিনি 'জগমোহন' পদ আবৃত্তি করিতে, 'জজ' 'গগ,' 'পরি,' 'মম,' বলিতে লাগিলেন; দন্ত সকল এরূপভাবে নড়িতে লাগিল, যে লোকে মনে করিল যেন তাহা পড়িয়া যাইতেছে, এবং অঙ্গ সকল কখন ফুলিয়া উঠে ও কখন সরু হইয়া যায়। তথাচ গৌর সিংহের আবেশ ও আনন্দ নৃত্য থামিল না। বেলা তৃতীয় প্রহর হইল; তখনও আ আহারা হইয়া তিনি ভাবসাগরে নিমগ্ন; কেবলই নাচিতেছেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার অতিরিক্ত দৈহিক শ্রম হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া নৃত্য থামাইবার উদ্দেশে গীত বাদ্য থামাইয়া দিলেন। তিনি কিছু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে নিত্যানন্দ বলিলেন 'বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে ও ভক্তগণ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য তখন নৃত্য কীর্ত্তন সমাপন করিয়া সভক্ত সিন্ধু-স্নান ও প্রসাদ-ভোজনান্তে বিশ্রামার্থ গম্ভীরার দ্বারে শুইয়া পড়িলেন।

গোবিন্দের নিয়ম ছিল যে চৈতন্যদেব ভোজনান্তে শয়ন করিলে তিনি পদ সেবা করিয়া তবে ভোজন করিতেন। প্রভু গম্ভীরার দ্বারে শুইয়াছেন; গোবিন্দ ভিতরে যাইতে পথ না পাইয়া বলিলেন 'এক পাশ হও, ঘরে যাইব।'

শ্রীচৈতন্য শ্রান্তি জানাইয়া উত্তর করিলেন 'অঙ্গ চালাইবার শক্তি নাই।'

গোবিন্দ। পদ সম্বাহন করিতে চাই; পথ দাও।

শ্রীচৈতন্য। কর, বা, না কর, তোমার ইচ্ছা। আমার নড়িবার সাধ্য নাই।

সেবক গোবিন্দ তখন তাঁহার বহির্ব্বাস চৈতন্যের উপরে রাখিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং পাদ সম্বাহন করিয়া কটি, পৃষ্ঠ, চাপিতে লাগিলেন। সুন্দর মর্দ্দনে শ্রীচৈতন্যের শ্রান্তি দূর হইল, তিনি সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। দণ্ড দুই পরে নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে চৈতন্যদেব দেখিলেন গোবিন্দ তখনও বসিয়া পা চাপিতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজ এখনও বসিয়া আছিস্ যে? আমি নিদ্রা গেলে ভোজনে যাস্ নাই কেন?'

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দ উত্তর করিল 'তুমি দুয়ার চে'পে শুইয়া আছ, আমি বাহিরে যাই কোন্ পথে?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যেমন ক'রে ভিতরে এসেছিস্, তেমনি ক'রে যেতে পারিস্ নি?'

গোবিন্দ শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব হইল ও মনে মনে ভাবিতে লাগিল :—'সেবার নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য সহস্র অপরাধ গ্রাহ্য করি না; নরকে গমন করিতে হইলেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু নিজের সুখের জন্য অপরাধের আভাসেও মনে ভয় হয়।'

সেবাই সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেবা না করিয়া সেবক থাকিতে পারে না;-কেননা সেবাই তাহার প্রকৃতি। যাহার আত্মসুখ উদ্দেশ্য, তাহা সেবা নহে। আপনাকে উৎসর্গ করিয়া প্রভুর প্রীতি বর্দ্ধনের নামই সেবা। সেবক জানে না যে সেবা করিলে আবার ধর্ম্ম হয়। সে জানে যে সে সেবা করিতেই আসিয়াছে; না করিলে সে বাঁচে না। সুতরাং এরূপ সেবার জন্য সেবক না করিতে পারে, এমন কাজই নাই। পাপ, যন্ত্রণা, নরক-ভয়, কি তাহাকে সেবা হইতে পশ্চাৎপদ করিতে পারে? পাঠক মহাশয়! ভক্তি-শাস্ত্রের এই নিগূঢ় উপদেশ; এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে লঙ্ঘন করিয়া গোবিন্দের সেবার, এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

ভক্ত দত্তাস্বাদন।

ভক্তগণ যিনি যাহা উত্তম বস্তু পাইতেন, চৈতন্যের ভোজনের জন্য গোবিন্দকে দিয়া যাইতেন। গোবিন্দ জানাইলে শ্রীচৈতন্য তাহা রাখিয়া দিতে বলিতেন। এমনি করিয়া রাখিতে রাখিতে অনেক খাদ্য-সামগ্রী রাশীকৃত হইল। এ দিকে অদ্বৈত প্রভৃতি দাতাগণ গোবিন্দকে নিয়ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য প্রভু খাইয়াছেন কি না? গোবিন্দ কোন কিছু বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে লাগিলেন। ভোজন-কালে এক দিন গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন 'আচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ তোমার খাইবার জন্য নানা দ্রব্য দিয়াছেন। তুমি তাহা খাও না; তাঁহারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়েন না, তুমি খাইয়াছ কি না? আমি আর তাঁহাদের কত বঞ্চনা করিব? ভক্তগণের নিকট ইহাতে যে আমার মহা-পরাধ হইতেছে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া বলিলেন 'আরে! তো'র দুঃখ কিসের? আচ্ছা, কে কি দিয়াছেন, আন্ দেখি।'

গোবিন্দ তখন একে একে ভক্তগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্য দিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পুরাতন খাদ্য; পচিয়া গেলেও ভক্ত-দত্ত বলিয়া শ্রীচৈতন্য তাহা অম্লান বদনে খাইতে লাগিলেন। কথিত আছে, সে দিন শুক্‌না নারিকেল পর্য্যন্তও বাদ যায় নাই। সব দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'আর কিছু আছে?'

গোবিন্দ উত্তর দিল 'রাঘবের ঝালি মাত্র অবশিষ্ট।'

শ্রীচৈতন্য 'আচ্ছা, তাহা আর এক দিন দেখা যাইবে' বলিয়া হাসিতে হাসিতে আচমন করিলেন।

নিমন্ত্রণ ভোজন।

জগন্নাথের প্রসাদান্ন কিনিয়া শ্রীচৈতন্যের নিত্য ভোজন হইত। উহার মূল্য প্রথমে চারি পণ কড়ি নিরূপিত ছিল; পরে রামচন্দ্র পুরীর কথায় কমাইয়া যেরূপে দুই পণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ঐ মূল্য দিতে হইত; অথবা কেহ প্রসাদ ক্রয় করিয়া তাহার উপর গৃহে কিছু রন্ধন করিয়া মিশ্রিত ভোজন করাইতেন। কেহ বা প্রসাদ না আনিয়া কেবল গৃহে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। গদাধর পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ পণ্ডিত, ভগবান্ আচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশীশ্বর, রাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর ও বক্রেশ্বর, এই কয় জন ক্ষেত্র-বাসীর গৃহে শেষোক্তরূপে ভোজন হইত। তন্মধ্যে গদাধর ও সার্ব্বভৌমের মাসিক নিমন্ত্রণের দিন নিয়মিত ছিল। অপর ভক্তেরা মধ্যে মধ্যে অনিয়মিত-রূপে নিমন্ত্রণ করিতেন।

যে চারিমাস বঙ্গের ভক্তগণ উৎকলে থাকিতেন, সেই সময়েই নিমন্ত্রণের ঘটা কিছু অধিক হইত। তাঁহাদের গৃহে মিশ্রভোজন বা প্রসাদমাত্র ভোজন হইত। যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে জানা যায়, যে সকলের গৃহে চৈতন্য-দেব ঘরভাতে নিমন্ত্রণ খাইতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতির ত কথাই নাই; ব্রাহ্মণের মধ্যেও ভোজ্যান্ন বিপ্র ভিন্ন, অন্যের অন্ন খাইতেন না। তাঁহার যেরূপ উদার ভাব দেখা যায়, তাহাতে জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা যে তাঁহার মধ্যে ছিল, তাহা কখনই বিশ্বাস হয় না। তবে লৌকিকাচারকে তিনি অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে লঙ্ঘন করিতেন না। এই লৌকিকাচারের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে ঐরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, চারিমাস কাল নিমন্ত্রণ খাইয়াও চৈতন্যদেব সকল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। কারণ চারিমাসের মধ্যে সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষার সময়ে কুলাইত না। অদ্বৈতাচার্য্যের নিমন্ত্রণের ঘটা কিছু অধিক মাত্রায় হইত। গৌরকে পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াও আচার্য্যের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহার সঙ্গে পুরী, ভারতী, প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ গমন করিতেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, যে অনেক সময়ে তাঁহার আহার হইত না। তাহাতে নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অসুখী হইতেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'আজ যদি কোন গতিকে সন্ন্যাসীগণের আসা না হয়, তাহা হইলে মনের সাধে প্রভুকে ভোজন করাই।' মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে গৌরচন্দ্র একাকী অদ্বৈতের বাসায় উপনীত হইলেন। আর আর ভক্তগণ স্নানাদি করিতে তখন সমুদ্রে গিয়াছিলেন; হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈতাচার্য্য অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া মহানন্দে ইন্দ্রের স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন এবং অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। সে দিন না কি, গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের পাক করা সমস্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেন প্রভৃতি তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইতেন। শিবানন্দ একদিন মূল্যবান্ ও অতি উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ব প্রসাদ সকল খাইতে দিলে শ্রীচৈতন্য সেনের গৌরবে তাহা খাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না। শিবানন্দের বালক পুত্র চৈতন্যদাস তথায় ছিল। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইহার নাম কি রাখিয়াছ?' সেন উত্তর দিলেন 'চৈতন্য দাস'।

গৌর বলিলেন 'এরূপ নাম কেন রেখেছ? বুঝিতে পারিলাম না।'

সেন জবাব দিলেন 'এত শত জানি না; যাহা মনে এসেছে, তাহাই রেখেছি।'

চৈতন্য দাস শিশু হইলেও, গুরু ভোজন যে প্রভুর প্রীতিকর হইতেছে না, বুঝিতে পারিল।

অন্যদিন চৈতন্য দাসের ইচ্ছায় শিবানন্দ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল আদা, লেবু, ফুলবড়ি ভাজা, দধি, লবণ, ও অন্ন খাইতে দিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রীত হইয়া সেনকে জিজ্ঞাসিলেন 'আজ গুরু পাক দ্রব্য আন নাই কেন ?' সেন লজ্জিত হইয়া বলিলেন 'চৈতন্যদাসের ইচ্ছা যে আজ তুমি এইরূপ খাও।'

শ্রীচৈতন্য 'বালক আমার মন বুঝিয়াছে, তুমি বুঝিতে পার নাই' বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট দই-মাখা ভাত শিশুকে খাইতে দিলেন।

চৈতন্য বিজয়।

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ বর্ষান্তে নীলাচলে আসিয়া চারিমাস অবস্থিতি করিতেছেন। অদ্বৈতের প্রবাসবাটীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীবাসাদি সকল ভক্ত মিলিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালযোগে সুমধুর হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনান্তে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেন। একদিন সংকীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে অদ্বৈত বলিলেন 'আজ আর অন্য নাম গাইব না। নব অবতারের নব পদে গোরাগুণ গাইয়া ধন্য হইব। তোমরা সকলে মণ্ডলাকারে কীর্ত্তন কর; আমি মনের সাধ মিটাইয়া নাচিয়া লই।'

ভক্তগণ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন 'কিন্তু ভয় হয়; প্রভু শুনিয়া বিরক্ত হইবেন। তিনি সর্ব্বদাই আত্ম-গোপনে ব্যস্ত। আজ একটা কিনা করিয়া ফেলেন।'

অদ্বৈত আনন্দোৎসাহে বলিলেন 'আরে! রে'খে দাও প্রভুর ক্রোধ। তিনি চিরদিনই আত্ম-গোপন করুন্। আর আমরাও তাঁহাকে লুকাইয়া রাখি। তবে জীব নিস্তারের কি হইবে ? আর সকল বিষয়ে তাঁ'র আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কেবল এই বিষয়ে নয়।'

ভক্তগণ অদ্বৈতের সাহসবাক্যে সাহসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'আজ আমরা তাঁহাকে ডরাইব না।'

তখন খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। অদ্বৈত-বিরচিত এই পদ গাইয়া ভক্তগণ প্রমত্তভাবে মণ্ডলাকারে নাচিতে লাগিলেন। অদ্বৈত নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া মণ্ডলমধ্যে নৃত্য করিলেন।

'শ্রীচৈতন্য! নারায়ণ! করুণাসাগর!
দুঃখিতের বন্ধু প্রভো! মোরে দয়া কর।'

চৈতন্যদেব যখন কীর্ত্তনস্থানে আসিলেন, ভক্তগণ তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাইতেছেন, নাচিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। চৈতন্যদেব হরিগুণানুকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে নিজ নামগুণযুক্ত গান শুনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দুঃখে, ঘৃণায়, ও নিরাশায়, গম্ভীরামধ্যে শুইয়া থাকিলেন।

ভক্তগণ চৈতন্য-বিজয় গান সমাধা করিয়া যখন শান্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের মনে হইল প্রভু কীর্ত্তনস্থানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন; গান শুনেন নাই। কেহ কেহ কিছু উদ্বিগ্নও হইলেন। তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া চৈতন্যদর্শনে আসিলেন। গোবিন্দ ভক্তগণের আগমন -বার্ত্তা জানাইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। ভক্তগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলে তিনি মুখ আচ্ছাদন করিয়া যেমন শুইয়া ছিলেন, অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকিলেন। ভক্তদল নীরবে বসিয়া, সাড়া নাই। চৈতন্যদেব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন :—

'ওহে শ্রীবাস! ওহে বৈষ্ণবগণ! আজ সকলে মিলিয়া কি গান করিতে ছিলে? কৃষ্ণগুণ গান ছাড়িয়া আজ্ কাহার নাম গাইয়া এত নৃত্য হইতে ছিল? তা'তে কি কিছু সুখ পাইতেছিলে? কিছু কি লাভ হইয়াছে? বুঝিলাম এখন তোমরা স্ব স্ব প্রধান, সকলেই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক। আমার কথা শুনিবে কেন? কিন্তু পৃথিবী কি তোমাদের কথায় চলিবে? হরিনাম ছাড়িয়া মানুষের নাম গাইতে কি লজ্জা হইল না? আমি যে লজ্জায়, ঘৃণায়, মরিয়া যাইতেছি। হায়! বুঝিলাম আমার সকল শ্রম পণ্ড হইল। তোমরা কেহই মানুষ হইলে না।'

সম্মুখে শ্রীবাসপণ্ডিত বসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বাক্যাবসানে তিনি বলিয়া উঠিলেন 'ঈশ্বরশক্তি বিনে জীবের ত স্বতন্ত্র শক্তি নাই। এ কথা তোমার শ্রীমুখেই ত কতবার শুনিয়াছি। তিনি যাহা করান, বা যাহা বলান্, জীব তাহাই অনুসরণ করে। আজ্ ভগবান্ আমাদের মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন, আমরা তাহাই বলিয়াছি। তুমি নিরন্তর আপনাকে লুকাইতে চাও; তিনি আমাদের মুখ দিয়া তোমাকে প্রকাশ করিয়া দিলেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'যদি তাহাই বুঝিয়া থাক, তবে যে লুকায়; তাহাকে বাহির করিতে চাও কেন?'

শ্রীবাসপণ্ডিত আকাশের দিকে হস্ত তুলিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেন।

চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন 'ও আবার কি সঙ্কেত করিতেছ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন 'হাত দিয়া সূর্য্য ঢাকিলাম।'

এই সময়ে বাহির দ্বারে শ্রীহট্ট-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-বাসী বহুসংখ্যক নরনারী 'জয়! জয়! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব! জয় শচীদুলাল! পরম কারুণিক! তুমি স্বয়ং নারায়ণ! সন্ন্যাসীরূপে জীব উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। প্রভো! আমাদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীবাস সুযোগ পাইয়া বলিলেন 'এখন কি করিবে? সকল সংসার যে গাইতেছে; তাহাদের কেমন করিয়া আটক্ করিবে? এ সব লোককে আমি কি শিখাইতে গিয়াছি?'

শ্রীচৈতন্য পূর্ব্বের ন্যায় বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন 'না শিখাইলেও উহারা তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে। তোমরা পণ্ডিত হইয়া যাহা করিবে, এ সকল লোক তাহাই অনুকরণ করিয়া চলিবে; ইহাতে আশ্চর্য্য কি?'

শ্রীচৈতন্য বাহিরে আসিয়া ঐ সকল নরনারীকে দর্শন দিয়া কৃষ্ণনামের উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস নির্যাণ।

এই ভবের বাজারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যাহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই চলিয়া যাইবে। অনিত্য সংসারের ধন, জন, যৌবন, শরীর, মন, সকলই অনিত্য। নিত্য কেবল ধর্ম্ম, নিত্য কেবল প্রেম ভক্তি, আর নিত্য কেবল অকূলের কাণ্ডারী হরিনাম। হায়! মানুষ ইহা বুঝিয়াও কেন বুঝিল না? হাতে তুলিয়া কেন বিষয় গরল পান করিল? হাতে তুলিয়া কেন পাপের কালি মুখে মাখিল?

এই যে চৈতন্যচাঁদের প্রেমের হাট বসিয়াছে, ইহা কি নিত্য? ইহা কি চিরকাল থাকিবে? থাকিবে, আবার থাকিবে না। অপ্রাকৃত চিদানন্দ বস্তু কি নষ্ট হইতে পারে? নষ্ট হইবে কেবল মায়া চক্ষুর দ্রষ্টব্য প্রেমের হাটের পসারীদের মায়াময় দেহ। চিদানন্দ অপ্রাকৃত দেহের ত নাশ নাই। সংসারের ভাষায় মৃত্যু, দেবভাষায় জীবন। সংসারের ভাষায় আজ ভক্ত হরিদাস মরিলেন, প্রেমাকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িল, হরিনামের জীবন্ত বিগ্রহ অপ্রকট হইল এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বিধানের একটী মূল্যবান রত্ন অন্তর্ধান হইল। কিন্তু দেবভাষায় আজ ভক্ত-পরিবারে একটী নূতন ভক্তের জন্ম হইল, দেবগণ আনন্দে দুন্দুভি নিনাদ করিলেন এবং অপ্রাকৃত হরিদাস হরিনামের জ্যোতিষ্মান্ মুকুট শিরে পরিয়া দেবসভা উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

হরিদাসের ভোজনের জন্য শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ দ্বারা প্রতিদিন প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিতেন। একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিতে যাইয়া দেখিলেন যে ঠাকুর হরিদাস শয়ন করিয়া মৃদুমন্দ-স্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে উঠিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে হরিদাস বলিলেন 'আজি আমি লঙ্ঘন করিব। সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় নাই; ভোজন করিতে পারিব না।' তবে মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, উপেক্ষা করিতে পারি না; একটী দাও, গলাধঃকরণ করি।'

পর দিন প্রাতে শ্রীচৈতন্য হরিদাসের বাসায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'হরিদাস সুস্থ আছ ত?'

হরিদাস প্রণামান্তে উত্তর করিলেন 'আমার শরীর সুস্থ আছে; কিন্তু মন বড় অসুস্থ।'

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'বল ত, কি ব্যাধি?'

হরিদাস। সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইতেছে না কেন?

শ্রীচৈতন্য। এখন বৃদ্ধ হ'য়েছ। সংখ্যা কেন অল্প কর না? সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনের জন্য এত আগ্রহ কেন? নামের মহিমা প্রচার ক'র্‌তে এসেছিলে; সে কার্য্য ত করিয়াছ। তোমার নিকট নাম শু'নে কত লোক উদ্ধার হ'য়ে গিয়েছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে অল্প সংখ্যায় নাম সঙ্কীর্ত্তন কর।

হরিদাস বিনয়ে ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'শুন প্রভু! আমার এক নিবেদন আছে। অতি হীন জাতি, অধম পামর হইলেও আমাকে তুমি অঙ্গীকার ক'রে বৈকুণ্ঠে তুলিয়াছ, বহু কৃপা করিয়া অনেক নাচাইয়াছ, এবং ম্লেচ্ছ হইয়াও ব্রাহ্মণ-প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র খাইতে দিয়াছ। মনুষ্য জন্মের যাহা সুখ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে; আর এক ইচ্ছা আমার আছে; তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমার মনে হ'চ্ছে, অচিরে তুমি মানব-লীলা সম্বরণ করিবে। কিন্তু তা' যেন আমাকে দেখিতে না হয়। তাহার পূর্ব্বেই এই নিন্দ্য কলেবর ছাড়িতে চাহি। তোমার পদযুগল

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হৃদয়ে ধরিয়া চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে ও কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে তোমার সম্মুখে শরীর রাখি, এই আমার প্রার্থনা। প্রার্থনা পূর্ণ কর।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন 'হরিদাস! তুমি ভক্ত। ভক্তের প্রার্থনা ভক্তবৎসল হরি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু দেখ, আমার যত কিছু সুখৈশ্বর্য্য; তোমাদের লইয়া। তোমার কর্ত্তব্য নয় আমাকে ছাড়িয়া যাইতে।'

হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন 'তোমার পায়ে ধরি প্রভু; আর মায়া বাড়াইও না। আমার মাথার শিরোমণি কত শত সাধু-ভক্ত মহাশয় তোমার লীলার সহায়। আমার ন্যায় একটা ক্ষুদ্র কীট মরিলে কি হানি হইতে পারে? একটা পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হয়? আজ মধ্যাহ্ন করিতে যাও, কিন্তু কাল অবশ্য দর্শন দিবে।'

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্য সমুদায় ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিলে হরিদাস সকলের পদ বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'হরিদাস! সমাচার কি?'

হরিদাস সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন 'তোমার যেমন অভিরুচি।'

তখন চৈতন্যচন্দ্র প্রাঙ্গণে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন; স্বরূপাদি ভক্তগণ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন গাইতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম রামানন্দাদির নিকটে পাঁচ মুখে হরিদাসের মহাপরীক্ষা, অটল বিশ্বাস, সরল ভক্তি, ও নাম নিষ্ঠাদির গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস সকল ভক্তের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া গৌরচন্দ্রকে নিজাগ্রে বসাইলেন এবং নিজ নয়নরূপ ভৃঙ্গ দুইটী প্রভুর মুখপদ্মে লাগাইয়া মুখমাধুরী পান করিতে লাগিলেন; আর চরণ দুই খানি স্বহৃদয়ে রাখিয়া যুগপৎ হরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রামণ করিয়া ফেলিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন হরিদাস মহাযোগেশ্বর; তাইতে ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু মরিতে পারিয়াছিলেন।

ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তুলিলেন; শ্রীচৈতন্য প্রেমে শোকে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের মৃতদেহ কোলে লইয়া সেই মহাসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে উদ্দণ্ড নাচিতে লাগিলেন; এবং চারিদিকে লোক সব হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। স্বরূপ, গোস্বামী এক বিমান প্রস্তুত করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া আনিলে হরিদাসের মৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ তাহাতে রাখিয়া ভক্তগণ স্কন্ধে করিয়া বহিয়া সমুদ্র তীরে চলিলেন। শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনের দলের আগে আগে নাচিতে গাইতে চলিলেন। সাগর-জলে শবকে স্নান করাইলে ভক্তবৃন্দ ভক্তদেহের পাদোদক পান ও পদধূলি মস্তকে লইলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন 'আজ হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।' তাহার পর ভক্তগণ নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাসে গন্ধপুষ্প ও পুষ্পমালায় ভক্ত-দেহ সজ্জিত করিয়া জগন্নাথের ডোর, কড়ার বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ সঙ্গ দিয়া সমুদ্র তীরের বালুকারাশির মধ্যে গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে শায়িত করি-লেন। শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে অগ্রে বালুকা নিক্ষেপ করিলে বন্ধুগণ বালুকা দিয়া শব প্রোথিত করিলেন; এবং উপরে বেদি বাঁধাইয়া দিয়া বেদির চারিধার অন্য প্রকারে আবৃত করিলেন। তখন মৃদঙ্গ করতাল যোগে বেদি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। পরে স্নানান্তে সকলে হরিবোল বলিতে বলিতে ও হরিদাসের গুণ গাইতে গাইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হরিদাসের বিজয়োৎসবের দিনে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সিংহদ্বারে যাইয়া আঁচল পাতিয়া বসিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পসারীগণ পসরা পসরা প্রসাদ দিতে আসিল। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে বাসায় বিদায় করিয়া দিয়া প্রত্যেক দোকানীর নিকট এক এক পোয়া মাত্র ভিক্ষা লইলেন; এবং চারিজন বাহক দ্বারা গৃহে আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাইলেন। শ্রীচৈতন্য এ দিন স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া এক এক জনের পাতে প্রচুর খাদ্য দিতে লাগিলেন এবং আরও দাও, আরও দাও, বলিয়া উৎসাহে চীৎকার করিয়া ভক্ত বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। নিমন্ত্রিতগণকে মাল্য, চন্দন, ও তাম্বূল, উপহার দিয়া চৈতন্যদেব হরিদাসের মহিমা বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন :—'কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যে অমূল্য সঙ্গী জুটাইয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ধন্য তাঁহার ইচ্ছা! চিরদিন তাহাই জয় যুক্ত হইবে। আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা তাঁহার মহতী ইচ্ছার নিকট পরাস্ত হইবে। আমার ত হরিদাস হেন সঙ্গীকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ছিল না; রাখিতে পারিলাম কই? আর সেই সাধু! তাঁহার ইচ্ছারই বা বল কত? এক ভীষ্মের মৃত্যু শুনিয়াছি, আর আজ হরিদাসের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিলাম স্বেচ্ছায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে।

হরিদাস পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আজ জগৎ শূন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। বন্ধুগণ! শুন, হরিদাসের বিজয়োৎসব আজ যিনি দর্শন করিলেন, যিনি ইহাতে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন, যিনি তাঁহার মহোৎসবে ভোজন করিলেন, আর যিনি সেই পবিত্র শরীরে বালুকা নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-প্রেম পাইবেন। অতএব বন্ধুগণ! জয়! জয়! হরিদাস! যিনি নাম মহিমা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়া আজ জয়ধ্বনি কর, হরিনাম কীর্ত্তন কর, আপনারা পবিত্র হও।' তখন সহস্র মুখ হইতে 'জয় হরিদাস! জয় হরিদাস! জয় হরিনাম! জয় জয় পতিতপাবন হরিনাম! শব্দ উঠিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য হর্ষে, বিষাদে, বিচ্ছেদে, প্রেমে, পূর্ণ হইয়া অবিরলধারে অশ্রুধারা মোচন করিতে লাগিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিরহ-বিকার!

এখন হইতে শ্রীচৈতন্যের বিরহ-বিকার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি অধৈর্য্য হইয়া 'হা কৃষ্ণ প্রাণধন! হা ব্রজেন্দ্রনন্দন! কোথা গেলে তোমায় পাব? কেমন ক'রে তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া থাকিব? কবে নিরন্তর তোমার মধুর মুরলীরবে আমার শ্রবণ যুগল জুড়াইবে?' বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দিবানিশি প্রাণের মধ্যে স্বাস্থ্য নাই; বিরহ-বেদনায় হৃদয় জর্জ্জরিত। দিবাভাগে এ ক্লেশ তিনি প্রকাশ করিতেন না বটে; কিন্তু রজনীতে নির্জ্জনে আসিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিত না; তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সারা রাত্রি ছটফট করিতেন। স্বরূপ ও রামানন্দ ভিন্ন তখন কেহ নিকটে যাইতে পারিত না। তাঁহারা সময়োচিত গান গাইয়া, শ্রীকৃষ্ণের গুণ চরিত্রের কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া এবং অন্যরূপ প্রবোধ বাক্য শুনাইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতেন।

জিজ্ঞাসা উঠিতেছে যে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মজীবন ত এখন দিন দিন পূর্ণতার দিকে ছুটিয়াছে; তবে এত বিরহ ব্যথা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির দেওয়া অসম্ভব। যে অগ্নিময়ী ভাবজালা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইত; যাহারা তাহা অনুভব করে নাই, তাহারা কেমন করিয়া উহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? তবে একটা কথা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয়, যে অনন্ত মাধুর্য্যের খনি ভগবান্‌কে যে যত জানে, সে তত জানে না; যে যত পায়, সে তত পায় না। আবার জানা ও পাওয়ার মাত্রা ভেদে বিরহের প্রখরতারও তারতম্য হইয়া থাকে। যাঁহার যত প্রেম, নিমেষ-বিরহে তাঁহার তত বেদনা। আমরা তাঁহাকে জানিও না, ভালও বাসি না; তাঁহার সম্বন্ধে বিচ্ছেদ বোধ সুতরাং আমাদের নাই।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সস্ত্রীক আগমন।

এ বৎসর অদ্বৈত, শ্রীবাস, শিবানন্দ, আচার্য্য রত্ন, প্রভৃতি ভক্তগণ স্ত্রীপুত্র লইয়া চৈতন্য ভেটিতে চলিলেন। নবদ্বীপে শচীমন্দিরে প্রথমে ভক্তগণ সপরিবারে মিলিত হইয়া সেখান হইতে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিলেন। আচার্য্যের স্ত্রী পুত্র, শিবানন্দের স্ত্রী ও তিন পুত্র, শ্রীবাসপত্নী মালিনীদেবী, আচার্য্য রত্নের পত্নী, প্রভৃতি বৈষ্ণবরমণীগণ চৈতন্যানুরাগে ব্যাকুল হইয়া মাসেকের পথ হাঁটিয়া চলিলেন। ধন্য গৌর! তোমার প্রেমের আকর্ষণ ধন্য!

নিত্যানন্দকে পুরুষোত্তমে যাইতে গৌরচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি সে নিষেধ না মানিয়া আবেগে ধাইয়া চলিলেন। পাঠক মহাশয় জানেন শিবানন্দ সেন সকলের রক্ষকস্বরূপে খাওয়াইয়া ও ঘাটী সমাধান করিয়া লইয়া যাইতেন। পথে একদিন যাত্রীদিগকে রাজার ঘাটীওয়ালা প্রাপ্য করের জন্য বসাইয়া রাখিলে শিবানন্দ সকলের প্রতিভূ হইয়া ছাড়াইয়া দিলেন; ও হিসাব করিয়া পয়সা দিবার জন্য পশ্চাতে থাকিলেন। যাত্রীগণ অগ্রসর হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু শিবানন্দ না থাকায় বাসা স্থির করিতে না পারিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। যাত্রীগণ রৌদ্রতাপে ও পথ-শ্রান্তিতে ক্লিষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। 'বাসা পাইলাম না; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যায়; শিবে কোথায়? এখনও এলো না; তার তিন বেটা মরুক্!' বলিয়া নিত্যানন্দ ব্যাকুল হইয়া গালি দিতে লাগিলেন। শিবানন্দ আসিলে তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন 'বাসা না পে'য়ে গোঁসাই আমার বেটা কে'টে গালি দিতেছেন; এ তাঁ'র কোন বিচার?' শিবানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন 'উঁহার তিরস্কারে কি কাঁদিতে আছে? ও যে আশীর্ব্বাদ।'

শিবানন্দ নিত্যানন্দের নিকট আসিলে প্রভু উঠিয়া সজোরে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্ষে পদাঘাত করিলেন। শিবানন্দ তাহাতেও মহানন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'সত্যসত্যই আজ আমার মহা সৌভাগ্য। কেন না আজ আমাকে তুমি ভৃত্য ব'লে স্বীকার করিলে।' তখন বাসা ঠিক করিয়া দিয়া তিনি যাত্রীগণের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্তসেন মাতুলের অপমানে দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'আমার মাতুল চৈতন্যপার্ষদ; তাঁহাকে নাথি মে'রে আজ গোঁসাই কি ঠাকুরালিই করিলেন?' শ্রীকান্ত বিরক্ত হইয়া যাত্রীসঙ্গ ছাড়িয়া মাতুলের অজ্ঞাতে একাকী নীলাচলে চলিয়া গেলেন এবং পেটাঙ্গী গায়ে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিলে, গোবিন্দ পেটাঙ্গী ছাড়িয়া প্রণাম করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্য হাসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন 'আহা! বালক মনোদুঃখ পাইয়া আসিয়াছে; ইহাকে কিছু বলিও না, যাহা ইচ্ছা, করুক্।' এবং শ্রীকান্তকে সকলের কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে শ্রীকান্ত নাথি মারার কথা গোপন রাখিয়া আর সব বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। যথা সময়ে ভক্তগণ আসিয়া চৈতন্য দর্শন করিলেন। মহিলাগণ দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শন-প্রণাম করিয়া মহাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সকলে স্ব স্ব বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ স্বীয় পুত্র তিনটীর পরিচয় করিয়া দিলে চৈতন্যদেব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কি? হইয়াছে জিজ্ঞাসিলেন। শিবানন্দ উত্তর করিলেন 'আপনার আজ্ঞানুসারে পরমানন্দ দাস রাখিয়াছি।' শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'ইহাকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিও' এবং আদর করিয়া স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলে বালক তাহা চুষিতে লাগিল। চৈতন্যদেব গোবিন্দের প্রতি বৈষ্ণব মহিলাদের যত্ন ও সেবা করিতে আদেশ করিলেন। শিবানন্দের গোষ্ঠিকে প্রভু নিজ পরিবার বলিয়া স্বীকার করিলে ভাগ্যবান্ শিবানন্দ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এক ব্যক্তি 'মুই পরমেশ্বরা' বলিয়া প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব দেখিলেন তাঁহার বালককালের পরিচিত পরমেশ্বর মোদক। ইহার বাড়ী নবদ্বীপে, গৌরের গৃহের নিকটে। বাল্যকালে তিনি তাহার কতই মোয়া, নাড়ু, সন্দেস, খাইয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'পরমেশ্বর! ভাল আছ ত? বেশ হ'য়েছে, জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছ।'

পরমেশ্বর বলিলেন, 'মুকুন্দার মাও এসেছে।'

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুকুন্দার মাতার নাম শুনিয়া শ্রীচৈতন্য কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। সে উদ্ধত পাত্রী; কিন্তু বালককাল হইতে তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। সে তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম মান্য করিয়া দূরে থাকিবার লোক নহে।

এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত লীলা হইল। অধিকন্তু মালিনী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ স্বহস্তে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া গৌরকে নিত্য নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন।

পুরীদাস যখন সাত বৎসরের বালক, পিতা মাতার সঙ্গে আর একবার চৈতন্য দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে বালক নীরবে থাকিল, কোন উত্তর দিলে না। চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন 'আমি কতশত লোককে কৃষ্ণনাম দিলাম; আর এ বালককে বলাইতে পারিলাম না।' স্বরূপ গোঁসাই উত্তর করিলেন 'আমার মনে হয়, বালক তোমার নিকট কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা পাইয়া প্রকাশ করিতেছে না।' অন্য সময়ে গৌরচন্দ্র বালককে শ্লোক পড়িতে বলিলে পুরীদাস কৃষ্ণগুণ বর্ণনা করিয়া সংস্কৃতভাষায় এক শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন। এই পুরীদাসই উত্তরকালে চৈতন্যচরিতের প্রধান আখ্যাতা কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

চারিমাস পরে গৌড়ীয় ভক্তগণের দেশে যাইবার সময় উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেব প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহাদের বিদায় দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন:—'প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা বর্ষে বর্ষে আমাকে দেখিতে আসিতে কতই কষ্ট পাও। তোমাদের ক্লেশ মনে হইলে আসিতে নিষেধ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তোমাদের সঙ্গসুখ লোভে বলিতেও পারি না। নিতাইকে নিষেধ করিয়াছি, তবু আসিতে ছাড়েন না। আচার্য্য গোঁসাই বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীপুত্র পরিবার ফেলিয়া দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া প্রতিবর্ষে আসিয়া থাকেন। আর এই মহিলাগণ নানা ক্লেশ সহিয়া এত দূর আসিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমি এখানে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছি; তোমাদের জন্য আমাকে কোন ক্লেশ করিতে হয় না। আমি ফকীর-মানুষ, কি ধন আছে তোমাদের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করি? একমাত্র শরীর আছে; তাহা ত তোমাদের সমর্পণ করিয়াছি।' ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাক্যে মুগ্ধ হইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ ভট্টের মিলন।

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের কথা পাঠকের মনে আছে। শ্রীচৈতন্য কাশীধামে তপনগৃহে যখন দুই মাস কাল অবস্থিতি করিয়া সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন বালক রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের পদসেবা করিতেন, উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতেন এবং বর্ত্তনাদি পরিষ্কার করিতেন। রঘুনাথ যৌবনে পদার্পণ করিয়া পিতা মাতার আজ্ঞা লইয়া শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে রামদাস বিশ্বাস নামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশোদ্ভব ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। রামদাস সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, বিশেষতঃ কাব্যপ্রকাশাদি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি রামোপাসক পরম ভক্ত, দিবানিশি সাধনভজনে অনুরক্ত ; সম্প্রতি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতে যাইতেছেন। রামদাস রঘুনাথের চরণে পড়িয়া তাঁহার ভৃত্যত্ব যাচিয়া লইলেন। এরূপ প্রবীণ ব্যক্তির পরিচর্য্যা লইতে সঙ্কুচিত হইয়া রঘুনাথ বার বার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু রামদাস নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন ; বলপূর্ব্বক তাঁহার তল্পী মাথায় করিয়া বহিয়া চলিলেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য পুরুষোত্তমে পৌছিয়া চৈতন্যচরণ বন্দনা করিলে, শ্রীচৈতন্য প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে পরিচয় পাইয়া পরমাদরে আলিঙ্গন করিলেন ; মিশ্রের ও শেখরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ; এবং স্বরূপাদি ভক্তগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া সে দিন নিজ বাসায় রাখিয়া পরমযত্নে মহাপ্রসাদ খাওয়াইলেন। পরদিন গোবিন্দ একটী স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দিলে রঘুনাথ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামদাস বিশ্বাস চৈতন্যচরণ বন্দনা করিয়া নীলাচলবাসী হইলেন এবং পট্টনায়কের পুত্রদিগকে কাব্য প্রকাশ পড়াইতে লাগিলেন।

রঘুনাথ ভট্ট আট মাস কাল পুরুষোত্তমে বাস করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার বিনয়, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া প্রীত হইলেন। রঘুনাথ অল্পবয়সেই পাকবিদ্যা-বিশারদ ; মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুস্বাদু খাদ্য সকল খাওয়াইতে লাগিলেন।

বিদায়কালে শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া পিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতার সেবা করিতে ও বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে উপদেশ দিলেন, এবং এক কণ্ঠমালা তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিয়া বারাণসী পাঠাইলেন। রঘুনাথ ভট্ট গৃহে আসিয়া সাবধানে চারি বৎসর কাল বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিতে লাগিলেন এবং এক বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পিতা মাতার কালীলাভ হইলে রঘুনাথ উদাসীনের ব্রত লইয়া পুনরায় নীলাচলে আসিলেন এবং আর আটমাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া চৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপা লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে বলিলেন, 'তুমি আমার আজ্ঞায় বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া সাধন ভজন করগে। সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে ও কৃষ্ণনাম জপ করিলে, অচিরে কৃতার্থ হইয়া কৃষ্ণপদ লাভ করিতে পারিবে।' যাইবার কালে শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে চৌদ্দ হাত লম্বা তুলসীমালা ও জগন্নাথের ছুটাপান বিড়া ভেট দিয়া বিদায় দিলেন।'

রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া চৈতন্যের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রূপ সনাতন তাঁহাকে আপন সহোদরের ন্যায় যত্ন করিয়া নিকটে রাখিলেন। রঘুনাথ ভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতর গোস্বামী।

দেবদাসীর গান।

জগন্নাথ-মন্দিরে দেবদাসীগণ নিত্য সঙ্গীত করিয়া থাকে। একদিন যমেশ্বর টোটা যাইতে যাইতে, শ্রীচৈতন্য তানলয়যুক্ত সুমধুর স্বরে সঙ্গীত হইতেছে, শুনিতে পাইলেন। গীতগোবিন্দের পদ-বিশেষ গুর্জ্জরীরাগে গীত হইতেছে শুনিতে পাইয়া তাঁহার ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা হইয়াও সঙ্গীতের ধ্বনির বশবর্ত্তী হইয়া জগমোহনের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। পথে সিজের বেড়া ছিল; তাহার কাঁটা গায়ে লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাচ তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি আবেশে ধাইয়া গিয়া গায়িকাকে যেই আলিঙ্গন করিবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে 'রমণীর গান' 'রমণীর গান' বলিয়া কে তাঁহাকে বলে ধরিয়া কোলে করিয়া লইল। 'স্ত্রী' নাম শুনিয়া তাঁহার বাহ্য জ্ঞান হইল; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তিনি গোবিন্দের কোলে। প্রভুভক্ত গোবিন্দ তাঁহার ভাবাবেগ বুঝিতে পারিয়া ও উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যদেব বলিলেন 'গোবিন্দ! আজ তোমার জন্য আমার প্রাণ রক্ষা হইল। রমণী-সংস্পর্শ হইলে আমি দেহপাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতাম। তোমার এ ঋণ আমি শোধিতে পারিব না।'

গোবিন্দ উত্তর করিলেন 'আমি ত কিছু করি নাই। জগন্নাথ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'বৎস! আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেহ রক্ষা করিবে। আমার ত হোঁস থাকে না। তুমি আমাকে সাবধান করিয়া দিবে।'

স্বরূপাদি ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত শুনিয়া মহাভীত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগদানন্দ পণ্ডিত।

পণ্ডিত জগদানন্দের অনেক কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যে ইঁহার প্রেমচেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণে সত্যভামার প্রেমের ন্যায় কুটিল। সনাতন গোস্বামীকে পণ্ডিত বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলে চৈতন্য দেবের ভর্ৎসনায় তাহা কতক প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি বৈষ্ণব জগতে সত্যভামার অবতার বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্য শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার জন্য কোন সময়ে মহাপ্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর তত্ত্বতল্লাস করিতে মাতৃ-ভক্ত চৈতন্য কখনই ভুলিতেন না। জগদানন্দ শচীমাতাকে পুত্রদত্ত উপহার দিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে এবং মধুর চৈতন্য-কথায় তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ জগদানন্দকে পাইয়া এবং প্রভুর অন্তরঙ্গ জানিয়া পরমানন্দিত হইলেন। কতিপয় মাস নবদ্বীপে থাকিয়া পণ্ডিত অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শান্তিপুরে গেলেন। আচার্য্য তাঁহাকে পাইয়া মহাহৃষ্ট হইলেন। সেখান হইতে জগদানন্দ যে যে গ্রামে চৈতন্যভক্ত ছিলেন, সে সমস্ত গ্রামেই ভ্রমণ করিলেন এবং চৈতন্যের সুখকথায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। কুমারহট্ট গ্রামে শিবানন্দ সেনের বাস। সেন মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। পণ্ডিত মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া চৈতন্যদেবের ব্যবহারের জন্য এক পাক সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত করিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য—উৎকট সাধনভজনে প্রভুর বায়ুপিত্তের প্রকোপ হইলে এই তৈল কিঞ্চিৎ অঙ্গে ও মস্তকে লাগাইলে স্নিগ্ধ হইতে পারিবেন। কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া অতি যত্নে বাহক দিয়া পণ্ডিত আগমন কালে ঐ তৈল নীলাচলে আনিলেন এবং গোবিন্দের নিকট দিয়া চৈতন্য-দেবের অঙ্গে-মর্দ্দন করিয়া দিতে উপদেশ দিলেন।

গোবিন্দ তৈলের কথা শ্রীচৈতন্যকে জানাইলে তিনি বলিলেন 'সন্ন্যাসীর তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈলের ত কথাই নাই। এক কাজ কর, জগন্নাথের প্রদীপে ঐ তেল জ্বালাইয়া দাও। পণ্ডিতের পরিশ্রম সফল হইবে।' গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা পণ্ডিতকে জানাইলে পণ্ডিত দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলেন; কিছু উত্তর করিলেন না। গোবিন্দ দিন দশ পরে শ্রীচৈতন্যকে আবার বলিলেন 'পণ্ডিতের নিতান্ত ইচ্ছা, আপনি তৈল ব্যবহার করেন।'

চৈতন্যদেব এবারে ক্রোধ করিয়া উত্তর দিলেন, 'তবে একজন মর্দ্দনীয়া নিযুক্ত কর; নইলে তৈল মাখাইবে কে? এই সুখের জন্যই কি আমি সন্ন্যাস করিয়াছি? আমার সর্ব্বনাশ হ'লে তোমাদের সুখ হ'বে কি?'

গোবিন্দ আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। পর দিন প্রাতঃকালে জগদানন্দ আসিলে গৌর প্রেমভাবে বলিলেন 'পণ্ডিত! অনেক যত্নে তেল আনিয়াছ। আমি সন্ন্যাসী, তৈলে আমার অধিকার নাই। জগন্নাথের দীপে জ্বালাইয়া তোমার শ্রম সফল কর।'

জগদানন্দ ব্যঙ্গভাবে বলিয়া উঠিলেন 'কে তোমায় মিথ্যা কথা বলেছে? আমি ত বাঙ্গলা হইতে তৈল আনি নাই।' এই বলিয়া গৃহ হইতে তৈল-পূর্ণ কলসী আনিয়া চৈতন্যের অগ্রে আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এবং আর কিছু না বলিয়া নিজ বাসায় যাইয়া ঘরে কপাট দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

দুই দিন কাটিয়া গেল, পণ্ডিত গৃহাভ্যন্তরে শুইয়া আছেন, দুয়ার খোলেন নাই। গোবিন্দ ও শ্রীচৈতন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া তাঁহার দ্বারে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'আজ আমি এখানে খাইব। পণ্ডিত! উঠিয়া পাক কর; মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনে আসিব' বলিয়া জগন্নাথ দর্শনে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগের উপযুক্ত ঔষধ পড়িয়াছে। পণ্ডিত আর থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া স্নানান্তে বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া অন্ন প্রস্তুত করিলেন। যথাসময়ে চৈতন্যদেব আসিয়া আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'দ্বিতীয় পাত কর, তুমি আমি একত্র ভোজন করিব।' জগদানন্দ উত্তর করিলেন 'আপনি ভোজন করুন, আমি পরে খাইব। তোমার আজ্ঞা কি লঙ্ঘন করিতে পারি?'

শ্রীচৈতন্য খাইতে খাইতে বলিলেন 'ওহে! রাগে রাগে যে পাক করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। না জানি সহজ থাকিলে আর কি হইত?'

জগদানন্দ এমন করিয়া ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন যে, গৌরচন্দ্র আর খাইয়া উঠিতে পারেন না। এক দ্রব্য না ফুরাইতেই আবার দেন। এক দ্রব্য দশবার করিয়া পরিবেশন করাতে গৌরের অত্যন্ত অধিক ভোজন হইল। তথাচ তিনি উঠিতে পারিলেন না, পাছে জগদানন্দ রাগ করিয়া আবার উপবাস করে; ভয়ে ভয়ে খাইতে লাগিলেন। অবশেষে চৈতন্য দেব প্রেমপূর্ণ ভাবে বলিতে লাগিলেন 'এক গুণের স্থানে দশগুণ খাওয়াইলে; এখন অনুমতি কর, উঠিয়া আচমন করি।'

আচমনান্তে পণ্ডিত গন্ধমাল্য পরাইয়া গৌরকে মুখবাস দিলেন। গৌরচন্দ্র বলিলেন 'আমি এই খানে বসি, তুমি আমার সম্মুখে ভোজন কর।'

জগদানন্দ উত্তর করিলেন 'আপনি বিশ্রাম করুন গিয়া। রামাই ও রঘুনাথ দুয়ের পরিচর্য্যা করিয়াছেন; তাঁহাদের অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া পরে আমি খাইব।'

শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে বলিলেন 'তুমি এখানে থাক; পণ্ডিতের ভোজন শেষ হইলে আমাকে সংবাদ দিও'। চৈতন্যদেব বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলে পণ্ডিত গোবিন্দকে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্যও 'পণ্ডিত খাইলেন কি না' জানিয়া আসিবার জন্য গোবিন্দকে ফেরত পাঠাইলেন। গোবিন্দ 'জগদানন্দের আহার হইয়াছে' সংবাদ দিলে তবে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন।

সন্ন্যাসের পর হইতে শ্রীচৈতন্য কলার বাসনা বিছাইয়া শয়ন করিতেন, অন্য শয্যা লইতেন না। কলার বাসনায় আস্তরণে শুইয়া তাঁহার অঙ্গে ব্যথা হইত, জানিতে পারিয়া জগদানন্দ কোন সময়ে তুলার তোষক বালিশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের নিকট দিয়াছিলেন, ও স্বরূপকে বলিয়া দিয়াছিলেন 'আপনি দেখিবেন যাহাতে প্রভু ইহা অঙ্গীকার করেন।' তোষক বালীশ দেখিয়া চৈতন্য দেব ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ কা'র কাজ?' উত্তরে জগদানন্দের নাম শুনিয়া কলহের ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেও সে শয্যা তুলিয়া ফেলিয়া কলায় বাসনাতে শুইলেন। স্বরূপ বলিলেন 'পণ্ডিত জানিতে পারিলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হইবেন।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তবে একখান খাট আনিয়া দাও। জগদানন্দের কি ইচ্ছা, আমি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছে'ড়ে বিলাসীর মত বিষয়সুখ উপভোগ করি?'

জগদানন্দ এ কথা শুনিয়া খুব মনঃকষ্ট পাইলেন; কিন্তু মনোদুঃখ প্রকাশ না করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য চৈতন্যদেবের আজ্ঞানুমতি চাহিলেন। সুচতুর শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার উপর রাগ ক'রে মথুরায় গিয়ে কি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে?' জগদানন্দ চৈতন্যের চরণ ধরিয়া গম্ভীরভাবে নিবেদন করিলেন, 'না তা নয়; অনেক দিন থেকে আমার বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা, তোমার আজ্ঞা ভিন্ন তো যে'তে পারি না।'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য।' জগদানন্দ মৌন হইলেন। অন্যদিনে পণ্ডিত স্বরূপ গোস্বামীকে মনোবাঞ্ছা জানাইয়া অনুরোধ করিতে বলিলে স্বরূপ গৌরকে বলিলেন 'পণ্ডিতের পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা হয়েছে। তোমার অনুমতি চাহিলে তুমি রাগ করিয়া যাইতেছে বলিয়া, যাইতে দাও না। কিন্তু আমি বলি, একবার অনুমতি দাও, উনি বৃন্দাবন দেখিয়া আসুন।'

চৈতন্যদেব তখন জগদানন্দকে ডাকিয়া সরল মনে অনুমতি দিয়া এই সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন:—'বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবে, পথে কোন ভয় নাই। কিন্তু তাহার পরে সঙ্গীভিন্ন পথ চলিও না। বাঙ্গালী দেখিলে দস্যুগণ লুটপাট করিয়া লইয়া মারিয়া ফেলে। মথুরায় সনাতনের সঙ্গে একত্র থাকিয়া বনাদি দর্শন করিও; কিন্তু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিও না। মথুরার স্বামীদের আচরণ দেখিয়া হাসিও না; কেননা তাহা আমাদের আচার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সনাতনকে বলিও, আমিও একবার সেখানে যাইব; আমার জন্য যেন একটু স্থান করিয়া রাখেন। আর সেখানে অনেক দিন থাকিও না, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদানন্দ সকলের পাদবন্দনা করিয়া যাত্রা করিলেন ; বনপথে বারাণসী পৌঁছিয়া তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে পরিচয় করিলেন ; যথা সময়ে মথুরা আসিয়া সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া দ্বাদশ বনাদি ভ্রমণ করিলেন ; এবং গোকুলে যাইয়া দুইজনে নির্জ্জন গোফায় বাস করিয়া কৃষ্ণ কথায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত দেবালয়ে পাক করেন। সনাতন মহাবন হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পণ্ডিতের আহার্য্য সরবরাহ করিয়া দেন। আর পণ্ডিত কোন কোন দিন সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান।

একদিন সনাতন গোঁসাই, মুকুন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসীপ্রদত্ত একখানি রক্তবর্ণের বহির্বাস মস্তকে বাঁধিয়া দ্বারে বসিয়া আছেন। জগদানন্দ তখন পাককার্য্যে নিযুক্ত। পণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন 'রক্তবস্ত্র কোথায় পে'য়েছ ?' সনাতন মুকুন্দ সরস্বতীর নাম করিলে জগদানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ি তুলিয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া হাঁড়ি চুলার উপর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন 'তুমি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ ও প্রিয়তম বন্ধু। তুমি অন্য সন্ন্যাসীর বহির্বাস মাথায় বাঁধিলে কাহার সহ্য হয় ?'

সনাতন পণ্ডিতের চৈতন্য-নিষ্ঠা প্রশংসা করিয়া নিজ দুষ্কার্য্যের জন্য ক্ষমা চাহিলেন।

দুইমাস কাল বৃন্দাবনবাসের পর সনাতনের নিকট বিদায় লইয়া জগদানন্দ পণ্ডিত নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সনাতন মহাপ্রভুর জন্য রাসস্থলীর বালুকা, গোবর্দ্ধনশিলা, গুঞ্জামালা, ও শুষ্ক পক্ক পীলু ফল ভেট পাঠাইলেন ; এবং বলিলেন 'প্রভুকে এখানে আসিতে বলিও, তাঁহার জন্য দ্বাদশাদিত্য-ঠিলায় একটী সুন্দর মঠ নির্দ্দিষ্ট থাকিল। মঠের নিকটে রসুই জন্য এক চালাও বাঁধাইয়া রাখিলাম।' জগদানন্দ সনাতনের চরণ বন্দনা করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে নীলাচলে আসিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পাইয়া খুব তুষ্ট হইলেন। পণ্ডিত সনাতনের প্রদত্ত ভেট উপঢৌকন দিলে শ্রীচৈতন্য পীলুফল ভক্তগণকে খাইতে দিলেন। যাঁহারা সন্ধান জানিতেন, তাঁহারা ফলের ত্বক্ বাদ দিয়া আঁঠি চুষিয়া মিষ্টস্বাদ পাইলেন। কিন্তু যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা চর্ব্বণ করিতে যাইয়া মহাবিপদে পড়িলেন ; ঝালে প্রাণ ওষ্ঠাগত ও মুখ দিয়া লালা ভাঙ্গিতে লাগিল। রসিক চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য তাহা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়িয়া রমণী।

এখন হইতে শ্রীচৈতন্যের ভাববিকার গভীরতর হইতে লাগিল। এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতেছেন। পৌর্ণমাসীর শুভ্র কৌমুদীপ্রভায় যমুনাসৈকত ধপ ধপ করিতেছে; মধ্যে রাধাকৃষ্ণ ও চারিদিকে গোপরামাগণ মণ্ডলীবদ্ধে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাবে বিভোর হইয়া বৃন্দাবনে সত্য সত্যই 'কৃষ্ণ পাইয়াছি' বিবেচনায় নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। গোবিন্দ সেদিন তাঁহার দীর্ঘ নিদ্রা দেখিয়া জাগাইয়া দিলে স্বপ্নসুখে বঞ্চিত হইয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তথাচ ভাবের নেশা একবারে ছুটিল না। নিত্যকৃত্য সমাধানান্তে চৈতন্যদেব জগন্নাথমন্দিরে গেলেন এবং গরুড়ের সম্মুখে নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই দিন মন্দির মধ্যে লোকের বড় ভিড় হইয়াছিল। এক বৃদ্ধা উড়িয়া রমণী স্থান না পাইয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া নিমগ্নভাবে ঠাকুর দেখিতেছে। তাহার পদদ্বয় আলম্বিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের দুই স্কন্ধে যে পড়িয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে ভৎসনা করিয়া নামাইয়া দিতে গেলে ভাবুকাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে বলিলেন 'বৎস! এমন কর্ম্ম করিও না। ইহার দর্শন-সুখে বাধা দিও না।' রমণী মহাপ্রভুকে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে নামিয়া চরণ বন্দনা করিল। চৈতন্যদেব জগন্নাথে তাহার চিত্তের আবেশ লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আহা! এই রমণী কি ভাগ্যবতী! ইহার চরণ বন্দনা করি। ইহার কৃপায় যদি এমনি নিবিষ্ট-চিত্ততা পাইতাম, তবে কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। জগন্নাথ ত জগন্নাথ নহেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মুরলীবদন। আহা! এ জ্ঞান আমার কবে হইবে?' বাসায় আসিয়া চৈতন্যদেব যেমন প্রাপ্ত রত্ন হারাইলে লোক বিষণ্ন হয়, তেমনি বিষণ্ন মনে অধোবদনে বসিয়া নীরবে ভূমি লিখিতে লাগিলেন; দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল 'বৃন্দাবনচন্দ্রে পাইয়া হারাইয়া ফেলিলাম; কে আমার কৃষ্ণধন হরণ করিয়া লইল? হায়! আমি কি করিব?' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিব্যোন্মাদ।

ভক্তি-শাস্ত্রে দিব্যোন্মাদের লক্ষণ এইরূপে নিরূপিত হইয়াছে। প্রেম বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাব দুই প্রকার, রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাব কেবল গোপবালাগণেই সম্ভবে। ইহার প্রকার ভেদ দুই; মাদন ও মোহন। গভীর সম্ভোগাবস্থায় যে ভাববৈচিত্র্য দেখা যায়; তাহার নাম মাদন। আর বিরহাবস্থায় যে অনির্ব্বচনীয় ভাববৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়; তাহার নাম মোহন। চিত্রজল্পা ও উদ্ঘূর্ণা, তাহার দুই প্রকার ভেদ। ভ্রমরগীতার দশ শ্লোকে শ্রীমতী রাধার যে ভাবদশা বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে চিত্রজল্পার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। বিরহে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়া যে ভ্রমময়ী বৈচিত্রী উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহারই নাম দিব্যোন্মাদ।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের গানে কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর যে দশদশা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের যে বিরহচেষ্টায় ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, ও পুরাণাদি অশেষ শাস্ত্রে যে চিত্র আরও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেই সকল আশ্চর্য্যভাব দিন দিন শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উদ্ধব দর্শনে শ্রীরাধা যে প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন, দিব্যোন্মাদের অবস্থায় তিনি তেমনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে শ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া বিরহ দশায় কৃষ্ণরূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

বিরহ দশায় সম্ভোগ সম্ভবে কি? পাঠক বলিবেন, সে আবার কি? বিরহে কি কখন সম্ভোগ হইতে পারে? তাহা হইলে, তাহাকে বিরহ বলিব কেন? আমরা বলি তাহা হয়। যখন বিচ্ছেদের সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় প্রাণ বিদ্ধ হইতে থাকে; তখন কি প্রিয়তমের প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায় না? তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রতিকার্য্য, হাবভাব, গতিবিধি, হাস্য পরিহাস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আচার ব্যবহার, রূপলাবণ্য, কথাবার্ত্তা; যে দিন যে কথাটী বলেছেন, বা কাজটী করেছেন, এমন কি তৎসম্বন্ধের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সকলও কি তখন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে না? মনে হয় না কি, এই তিনি আমার চক্ষে চক্ষে ঘুরিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, অন্তরে বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগিতেছেন ও মনে মনে কথা কহিতেছেন? সে বিরহ বিরহই নয়, যা'তে এইরূপ তন্ময়ত্ব আনিয়া না দেয়। তন্ময়ভাব সম্ভোগ নয় ত আর কি? ভগবানের রূপ ত প্রাকৃত নহে। উহা অরূপ সচ্চিদানন্দ বা অপ্রাকৃত মদন-মোহন রূপ, সম্পূর্ণ আত্ম-প্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং সেরূপে নিমগ্নভাবকে ত সম্ভোগ বলিবই, তা' ছাড়া তীক্ষ্ণ বিরহ-দশায় তন্ময়ত্বভাবকে সম্ভোগ ভিন্ন আর কি বলিব? তবে প্রথমোক্তে সেই রূপে ডুবিতেছি বোধ, প্রথমাবধিই থাকে; শেষোক্তে তাঁহাতে ডুবিতেছি জানিয়া মন নিমগ্ন হয় না। বিরহে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া পরে ভক্তের অজ্ঞাতে নিমগ্নভাব আনিয়া দেয়। যে বিরহে ভক্তমিলন-সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে সামান্য বিরহ নহে। প্রেমিকগণ মিলন হইতে সেই বিরহই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। পদ্যাবলীতে শ্রীরূপ গোস্বামী এ সম্বন্ধে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের কথা সমর্থিত হইবে। যথা,—

"সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
একঃ সএব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

মিলন ও বিচ্ছেদ, ইহার কোন্‌টী বাঞ্ছনীয়? বিকল্প স্থলে মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। কারণ মিলনে কেবল তিনিই সঙ্গে। কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হইয়া যায়। গৌরের বিরহ এই শ্রেণীর।

চিন্তা, অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ, এবং নিস্পন্দতা, এই দশ প্রকারের ভাব দিব্যোন্মাদে প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাকে দশদশা বলে। শাস্ত্রে শ্রীরাধার এই অবস্থা বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহা প্রভুর সেই সব চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। সুতরাং মহাভাবরূপিণী রাধা হইতে যে তিনি অভিন্ন প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপগোস্বামী ও রঘুনাথ দাস স্বীয় স্বীয় কড়চাতে এ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা তৎকালে শ্রীচৈতন্যের নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষাদি করিতেন এবং যখন যাহা অনুভব করিতেন, তাহা সংক্ষিপ্তরূপে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাদের কড়চাবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে?

এখন হইতে শ্রীচৈতন্য তিন অবস্থায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণভাবাবেশে তাঁহার আত্মস্ফূর্ত্তি অর্থাৎ ভগবান্ হইতে স্বাতন্ত্র্য একেবারেই থাকিল না। তিনি কখন ভাবে নিমগ্ন হইয়া একেবারে বাহ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ফূর্ত্তি হারাইয়া ফেলিতেন; ইহাকে অন্তর্দ্দশা বলিত। কখন অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তিতে ভাব সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন ও কত কি প্রলাপ বলিতেন। আবার সময়ান্তরে বাহ্যস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াও অন্তরে কৃষ্ণরূপে ডুবিয়া থাকিতেন; বাহিরে দেহস্বভাবে স্নান, ভোজন, দর্শনাদি হইত। এই শেষোক্ত ভাবকে ভক্তগণ নিপটবাহ্য বলিতেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের শেষভাগে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'কৃষ্ণধন পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম; কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব?' বলিয়া সায়ং সময়ে শ্রীচৈতন্য বাসায় বসিয়া কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। যত রাত্রি বাড়িতে লাগিল, তাঁহার বিরহচেষ্টা ততই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি স্বরূপ রামানন্দের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন:—

'বন্ধুগণ! কৃষ্ণ মাধুরীর অপরূপ শক্তির কথা শুনিবে? ঐ মাধুরী লোভে লুব্ধ হইয়া আমার মন বেদবিহিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া যোগী সেজে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আহা! যোগীর সাজই বা কি অদ্ভুত! শুক কারিকর কৃষ্ণলীলা রূপ যে শঙ্খকুণ্ডল গড়িয়াছেন, সে তাহা কর্ণে পরিয়াছে; তৃষ্ণা-লাউ ও আশার ঝুলি স্কন্ধে ঝুলাইয়াছে; চিন্তা কন্থা গায়ে দিয়া দ্বাদশ উদ্বেগ হাতে লইয়া ও লোভের ঝুলনী মাথায় বাঁধিয়া ব্যাস শুকাদির রচিত কৃষ্ণলীলার তর্জ্জা পড়িতেছে; কিন্তু ভিক্ষাভাবে তাহার ক্ষীণ কলেবর। মন যোগী বড় সুচতুর; তাই দশেন্দ্রিয়কে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে, আমার শরীররূপ গৃহে বিষয় ভোগ ছাড়িয়া দিয়া মহা-বাউল নাম লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে ও সেখানে স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষ লতা প্রভৃতি প্রজাবৃন্দের নিকট ফল মূল পত্রাদি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণরস, কৃষ্ণের মধুর ধ্বনি, কৃষ্ণের সৌরভ ও স্পর্শসুখ রূপ সুধারস গোপীগণ নিরন্তর আস্বাদন করিতেছেন। আমার মন-যোগীর ইন্দ্রিয় শিষ্যগণ তাঁহাদের ভুক্তশেষ প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিয়া গুরুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। মন আমার কৃষ্ণ-বিয়োগে দুঃখিত হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন মানসে যোগী সাজিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে বটে; কিন্তু নিরঞ্জন কৃষ্ণাত্মার দর্শন না পাইয়া শূন্য কুঞ্জে বসিয়া যোগ ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করিতেছে এবং বিরহে ব্যাকুল হইয়া দশদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। হায়! এখানে আমার শরীররূপ আলয় যে শূন্য পড়িয়া রহিল!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের উদ্বেগ বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সময়োচিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; আর স্বরূপ সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিলেন। তাহাতে চৈতন্যদেব বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া কিছু সুস্থ হইলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে ভিতর প্রকোষ্ঠে শোয়াইয়া রামানন্দ রায় স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইয়া রহিলেন এবং প্রভু উচ্চ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বরূপ জাগরিত হইয়া কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধ হইলেন এবং প্রদীপ লইয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া মহাপ্রভুকে না দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও ভীত হইলেন। এবং গোবিন্দকে জাগাইয়া মসাল জ্বালিয়া অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে অন্বেষণে বাহির হইলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাড়ীর তিন প্রকোষ্ঠের দ্বার যেমন তেমনি অর্গল বদ্ধ রহিয়াছে; অথচ চৈতন্যদেব অভ্যন্তরে নাই। যাহা হউক, খুঁজিতে খুঁজিতে, সিংহদ্বারের উত্তর দিকে স্বরূপাদি দেখিলেন, চৈতন্য গোঁসাই অতি দীর্ঘাকার ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ ভয়াকুল হইলেন। অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাই, হাত পা গুলি তিনহাত পরিমিত দীর্ঘ, হস্তপদাদির গ্রন্থি সকল বিতস্তি প্রমাণ শিথিল, উপরে চর্ম্মমাত্র রহিয়াছে; উত্তান নয়ন, মুখে লালা ও ফেণা ভাঙ্গিতেছে। স্বরূপাদি ভক্তগণ হৃদয়বিদারক এই দশা দেখিয়া দুঃখে বিদীর্ণ হইলেন এবং যুক্তি করিয়া উচ্চ করিয়া তাঁহার কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম ডাকিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, হরিবোল বলিয়া চৈতন্যদেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অস্থিসন্ধি সকল তখন পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইল। সিংহদ্বারে আছেন দেখিয়া, শ্রীচৈতন্য বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানে কেন? কি করিতেছ?' স্বরূপ উত্তর করিলেন 'বাসায় চল, সকল বলিব।'

বাসায় আসিয়া স্বরূপের মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বলিতে লাগিলেন 'আমার কিছুই মনে নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখা দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছিলেন, এই দেখিয়াছি মাত্র।'

রঘুনাথ দাস চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে এই লীলা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

'ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি সুতস্যোরুবিরহাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi
শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লুঠন্ ভূমৌ ক্বা ক্বা বাণ্যা বিকলং গদগদ বচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের আলয়ে কৃষ্ণের প্রবলবিরহে যাঁহার অঙ্গ-সন্ধি সকল শিথিল হইয়া হস্তপদ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল, যিনি 'ক্বা' 'ক্বা' বলিয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে গদগদ বচনে ও বিকলচিত্তে কত রোদন করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ এখনও হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন।

চটকগিরি গমন।

এক দিন চৈতন্যচন্দ্র সমুদ্রস্নানে যাইবার কালে দূরস্থ চটকগিরির শোভা দেখিয়া আবিষ্ট চিত্তে গোবর্দ্ধন গিরি জ্ঞানে তাহার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। গোবিন্দ পশ্চাতে যাইতেছিলেন; প্রভুর ভাবাবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ও বিপদ্‌পাতের আশঙ্কা করিয়া অত্যুচ্চরবে স্বরূপাদি ভক্তগণকে ডাকিতে ডাকিতে, তাঁহার পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রথমে বাতাসের ন্যায় ছুটিতেছিলেন; পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ চলৎশক্তি হীন হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দ যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; তখন তিনি অজ্ঞান, রোমাবলি কদম্ব-কেশরের ন্যায় উদ্গত, রোমকূপগুলি মাংসব্রণের আকার ধরিয়াছে, তাহা দিয়া রুধিরধারা পড়িতেছে, কণ্ঠ ঘর্ঘর করিতেছে, শরীর বিবর্ণ হইয়াছে, যেন রক্ত-শূন্য; কেবল মুদিত নয়নযুগল দিয়া অনবরত অশ্রুধারা পড়িতেছে। প্রভুভক্ত গোবিন্দ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হস্তস্থিত করঙ্গের জল সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিতে এবং বহির্ব্বাস দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নগরে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন, চারিদিক্ হইতে পর্ব্বতাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ, রঘুনাথ, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই, নিলাই, শঙ্কর পণ্ডিত, পুরী গোঁসাই, ও ভারতী গোঁসাই, প্রভৃতি সকলেই গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া শশব্যস্তে যাইতে লাগিলেন। স্বরূপাদি আসিয়াও শ্রীচৈতন্যকে অচৈতন্য দেখিলেন। নানা শুশ্রূষা হইতে লাগিল। স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার শ্রবণ মূলে উচ্চৈঃস্বরে নাম ডাকিতে লাগিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ পরে 'হরিবোল' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন জগন্মঙ্গল হরিনামে ভক্তগণ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহ-চিহ্ন দেখা গেল। চৈতন্যদেব চেতনা পাইয়াও নিপট বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই; অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞানে এ দিক্ ওদিক্ চাহিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন; দেখিতে পাইতেছেন না, মনে করিয়া স্বরূপকে বলিতে লাগিলেন 'আজ আমি আবার কৃষ্ণ দর্শনে গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম; সেথান হইতে কে আমায় এখানে আনিল? আহা! গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়াই দেখিলাম, কৃষ্ণ গোধন চরাইতে চরাইতে মুরলী নিস্বন করিলে সখীসঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণ তখন রাধায় লইয়া গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন; সখীগণ পুষ্প চয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। এমন সময়ে তোমরা গোলমাল করিয়া আমায় এখানে আনিলে। হায়! কৃষ্ণলীলা দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না! তোমরা আমায় সে সুখে বঞ্চিত করিলে কেন?' বলিয়া চৈতন্যদেব কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে পুরী ভারতীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদের বন্দনা করিলেন। তাঁহারা প্রেমালিঙ্গন করিলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'এত দূরে আসিয়াছেন কেন?'

পুরী হাসিয়া উত্তর দিলেন 'তোমার নৃত্য দেখিতে।'

শ্রীচৈতন্য লজ্জিত হইয়া সকলের সঙ্গে তখন সমুদ্রস্নান ও মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া বাসায় বিশ্রাম করিতে গেলেন। রঘুনাথের স্তবকল্প-বৃক্ষে এ লীলা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির সমীপে চটকগিরি দেখিয়া 'এখান হইতে আমি বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোবর্দ্ধন দর্শন করিতে যাই' বলিয়া যিনি উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলে পশ্চাদাগত নিজগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, আহা! সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান-বিহার।

চক্ষুরাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় জীবাত্মার জ্ঞানোপার্জ্জনের দ্বার; রূপাদি পাঁচটী জ্ঞানের বিষয়। পাঁচে পাঁচের যোগে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ভগবল্লীলাসুধাস্বাদ পাঁচে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচের অনুকূল যোগে জীবের সুখের জ্ঞান; প্রতিকূল যোগে দুঃখানুভব। কিন্তু যে আত্মা প্রতিকূল পাঁচকে বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা অনুকূল করিয়া লইয়া সর্ব্বত্র সমান ভাবে ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন; তিনিই ধন্য! যোগ রাজ্যের লোভনীয় স্থান তাঁহারই অধিকৃত হইয়াছে। আবার যিনি পাঁচে পাঁচের যোগে ব্রহ্মাণ্ডের আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে লীলারসময় শ্রীহরির নিরুপাধি রূপ, সুমধুর বাণী, সুশীতল স্পর্শ, অপ্রাকৃত রস, এবং সৌরভময় অঙ্গগন্ধ পাইয়া মহাভাবে বিভোর হইয়া যাইতে পারেন, তিনি মহাভক্ত; মহাপ্রেমিক। এরূপ ভগবদ্ভক্ত জগদ্বাসীর উদ্ধারের জন্যই কেবল অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে শ্রীমতী রাধিকার এই মহাদর্শন বর্ণিত আছে। আজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ইন্দ্রিয় দুয়ার খুলিয়া গিয়া হৃদয়ে সেই মহাদর্শনের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। তাই তিনি স্বরূপ রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া মনের কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

'শুন বন্ধুগণ! আমার কষ্টের কথা। পাঁচজনের টানাটানিতে পড়িয়া আমার মন অশ্বটী আর বাঁচিল না। পাঁচটী ইন্দ্রিয় অতিশয় বলবান্; তাহারা যুগপৎ অশ্বটীর উপর চড়িয়া পাঁচ দিকে টানিতেছে। বেচারা কোন্ দিকে যায়, বল দেখি? অথবা ইন্দ্রিয় পাঁচজনেরই বা দোষ দিই কেন? কৃষ্ণরূপাদি পাঁচটী বিষয় তা'দের নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে। এ মহাকর্ষণের বলে তাহারা যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আশ্চর্য্য কি? কোন্ ইন্দ্রিয়ের এমন শক্তি আছে, যে এই মহাকর্ষণের টানে স্থির থাকিতে পারে? নিরুপম কৃষ্ণরূপ সাগরের এক বিন্দুতে কত কত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যায়; তা' আমার ক্ষুদ্র নয়ন দুইটীর অপরাধ কি? বচনমাধুরীর কি অন্যায় দেখ দেখি! ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন কাণের কাছে নিরন্তর ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। সুশীতল অঙ্গস্পর্শের কথা কি বলিব? আমার স্পর্শেন্দ্রিয়কে একেবারে মাতাইয়া দিয়াছে। আর শ্রীঅঙ্গ সৌরভেরই বা বিক্রম কত? উহা নাশার মধ্যে যেন বাসা পাতিয়া সুগন্ধে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। রসময় অধরামৃতের লোভে আমার রসনা আর সব রস ছাড়িয়া উহা আস্বাদনেই মাতিয়া গিয়াছে। তাইতে বলি, ইন্দ্রিয়গ্রামের দোষ কি? তা'রা সামান্য শক্তিসম্পন্ন বইতো নয়। ওহে স্বরূপ! ওহে রায়! আবার তাও বলি, ইন্দ্রিয় সকলেরই বা সার্থকতা কি, যদি তাঁহাতে না মজিল? বল দেখি সে নয়ন থাকার ফল কি, যে নয়ন সে মদনমোহন রূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাগরে না ডুবিল ? অশেষ লাবণ্যের আকর সে মুখচন্দ্র না হেরিল ? সে কাণ কি কাণাকড়ির ছিদ্রের ন্যায় ব্যর্থ নয়, যে শ্রবণে তাঁহার অমৃত-তরঙ্গিণী মধুর বাণী প্রবেশ না করিল ? রসময় বাঁশীর গান মধুধারা ঢালিয়া না দিল ? সে জিহ্বা ত ভেকের জিহ্বার ন্যায় নীরস, যে জিহ্বা তাঁহার সুধা-সার অধরামৃত আস্বাদন না করিল ; তাঁ'র রসে মজিয়া না গেল ? সে নাসিকা ভস্ত্রাযন্ত্রের ন্যায় জীবনহীন ; তাহার মৃত্যুই বা হয় না কেন; যে নাসিকা শ্রীঅঙ্গ পরিমলে মাতিয়া না যায় ? সে শরীর কি লোহার মত কঠিন নয়, সে কঠিন শরীরে জীবনই বা থাকে কেন, যে শরীর কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, স্পর্শমণি হইতেও সুখস্পর্শ, তাঁহার চরণস্পর্শে বঞ্চিত ?

'শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে আমার কি হ'য়েছিল, জান ? যখন নয়ন-চকোর সেই রূপ-সাগরে ডুবিয়া সুধাপান করিতেছিল, তখন দুইটা শত্রু এসে আমার মনকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। আমি অনেক যত্নেও রাখিতে পারিলাম না। শত্রু দুইটার নাম দর্শনলালসা ও দর্শনানন্দ। এ দুইটা কৃষ্ণ-দর্শনের বিষম বৈরী। এবারে যদি ভাগ্যে কখন দর্শন পাই ; তাহা হইলে সেই শুভ ঘটিকা, দণ্ড, বা পলকে, আমি রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব। আনন্দ ও লালসা-বৈরীকে আর আসিতে দিব না।'

স্বরূপ গান করিলেন, রামানন্দ কর্ণামৃত বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দের অংশ বিশেষ পড়িয়া শ্রীচৈতন্যকে অনেকসুস্থ করিলে তিনি সমুদ্রতীরে ভ্রমণার্থে বাহির হইলেন এবং পথপার্শ্বে প্রমোদোদ্যান দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ভাগবতোক্ত রাসলীলার ছবি মনে পড়িয়া তাঁহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া তুলিল। রাসমণ্ডলী হইতে ভগবান্ শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে বিরহ-বিধুরা গোপ-রামাগণ যেমন করিয়া নিকুঞ্জকানন, গিরিগোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিনের প্রতি তরু লতাকে জীবন্ত মনে করিয়া প্রাণনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; শ্রীচৈতন্য সেইভাবে বিভোর হইয়া ভাগবতের শ্লোকাবৃত্তি করিতে করিতে উদ্যান মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হেচূত ! পিয়াল ! পনস ! কোবিদার ! পীতরসাল ! জম্বু ! অর্ক ! বিল্ব ! বকুল ! আম্র ! কদম্ব ! নীপ ! তোমরা তীর্থবাসী, পরোপকারের জন্যই তোমা-দের জন্ম। আমি কৃষ্ণবিরহে বড় ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁকে কি তোমরা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখেছ ? তাহারা কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, মুগ্ধ গৌর মনে করিলেন, ইহারা পুরুষজাতি, কৃষ্ণের সখা। ইহারা সখাকে পাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে ; আমাকে সংবাদ বলিবে কেন ? ভাবিয়া সম্মুখে মল্লিকাদি লতা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'হে মালতি ! মল্লিকে ! তুলসি ! যূথি ! মাধবি ! তোমরা ত আমার প্রিয়সখী ; মাধব কোথায় বলিয়া আমার প্রাণ রাখ।' এবারেও কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন 'বুঝিয়াছি, ইহারা কৃষ্ণদাসী। প্রভুর ভয়ে তাঁহার উদ্দেশ বলিতেছে না। দেখি দেখি এই হরিণী কিছু বলিয়া দেয় কি না ?' এই ভাবিয়া উন্মত্তা গোপবালাদিগের ভাবায় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন :— 'সখি হরিণি ? বল দেখি কৃষ্ণকান্তার সহিত কৃষ্ণ এখানে আসিয়া তোমার নয়ন রঞ্জন করিয়াছিলেন কি না ? আমরা কিশোরীর প্রিয়সখী, আমাদের নিকটে ত তাঁর অঙ্গগন্ধ লুকাইবে না। এই যে কুঙ্কুম সংস্পৃক্ত কুন্দমালা পড়িয়া রহিয়াছে ; ইহা হইতে যে তাঁ'র অঙ্গ সৌরভ বাহির হইতেছে।' কোন উত্তর না পাইয়া শচীনন্দন ভাবিলেন 'কৃষ্ণশোকে এ বিরহিণী ; তাই কিছু বলিতেছে না। আচ্ছা, দেখি ফলপুষ্প ভরে অবনত-শাখ এই তরুগণ কিছু বলে কি না ? ইহারা কৃষ্ণদর্শন না পাইলে এরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত না। অবশ্যই তাঁহার সন্ধান জানে।' অগ্রবর্ত্তী হইয়া গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, 'ওহে বৃক্ষগণ ! ভাই বল ত লীলাকমল হাতে লীলাময় এখানে আসিয়াছিলেন কি না ? তোমাদের অভিবাদন কি তিনি স্বীকার করিয়াছেন ? তাহারাও নীরব দেখিয়া চৈতন্যচন্দ্র ধাইয়া সাগরকূলাভিমুখে যাইয়া উপকূলস্থিত কদম্ব তরুতলে 'কৃষ্ণ দেখিলাম' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গে পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক প্রকাশ পাইল ; কিন্তু তিনি অন্তরে আনন্দ আস্বাদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপাদি শীঘ্র তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন :—'বন্ধুগণ ! মুরলীবদনের অপার সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত মন ডুবিয়া গিয়াছে। এখনই সে অপরূপ রূপ দেখিলাম। হায় ! আবার কোথায় লুকাইল ?' শ্রীচৈতন্য আর এক শ্লোকাবৃত্তি করিয়া শ্রীরাধার বাক্যানুসরণে রূপ বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—'বন্ধুহে ! কৃষ্ণরূপ অদ্ভুত বলাহক না দেখিয়া আমার প্রাণচাতকী পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। সুমন্দ স্মিততায় চির চঞ্চলা সৌদামিনী, ভক্তশ্রেণী বকপংক্তি, সুরঞ্জিত ভাবময় ময়ূর পাখা ইন্দ্রধনু, মুরলীর গভীর গর্জ্জন জীমূতধ্বনি এবং অকলঙ্ক লাবণ্য চন্দ্রোদয় ভাবিতে লাগিতেছে। এই নব ঘন লীলামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ষণ করিতে করিতে আমার চিত্তক্ষেত্রে দেখা দিবা মাত্রই দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাপবন আহা উড়াইয়া লইয়া গেল। চাতকী জল পানে বঞ্চিত হইয়া পিপাসায় ছট-ফট করিতেছে।'

শ্রীচৈতন্য 'পড়' 'পড়' করিয়া রামানন্দকে অনুরোধ করিলে, রামরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য অনেক বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—কৃষ্ণ অতি চঞ্চল, একস্থানে অনেকক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকেন না। এই এখনি দেখা দিয়া আমার কপাল দোষে কোথায় চলিয়া গেলেন! স্বরূপ! এমন একটী গীত গাও, যাহাতে আমি চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারি।'

স্বরূপ গোঁসাই সুমধুর স্বরসংযোগে গীতগোবিন্দের পদ গাইতে লাগিলেন।

'রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।'

গান শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের ভাবসিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল। তিনি 'বোল' 'বোল' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। অষ্টসাত্ত্বিক মহাভাবে হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব মিশিয়া ভাবে ভাবে মহা যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। পুনঃ পুনঃ গাওয়াইয়া, পুনঃ পুনঃ শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ নাচিয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। স্বরূপ গোঁসাই তাঁহার শ্রম জানিয়া আর গাইলেন না। তখন অগত্যা তিনি বসিতে বাধ্য হইলেন।

কালীদাসে প্রসাদ।

বর্ষান্তরে বঙ্গের ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে, শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের সঙ্গে বাহ্যস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস নামে এক ভক্ত বৈষ্ণব এ বৎসর পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলেন। ইনি ধনবান্ হইলেও সরল প্রেমিক ও উদার প্রকৃতির লোক। ক্রীড়াদিতেও ইনি হরিনাম ভিন্ন করিতেন না। পাশা খেলাইতে হইলেও 'হরে কৃষ্ণ বলিয়া' পাশা ফেলাইতেন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সাধু সজ্জন জানিতে পারিলেই জাতিবিচার না করিয়া ইনি উত্তম উত্তম খাদ্য লইয়া উপঢৌকন দিতেন এবং ভোজন করাইয়া ভুক্তশেষ খাইতেন। কেহ প্রসাদ দিতে স্বীকার না করিলে ইনি কিছুতেই ছাড়িতেন না। লুকাইয়াও উচ্ছিষ্ট খাইতেন। ভূমিমালী জাতীয় ঝড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামক ব্যক্তি সরল বৈষ্ণব ছিলেন। কালিদাস একদিন সুমিষ্ট পাকা আম তাঁহাকে ভেট দিয়া ভোজন করিতে ও ভুক্তশেষ দিতে বলিলে ঝড়ু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা প্রসাদ পাওয়ার দাবি পরিত্যাগ করিয়া কালীদাস ঝড়ু ও তাঁহার স্ত্রীকে পরিতোষরূপে আম খাওয়াইলেন। তাঁহারা অষ্টিবল্কলাদি বাড়ীর নিকটস্থ গর্ত্তে ফেলাইয়া দিলেন। কালিদাস কতকক্ষণ পরে বিদায় হইয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, ঝড়ু গৃহাভ্যন্তরে গিয়াছেন, আর তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না, তখন আস্তে আস্তে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নামিয়া সেই ভুক্তশেষ আম্রের আঁটি ভক্তির সহিত চুষিতে লাগিলেন এবং প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে স্বগৃহে আগমন করিলেন।

কালিদাস নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের বহুকৃপা লাভ করিলেন। চৈতন্যদেব স্বীয় পাদোদক বা ভুক্তশেষ সহজে কাহাকেও দিতেন না; কালিদাসের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া তাহাও দিয়াছিলেন।

দ্বাররক্ষকের সঙ্গে।

বর্ষান্তে বঙ্গের ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যস্ফূর্ত্তি লুপ্ত হইয়া আসিল; তিনি আবার কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন ভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন। সিংহদ্বারের দুলই বা প্রধান দ্বারপাল আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে, মুগ্ধ গৌরচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'ওহে ভাই! আমার প্রাণনাথ কোথায়? তুমি কি কৃষ্ণধনকে আমায় দেখাইতে পার?' তাঁহার ভাবরহস্য বুঝে দলয়ের সাধ্য কি? সে সরলভাবে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জগমোহনে গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া জগন্নাথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল; 'ওই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম! তুমি এখানে দাঁড়াইয়া নয়ন ভরিয়া দেখ।' শ্রীচৈতন্য স্তম্ভিতভাবে জগন্নাথ দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ-রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন। এই লীলা দাসগোস্বামীর স্তব-কল্পবৃক্ষে উল্লিখিত আছে।

এই সময়ে জগন্নাথের গোপীবল্লভনামে অমৃতরসাস্বাদ পূর্ণ ভোগ সরিল। আরতি হইয়া গেলে সেবকগণ চৈতন্যদেবের গলায় পুষ্পমালা দিয়া কিছু প্রসাদ খাওয়াইতে যত্ন করিল। গৌরচন্দ্র অল্পমাত্র খাইলেন; অব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্ট গোবিন্দ বাঁধিয়া লইল। প্রসাদের আস্বাদন পাইয়া প্রেমিক গৌর প্রেমে পুলকিত হইলেন; নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন :—'কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত না হইলে এই সব প্রাকৃত দ্রব্যে এত আস্বাদ কখনই সম্ভবিত না। আহা সুকৃতিবান্ লোকেই ফেলামৃত পাইয়া থাকেন।'

পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিল 'ফেলামৃতের অর্থ কি?' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'কৃষ্ণের ভুক্তশেষকে ফেলা বলে। তাহার এক লবও যাহার তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না।' উপলভোগ দেখিয়া চৈতন্যদেব স্নান ভোজনাদি করিলেন বটে; কিন্তু সেদিন তাঁহার অন্তরে কেবলই কৃষ্ণাধরামৃত স্ফূরিতে লাগিল। তিনি সেইভাবে নিমগ্ন থাকিলেন।

ফেলামৃত।

সন্ধ্যাসময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অন্তরঙ্গবন্ধুগণ সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন তাঁহার অন্তরে কেবলই ফেলামৃত জাগিতেছিল। গোবিন্দ তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া পাণ্ডাপ্রদত্ত গোপীবল্লভ প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পুরী ভারতীর জন্য তাহার কিছু পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট রামানন্দাদিকে শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে বাঁটিয়া দিলেন। সকলে আস্বাদন করিয়া প্রসাদের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলে চৈতন্যদেব বলিতে লাগিলেন 'এই প্রাকৃত দ্রব্যে এত অলৌকিক স্বাদ কোথা হইতে আসিল? চিনি, মিছুরি, গব্য ও মসলা, যাহাতে এ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার আস্বাদের কথা বলিতেছি না; সে আস্বাদ কে না জানে? কিন্তু ইহাতে যে অলৌকিক রসমাধুর্য্য ও সৌরভ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা কোথা হইতে আসিল? সেজন্য মনে হয়, ইহাতে কৃষ্ণাধর সংস্পর্শ হইয়াছে। এই অধরামৃত মহামাদক; অল্প খাইলেও অন্য আস্বাদন ভুলাইয়া মত্তভাব আনিয়া দেয়।'

প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ প্রমত্তভাবে 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সময়োপযোগী শ্লোক পড়িতে বলিলে রামানন্দ রায় পড়িতে লাগিলেন :—

'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।'

হে বীর! তোমার অধরসুধা আমাদের বিতরণ কর। উহা সম্ভোগেচ্ছা বাড়াইয়া দেয়, শোক তাপ নষ্ট করে, এবং অন্যানুরক্তি ভুলাইয়া দেয়। আহা! মধুর মুরলী বাজিতে বাজিতে যখন উহা চুম্বন করিয়া থাকে, তখন কি লোভনীয় শোভাই হয়?

শ্রীচৈতন্য শ্লোক শুনিয়া ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের অধররস, ভুক্তশেষ ও মুরলীকে লক্ষ্য করিয়া গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ যে প্রলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

'হে রসরাজ! তুমি রসস্বরূপ; তোমার রসপ্রকৃতিই তোমার অধর চরিত। এই অধর রস পান করাইয়া ত্রিভুবন বশীভূত কর, সে জন্য তুমি বীর। তোমার অধরসুধা পান করিলে সুরতলোভ বা তোমার সম্ভোগেচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। মধুময়ী ভক্তি পরিমার্জ্জিত কোমলহৃদয়া গোপীদিগের ত কথাই নাই, শুষ্ক ও কঠিন-হৃদয় জ্ঞানী ও সংসার-মুগ্ধ অজ্ঞান জীবদিগকেও উন্মত্ত করিয়া তুলে। হাস্যময়ী আদেশবাণীই তোমার মধুর মুরলী। তাহা তোমার অধরামৃত বা রসপ্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া জোর করিয়া গোপীদিগকে লজ্জাধর্ম্মে কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া ও গুরুজনশাসন ত্যাগ করাইয়া তোমার দাসী করিয়া দেয়। আর তোমার অধরোচ্ছিষ্টের যে ফেলামৃত প্রসাদেরই বা বল কত? গোপীদিগের মুখরূপ আলবাটীতে তাহার মধুর সৌরভকণা সকল লাগিয়া থাকিয়া আর সব রস-সৌরভ ভুলাইয়া দেয়। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তোমার ফেলামৃত আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যোগ্য ব্যক্তিও পায় না; সময়ে অযোগ্যও তাহা লাভ করিয়া থাকে।'

শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে আর একটী শ্লোকাবৃত্তি করিতে বলিলে রামরায় বিরহ-বিহ্বলা গোপীদিগের আক্ষেপোক্তি, ভাগবতের রাসাধ্যায় হইতে উদ্ধার করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

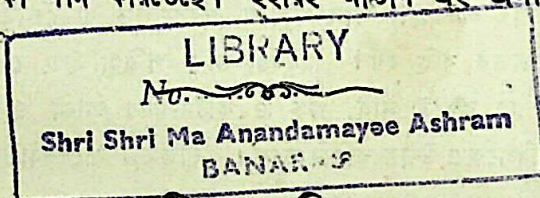
'গোপ্য কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধর সুধামপি গোপিকানাং;
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানি না কৃষ্ণের রসময়ী যে অধরসুধা কেবল গোপীভোগ্যা, তাহা এই বেণু কি পুণ্যবলে একা পান করিতেছে? কুলবৃদ্ধ আর্য্যেরা স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত জন্মিলে যেমন পুলকিত হইয়া অশ্রুমোচন করেন; তেমনি যাহাদের জলে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছিল; সেই নদীগণ কমল বিকাশ করিয়া আহ্লাদে যেন রোমাঞ্চিত হইয়াছে। আর যাহাদের বংশে সে জন্মিয়াছিল, সেই তরুগণও যেন কুসুম হইতে মধুধারা বর্ষণ করিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতেছে।

চৈতন্যদেব উৎকণ্ঠায় ও অনুরাগে ইহারও গভীর ভাবময়ী ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সকল প্রলাপেই নিত্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে বেণু যোগমায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ যোগমায়াশ্রিত না হইলে লীলা সম্ভবে না। আবার লীলাতেই রসপ্রকৃতির উদ্ভাবন। সুতরাং লীলাময় ভগবানের অধরসুধা নিরন্তরই বেণু বা যোগমায়া একাকী পান করিতেছে। ইহারই আভাস এই প্রলাপে পাওয়া যায়।


LIBRARY
No. ৮০৩১
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কূর্ম্মানুকৃতি।

স্বরূপ রামানন্দাদির সহিত অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করিয়া চৈতন্যদেব শয়ন করিয়াছেন; গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইয়াছে। শেষ রজনীতে গোবিন্দ উঠিয়া তাঁহাকে গৃহে না দেখিয়া ভীত হইয়া স্বরূপাদিকে জাগাইল এবং সকলে মসাল জ্বালিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যাইয়া সিংহদ্বারে তৈলঙ্গদেশীয় গাবীগণ মধ্যে তাঁহাকে অচৈতন্যাবস্থায় পাইলেন। এবারে তাঁহার শরীর অতি ভয়ানক ভাব ধরিয়াছে। হস্তপদ পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি কচ্ছপের মত হইয়া গিয়াছেন। মুখে ফেনা নির্গত হইতেছে, রোমাঞ্চ হইয়াছে ও নেত্রে জলধারা পড়িতেছে। বাহিরে জড়িমা হইলেও অন্তরে তিনি যে বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। গাভীগণ তাঁহার অঙ্গ শুঁকিতেছিল, তাড়াইলেও যাইতে চাহে না। ভক্তগণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। উচ্চসংকীর্ত্তন শুনাইতে শুনাইতে চৈতন্যদেবের চেতনা পাইলেন। হস্তপদ বাহির

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক শরীর হইল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি সঙ্কেত বেণু ধ্বনি শুনিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস দেখিতে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জকাননে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণের ভূষণশিঞ্জিত, গোপীসহ মধুর হাস্যপরিহাসধ্বনি, অমৃতময় মুরলীনিস্বনে মিশিয়া আমার কর্ণকুহরে মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল। তোমরা কেন আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া সে সুখে বঞ্চিত করিলে? কর্ণতৃষ্ণায় যে এখন মরি!'

স্বরূপগোস্বামী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তদুপযোগী শ্লোক পড়িলেন। গভীর রজনীসময়ে মধুর মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া গোপীগণ নিধুবনে কৃষ্ণসম্মুখে উপস্থিত। বেদবিহিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কুলকামিনীগণের অভিসার করা নিতান্ত অনুচিত বলিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মধুর ভৎসনা করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলে গোপীগণ যে ভাবে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, গৌরচন্দ্র সেইভাবে বিভোর হইয়া গোপীদিগের ভাষায় প্রলাপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন :—'হে কপট! তোমার মত নিষ্ঠুর আর কে আছে? যদি আমাদের অঙ্গীকার করিবে না, তবে এই সুখময়ী রজনীতে অমন করিয়া বাঁশী বাজাইলে কেন? আমরা ত অবলা; বল দেখি ও বাঁশী শুনিয়া কোন্ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র স্থির থাকিতে পারেন? এখন যেই আমরা ধর্ম্মপথ ছেড়ে অভিসারিণী হলেম; কূল ছেড়ে অকূলে ভাসিলাম, এখন কিনা তুমি মহাধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসিয়াছ! ওহে শঠ! তোমার মনে যাহা, কথায় তাহা প্রকাশ পায় না; আবার আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তুমি যেন পরিহাস করিতেছ, কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়, দেখিতেছ না? তোমার ভূষণশিঞ্জিত অমৃত, মিষ্ট কথা অমৃত, আর বাঁশীর গান অমৃত। এই তিন অমৃতে আমাদের প্রাণ, মন, কাণ, আত্মহারা হয়ে তোমার বশীভূত হইয়াছে। এখন ত আর কূলে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই; কি করি বল দেখি?'

ভাব পরিবর্ত্তনে চৈতন্যদেব বিলাপ করিয়া স্বরূপকে বলিলেন 'সখে! যে কাণ কৃষ্ণের শব্দামৃত চতুষ্টয় পানে বঞ্চিত, সে কাণের ছিদ্র, কাণাকড়ির ন্যায় ব্যর্থ; সে কাণের জন্ম হইল কেন? কৃষ্ণের বেণুনাদ নব ঘন ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর এবং কোটি কোকিল কণ্ঠাপেক্ষাও সুমিষ্ট, তাহার কণামাত্র শুনিলে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার শ্রীমুখ-ভাষিত কোটি [illegible]-ভাষা হইতেও [illegible]

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর্ম্ম সংযুক্ত হয়, তখন তাহাতে না ডুবে কোন কাণ? এই চারি শব্দামৃত আমার কর্ণ চকোরের জীবন, সৌভাগ্যক্রমে যখন সে পান করিতে পায়, তখনই বাঁচে। এখন আমার মন্দ কপাল; না পাইয়া তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি।'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্বেগ, বিষাদাদি ভাব চরম সীমায় উঠিল। তিনি ধৈর্য্যহীন, ও সামর্থ্যহীন হইয়া আলুলায়িত ভাবে কর্ণামৃতে শ্রীরাধার চরম দশা যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি দশায় উপনীত হইলেন এবং বাহ্য জ্ঞানে থাকিয়াও অন্তর রাজ্যের সুখভোগ করিতে লাগিলেন। উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, মর্ষ, ত্রাস, চিন্তা, প্রভৃতি ভাব একটীর পর একটী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি অনুরাগে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন:—

'শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার উদ্বেগ ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া উঠিতেছে; এখন আমি কি করি? কোথায় যাই, কোথায় গেলে প্রাণনাথকে পাই? কাহাকেই বা তাঁ'র উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করি? এক উপায় আছে; তাঁ'র আশা কেন ছেড়ে দিই না? তাঁ'র কথা ছেড়ে ও তাঁ'কে ভুলে অন্য কথায় মন দিলে ত সুখী হ'তে পারি। কিন্তু হায়! ছাড়িব কেমন করে? তিনি যে আমার হৃদয় গুহাশায়ী! না; ছাড়িতে পারিব না। তিনি আমার সুখের নিধি, মন ও নয়নের উৎসব! তাঁহাকে ছাড়িলে বাঁচিব কেমন করিয়া? জল ছাড়িলে কি মাছের প্রাণ বাঁচে? হা প্রাণ ধন! হা সদ্গুণসাগর! শ্যামসুন্দর, রাসবিলাস! বল তুমি কোথায় আছ? আমি সেইখানে যাই।' বলিতে বলিতে শচীনন্দন উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলে স্বরূপ ধরিয়া কোলে লইয়া গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলি গান করিয়া শুনাইয়া সুস্থ করিতে লাগিলেন।

নিপট বাহ্য লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্য খেদ করিতে লাগিলেন:—'হায় প্রভু! তোমার দর্শন বিনা আমার দিন কাল বৃথা নষ্ট হইতেছে। যে দুঃখে সময় কাটাইতেছি, অন্তর্যামিন্ তোমার ত অবিদিত নাই। হে করুণা-সিন্ধু! এ জীবনে সুখই বা কি, যদি তোমাকে না পাইলাম? হে নাথ! আমি যে মহাকপটী তা' কি তুমি জান না? অন্যে না জানুক, তুমি ত জান যে জগতের কাছে মহাপ্রেমিক বলিয়া পূজা পাইবার আশায়, কপট

CC0-In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ-কামনা আমার মনকে স্পর্শ করিতে পারিত? তোমার প্রেম পবিত্র গঙ্গা-জলের ন্যায় নির্ম্মল, তা'তে ত আত্ম-গৌরব কামনা নাই। ধোপ্‌দ কাপড়ে কালী বিন্দুর ন্যায় সে শুভ্র পবিত্র অনুরাগে ত পাপ লুকাইয়া থাকিতে পারে না। আমার প্রাণ যে আত্ম-সুখেচ্ছায় পূর্ণ; তাইতে বুঝিয়াছি যে তোমাতে আমার একটুও প্রেম হয় নাই। লোকে বিশ্বাস করুক আর না করুক, আমি জানি যে সে প্রেমের এক বিন্দু পাইলেও জগৎ ডুবাইতে পারিতাম।

হে নাথ! তবে উপদেশ দাও, কি করিলে আমি তোমার প্রেমধন পাইব? আমার চঞ্চল মনের চপল গতি তোমার অবিদিত নাই। এখন যাহাতে তোমার মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সে চপলতা ছাড়িতে পারে, তাহা কর। তোমাভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তাই চরণতলে এত প্রার্থনা করিলাম।'

ভাবে ভাবে চৈতন্যদেবের হৃদয়ভূমিতে মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ যেমন ইক্ষুবন দলন করিয়া থাকে, তেমনি ভাব-হস্তী সকল তাঁহার হৃদয় তোলপাড় করিয়া দিল। শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি সমর্থহীন হইয়া একেবারে হর্ষাদিভাবের অধীন হইয়া পড়িলেন এবং চিত্ত শান্তির জন্য চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ ও জগন্নাথ বল্লভ নাটকের গীত শুনিতে লাগিলেন। পরমানন্দ পুরীর শুদ্ধ বাৎসল্যে, রামানন্দের সরল সখ্যপ্রেমে ও স্বরূপ জগদানন্দ গদাধরের মধুর ভাবে তাঁহার দিন সুখে যাইতে লাগিল।

কূর্ম্মানুকৃতি-লীলা চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে রঘুনাথ দাস এইরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'কাশীমিশ্রের আবাসে অর্গল বদ্ধ দ্বার ত্রয় উন্মোচন না করিয়া তিনটী অত্যুচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি কৃষ্ণের মহাবিরহে শরীর-সঙ্কুচিত কমঠের ন্যায় কলিঙ্গ দেশীয় গোগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মহাহর্ষ প্রদান করিতেছেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রে পতন।

ভক্তহৃদয়ে ভগবানের প্রেমলীলার অনন্ত বৈচিত্র্য! ভক্তের প্রেমের গাম্ভীর্য্য উহার বিবিধ গতি, নানা দশা সুখ, দুঃখ, বিকার, চেষ্টা, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভগবান্‌ও সম্যক্ অনুভব করিতে অসমর্থ। তাই লোকে বলে, তাঁহাকে বিষয় জাতীয় প্রকৃতি পরিহার করিয়া আশ্রয় জাতীয় ভক্তদেহ ও ভক্তপ্রকৃতি অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল। ধন্য প্রেম, জগতে তুমিই ধন্য! তুমি আপনি নাচ, ভক্তকে নাচাও, ও ভগবান্‌কে নাচাও। আবার তিন জনে একত্র নাচ। কে তোমার বিকার বৈচিত্র্য বুঝিবে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম বিকারের এই এক স্বভাব যে, যখন যে ভাব হৃদয়ে উঠিত, পূর্ণিমার জোয়ারে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহার উচ্ছ্বাস না হইয়া থামিত না। বাহিরের সামান্য কারণেও উদ্দীপনা হইলে মহাপ্লাবন হইত। শেষজীবনে তিনি রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলি একে একে শুনিয়া নানাভাবে বিলাপ করিতেন। ইহার মধ্যে যে দিন যে ভাবটী মনে একটু বেশি লাগিত, সেদিন আর রক্ষা থাকিত না। আজ মহারাসে কৃষ্ণের গোপীসঙ্গে যমুনার জল লীলার শ্লোক শুনিয়া তিনি সমস্ত দিন, সেই ভাবে বিভোর আছেন। আজ বা কি হয়?

চন্দ্রোদয় হইয়াছে। শুভ্র চন্দ্রকিরণ সমুদ্রের নীল জলে পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া নাচিতেছে; সমুদ্রবক্ষ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণের জললীলা ভাবিতে ভাবিতে বন্ধুদিগের অজ্ঞাতে হঠাৎ আইটোটায় আসিয়া সিন্ধুশোভা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভাবসমুদ্রও উছলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে দিশাহারা করিল। কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী রজনীতে যমুনাবক্ষে হেমাজরূপিণী গোপী পরিবৃত কৃষ্ণনীলাজ ভাসিতেছেন মনে করিয়া তিনি একেবারে সিন্ধু-জলে ঝাঁপ দিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জোয়ারের তেজ ছিল। কখন ভাসিতে ভাসিতে, কখন ডুবিতে ডুবিতে কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় তিনি তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কোনারকের দিকে যাইতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্চ্ছা মূর্চ্ছা নয়, কৃষ্ণের জলবিহার রঙ্গ নিমগ্নাবস্থায় আস্বাদন করিতেছিলেন।

এদিকে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে না দেখিয়া নানাস্থান খুঁজিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে, গুণ্ডীচামন্দিরে, নরেন্দ্রে, চটক পর্ব্বতে, চিরায়ু পর্ব্বতে; যে সব উদ্যানে তিনি যাইতেন, সে সব উদ্যানে উদ্যানে, সিংহদ্বারে ও সাগরকূলে ভক্তগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত নিশা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রজনী শেষে যখন সমস্ত অন্বেষণ তাঁহাদের ব্যর্থ হইল, তখন প্রভু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন মনে করিয়া ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু স্বরূপ গোঁসাই একেবারে নিরাশ্বাস ও অধৈর্য্য হইলেন না, জনকতক সাহসী লোক সঙ্গে মসাল জ্বালিয়া সমুদ্রের কূলে কূলে কোনারকের দিকে চলিলেন।

জগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে কোনারক। ইহা সমুদ্রের কোল। জোয়ারের জল সরিয়া গেলে ভাটার সময় ধীবরগণ এখানে মাছ ধরিয়া থাকে। কতক দূর গিয়া স্বরূপাদি দেখিলেন, এক জালিয়া জাল কাঁধে করিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে কাঁদিতে নাচিতে, গাইতে ও হরি হরি বলিতে বলিতে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন 'ওহে ভাই' এদিকে কোন লোক দেখিয়াছ কি? তোমার এরূপ দশা হইল কেন? সে উত্তর করিল, কোন মানুষ আমি দেখি নাই। কিন্তু জাল উঠাইতে আমার জালে এক মৃত দেহ উঠিয়াছে। আমি বড় মাছ মনে করিয়া খুলিতে যাইয়া দেখি ৫।৭ হাত এক দীর্ঘশরীর, তিন তিন হাত লম্বা হাত পা, অস্থিসন্ধি শিথিল হইয়া চামরা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটা খুলিয়া উপর দিকে তুলিয়াছে ও ক্ষণে ক্ষণে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। ছোঁবা মাত্র আমাকে ভাই সেই ভূতে পাইল, সেই হইতে আমার এই দশা হইয়াছে। আমি ভূত ছাড়াইতে ওঝার নিকট যাইতেছি। নইলে আমি মরিলে আমার স্ত্রীপুত্র বাঁচিবে কেমনে? স্বরূপ সে ব্যক্তির ভয়-বিহ্বলতা দেখিয়া ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি, তোমাকে ঝাড়িয়া দিতেছি, বলিয়া হরিনাম করিয়া ২।৩ চাপড় মারিলেন, এবং ভূত পলাইল বলিয়া সাহস দিলে ধীবর প্রকৃতিস্থ হইল। তখন স্বরূপ বলিলেন, তুমি যাঁহাকে জালে তুলিয়াছ, তিনি ভূত নহেন, কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু। কৃষ্ণ বিরহে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, V...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীবর উত্তর করিল 'আমি কি আর প্রভুকে চিনি না? সে কেন প্রভু হইবে? সে হয় ভূত, না হয় ব্রহ্মদৈত্য।' স্বরূপ বলিলেন, প্রেমবিকারে তাঁহার অস্থিসন্ধি ছাড়িয়া যাওয়ায় তিনি অতি বিকৃতাকার হন। যাহা হউক, তুমি শীঘ্র আমাদের তাঁর কাছে লইয়া চল।

তখন ধীবরের সঙ্গে ভক্তগণ অনতিদূরে যাইয়া সৈকতময় আর্দ্র ভূমিতে শ্রীচৈতন্য অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন দেখিয়া হর্ষ বিষাদে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ জলে থাকায় তাহার শরীরও মুখশ্রী শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত অঙ্গ বালুময়ও কর্দ্দমযুক্ত। অস্থিসন্ধি বিশ্লেষ হওয়ায় অতি দীর্ঘও কদাকার হইয়াছেন, দেখিলে চেনা যায় না। স্বরূপ গোঁসাই শুষ্ক বস্ত্র পাতিয়া তাঁহাকে শোয়াইলে শ্রবণ মূলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে গৌরসিংহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অস্থিসন্ধি জোড়া লাগিয়া পূর্ব্ববৎ সুন্দর দেহ হইল।

তিনি অর্দ্ধবাহ্য দশা লাভ করিয়া চারিদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় মহারাসান্তে মদমত্ত করীর ন্যায় কৃষ্ণমত্ত করিণী গোপীদিগকে লইয়া যেমন করিয়া যমুনা জলে জলকেলি করিয়াছিলেন, ক্রীড়ান্তে যেমন করিয়া তীরে বসিয়া বন্য ভোজন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে কুঞ্জকুটীরে শ্রম নিবারণার্থে শয়ন করিয়াছিলেন, ভাগবতের ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়া চৈতন্যচন্দ্র যে মহাপ্রলাপ বাক্য রচনা করিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। উহাতে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের আভাস পাওয়া গিয়াছে। বাক্যগুলি ভ্রান্তিময় অসম্বন্ধ হইলেও উহা যে উচ্চ অঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম। কালিন্দী বা বিরজার পারে লীলাধাম বৃন্দাবন। এখানে ভাবময়ী সখীগণ ভগবানের লীলার সহায়; তাঁহার সহিত লীলাজলে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন। সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ এইলীলা দেখিয়া সুখী হইতেছেন। পরাপ্রকৃতি রাধার সহিত পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণের যে রস ক্রীড়া, তাহাই মহারাস; তাহা প্রাকৃত কামময়ী চেষ্টা নহে। এই রাসাবসানে ভগবান্ পবিত্রতার সূক্ষ্ম বর্ণন পরিয়া সৃষ্টির লীলা জলে পরা প্রকৃতি রাধা ও শক্তি রূপা সখীদিগকে লইয়া জলকেলি করিয়া থাকেন। লীলা শেষ হইলে পরম পুরুষ আবার সশক্তি নিত্য ধামে যোগ নিদ্রাবলম্বনে শয়ন করিয়া থাকেন। ইহাই বৃন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজন ও কুঞ্জে স্থিতি। ভাগ্যবান্ ভক্তের মাধুর্য্যপূর্ণ চিত্ত-বৃন্দাবনে প্রেম-যমুনার জলে মহাভাবময়ী রাধা ও মনোবৃত্তি সখীনিচয়ে পরিবৃত হইয়া মহারাসে প্রবৃত্ত হইলে লোকলজ্জার বস্ত্রাচ্ছাদনাদি খসিয়া পড়ে। ভক্ত তখন লৌকিক ধর্ম্মের অতীত হন। তাঁহার সম্ভোগের অবস্থা, ভাব চেষ্টা ও কার্য্যকলাপ বুঝিতে না পারিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা রটনা করিয়া দেয়।

প্রলাপের শেষ ভাগে চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, 'জলকেলি সময়ে পৃথক পৃথক্ চক্রবাক্ জল হইতে উদ্গত হইয়া মণ্ডলাকারে স্থিতি করিতে লাগিল; এবং পৃথক্ পৃথক্ পদ্মমণ্ডল বৃত্তাকারে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; তাহার বাহিরে আবার পৃথক পৃথক রক্তোৎপল তৃতীয় মণ্ডলাকারে পদ্মমণ্ডলকে বেষ্টন করিল। পদ্ম ও রক্তোৎপল অচেতন আর চক্রবাক সচেতন। পদ্ম চক্রবাকের বন্ধু; রক্তোৎপলও পদ্মের বন্ধু, কিন্তু চক্রবাকের অপরিচিত। পদ্ম অচেতন হইয়াও সচেতন চক্রবাকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চক্রবাক্‌কে আচ্ছাদন করিয়া আত্মসাৎ করিতে উদ্যত। রক্তোৎপল তাহা করিতে না দিয়া অপরিচিত চক্রবাক্‌কে তাহার বন্ধুর লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত। শ্রীকৃষ্ণ জললীলায় এই অতিশয়োক্তি ও বিরোধাভাস অলঙ্কার দেখাইয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।'

এই প্রলাপের ব্যাখ্যা মোটামুটি এইরূপে করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জবান্তর্যামী পরমাত্মাই চক্রবাক্ মণ্ডল; জীব মণ্ডলই পদ্মমণ্ডল; উহা পরমাত্মার উপরে প্রতিষ্ঠিত; আবার জীব প্রকৃতির বাহিরে বারিতে মহত্ত্বাদি, তাহা রক্তোৎপল কেননা রাগাদিতে জড়িত। মহত্ত্ব মায়াচ্ছন্ন জড়ীয়, সেজন্য সে অচেতন আর জীব সচেতন হইয়াও অচেতন, কেননা প্রভু চৈতন্য বিনা তাঁহার স্বতন্ত্র চৈতন্য নাই। জীব আসক্তিবিহীন হইলেই পরমাত্মাকে লুটিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়. কিন্তু মহত্ত্বাদি তাহা করিতে দেয় না, এজন্য উহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে। জীবরূপা প্রকৃতি বরুষরূপী ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাই স্ত্রীপুরুষের উল্টা স্থিতি। জীব ভূতত্ত্বাদি আবরণে আবৃত, এ জন্য উভয়ে সহবাসী বন্ধু আর জীব পরমাত্মার তলদ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়েতি শ্রুতি কিন্তু মহত্ত্বাদি মায়িক বলিয়া ঈশ্বরের অর্দ্ধরচিত অর্থাৎ মহত্ত্বভগবৎ স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না অথচ যে আসক্তি শূন্যাবস্থায় ঈশ্বরকে আত্মসাৎ করিতে গেলে অপরিচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহত্তত্ত্ব তাগ্য করিতে দেয় না। ইহা বিরোধাভাস অলঙ্কার। ভগবান্ একই হইয়াও অনন্ত জীব প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত চক্রবাক্ বা অন্তর্যামী রূপে আছেন, এজন্য তাহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

নিপট বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া চৈতন্য দেব স্বরূপ গোঁসাইকে বলিলেন, তোমরা আমাকে এখানে আনিলে কেন? স্বরূপ সমস্ত কথা খুলিয়া বলি- কহিলেন, "তুমি সমুদ্রে পড়িয়া মূর্চ্ছাবস্থায় বৃন্দাবনে জলক্রীড়া ক- তেছ, আর আমরা সারা রাত্রি জাগিয়া তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

শ্রীচৈতন্য লজ্জিত হইলেন এবং স্নানান্তে বন্ধুগণ সহ বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরহাবস্থায় কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিতে করিতে চৈতন্যদেব মহাভাবে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চিদ্ঘন আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ করিতেন। তাহাকে মহাযোগ বা মহাসমাধি যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে, এই অবস্থা বেদান্তোক্ত সুষুপ্তির অবস্থা হইতে অভিন্ন। বাস্তবিক তাহা নহে; সুষুপ্তিতে আত্মজ্ঞান থাকে না, উহা মহা নির্ব্বাণ বা অনস্তিত্বের অবস্থা। ভক্ত সে অবস্থা পাইতে ইচ্ছা করেন না। সচৈতন্যাবস্থায় ভগবানের আনন্দঘন সম্ভোগ করাই ভক্তের লক্ষ্য। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি সম্ভোগ করিতেছি, এ জ্ঞান থাকিবে না, এরূপ নহে।

এ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের যে সকল বিরহবিকার বর্ণনা করা গেল; পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে, নামে বিরহ হইলেও তাহা ঈশ্বর সম্ভোগের অতি উচ্চ অবস্থা। যে কারণে বিচ্ছেদে তন্ময়ত্ব জ্ঞান হইয়া এই অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে; কেবল মাত্র ভগবান্‌কে পাইলেই সম্ভোগ লাভ হইতে পারে, কিন্তু বিরহে যে স্থানে বা যে অব- স্থায় থাকা যায়, তাহাতেই তাঁহার অনন্ত গুণ ও লীলা স্ফূর্ত্তি হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া যায়।

এ জন্য অনেক সময়ে ভক্তেরা সম্ভোগ অপেক্ষা বিরহই ইষ্টজনক ম- করিয়া থাকেন। পদ্যাবলির উদ্ধৃত শ্লোক আমাদের কথা প্রমাণ করিবে।

'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ ন সঙ্গমস্তস্য ।র

একঃ স এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।' স্থ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গম ও বিরহ, ইহার কোনটী প্রার্থনীয় সংশয়স্থলে সঙ্গম অপেক্ষা বিরহই ইষ্টজনক বলিতে হইবে। কারণ, সঙ্গমে তিনি এ... ত্র স... থাকেন; কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হইয়া যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখী পূর্ণিমা।

বৈশাখের পৌর্ণমাসী রজনীতে শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া জগন্নাথ বল্লভ নামক রাজোদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকালোকে উপবন ঝলমল করিতেছে, তরু লতা, ফুল ফল সব যেন কৌমুদী বসন পরিয়া বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে, মলয় পবন কুসুম সৌরভ লইয়া উদ্যানময় নাচিয়া বেড়াইতেছে; ছোট ছোট ফুলগাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া যেন তাঁহার নিকট নৃত্য শিক্ষা করিতেছে; শুক শারী, পিক, ভৃঙ্গ প্রফুল্লিত তরু বল্লীতে উড়িয়া উড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। সব যেন নিধুবনের শ্রী ধরিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীচৈতন্যের ভাবের কপাট খুলিয়া গেল। তিনি স্বরূপ রামানন্দকে গীত গোবিন্দের 'ললিত লবঙ্গ লতা' পদ গাইতে বলিয়া আপনি স্বদলে প্রতি তরুতলে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পূর্ণিমার নৈশ গগনে সেই নৃত্য গীতের লহরী তরঙ্গায়িত হইয়া সমস্ত উদ্যানকে কাঁপাইয়া তুলিল।

সম্মুখে সারি সারি অশোক তরু গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প বিকাশ করিয়া হাসিতেছে; পূর্ণিমার চাঁদের আলো ফুটন্ত ফুলে পড়িয়া সে হাসি আরও ফলাইয়া দিয়াছে; ও কি ও! অশোক তলায় দাঁড়াইয়া কে? শ্রীচৈতন্য দেখিলেন, শ্যামসুন্দর মদনমোহন ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া হাসি মুখে বাঁশী বাজাইতেছেন। 'এই আমার প্রাণের কৃষ্ণ পাইয়াছি বলিয়া গৌর সেই ভুবনসুন্দরকে ধরিতে ছুটিলেন; কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলেন, গৌর অশোক তলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুগণ চৈতন্য সম্পাদন করিলে তিনি ঊর্দ্ধবাহে কৃষ্ণাঙ্গপরিমলের মধুর আঘ্রাণ পাইলেন। নিরন্তর নাসিকারন্ধ্রে সে সৌরভ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যানের যে অংশে বেড়াইতে লাগিলেন, সেই খানেই সে অপ্রাকৃত সৌরভ যেন তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। তিনি শ্রীরাধিকার কথায় প্রলাপ করিলেন, তাহা যথা :—

সখি হে! কৃষ্ণ-নাভিকমলের নিকট অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূর, মৃগনাভি নীলোৎপলের সৌরভ অতি ছার। ত্রিজগতের মধ্যে এমন ধীরব্যক্তি কে আছে যে, সে আঘ্রাণে উন্মত্ত হয় না। নেত্র, নাভি, বদন, কর, আটটী পদ্ম শ্রীঅঙ্গ সরোবরে শোভা পাইতেছে। তাহা হইতে যে অপ্রা. সুরভি নিরন্তর বাহির হইতেছে, তাহার আগে কোন্ নাসা স্থির থাকিবে? আমরা অবলা স্ত্রী, আমাদের ত কথাই নাই। এ গন্ধ পাইয়া এলোথেলো বেশে পাগলের ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছি, কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছি, প্রাণ মন দেহ অর্পণ করিয়াছি, তবুও কি নাসার আশা মিটিল? পিব, পিব করিয়া সে যে তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছে।

হায়! হায়! কেনই বা কুটিল কৃষ্ণপ্রেমে ঝাঁপ দিয়াছিলাম? এত প্রেম নয়, এ যে তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ। মিষ্ট লাগে ফেলিতেও পারি না, গরম লাগে গিলিতেও ত পারি না। এত প্রেম নয়; এ যে লৌহ শৃঙ্খল; আমার হাতে গলায় বেঁধে চরণ তলে ফেলাইয়া দিয়াছে; পলাইব কেমন করিয়া? এত প্রেম নয়; এ যে ভয়ানক কামাগ্নি; যত সম্ভোগ করি, ততই যে শত গুণে জ্বলিয়া উঠিয়া আমাকে দগ্ধ করে। এ ত প্রেম নয়; এ যে জ্বালাময়ী দীপশিখা; দূর হইতে আমার প্রাণ পতঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া পোড়াইয়া মারিতেছে। এ ত প্রেম নয়, এ যে ভীষণ রোগ; শরীর, মন, প্রাণ, খুলিয়া খাইতেছে; তথাচ প্রাণে মারিয়া ফেলে না। 'শ্রীকৃষ্ণ কৃপা অসীম, আমাকে চিরদিন এ দুঃখে রাখিবেন না অবশ্যই সুখী করিবেন' তোমরা আমাকে কি এই আশ্বাস বচন বলিতেছ। হায়! আমার দুঃখ বুঝিলে না; তাই এই অসার সান্ত্বনায় প্রতারিত করিতে চাও। ভবিষ্যতের আশায় কি প্রাণে শান্তি হয়? বর্ত্তমানে যদি মরি তবে ভবিষ্যৎ আমার কোন্ কাজে লাগিবে? দেখ পদ্মপাতের জলের মত জীবের জীবন অতি চঞ্চল, কখন আছে, কখন নাই। এতে ভবিষ্যতের আশার উপর কি নির্ভর করা যাইতে পারে? তোমরা কি জান না যে, অকৈতব প্রেম এ জগতে প্রায়ই লাভ হয় না। সৌভাগ্য ক্রমে লাভ হইলে তাতে কি আর বিরহ হইতে পারে? আর সে প্রেমে বিরহ হলেই বা কে বাঁচে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎকণ্ঠা, অত্যন্ত ... পুনরায় প্রার্থনা ...

'নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্গদরু ...
পুলকৈ নিচিতং বপুঃ কদা তবনাম গ্র...

হে প্রভো! প্রেম বিনা আমার জীবন বিফ... এব দাস করিয়া আমাকে প্রেম ধন বেতন দাও, যেন তোমার নাম হইতে লইতে আমার ...ন দিয়া অশ্রু গলিয়া পড়ে, কণ্ঠ রোধ হইয়া গদ্গদ বাক্য বাহির হয়, ...ং পুলকে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। রাধান্তরাবেশে বিরহস্ফূর্ত্তি হইলে ...লাপ বলিতে লাগিলেনঃ—

'যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণমে।"

গোবিন্দ বিরহে ত্রিভুবন শূন্য হইল; বিরহের দিন যায় না, তাইতে নিমিষ কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং বর্ষার জল ধারার ন্যায় নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে।

বিরহ চিন্তায় ক্রমে ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয় বাড়িতে লাগিল, শ্রীরাধিকোক্ত শ্লোক পড়িয়া চৈতন্য প্রভু বিলাপ করিতে করিতে আপনি তত্তভাবময় হইয়া উঠিলেন।

'আশ্লিষ্যবা পাদরতাংপিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ।'

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পদ সেবার দাসীই করুন, বা মহাদুঃখে ফেলাইয়া নিষ্পেষিতাই করুন, অথবা দর্শন সুখে বঞ্চিত করিয়া মর্ম্মহতাই করুন, কিম্বা বহুজনের নাথ হইয়া যেখানে সেখানে বিহারই করুন, তিনি ...র নহেন, আমারই প্রাণবল্লভ।

ব্রজধামের শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের ছবি এই প্রলাপে অঙ্কিত। যে প্রেমে নিজ সুখের গন্ধমাত্র নাই, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবা, যাহার চরমে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া সুখময় কান্তসেবা লাভ, সেই আদর্শ প্রেমেই শচীনন্দনের প্রাণ মন, দেহ আত্মা কাড়িয়া লইয়াছিল। কান্তভাবের এই আত্মবলিদানই তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ, মধ্য শেষ। ইহাতেই তাঁহার জীবন মরণ সকলই। হে গৌরাঙ্গ সুন্দর! দীনহীন অভাগ্য আমি কবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার স্বঃ জনর যে অংশের কণা পাইয়া কৃতার্থ, সে যাইব। যে প্রেমে নিজ সুখের তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন তাহা বিষ, তাহা গৌরের নহে। ভগবান্ করুন, আর জন্মে তাহা যাতে ত্রিসীমায় না যাই।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ধান।

গৌরের অন্তর্ধানের কথা কেমন করিয়া লিখিব ? যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ পারেন নাই, সেই নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য, এই ক্ষুদ্র, তাঁহাদের চরণধূলিরও অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়িল, এ অতি অদ্ভুত রহস্য। এ হৃদয়-বিদারক কথা না বলিবারই ইচ্ছা, কিন্তু কি করি, আমি যে আদিষ্ট; আমার ভো এড়াইবার উপায় নাই। বিধাতার লীলা অতি আশ্চর্য্য, তাহা না হইলে এমন নিদারুণ কাজে কি মানুষ হাত দেয় ?

জগতে যাহার আবির্ভাব আছে, তাহারই তিরোধান নিয়মিত হইয়াছে। যাহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ হইবেই হইবে। বৃক্ষে বীজ আছে, কালে তাহা হইতেই আবার ফল ফুল শোভিত নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; সে আবার প্রাচীন হইয়া ভবিষ্যদ্বংশের জন্য নূতন শক্তি রাখিয়া চরমাবস্থা লাভ করে। মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের কেন দেবত্বের বীজ আছে, তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া জগত ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকে, জগতের মানুষ নিত্যধামে চলিয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম বিধানেও তেমনি পরবর্ত্তী বিধানের বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। সময় হইলে সে পরবর্ত্তীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া জগদ্যবনিকার অন্তরালে সরিয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত সাধুর জীবনও সেইরূপ। জীবনাধার পাঞ্চভৌতিক দেহ কালে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় বটে, কিন্তু সে জীবনের অবিনশ্বর সাধুতা, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম উত্তরাধিকারের ন্যায় মানবজাতির ইতিহাস-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকে। চর্ম্ম মাংসের নশ্বর রূপেরই ধ্বংস হয়, কিন্তু অবিনশ্বর চিন্ময় রূপের তো বিনাশ নাই। চিরদিন তাহা মানবাত্মার জ্যোতির্ম্ময় রূপে ঝলমল করিয়া জ্বলিতে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে একথা পূর্ণমাত্রায় খাটে। চারিশত বৎসরের অধিক

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল, গোরার দৈহিক ... ভূতের জড় চক্ষুর ... ছে বটে, কিন্তু সেই অপ্রাকৃত গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, যাহা নামে, ... বৈরাগ্যে, পুণ্যে, পবিত্রতায়, ভাবে, মহাভাবে, সঙ্কীর্ত্তনে ... ঝলমল করিয়া এখনও সৌভাগ্যবান ভক্ত চক্ষুর প্রীতি ... ছে, তাহার কি আর বিনাশ আছে? সে চিদ্ঘন অমর চৈতন্য ... প্রাণে উদিত হইয়া আমাদিগকে হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন। বৃন্দাবন ... দাস মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন?

'অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

গৌরের অন্তর্ধান বর্ণিতে ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা। এ সান্ত্বনা না থাকিলে লিখিতে পারিতাম কিনা ভগবান্ই জানেন।

পূজ্যপাদ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এ সম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই। সকলেই যেন পরামর্শ করিয়া অতীতের গভীর গহ্বরে রহস্যটী নিক্ষেপ করিয়া নিস্তব্ধতা পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় কি ছিল, অনুমান করা কঠিন। তাঁহারা সকলেই গৌরগত প্রাণ; হয় তো গৌরের হৃদয়-বিদারক শরীরত্যাগের কথা লিখিতে শোকে দুঃখে লেখনী চালনা করিতে পারেন নাই। অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণে ও তাঁহাতে পার্থক্য নাই। চিন্ময় দেহ জড়ীয় দেহের ন্যায় ধ্বংসশীল নয়। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দেহ ধ্বংস হইতে পারে না; সে দেহের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। অতএব তাঁহার শরীর নাশের কথা লিখিবেন কেমন করিয়া। যে কারণেই হউক, বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে শ্রীচৈতন্যের স্বর্গারোহণের স্পষ্ট কোন কথা পাওয়া যায় না। তাঁহাদের গ্রন্থনিচয়ের এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও জনশ্রুতির উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের আত্মসঙ্গোপন সম্বন্ধে চারিটী জনপ্রবাদ দেশমধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম, দারুময় জগন্নাথ বিগ্রহে তিনি বিলীন হইয়া যান; দ্বিতীয়, অন্যের অজ্ঞাতে পলাইয়া গিয়া আউলে মহাপ্রভুরূপে কাঁচরাপাড়ায় প্রকাশ হইয়াছিলেন; তৃতীয়, পণ্ডিত গদাধর-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহে লয়প্রাপ্তি; চতুর্থ, সমুদ্রে পতন। জগন্নাথ বিগ্রহে তিনি যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এ অনুমানের পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ থাকিলেই বা তাহা বিশ্বাস করে কে? দারু বিগ্রহে রক্তমাংসময় জড় শরীর কেমন করিয়া মিশিয়া যাইবে? এই বৈজ্ঞানিক যুগে এ কথা কে মানিবে? অনুমান হয়, পাণ্ডাগণ জগন্নাথের মহিমা বাড়াইবার অভিপ্রায়ে এই জনরব তুলিয়া দিয়া থাকিবে। এদেশের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ই দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈত আচার্য্যের তরজা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাটে বি... ...র অভিপ্রায় না ... ...রিয়া লোকে বাউল অর্থাৎ পা...নর যে অংবয়া ২ নাম্নী লোক নানা প্রকারে পবিত্র বৈরাগ্য ও প্রেমের ন...তাৎপর্য প্রক...ছে। সুতরাং যে ভাবে ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে অ...তাহা ...তিদ্ধি আশা নাই, সব শ্রম পণ্ড হইল; উপায়ান্তর উদ্ভাবন না ক...না, প্রচার হইবে না, ইত্যাদি ভাবিয়া তিনি গোপনে পলাইয়া গিয়া কি...নে পরে কাঁচরাপাড়ায় কর্ত্তাভজার প্রবর্ত্তক হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন। আচার্য্যের তরজা পড়িয়া মনে একটা নিরাশ ... আসা স্বাভাবিক হইলেও, শ্রীচৈতন্য যে আউলে মহাপ্রভু হইবার উদ্দে... আত্ম গোপন করিয়া পলাইয়া যাইবেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। কেনন... কুমারহট্ট প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁর বহু অনুচর তৎকা... জীবিত ছিলেন। তাঁহারা কি তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না? ... এরূপে আত্ম গোপন করা মহাপুরুষদের প্রকৃতি নয়। কর্ত্তাভজারা আপনাদের সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যে এই অমূলক কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশিষ্ট থাকিতেছে, শেষ দুই ... জনশ্রুতি; গোপীনাথ বিগ্রহে লীন হওয়া ও সমুদ্রে পতন। পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে মনুষ্য দেহ লীন হওয়ার যুক্তি, প্রথমটীর ন্যায় অসম্ভব হইলেও, শেষোক্ত প্রবাদের সঙ্গে যে সেটীর গভীর সংযোগ আছে, তাহা আমরা দেখাইতেছি।

গদাধর পণ্ডিতের সহিত শ্রীচৈতন্যের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সখ্য ছিল, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের আদেশে পণ্ডিত গোস্বামী পুরুষোত্তমে গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সেবা করিতেন। যে স্থানে এই মন্দির অবস্থিত ছিল, তাহার নাম যমেশ্বর টোটা। টোটা শব্দের অর্থ বাগান। অতি সুপ্রশস্ত কুসুমোদ্যানে পণ্ডিতের আশ্রম। এ উদ্যানে যে কেবল ফুলগাছই ছিল, তাহা নহে; আম, কাঁটাল, জাম, তেঁতুল, অশ্বত্থ জাতীয় বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি বাগানটীকে নিকুঞ্জ কাননের ন্যায় নির্জন ও সুশীতল করিয়া রাখিত। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে পণ্ডিত গোস্বামীর জীবদ্দশায় শ্রীনিবাস আচার্য্য পুরুষোত্তমে যাইয়া গোপীনাথের পুষ্পবাটী অতি মনোহর দেখিয়াছিলেন।

'শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী মনোহর;
দেখাইল, এখানে রহেন গদাধর।' ভক্তিরত্নাকর, ৩য় তরঙ্গ

ইহার অত্যল্পকাল পরে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধানের পর যখন নরোত্তম ঠাকুর পুরুষোত্তমে গিয়া এই বাগানে বেড়াইতেছিলেন, পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য মামু গোস্বামী তাঁহাকে পুষ্পবাটিকার রম্যস্থান দেখাইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন;

'ওহে নরোত্তম, এই টোটা নিরখিতে,
নিরন্তর কাঁদে প্রাণ নারি নিবারিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ ! এ ... মধ্যে অতিরম্য স্থান
এথা যে কৌতুক তাহা দেখিল ভাগ...
মোর প্রভু গদাধর বসিয়া এথায়,
পড়িতা শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায়।
এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যায় মাধুরী ;
গদাধর প্রাণনাথ প্রভু গৌর হরি ॥' ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ।
স্থানান্তরে :—
'এথা সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিত কৈল্ পাক ;
করিল ব্যঞ্জন টোটা হৈতে তুলি শাক।
কোমল তিন্তিড়ী পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল।
অন্নের সৌগন্ধি সব টোটায় ব্যাপিল।'

যমেশ্বর টোটা আরামের নিকটেই সুবিস্তীর্ণ নিরুনিধি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত। একবার আইটোটার নিকটস্থ সমুদ্র তরঙ্গে শ্রীচৈতন্য ঝাঁপ দিয়া নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে ধীবরের জালে উঠিলে স্বরূপাদি বন্ধুগণের যত্নে ও চেষ্টায় সেবার তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

'এইমতে মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে।'
চরিতামৃত। ১৮শ পরিচ্ছেদ।

যমেশ্বর টোটার এহেন রম্য উদ্যানে চৈতন্যদেব যে অনেক সময়ে বিহার করিতেন ; একাকী বা বন্ধুগণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তাহার অনেক প্রমাণও আছে। কখন বৃক্ষমূলে বসিয়া গদাধরের নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমে গদ গদ হইতেন, কখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন, কখন গোপীনাথের মন্দির মধ্যে কপাট দিয়া একাকী বসিয়া থাকিতেন এবং কখন বন্ধুগণের অলক্ষিতে বাহির হইয়া গিয়া সমুদ্রতটে বিচরণ করিতেন। পাঠক দেখিয়াছেন, শেষ জীবনে তাঁহার ভাবের এত প্রবলতা হইয়াছিল যে, তাহার প্রভাব রক্ত, মাংসের শরীর সহ্য করিতে পারিত না ; ভাবে পাগল হইয়া তিনি কি করিতেন কি ...লিতেন, তাহার কিছুই ঠিকানা থাকিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বরূপাদি ...ন্ধুগণ এ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়াই সর্ব্বদা ...োখে চোখে রাখিতেন। কিন্তু টোটার বাগানে আসিলে তাঁহাদের ...নোযোগ কিছু শিথিল পড়িত। তাহার কারণও ছিল ; তাঁহারা জানিতেন, টোটায় গদাধর পণ্ডিত ...স্বামী সশিষ্যে বাস করিতেন ; তিনি গৌরের শরীর রক্ষায় কখ... ...যোগী হইবে... ...ও তাই। গৌর টোটায় আসিলে পণ্ডিত মহাশ... উদ্বেগের সী... ...ত না। কখন কি বিপদ্ ঘটে ; এ আশঙ্কায় তিনি শশব্যস্ত হইয়া পড়িতেন ; এবং শিষ্যদিগকে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি ত... নের যে অংশ... ত বলিয়া দিয়া ... র বা অন্যত্র একাকী যাইতে না... করিয়া দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু এ স... তাঁহার প্রক... ত্ত্বেও যাহা সকলে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ... তাহা ... তিনি ... ঞ্জর কাটিয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়া গেলেন; কেহ আটকাইতে পারিল না। মানুষের চেষ্টা যত্ন সব বিফল হইয়া গেল; কিছুতেই কিছু কুলা... ইয়া উঠিল না। বিধাতার নির্ব্বন্ধের কাছে মানুষের চালাকি খাটে না; চক্রীর ঘটনা-চক্রে বাধা দিবে যে ক্ষুদ্র মানুষ তোমা... কি সাধ্য?

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এক দিন অপরাহ্ন সময়ে ভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখন পণ্ডিত গোঁসাই সুশীতল বৃক্ষমূলে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে গৌর যখন বাহির হইলেন না, তখন পণ্ডিত গোঁসাই আস্তে ব্যস্তে মন্দির মধ্যে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। শিষ্যগণ অনেক খুঁজিয়াও কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না; গদাধরের মন্দ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল; তিনি খেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

'কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে;
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।'

কয়েকদিন পরে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট শোক-বিহ্বল গদাধর পণ্ডিত যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতেও গৌরের আকস্মিক ঘটনায় প্রাণ হানি হওয়াই বুঝা যায়।

'ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ।
পড়াইতে তোমারে আমারও ছিল সাধা;
কারে কি কহিব হৈল বিপরীত বাধা।' ভক্তিরত্নাকর,৮ম তরঙ্গ।

মামু গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরকে যে বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন, তাহাতে আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়;—

'ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার;
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে;
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা ফিরে। ভক্তিরত্নাকর। ৮ম তরঙ্গ।

এই সকল কথা দ্বারা অকাট্যরূপে সাব্যস্ত হইতেছে যে, গোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করার পর চৈতন্যচন্দ্রকে কেহ এ পৃথিবীতে আর দেখিতে পায় নাই। গোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হইয়া যাওয়া প্রবাদটুকু উত্তর কালে যে এই ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, কি গদাধর প... তের ... কি তাঁহ... মামু পণ্ডিতের কথায়, ইহার প্রসঙ্গ মাত্র ... ণ্ডিত গোঁসাই ... এ বলিয়াছিলেন যে, "গোপীনাথের মন্দিরে গৌরকে হারাইলাম।" মামু কহিয়াছিলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির মধ্য হইতেই ... হইয়া যান, আর ... সন নাই; ভক্তগণ কেহই চৈতন্যচন্দ্রকে মানুষ মনে ... গোপীনাথও তাঁহাদের কাছে পাষাণময়ী মূর্ত্তি নহেন। ... থের অঙ্গে তাঁহার লীন হইয়া যাওয়া অনুমান করা ভক্তগ... কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, গোপীনাথের ভিড় হইতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গৌরচন্দ্র বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্র তটে যাইতে পারি-তেন কি না? ভাবতরঙ্গে তিনি যেরূপ আত্মহারা হইয়া যাইতেন; অন্য উদ্দীপনায় বৃন্দাবনলীলা-স্মৃতি হইয়া তিনি যেরূপ সর্ব্বত্র বৃন্দাবন দেখিতেন, তাহাতে প্রথমবারের মত সাগরের নীলজলে যমুনাভ্রান্তি এবং রাধাকৃষ্ণের জললীলা সন্দর্শন করা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ ছিল কি না? যদি থাকে, তবে তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া অচৈতন্যাবস্থায় স্রোতের টানে সুদূর সমুদ্রে যাইয়া প্রাণ হারান সম্ভব হয় কি না? এই সব প্রশ্নের নিতান্ত সহজ সিদ্ধান্ত যাহা, আমাদের মতে তাঁহার জীবন নাশের কারণও তাহাই। গভীর সাগর জলে দেহ পড়িলে, মানুষের সাধ্য কি যে পাইতে পারে? একবার ভাগ্যক্রমে যেন কোনারকে গিয়া পড়িয়াছিলেন, বারে বারে যে তাহা হইবে, কে বলিবে? আমাদের মতে, দ্বিতীয়বার সিন্ধুপতনে শ্রীচৈ-তন্যের যে জীবনান্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

মাঘমাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য জাজিগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া যাজপুরের নিকটে আসিয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিতে পান। সুতরাং অনুমান হইতে পারে যে, প্রায় পূর্ণিমার সময়ে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। সেই ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা, আর এই ১৪৫৫ শকের মাঘ মাসের পূর্ণিমা। এই ৪৮ বৎসর চৈতন্যচন্দ্রের মর্ত্ত্যে স্থিতি।

তবে যাও, চৈতন্যচন্দ্র, বঙ্গ আকাশ আঁধার করিয়া অনন্ত রাজ্যে উদিত হওগে; তবে যাও ভক্তবৎসল, ভক্তচকোরগণকে সংসার-পিপাসায় ফেলিয়া, গোলোক ধামে চিন্ময় ভক্তমণ্ডলীকে সুখ দিতে? তবে যাও শচীদুলাল! শচী মাতার হৃদাকাশ অন্ধকার করিয়া চিন্ময়ী মাতার কোমল কোল আলো করিতে। তবে যাও বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আশায় মুখে ছাই দিয়া নিত্যধামে সখীদের সঙ্গে নিত্যলীলা করিতে, যেখানে স্ত্রীপুরুষে প্রভেদ নাই, যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই। তবে যাও বঙ্গের গৌরব, বঙ্গবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে নরনারীকে কাঁদাইয়া; তবে যাও যুগাবতার, নাম প্রেমের যুগধর্ম্ম বিধান পরিপূর্ণ করিয়া ... গধর্ম্মপতির নিকট পুরস্কার লইতে। তবে যাও অনন্তের পুত্র, দুঃখ... বর প্রেমম... তে, যেখানে নিত্যলীলার, নিত্য প্রেমের মহোৎসব ... নে ভক্তম... নন্দ পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া, কাঁদিয়া, নাচিয়া ... নিত্য প্রে... বিভোর; যেখানে জাতি, বিদ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন, মর্য্যাদার যে অবধি নাই, দেশ কাল পাত্রের বিচার নাই, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি তাঁহার প্রক্ষালিয়া হরিপাদপদ্ম ধোয়াইয়া দিতেছে। আমরা এখানে তো তাহা প্রতিদ্বি... ই কাঁদি ও আর দুইবার আসিবে বলিয়া গিয়াছি, সেই ... প্রলম্বিত হইয়া কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া থাকি। ... না ...

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গোপনান্তে।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরে তদীয় প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গগণ কোথায় কিভাবে ছিলেন, এবং কে কবে অপ্রকট হন, আমরা এই পরিচ্ছেদে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে উদ্ধব বৃন্দাবনে যাইয়া ব্রজবাসীদের যেমন অবস্থা দেখিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আত্ম সংগোপনের অব্যবহিত পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য পুরুষোত্তমে যাইয়া ভক্তমণ্ডলীর তেমনি দশা দেখিয়া শোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন। নীরব অশ্রু ধারায় সকলের বুক ভাসিয়া যাইতেছে, পাষাণময় বিগ্রহ বা দণ্ডায়মান বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট; কেবল মধ্যে মধ্যে হা গৌরাঙ্গ বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করায় জীবন থাকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি হীন হইয়া মৃতকল্পের ন্যায় জীবনভার বহিতেছেন; আর সে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি নাই; আর সে ভাগবতব্যাখ্যা হয় নাই; আর বাসায় বাসায় প্রীতিভোজনের ধূম নাই। সকলেই মলিন, বিবর্ণ ও শক্তিহীন। যে শক্তিতে তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, যে সুখ-তারার মুখপানে চাহিয়া সকলে সুখে জীবন সাগরে ভাসিতেছিলেন, যে চাঁদকে ঘিরিয়া অগণ্য তারা বিরাজ করিতেছিল, তাঁহার অভাবে আজ সব অন্ধকার, সব এলোথেলো। পাঠক এ দৃশ্য কল্পনা করুন, আমাদের সাধ্য নাই যে অঙ্কিত করি।

প্রভাতকালীন নক্ষত্রের ন্যায় একে একে ভক্তগণ অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহদের প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল, কেবল রক্ত মাংসময় শরীর পড়িয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য হইতে লাগিল। প্রাণের গৌরাঙ্গ! এত সাধ করিয়া হাট বসাইয়াছিলে, তাহা যে ভাঙ্গিয়া গেল, একবার আসিয়া দেখ। গৌরের আত্মোসঙ্গোপনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপ সখা শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিলেন না। স্বরূপের পর, রঘুনাথ গৌরের ও স্বরূপের শোকে অধীর হইয়া গোবর্দ্ধনে ... ভৃগুপাত করিয়া জীবন ত্যাগ করিবেন বলিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন ... রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই ... ভার অর্পণ ... অবসর লইয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম রামানন্দের সঙ্গে সাধন ... করিতেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে গৌরের ... কে বিহ্বল হইয়া ... মে যাইয়া অজ্ঞাতবাসে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ... সেই কাল দিন হইতে আর কাহাকেও মুখ দেখান না ... বসিয়া মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন পরে ... সিদ্ধি করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ... উভয়ে এক নির্জ্জন ...রীতে বসিয়া গোরাগুণগান করিয়া শোকাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সময় ...টাইতে লাগিলেন। পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীয়ও এই দশা। ...ক্রশ্বর পণ্ডিত, শিখি মাইতি, কানাই খুটিয়া, বাণীনাথ পট্টনায়ক, মাধবী ...বী, গোবিন্দ, শঙ্কর, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি পুরুষোত্তম-বাসী চৈতন্য-শিষ্যগণ একই শোকে একই ভাবে মগ্ন হইয়া দিনমানের চাঁদের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছেন। দেখিলে কেহ পূর্ব্বের সেই মানুষ বলিয়া চিনিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়ার ...হি জাজিগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন চৈতন্যদেব জীবিত ছিলেন। যে কয়দিন তাঁহার পথ পর্য্যটনে লাগিয়াছিল, সেই কয়দিন পরেই নীলাচলে যাইয়া শ্রীনিবাস যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাই উপরে বিবৃত হইল। আচার্য্য প্রভু নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীখণ্ডে এক দিনমাত্র অবস্থিতি করিয়া পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত পুরুষোত্তমে পুনঃ সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য আবার যাইতেছিলেন; কিন্তু যাজপুরে যাইয়া গদাধর পণ্ডিতের তিরোধানের কথা শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি পথে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের স্বর্গারোহণের কথা শুনিতে পাইয়া শোকসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তবেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, চৈতন্যান্তর্ধানের অতি অল্পকাল পরেই ই অলোক-সামান্য ভক্তদ্বয়ও ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস এবারে বঙ্গদেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। নবদ্বীপে যাইয়া ...ভনি শচীমাতাকে দেখিতে পান নাই। বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বেই প্রিয়...ত্রের অদর্শনের কথা ...য়া পুত্রবৎসলা জননী শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ... দুঃখ ... য়া তখন ... র বৈধব্য আচরণ করিয়া কোনমতে সময় ... লেন ... ঠাকুর নামে তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। ই ... কছুক ... বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও পরোলোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালিনী হ... পার্ষদের মধ্যে সে ... পে শ্রীবাস পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত যে অংশ ... গুপ্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর, সঞ্জয়, বিজয়দাস ... তাঁহার প্রক ... পত্নী মালিনী দেবী জীবিত ছিলেন। শান্তিপুরে আচার্য্যে ... তাহা পতিব্রতা পত্নী সীতাদেবী এবং খড়দহে নিত্যানন্দের বিধবা ... বসু জাহ্নবী ... পুত্র কন্যাগণ, কুমারহট্টে শিবানন্দ সেন ও পুত্রগণ, শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন জীবদ্দশায় ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের দুর্দ্দশার সীমা নাই। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া সনাতন গোস্বামী, দেহত্যাগ করিলেন। তাহার কিছুকাল পরে রূপ গোস্বামীও অগ্রজের অনুগামী হইলেন। রঘুনাথ ভট্ট ও (কাশীশ্বর) যিনি চৈতন্যাজ্ঞায় বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ব্রজে যাইয়া শোকসন্তপ্ত শ্রীজীব গোস্বামী, বেঙ্কটনন্দন গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামীকে মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারাও গৌরাঙ্গ শোকে নিষ্প্রভ মণির ন্যায় কোন মতে বাঁচিয়াছিলেন। আর শোকদুঃখের কথা না লিখিয়া, আর গৌরাঙ্গের তিরোধান না বর্ণিয়া, শ্রীজীব ও শ্রীনিবাসের হাতে গৌরাঙ্গের প্রেমের ... প্রচারের ভার ন্যস্ত দেখিয়া, গৌরলীলা ভাবিতে ভাবিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে এইখানেই আমরা চৈতন্যলীলামৃত সমাপ্ত করিলাম।

গৌরের অপার লীলা, অনন্তভাব, কাহার সাধ্য সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে? ভগবানের কৃপায় বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিয়া ও উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ করিয়া এ ক্ষুদ্র লেখনী যাহা লিখিল, তাহাতেই ধন্য হইলাম।

সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২১০/৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভার[ত] সম্পাদকের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

জগদীশ্বর বাবুর গ্রন্থ।

১। পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরি[তামৃত] আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা; সংস্কৃত শ্লোকের সরল টীকা ও ব্যাখ্যা, গ্রন্থক[ারের] জীবনী ও বিস্তীর্ণ সূচনী এবং দুরূহ পয়ারের অর্থ সহিত ৺জগদীশ্বর প্রণীত। সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, মাসুল ॥০ আনা।

২। চৈতন্যলীলামৃত, পূর্ব্বভাগ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাসু[ল] ⁄১০ আনা।

৩। চৈতন্যলীলামৃত, উত্তর ভাগ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাসুল ⁄১০ আনা।

৪। মহাকবি কালিদাস প্রণীত সুবিখ্যাত মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ— পদ্যে। পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘ। মূল্য ।০ আনা, মাসুল ⁄১০ আনা।

দেবীবাবুর গ্রন্থ।

(১) শরচ্চন্দ্র ১৸০, (২) সন্ন্যাসী ২৲, (৩) যোগজীবন ২... (৪) নবলীলা ১।০, (৫) বিবেকবাণী ৸০, (৬) জ্যোতিকণা ১৵০, (৭) ভিখারী ১৲, (৮) বিরাজমোহন ১।০, (৯) সোপান ... (১০) প্রসাদ ১৵০, (১১) বিবাহ-সংস্কার ১৲, (১২) অপরাজিতা ১... (১৩) সান্ত্বনা ৸০, (১৪) মুরলা ১।০, (১৫) ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৲ টাকা। এই সমস্ত পুস্তক একত্রে ক্রয় করিলে ডাকমাশুল লাগে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi